নিকোলাই অস্ত্রভস্কি

ইস্পাত

নিকোলাই অস্ত্রভস্কি
ইস্পাত
১

নিকোলাই অস্ত্রভস্কি

উপন্যাস

দ্বিতীয় ভাগ

'রাদুগা' প্রকাশন
তাশখন্দ

অনুবাদ: রবীন্দ্র মজুমদার
সম্পাদনা: অরুণ সোম
অঙ্গসজ্জা: মেদাত কাগারোভ

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Роман

Книга вторая

На языке бенгали

NIKOLAI OSTROVSKY

HOW THE STEEL WAS TEMPERED

A Novel

Part Two

In Bengali

দ্বিতীয় সংস্করণ

$$O\frac{4702010200-410}{031(05)-86}093-86$$

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000723-2
ISBN 5-05-000725-9
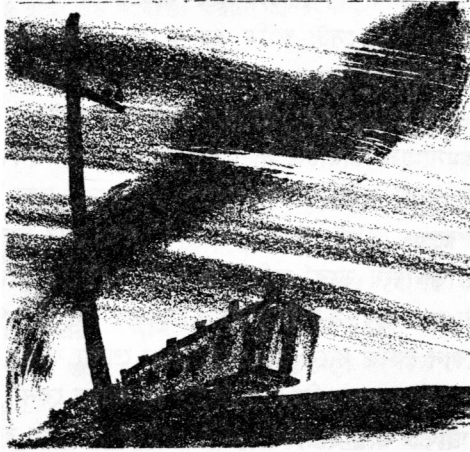
দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

রাত্রি-দ্বপ্বর। শেষ ট্রামগাড়িখানা অনেকক্ষণ আগে, তার নড়বড়ে দেহখানা টেনে নিয়ে ফিরে গেছে ডিপোয়। জানলার গোড়ায় চাঁদের একফালি ঠাণ্ডা আলো এসে পড়েছে। বিছানার ওপরে তারই আভার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ঘরের বাকি অংশটুকু আধা-অন্ধকার। কোণের দিকে টেবিলটার ওপরে একটা ঠুলি-পরানো ডেস্ক্-আলোর ব্ত্তের নিচে ঝ্বঁকে বসে আছে রিতা তার মোটা নোটবইটার সামনে।

এটা তার রোজনামচা। পেন্সিলের সর্ব সীস্টা লিখে চলেছে এই কথাগ্বলো:

২৪ মে

আমার স্ম্তিগ্বলোকে লিখে রাখবার জন্য আমি আরেকবার চেষ্টা করতে বসেছি। এই রোজনামচা লেখার ব্যাপারে আরেকবার একটা বড়ো রকম ফাঁক পড়েছে। শেষবার লেখার পর দেড় মাস কেটে গেছে। কিন্তু উপায় ছিল না।

রোজনামচা লেখার সময় পাই কোথায়? রাত্তির বারোটা বেজে গেছে, এদিকে এই আমি এখনও লিখে চলেছি। ঘ্বম আসছে না কিছ্বতেই। কমরেড সেগাল চলে যাবেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করবার জন্য। খবরটা পেয়ে আমরা সবাই খ্বব বিচলিত হয়ে

পড়েছি। ভারি চমৎকার লোক — আমাদের এই লাজার আলেক্সান্দ্রভিচ। তাঁর বন্ধুত্ব যে আমাদের পক্ষে কতোখানি, সেটা আমি এর আগে পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি। উনি চলে গেলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ক্লাসটা ভেস্তে যেতে বাধ্য। আমাদের 'ছাত্ররা' কতদূর এগিয়েছে হিসেব নেবার জন্য আমরা কাল তাঁর ওখানে অনেক রাত পর্যন্ত ছিলাম। প্রাদেশিক কমসমোল কমিটির সম্পাদক আকিম এসেছিল। আর সেই অসহ্য তুফ্‌তা-টাও এসেছিল। ওই সবজান্তাটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি নে! পার্টির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা তর্ক উঠেছিল। সেগালের ছাত্র করচাগিন যখন তুফ্‌তাকে চমৎকার যুক্তি দিয়ে তর্কে হারিয়ে দিল, তখন ভারি খুশি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। না, এই দুটো মাস বৃথা যায় নি। এমন চমৎকার ফল যদি পাওয়া যায়, তাহলে পরিশ্রম করার জন্য কোন ক্ষোভ থাকে না। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, ঝুখ্‌রাইকে নাকি সামরিক অঞ্চলের বিশেষ বিভাগে বদলি করা হচ্ছে। কি জানি কেন।

লাজার আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ছাত্রটির ভার আমার ওপর দিয়ে বললেন, 'যে কাজটা শুরু করেছি, আপনাকে সেটা শেষ করতে হবে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থামলে চলবে না। দেখবেন রিতা, আপনি আর ও — দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ছেলেটির মধ্যে এখনও খানিকটা শৃঙ্খলার অভাব আছে। ওর স্বভাবটা উদ্দাম রকমের, আবেগের উচ্ছ্বাসে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা। আমার মনে হচ্ছে, আপনিই ওকে সবচেয়ে ভালোভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, রিতা। আপনার সাফল্য কামনা করছি। আমাকে মস্কোতে চিঠি লিখতে ভুলবেন না।'

আজ সলোমেন্‌কা জেলা কমিটির জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে একজন নতুন সম্পাদক পাঠানো হয়েছে। ঝার্‌কি তার নাম। সৈন্যদলে তাকে আমি চিনতাম।

কাল দ্মিত্রি দুবাভা আসবে করচাগিনকে নিয়ে। দুবাভার একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে রাখা যাক: মাঝারি গড়নের শক্তসমর্থ, পেশীবহুল। ১৯১৮-য় কমসমোলে ঢুকেছে। ১৯২০ থেকে পার্টি সভ্য। 'বিরোধীপক্ষ শ্রমিকদল'এ থাকার জন্য যে-তিনজনকে প্রাদেশিক কমসমোল কমিটি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে সে একজন। তাকে শেখানো বড়ো শক্ত ব্যাপার ছিল। প্রত্যেক দিন অসংখ্য প্রশ্ন তুলে আসল বিষয়টা থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সমস্ত আলোচনাটাকে ভেস্তে দিত। সে আর আমার আরেকজন ছাত্রী ওলগা ইউরেনেভার মধ্যে প্রায় ঝগড়া হত। প্রথম আলাপ-পরিচয়ের দিনেই ওলগার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দুবাভা মন্তব্য করে বসল, 'তোমার সাজ-পোশাকটা কিন্তু মোটেই ঠিক হয় নি, বুড়ি। পরা উচিত ছিল পেছন দিকে চামড়ার পটি-লাগানো প্যাণ্ট, নাল্‌ওয়ালা জুতো, বুদিওনি টুপি আর একটা তলোয়ার। এই পোশাকে তুমি না-মেয়ে না-মরদ।'

ওলগা অবশ্য এ ধরনের কথা সহ্য করার পাত্রী নয়। আমাকেই শেষ পর্যন্ত থামাতে হল। আমার মনে হয় দুবাভা করচাগিনের বন্ধু। আচ্ছা, আজ রাত্তিরের মতো এই পর্যন্ত। শুতে যাবার সময় হল।

* * *

জ্বলন্ত রোদে শুকনো মাটি খাঁ-খাঁ করছে। রেলওয়ে-প্ল্যাট্ফর্মগুলোর ওপর দিয়ে ওভারব্রিজটার লোহার রেলিং তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। গরমে ঘর্মাক্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে মানুষগুলো ক্লান্তভাবে পুলটায় উঠছে। এদের বেশির ভাগই ট্রেনযাত্রী নয়, রেলওয়ে-অঞ্চলের লোক এরা — খাস শহরে যাবার জন্য এরা এই পুলটা ব্যবহার করে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় পাভেল রিতাকে দেখতে পেল। ও তার আগেই স্টেশনে এসে গেছে — পুলটা থেকে যারা নেমে আসছে তাদের লক্ষ্য করছে।

ওর কাছ থেকে গজ তিনেক দূরে একপাশে এসে পাভেল একটু থামল। রিতা দেখতে পায় নি তাকে। রিতার সম্বন্ধে পাভেলের সম্প্রতি যে নতুন আগ্রহটা জেগেছে, সেই আগ্রহ নিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল সে। ডোরা-কাটা একটা ব্লাউজ আর শস্তা কাপড়ের ছোট একটা গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট রিতার পরনে। কাঁধের ওপর ঝোলানো একটা নরম চামড়ার কোর্তা। ঝাঁকড়া এলোমেলো চুলের ফাঁকে রোদে পোড়া মুখখানা পেছন দিকে একটু হেলিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে, রোদের তেজে কুঁচকে গেছে চোখ — দেখতে দেখতে এই প্রথম করচাগিনের হঠাৎ মনে হল: তার বন্ধু আর শিক্ষক এই রিতা শুধুমাত্র প্রাদেশিক কমসমোল কমিটির একজন সভ্য নয়, আরও কিছু... কিন্তু এ ধরনের 'পাপচিন্তা'কে সে প্রশ্রয় দিচ্ছে বুঝতে পেরেই পাভেল নিজের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। রিতার কাছে গেল সে।

'পুরো এক ঘণ্টা ধরে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি, লক্ষ্যই কর নি আমাকে,' তাকে বলল পাভেল, 'চল, আমাদের ট্রেন এসে গেছে।'

প্ল্যাট্ফর্মে ঢোকার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল তারা।

কমসমোলের জেলা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে রিতাকে ওদের প্রাদেশিক কমিটি আগের দিন মনোনীত করেছে। আর, করচাগিনকে যেতে হবে রিতার সহকারী হিসেবে। আজকেই তাদের ট্রেনে চাপতে হবে — মোটেই সহজ নয় কাজটা। একেই তো ট্রেন যাতায়াত করে ক্বচিৎ কখনও। যখন যায়, তখন আবার গোটা স্টেশনটাকেই দখলে নিয়ে নেয় সর্বশক্তিমান 'পাঁচ-জনের কমিটি' — এদের কাছ থেকে অনুমতিসূচক ছাড়পত্র না পেলে কাউকে প্ল্যাট্ফর্মে ঢুকতে দেওয়া হয় না। প্ল্যাট্ফর্মে ঢোকার বা বেরুবার সমস্ত

পথ এই কমিটির লোকজন পাহারা দেয়। মানুষে অতিরিক্ত বোঝাই হয়ে ট্রেনগুলো আসে, উদ্বিগ্ন যাত্রীদের অতি সামান্য অংশমাত্র তাতে চাপতে পারে, কিন্তু আবার কবে দৈবাৎ কখন একটা ট্রেন এসে পড়বে — এই ভরসায় কেউই আর দিনের পর দিন পড়ে থাকতে চায় না। সুতরাং, প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢোকার দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার হাজার লোক দুর্ভেদ্য সবুজ কামরাগুলোতে গিয়ে চাপার আশায়। তখনকার দিনে স্টেশনগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই জনতা অবরোধ করে থাকত আর কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত হাতাহাতিতে পর্যন্ত গড়াত।

প্ল্যাট্‌ফর্মের প্রবেশপথে যে ভিড় জমায়েত হয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে বারকতক ঠেলে ঢোকার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর পাভেল মাল-গুদামের পথটা দিয়ে রিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল। স্টেশনের এই সব আঁটঘাটগুলো পাভেল ভালোভাবেই জানে। চার নম্বর কামরাটার কাছে অতি কষ্টে এসে পেঁছাল তারা। কামরাটার দরজার সামনে একজন 'চেকা'র লোক গরমে দারুণ ঘামতে ঘামতে ভিড় ঠেকাচ্ছে আর অনবরত বলে চলেছে, 'কামরা ভর্তি হয়ে গেছে। পেছনে জোড়ের ওপর কিংবা ছাদে চড়ে যাওয়াটা নিষেধ।'

ক্রুদ্ধ নাগরিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কমিটির দেওয়া টিকিটগুলো তার নাকের সামনে উঁচিয়ে ধরেছে। ক্রুদ্ধ গালাগাল, চেঁচামেচি আর প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি চলেছে প্রত্যেকটি কামরায়। পাভেল বুঝতে পারল — চলিত রীতিতে ট্রেনে চাপা অসম্ভব। কিন্তু চাপতেই হবে, নইলে সম্মেলনটা বানচাল হয়ে যাবে।

রিতাকে একপাশে নিয়ে সে নিজের কার্যক্রমটা ছকে নিয়ে তাকে জানাল: গাড়িটার ভেতরে ঠেলে ঢুকে একটা জানলা খুলে ফেলে সে তার ফাঁক দিয়ে রিতাকে ভেতরে উঠে আসতে সাহায্য করবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

'তোমার ওই কোর্তাটা আমাকে দাও। এটা যেকোন পরিচয়পত্রের চেয়ে ভাল।'

কোর্তাটা পরে নিয়ে পাভেল তার পিস্তল পকেটে এমনভাবে পুরে নিল যাতে সেটার হাতল আর ঝোলাবার দড়িটা বাইরে থেকে দেখা যায়। খাবারের ব্যাগটা রিতার কাছে রেখে কামরাটার দরজায় গিয়ে উত্তেজিত ট্রেনযাত্রীদের দঙ্গলটাকে কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে সে দরজার হাতলটা মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলল।

'এই কমরেড ! ঢুকছ কোথায় ?'

পাভেল ঘাড় ফিরিয়ে গাঁট্টাগোট্টা 'চেকা'র লোকটির দিকে তাকাল, 'আমি বিশেষ বিভাগের লোক। এই গাড়ির সব যাত্রীর কাছে কমিটির দেওয়া টিকিট আছে কিনা দেখতে চাই।' এমন স্বরে সে কথাগুলো বলল যাতে তার এ কাজ করার অধিকার সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না।

'চেকা'র লোকটি একনজর পাভেলের পকেটের দিকে তাকিয়ে ঘামে ভেজা কপালটা জামার হাতায় মুছে নিয়ে ক্লান্তভাবে বলল, 'ঢুকতে যদি পার তো যাও।'

হাত দিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে, মাঝে মাঝে আশেপাশে দু-চারটে ঘুষি চালিয়ে, অন্যের কাঁধের ওপর চড়ে দু'হাতে ভর দিয়ে, ওপরের তাকে ভর করে, মাঝের পথটুকুতে যে যাত্রীরা তাদের মোটঘাটের ওপর গেড়ে বসেছিল তাদের ওপর দিয়ে এগিয়ে পাভেল কামরাটার মাঝখানে গিয়ে পেঁছিল। চারিদিক থেকে তার ওপরে যে গালাগালির বর্ষণ চলল তা সে গ্রাহ্যও করল না।

কামরার মেঝেয় নামবার সময় দৈবক্রমে পাভেলের পা পড়ে গিয়েছিল একজন মোটাসোটা মহিলার হাঁটুর উপর। সে চিৎকার করে উঠল, 'আ মোলো যা, চোখ মেলে দেখিস্ নে কোথায় পা রাখছিস!' বিরাট একটা তেলের টিন দুই হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে কোনক্রমে তার তিন-মনী দেহখানাকে বেঞ্চিটার একপ্রান্তে গুঁজে দেবার ব্যবস্থা করেছিল মহিলাটি। এই রকম সব টিন, বাক্স, বস্তা আর ঝুড়িতে বোঝাই হয়ে আছে প্রত্যেকটা তাক। কামরাটার মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা।

গালাগালির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, পাভেল মহিলাটির কাছে দাবি জানাল, 'দেখি তো আপনার টিকিটখানা!'

'কী!' খেঁকিয়ে উঠল মহিলাটি এই অবাঞ্ছনীয় টিকিট-পরীক্ষকটির দিকে।

সবার ওপরের তাকটা থেকে একটা মাথা বেরিয়ে এল আর একটা বিশ্রী কর্কশ গলা শোনা গেল, 'ভাস্কা, এ ব্যাটা আবার এখানে কি করতে এল? দিয়ে দাও দেখি ওকে একখানা যমের বাড়ির টিকিট।'

পাভেলের ঠিক মাথার ওপরেই আবির্ভূত হল একটা বিরাট দেহ আর লোমশ বুক — স্পষ্টতই এই লোকটা ভাস্কা। একজোড়া রক্তাক্ত চোখে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো নিষ্পলক চাউনিতে সে তাকিয়ে আছে পাভেলের দিকে।

'ছেড়ে দাও না মেয়েছেলেটিকে। আবার টিকিট চাও কেন?'

পাশে ওপরের তাক থেকে চারজোড়া পা ঝুলছে। এই পা-জোড়াগুলির মালিক যারা, তারা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে সোৎসাহে পটপট শব্দে সূর্যমুখী ফুলের বিচি চিবোচ্ছে। এদের মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই পাভেল বুঝে নিল এরা কারা: খাবার-জিনিসের চোরাকারবারীদের একটা পুরো দঙ্গল — ঝানু জোচ্চোর, এক জায়গা থেকে খাবার জিনিসপত্র কিনে নিয়ে অন্য জায়গায় ফাট্‌কা-দরে বিক্রি করে দেয়। এদের সঙ্গে বকবক করে নষ্ট করার মতো সময় পাভেলের হাতে নেই। যে করে হোক, রিতাকে কামরার ভেতরে নিয়ে আসা চাই।

'এটা কার বাক্স ?' জানলাটার নিচে রাখা কাঠের একটা বাক্স দেখিয়ে পাভেল একজন রেলকর্মচারীর পোশাক-পরা বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করল।

বাদামী রঙের মোজা-পরা একজোড়া মোটাসোটা পায়ের দিকে দেখিয়ে লোকটা বলল, 'ওই মেয়েটির।'

জানলাটা খুলতে হবে, অথচ ওই বাক্সটা পথ আটকে রেখেছে। কোন দিকে সরাবার জায়গা নেই দেখে পাভেল বাক্সটাকে নিয়ে ওপরের তাকে বসে থাকা তার মালিকের হাতেই তুলে দিল।

'একটু ধরুন এটা দয়া করে, জানলাটা খুলব।'

খ্যাঁদা-নাক স্ত্রীলোকটির হাঁটুর ওপরে বাক্সটা বসিয়ে দিতেই সে চিৎকার করে উঠল, 'অন্যের জিনিসে হাত দিও না বলে দিচ্ছি!'

পাশে বসা লোকটিকে সে বলে উঠল, 'এই মোত্‌কা, এই উটকো লোকটা কী আরম্ভ করেছে দেখ দিকি!' সেই লোকটা পাভেলের পিঠের ওপর তার স্যাণ্ডাল-পরা পায়ের একটা গুঁতো মারল।

'দেখ হে! আর এক ঘা বসাবার আগেই কেটে পড় এখান থেকে!'

পাভেল নিঃশব্দে সহ্য করে গেল লাথিটা। ঠোঁট কামড়ে জানলাটা খোলার দিকে মনোনিবেশ করল।

রেলকর্মচারীটিকে সে লেল, 'একটু সরুন দয়া করে।'

পাভেল আরেকটা টিন সরিয়ে দিতেই জানলার সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। নিচে প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর রিতা। তাড়াতাড়ি সে ব্যাগ্‌টা পাভেলের হাতে তুলে দিল। তেলের টিন-ওয়ালা সেই মোটা মেয়েটির হাঁটুর ওপরে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে পাভেল নিচু হয়ে ঝুঁকে রিতার হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে তুলল। প্ল্যাট্‌ফর্মের প্রহরীটি এই নিয়ম-লঙ্ঘনটুকু লক্ষ্য করার আগেই রিতা ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রহরীটা কিছু করতে না পেরে বাইরে থেকে গালাগাল করতে লাগল। রিতা ঢুকতেই ওই ফাটকাবাজের দলটা এমন বিশ্রী হৈ-হল্লা তুলল যে হঠাৎ ঘাবড়ে গেল রিতা। মেঝের ওপরে দাঁড়াবারও জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। নিচের বেঞ্চটার এক প্রান্তে কোনরকমে পাদুটো রাখার মতো জায়গা করে নিয়ে রিতা ওপরের তাকটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকে কুৎসিত গালাগাল। ওপর থেকে সেই বিশ্রী গলার ভাঙা আওয়াজ শোনা গেল, 'কাণ্ড দেখ শুয়োরটার! নিজে ঢুকে গিয়ে আবার পেছন পেছন ওর মাগ্‌টাকেও টেনে তুলল!'

ওপর থেকে একটা কর্কশ গলা বলে উঠল, 'মোত্‌কা, দাও তো ওর নাকের ওপর একটা গোত্তা বসিয়ে!'

স্ত্রীলোকটি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল পাভেলের মাথার ওপরে তার কাঠের বাক্সটা

খাড়া রাখার জন্য। কামরাটায় এই দুটি নতুন আগন্তুকের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে একসার শয়তানীতে ভরা বর্বর মুখ। রিতাকে যে এহেন একটা অবস্থার মধ্যে এনে ফেলতে হয়েছে, তার জন্য পাভেলের দুঃখ হল। কিন্তু যা হোক করে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই।

মোত্‌কা বলে যে-লোকটিকে ডাকা হয়েছিল, তার দিকে ফিরে পাভেল বলল, 'দাঁড়াবার জায়গাটা থেকে তোমার বস্তাগুলো সরিয়ে নিয়ে এই কমরেডকে একটু জায়গা দাও।'

কিন্তু উত্তরে লোকটা এমন কুৎসিত একটা গালাগাল দিয়ে উঠল যে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল পাভেলের। ডান চোখের ভুরুর ওপরকার রগটা তার যন্ত্রণায় দপদপ করতে লাগল।

শয়তান লোকটাকে সে বলে উঠল, 'দাঁড়াও বদমায়েশ, এর ফল পাইয়ে দিচ্ছি তোমায়!' কিন্তু উত্তরে শুধু ওপর থেকে একটা লাথি নেমে এল তার মাথায়।

'বেশ করেছ, ভাস্‌কা, লাগাও আরেকটা গুঁতো!' চারিদিক থেকে সমর্থনের চিৎকার উঠল।

শেষ পর্যন্ত পাভেল তার আত্মসংযম হারাল এবং এসব ক্ষেত্রে বরাবরের মতোই তার করণীয়গুলোকে সে সুনির্দিষ্ট দ্রুতগতিতে করে গেল।

চিৎকার করে উঠল সে, 'বেজন্মা ফাটকাবাজ যতো সব, পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস?' আর অতি সহজ তৎপরতার সঙ্গে ওপরের তাকে উঠে গিয়েই মোত্‌কার তেড়া-চোখো হেঁড়ে-মুখের ওপর ঝাড়ল একটা প্রচণ্ড ঘুষি। এতো জোরে মেরেছিল ঘুষিটা যে ফাটকাবাজ লোকটা অন্য যাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল।

'বেরো এখান থেকে, শুয়োর, নইলে গুলি করে মারব তোদের গোটা দলটাকে!' ওদের চারজনের নাকের সামনে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল পাভেল।

এবারে একেবারে উল্টে গেল অবস্থাটা, করচাগিনকে কেউ আক্রমণ করলেই রিতাও যাতে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে পারে, তার জন্য তৈরি হয়ে সে ঘটনাটার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। ওপরের তাকটা দ্রুত খালি হয়ে গেল। ফাটকাবাজের দলটা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল পাশের কামরাটায়।

ওপরের খালি তাকটায় রিতাকে উঠে যেতে সাহায্য করার সময় পাভেল ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি থাক এখানে, এই লোকগুলোর কী করা যায় একবার দেখে আসি।'

তাকে আটকাবার চেষ্টা করল রিতা, 'আবার ওদের সঙ্গে মারামারি করতে চললে নাকি?'

'না,' পাভেল আশ্বস্ত করল তাকে, 'এক্ষুনি আসছি।'

জানলাটা আবার খুলে ফেলে সে তার ফাঁক গলিয়ে নেমে এল প্ল্যাট্‌ফর্মে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সে তার ভূতপূর্ব ওপরওয়ালা যানবাহন বিভাগের 'চেকা'র কর্তা বুরুমেইস্তের-এর সঙ্গে দেখা করল। লাত্‌ভিয়ার এই লোকটি তার সব কথা শোনার পর হুকুম দিল — গোটা গাড়িটা খালি করে দিয়ে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে নিতে হবে।

চাপা ক্রোধের সঙ্গে বুরুমেইস্তের বলল, 'আমিও ঠিক এই কথাই বলছিলাম। ট্রেনগুলো সব এই স্টেশনে এসে পেঁছোনোর আগে থেকেই ফাটকাবাজদের দলে বোঝাই হয়ে আসে।'

'চেকা'র দশজন লোকের একটা দল গাড়িটাকে খালি করে দিল। পাভেল তার আগেকার কাজের দায়িত্ব নিয়ে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার কাজে সাহায্য করতে লাগল। সে তার আগেকার 'চেকা' কমরেডদের সঙ্গে সম্পর্কটা পুরোপুরি ছিন্ন করে নি। কমসমোলের সম্পাদক হিসেবে পাভেল সেখানকার শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কর্মীকে এখানে কাজ করবার জন্য পাঠিয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে থেকে বাজে লোকদের বের করে দেবার পর পাভেল রিতার কাছে ফিরে এল। এবারে গাড়িটায় চেপে যারা চলেছে তারা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের যাত্রিদল: লাল ফৌজের লোক আর অফিস-কারখানার কর্মী — যারা দরকারী কাজে চলেছে।

কামরার এক কোণে ওপরের তাকে বসেছে রিতা আর পাভেল। খবরের কাগজের বাণ্ডিলেই জায়গাটা এতো জুড়ে গেছে যে শুধু রিতার শোবার মতো জায়গাটুকুই আছে।

'ঠিক আছে,' বলল রিতা, 'কোন রকমে কুলিয়ে নেব আমরা।'

শেষ পর্যন্ত চলতে শুরু করেছে ট্রেনটা।

ধীরে ধীরে গাড়িটা স্টেশনের বাইরে গড়িয়ে চলেছে, এমন সময়ে দু-এক মুহূর্তের জন্য ওরা দু'জনে দেখতে পেল — প্ল্যাট্‌ফর্মে এক গাদা বস্তার ওপরে সেই মোটা স্ত্রীলোকটি বসে রয়েছে। তার চেঁচানি ওদের কানে গেল, 'ওরে, মান্‌কা, আমার তেলের টিনটা গেল কোথায় ?'

কোণঠাসা হয়ে জায়গাটুকুর মধ্যে বসেছে পাভেল আর রিতা। খবরের কাগজের বাণ্ডিলগুলো ওদের আড়াল করেছে অন্যান্য সহযাত্রীদের দৃষ্টি থেকে। আপেল আর রুটির টুকরো চিবুতে চিবুতে ওরা ওদের যাত্রারম্ভের ঘটনাটা বলাবলি করছে আর হাসছে — যদিও ঘটনাটা মোটেই হাস্যকর নয়।

গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে ট্রেনটা। যতোটা বইতে পারা সম্ভব তার চেয়ে ঢের বেশি

যাত্রীবোঝাই হয়ে পুরন, জীর্ণ কামরাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আর্তনাদ তুলছে আর রেলের প্রত্যেকটি জোড়ের মুখে একবার করে ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠছে। কামরার মধ্যে গোধূলির ঘন নীল আলো নামল জানলার ফাঁকে। তারপর রাত্রি এসে অন্ধকারে ঢেকে দিল গাড়িটাকে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রিতা। ব্যাগ্‌টার ওপরে মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে সে। তাকটার ধারে বসে পাভেল সিগারেট খাচ্ছে। সে-ও ক্লান্ত, কিন্তু শোবার জায়গা নেই। খোলা জানলা দিয়ে রাত্রির তাজা হাওয়া ঢুকছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে রিতা জেগে উঠে অন্ধকারে পাভেলের সিগারেটের লাল আভা দেখতে পেল। বুঝল, এমনই তার স্বভাব — ওর অসুবিধে ঘটানোর চেয়ে সে বরং গোটা রাত বসেই কাটাবে।

হালকা স্বরে ও বলল, 'কমরেড করচাগিন, ওসব বুর্জোয়া রীত ছেড়ে শুয়ে পড়ো।'

বাধ্যভাবে পাভেল ওর পাশে শুয়ে পড়ে আরাম করে তার ধরে-ওঠা পাদুটো বিছিয়ে দিল।

'কাল অনেক কাজ আছে আমাদের। সুতরাং ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা কর খানিকটা — ডানপিটে কোথাকার!' বন্ধুভাবে রিতা ওর গলা জড়িয়ে ধরল। পাভেল নিজের গালের ওপরে অনুভব করল রিতার চুলের স্পর্শ।

পাভেলের কাছে রিতা অতি পবিত্র। পাভেলের সে বন্ধু, কমরেড, রাজনীতিক শিক্ষক। কিন্তু আবার সে নারীও বটে। এ সম্বন্ধে পাভেল প্রথম সচেতন হয়ে ওঠে সেই রেল-পুলটার কাছে এবং এই জন্যই রিতার বাহুবন্ধন তাকে এখন এতোটা আলোড়িত করে তুলেছে। রিতার গভীর আর নিয়মিত নিঃশ্বাস অনুভব করছে পাভেল। তার খুব কাছাকাছি এক জায়গায় রিতার ঠোঁটদুটি। এই নৈকট্য তার মনে একটা তীব্র কামনা জাগাল সেই ঠোঁটদুটির স্পর্শ পাবার জন্য। প্রাণপণ চেষ্টায় ঝোঁকটাকে দমন করল সে।

অন্ধকারের মধ্যে মৃদু হাসল রিতা, যেন পাভেলের মনোভাবকে আন্দাজ করেই। প্রেমের আবেগভরা আনন্দ আর বিচ্ছেদের বেদনা — এই দুইয়েরই অভিজ্ঞতা তার ইতিমধ্যেই হয়েছে। দু'জন বলশেভিককে সে ভালবেসেছে। শ্বেতরক্ষীদের গুলি এসে সেই দু'জনকেই ছিনিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এদের মধ্যে একজন ছিল বিরাট-দেহ সাহসভরা সুপুরুষ, একটা ব্রিগেডের কম্যান্ডার; অপরজন উজ্জ্বল নীল-চোখ একটি তরুণ।

চাকার নিয়মিত ছন্দের দোলায় পাভেল অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ইঞ্জিনের তীব্র সিটিটা না বেজে ওঠা পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙল না।

* * *

প্রতিদিনই গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় রিতাকে, তাই রোজনামচা লেখার প্রায় সময়ই পায় না সে। কিছুদিন বাদ যাবার পর আরও কতকগুলো ছোট ছোট লেখা দেখা গেল তার রোজনামচার পাতায়:

১১ অগস্ট

প্রাদেশিক সম্মেলন শেষ হয়েছে। আকিম, মিখাইলো এবং আরও জনকতক খারকভে গেছে সারা ইউক্রেন সম্মেলনে — আমার ওপরে লেখালেখির কাজের ভারগুলো সব দিয়ে গেছে। প্রাদেশিক কমিটিতে কাজ করার জন্য দুবাভা আর পাভেলকে পাঠানো হয়েছে। দুমিত্রিকে পেচোর্স্ক জেলার কমসমোল কমিটির সম্পাদক করে দেবার পর থেকে তার পড়াশোনার ক্লাসে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। একগাদা কাজের মধ্যে ডুবে গেছে সে। পাভেল খানিকটা পড়াশোনা করবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছি না আমরা, কারণ, হয় আমি ভয়ানক ব্যস্ত থাকি, আর না হয় তাকে কোন একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে কোথাও পাঠানো হয়। রেলপথের অবস্থাটায় ইদানীং এমন সংকট দেখা দিয়েছে যে কমসমোলের কর্মীদের সেখানে কাজ করার জন্য অনবরত দলে দলে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ঝারকি কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কমসমোলের ছেলেদের অন্য কাজে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে সে অভিযোগ করছিল। বলছিল, তাদের নিজেদের কাজের জন্য ওদের ভীষণ দরকার।

২৩ অগস্ট

আজ যখন বারান্দাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম — ম্যানেজারের দপ্তরের বাইরে পানক্রাতভ আর আরেকজন লোকের সঙ্গে পাভেল দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু কাছাকাছি আসতেই শুনলাম, পাভেল বলছে, 'ওখানে বসা লোকগুলোকে গুলি করা উচিত। লোকটা বলে কিনা — 'আমাদের হুকুম বাতিল করে দেবার কোন অধিকার তোমাদের নেই, রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-সংগ্রহকারী কমিটিই হচ্ছে এখানকার কর্তা, এ ব্যাপারের মধ্যে কমসমোলের না আসাই ভাল।' — লোকটার আস্পর্ধাটা যদি দেখতে একবার !.. গোটা জায়গাটাই এই এদেরই মতো সব পরগাছায় ভর্তি !' অত্যন্ত কুৎসিত একটা কথা বলে সে তার বক্তব্য শেষ করল। পানক্রাতভ আমাকে দেখতে পেয়ে ওর গা

টিপল। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাভেল আমাকে দেখেই বিবর্ণ মুখে আমার সঙ্গে চোখাচোখি না করেই চলে গেল। এখন আর ও বেশ কিছুদিন অমার কাছে ঘেঁষবে না। ও জানে, খারাপ কথা আমি সহ্য করব না।

২৭ অগস্ট

আমাদের ব্যুরো সভ্যদের একটা আলোচনা-বৈঠক হয়েছে। অবস্থাটা ক্রমশই খুব গুরুতর হয়ে উঠছে। এখনই আমি খুব বিশদভাবে সব লিখে উঠতে পারছি না। জেলা সম্মেলন থেকে আকিম ফিরে এসেছে। দেখে মনে হল ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। গতকাল আরেকখানা মাল-সরবরাহের গাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। এই রোজনামচা লিখে রাখার চেষ্টা আর করে উঠতে পারব বলে আমার মনে হচ্ছে না। এমনিতেই এটা বেশ খানিকটা এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আমি করচাগিনের আসার অপেক্ষায় আছি। সেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল — ও আর ঝার্কি একটি পাঁচজনের কমিউন সংগঠিত করে তুলছে।

* * *

একদিন রেল-কারখানায় কাজ করার সময়ে টেলিফোনে পাভেলের ডাক এল। রিতা ডাকছে। সেদিন সন্ধের দিকে ওর কোন কাজ নেই, তাই ও প্রস্তাব করছে — প্যারিস কমিউনের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে তারা যে অধ্যায়টা পড়া শুরু করেছিল, সেটা শেষ করে ফেলবে।

ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটে রিতার বাড়ির কাছাকাছি এসে পাভেল ওপরের দিকে তাকিয়ে তার জানলায় আলো দেখতে পেল। ওপরে দ্রুত উঠে এসে সে বরাবরের মতো দরজায় একটু ঘুষি মেরে আওয়াজ করে উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের মধ্যে বিছানাটার ওপরে — যে-বিছানায় কোন তরুণ কমরেডকে মুহূর্তের জন্যও বসতে পর্যন্ত দেওয়া হত না — শুয়ে আছে একজন সৈনিকের উর্দি-পরা লোক। টেবিলের ওপরে একটা পিস্তল, ন্যাপস্যাক আর একটা লাল তারকা-চিহ্নিত টুপি। পাভেলের অপরিচিত এই লোকটাকে নিবিড়ভাবে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পাশে বসে আছে রিতা। ঘনিষ্ঠ আলাপে ব্যস্ত ওরা দু'জন, এমন সময় পাভেল ঢুকতেই রিতা উজ্জ্বল মুখে তাকাল তার দিকে।

রিতার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠল লোকটি।

পাভেলের সঙ্গে করমর্দন করে রিতা বলল, 'পাভেল, এই হচ্ছে...'

'দাভিদ উস্তিনোভিচ,' বলল লোকটি পাভেলের হাত সজোরে চেপে ধরে।

খুশির হাসি হেসে রিতা বলল, 'বেশ একটু অপ্রত্যাশিভাবেই এসে পড়েছে ও।'

পাভেল নিস্পৃহভাবে এই আগন্তুকটির সঙ্গে করমর্দন করল, তার চোখে একটা অপমানের ঝিলিক খেলে গেল। লোকটির কোর্তার হাতার ওপরে পর-পর চারটে পটি বসানো চিহ্ন লক্ষ্য করল সে — কম্পানি অধিনায়কের চিহ্ন এটা।

রিতা কিছু বলতে যাবে, এমন সময় পাভেল তাকে বাধা দিল, 'আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম — আজ সন্ধ্যেয় জাহাজঘাটায় আমি কাঠবোঝাই করার কাজে ব্যস্ত থাকব। আমার জন্যে তোমার অপেক্ষা করার দরকার নেই। তাছাড়া, তোমার কাছেও তো একজন অতিথিও আছেন দেখছি। আচ্ছা, চলি তাহলে। ছেলেরা আমার জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে।'

বলেই, যেমন হঠাৎ সে এসে পড়েছিল তেমনি আবার হঠাৎ সে বেরিয়ে গেল। এরা ওর সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নামার শব্দ শুনতে পেল। তারপরে বাইরের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গিয়ে সব আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

দাভিদের সপ্রশ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরে রিতা ইতস্তত করে বলল, 'কী যেন একটা কিছু হয়েছে ওর।'

...পুলটার নিচে ওখানে একটা রেল-ইঞ্জিন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তার বিরাট বলিষ্ঠ ফুসফুসের ভেতর থেকে বের করে দিলে এক ঝাঁক সোনালি আগুনের ফুলকি। অদ্ভুত আর অপরূপ নাচের ভঙ্গিতে ফুলকিগুলো হাওয়ায় ভেসে ওপরে উঠে গিয়ে ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল।

রেলিংটার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পাভেল তাকিয়ে রইল রেল-পয়েণ্টের ওপর সিগ্ন্যালের রঙীন আলোগুলোর মিটমিটানির দিকে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে লাগল সে।

'এইটে তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কমরেড করচাগিন, যে রিতার স্বামী আছে আবিষ্কার করে তুমি এত আঘাত পেলে কেন? স্বামী নেই এমন কথা সে কি তোমায় বলেছিল কখনও? আর বললেই বা, তোমার তাতে কী? এভাবে নিচ্ছ কেন ব্যাপারটাকে? তুমি ভেবেছিলে, কমরেড, যে তোমাদের মধ্যে সম্পর্কটা একটা সম্পূর্ণ কামনাহীন আদর্শ বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়... এ রকম ধারণাটা গড়ে উঠতে দিলে কী করে?' নিজেকে তীব্র ব্যঙ্গ করে বলে উঠল সে মনে মনে, 'কিন্তু ও যদি রিতার স্বামী না হয়? দাভিদ উস্তিনোভিচ ওর ভাই বা কাকা হতে পারে... সে ক্ষেত্রে তুমি লোকটার প্রতি অবিচার করেছ — আহাম্মক কোথাকার! অন্য যেকোন মরদের চেয়ে

তুমি ভাল কিসে? লোকটা ওর ভাই কিনা জানাটা খুবই সহজ। মনে কর, লোকটিকে শেষ পর্যন্ত ওর ভাই বা কাকা বলে জানা গেল, তখন এই ব্যবহারের পর তুমি রিতার সামনে দাঁড়াবে কোন মুখে? না, ওর সঙ্গে দেখাশোনা বন্ধ করতেই হবে তোমায়!'

ইঞ্জিনের একটা তীব্র সিটির আওয়াজ এসে বাধা দিল তার চিন্তায়।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফেরার সময় হল। যথেষ্ট হয়েছে এই সব বাজে চিন্তা!'

* * *

রেল-শ্রমিকরা যেখানে থাকে, সেই অঞ্চলটাকে বলা হয় সলোমেন্‌কা। এখানে পাঁচজন তরুণ মিলে একটা ক্ষুদে কমিউন গড়েছে। এরা হচ্ছে ঝার্‌কি, পাভেল, ক্লাভিচেক নামে একজন হাসিখুশি সোনালী-চুলওয়ালা চেক্‌ ছেলে, রেল-কারখানার কমসমোল সম্পাদক নিকোলাই ওকুনেভ, আর স্তেপান আর্তিউখিন নামে একজন বয়লার-মেরামতি মিস্ত্রি যে ইদানীং রেলওয়ে-'চেকা'য় কাজ করছে।

একখানা ঘর জোগাড় করে নিয়েছে তারা। তিনদিন ধরে সমস্ত অবসরের সময়টুকু তারা ঝাড়পোঁছ করে, চুণকাম করে ঘরটা সাজিয়ে কাটিয়েছে। বালতি নিয়ে তারা এতবার দৌড়াদৌড়ি করেছে যে পড়শীরা ভাবতে শুরু করেছিল যে বাড়িটায় আগুনই লেগে গেছে বুঝি। নিজেদের জন্য শোবার খাট বানিয়ে নিল ওরা, পার্ক থেকে ম্যাপল গাছের পাতা কুড়িয়ে তাই ভর্তি করে তোশক তৈরি করে নিল। তারপর চতুর্থ দিনে দেয়ালে লটকানো পেত্রভ্‌স্কির একটা ছবি আর বিরাট একটা মানচিত্রে সজ্জিত হয়ে ঘরটা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পরিচ্ছন্নতায় ঝকঝক করতে লাগল।

জানলাদুটোর ফাঁকে একটা তাক উঁচু করে বইয়ের সারিতে সাজানো। দুটো কাঠের বাক্সের ওপর কার্ডবোর্ড বসিয়ে নিয়ে চেয়ারের কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আরেকটু বড়ো আরেকটা বাক্স দেয়াল-আলমারি হিসেবে কাজে লাগছে। ঘরের মাঝখানে বিলিয়ার্ড খেলার একটা বিরাট টেবিল — তার ওপরকার বনাতটা নেই। ঘরের বাসিন্দারা এটাকে নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে বয়ে এনেছে মালগুদাম থেকে। দিনের বেলায় এটা টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, রাত্রে ক্লাভিচেক এটার ওপরে শোয়। এই পাঁচটি ছেলের প্রত্যেকেই নিজের নিজের যাকিছু জিনিসপত্র সব নিয়ে এল। গৃহস্থালির বুদ্ধিসম্পন্ন ক্লাভিচেক এই সব কমিউনের জিনিসপত্রের একটা ফর্দ বানিয়ে ফেলেছে। সে ফর্দটাকে দেয়ালে টাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্যেরা তাতে আপত্তি জানাল। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পাঁচজনের সাধারণ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হল। রোজগার, রেশন এবং বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে যেসব জিনিস আসে — সবই সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে যার যার অস্ত্র। সর্বসম্মতভাবে স্থির হল: কমিউনের কোন সভ্য যদি সাধারণ-মালিকানার নিয়ম ভেঙে তার কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সে কমিউন থেকে বিতাড়িত হবে। ওকুনেভ আর ক্লাভিচেক দাবি করল: কমিউন থেকে বের করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘরও ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই প্রস্তাবও গৃহীত হল।

জেলা কমসমোলের সমস্ত সক্রিয় সভ্য এই কমিউনের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগ দিল। পাশের বাড়ির পড়শীর কাছ থেকে বিরাট একটা সামোভার ধার করে আনা হল। এদের চা-খাওয়ানো উপলক্ষে কমিউনের মজুত স্যাকারিনের সবটাই খরচ হয়ে গেল। চা-পানের পর তারা সবাই একসঙ্গে গান ধরল — বলিষ্ঠ তরুণ গলার আওয়াজে কেঁপে উঠল ঘরের কড়ি-বরগা:

চোখের জলে ডুবেছে এই তামাম দুনিয়াটা,
কী নিদারুণ মেহনতে দিন আমাদের কাটে।
কিন্তু এবার, দেরি নেই, দীপ্ত ভোরের ছটা
উঠছে ফুটে...

তালিয়া লাগুতিনা এই সমবেত-সঙ্গীত পরিচালনা করছিল। তামাক কারখানায় কাজ করে মেয়েটা। তার মাথায় জড়ানো লাল রুমালটা একপাশে হেলে পড়েছে, দুষ্টুমিতে ভরা তার চোখদুটো নাচছে — সে চোখের গভীরতার মাপ এ পর্যন্ত কেউ নেয় নি। তালিয়ার হাসিটা অত্যন্ত সংক্রামক, দুনিয়াটাকে সে দেখে তার আঠারো বছর বয়সের উজ্জ্বল চূড়া থেকে। বাহুদুটো তার ওপর দিকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে গেছে, গানের সুর বেরিয়ে আসছে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো তূরীভেরী বাজছে:

যাক ছড়িয়ে বিশ্বজুড়ে বন্যাসম বেগে
এ গান মোদের — গর্বভরে উড়ছে রে নিশান,
আমাদেরই কলিজার এই খুনের রঙে লাল,
দুনিয়া জুড়ে জ্বলছে যে ওই ঝাণ্ডা খুরশাল...

অনেক রাত্রে মজলিস শেষ হল। ছেলেমেয়েদের সতেজ তরুণ গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনিতে জেগে উঠল নিস্তব্ধ রাস্তাগুলো।

• • •

টেলিফোনটা বেজে উঠতে ঝারকি রিসিভারটা তুলে নিল। সম্পাদকের দপ্তরে জমায়েত একদল কমসমোল সভ্য চেঁচামেচি করছিল, তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল সে, 'চুপ কর, কিছু শুনতে পাচ্ছি না!'

গোলমালটা একটু কমে এল।

'হ্যালো! ও, তুমি। হ্যাঁ, এক্ষুনি। আলোচনার বিষয়টা কী? ও, সেই পুরনো ব্যাপার — জাহাজঘাটা থেকে জ্বালানিকাঠ বয়ে আনা। কী বলছ? না, ওকে কোথাও পাঠানো হয় নি। এখানেই আছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও? আচ্ছা, একটু ধর।'

ঝারকি পাভেলকে ইসারায় ডাকল।

'কমরেড উস্তিনোভিচ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' রিসিভারটা ওর হাতে দিয়ে বলল সে।

পাভেল শুনল রিতার গলা, 'ভেবেছিলাম তুমি শহরের বাইরে গেছ বুঝি। আজ সন্ধ্যেয় আমার কোন কাজ নেই। এসো না একবার? আমার ভাই চলে গেছে। এই শহর দিয়ে যাচ্ছিল সে, আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে বলে ঠিক করেছিল। দু'বছরের মধ্যে আমাদের দেখা হয় নি।'

রিতার ভাই!

আর কিছু কানে ঢুকল না পাভেলের। সেদিনের সন্ধ্যার বিশ্রী ঘটনাটার কথা আর সেই রাত্রে রেল-পুলের ধারে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে-কথা মনে পড়ছিল। হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যাতেই রিতার কাছে গিয়ে সে সমস্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলবে। ভালবাসা সঙ্গে করে আনে নিদারুণ বেদনা আর উদ্বেগ। এখন কি আর ওসবের মধ্যে যাওয়ার সময়?

রিতার স্বর তার কানে এল, 'শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। আমি ব্যুরোর মিটিংটার শেষে যাব।'

রিসিভারটা রেখে দিল সে।

• • •

সরাসরি রিতার চোখের দিকে তাকিয়ে, ওক কাঠের টেবিলের ধারটা চেপে ধরে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আর দেখা করার জন্যে আসতে পারব বলে মনে হয় না।'

পাভেল দেখতে পেল, তার এই কথা শুনে রিতার চোখের ঘন পল্লব উঠে এল

ওপরের দিকে। কাগজের ওপরে তার পেন্সিলটা চলতে চলতে ইতস্তত করে থেমে গেল খোলা খাতাটার বুকে।

'কেন ?'

'আমার পক্ষে সময় পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তুমি তো জানোই, সময়টা আমাদের এখন বড়ো সুবিধের যাচ্ছে না। আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাদের এটা এখন বন্ধ করে দিতে হবে...'

সে অনুভব করল তার শেষ কথাগুলো যথেষ্ট স্থির-নিশ্চিত মতো শোনাচ্ছে না।

মনের মধ্যে একটা ক্রোধ জমে উঠছিল পাভেলের, 'আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়ে এভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা কেন ? সরাসরি স্পষ্ট করে ফয়সালা করে ফেলার মতো সাহস তোমার নেই !'

জেদের সঙ্গে সে বলে চলল, 'তাছাড়া, আমি তোমাকে কিছুদিন থেকেই বলতে চাচ্ছিলাম — তোমার ব্যাখ্যাগুলো ঠিকমতো বুঝে নিতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। সেগালের কাছে যখন আমি পড়তাম, তখন যা শিখতাম সেটা আমার মাথার মধ্যে থেকে যেত। কিন্তু তোমার কাছে পড়ে তা থাকে না। তোমার পড়ানোর পরে আমাকে প্রত্যেকবারই তোকারেভের কাছে গিয়ে আরেকবার সব ঠিকমতো বুঝে নিতে হয়। আমারই দোষ এটা — আমার ভোঁতা বুদ্ধি ঠিকমতো নিতে পারে না তোমার সব কথা। আরেকটু মাথাওয়ালা কোন ছাত্র তোমায় খুঁজে নিতে হবে।'

রিতার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাভেল রিতার সঙ্গে ইচ্ছে করেই সমস্ত যোগসূত্রগুলো ছিন্ন করে দিয়ে গোঁয়ারের মতো বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ, এভাবে চালিয়ে গেলে আমাদের পক্ষে শুধু সময় নষ্ট করাই হবে।'

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে সে চেয়ারটা সাবধানে পা দিয়ে পাশে ঠেলে দিল। রিতার নুয়ে-পড়া মাথা আর মুখটার দিকে তাকাল পাভেল — বাতির আলোয় বিবর্ণ দেখাচ্ছে মুখখানা। টুপিটা মাথায় দিল সে।

'আচ্ছা, বিদায়, কমরেড রিতা। এতদিন ধরে তোমার সময় নষ্ট করেছি বলে আমি দুঃখিত। এর অনেক আগেই আমার কথাটা বলা উচিত ছিল তোমাকে। এইটেই আমার দোষ হয়ে গেছে।'

রিতা যান্ত্রিকভাবে তার হাতখানা এগিয়ে দিল পাভেলের দিকে, কিন্তু পাভেলের এই আকস্মিক নিস্পৃহতায় সে এত স্তম্ভিত হয়েছে যে, সামান্য কয়েকটা কথা ছাড়া বেশি কিছু আর সে বলতে পারল না, 'তোমায় দোষ দেব না, পাভেল। পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলার কোন উপায় যদি আমি বের করতে না পেরে থাকি, তাহলে দোষটা তো আমারই।'

ভারি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল পাভেল। বেরিয়ে এসে আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। নিচে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল — ফিরে গিয়ে সবকিছু খোলসা করে বলার সময় এখনও বয়ে যায় নি... কিন্তু কী লাভ? কিসের জন্য? রিতার ঘৃণাভরা জবাব ফের বেরিয়ে আসার জন্য? না।

* * *

রেলওয়ে সাইডিং ভাঙাচোরা রেলগাড়ি আর অকর্মণ্য ইঞ্জিনের কবরখানা হয়ে উঠেছে। বাতাসের ঘূর্ণি এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে ফাঁকা জ্বালানিকাঠ গুদামের শুকনো কাঠের গুঁড়োগুলো।

শহরটার চারিধারে বনের ঝোপেঝাড়ে আর খাদে-খন্দে ওর্লিক-এর দস্যুদলের লোকজন ওৎ পেতে আছে। দিনের বেলায় এরা আশেপাশের গ্রামগুলোয় কিংবা বনের মধ্যে এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকে, আর রাত্রিবেলায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে রেলপথের ওপরে, লাইন উপড়ে ফেলে দেয় বেপরোয়াভাবে, তারপরে সেই শয়তানির শেষে গুঁড়ি মেরে ফিরে যায় তাদের ঘাঁটিগুলোয়।

রেলপথের এই উঁচু পাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে অনেকগুলি ইঞ্জিন। কামরাগাড়িগুলো ভেঙে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। তাদের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে ঘুমন্ত মানুষের দল চাপাটির মতো চেপ্টে গেছে, বহুমূল্য খাদ্যশস্য রক্তে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে।

দস্যুদলটা হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন ছোটখাটো শহরের মধ্যে, ভয়-পাওয়া মুর্গিগুলো ডাক ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিধারে। কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দেয় ওরা যেদিকে-সেদিকে। জেলা সোভিয়েতের বাড়ির বাইরে সামান্য কিছুক্ষণ রাইফেল-ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যায় — শব্দটা পায়ের নিচে শুকনো সরু গাছের ডাল মাড়িয়ে চলার চড়চড়ে আওয়াজের মতো। তারপরে ডাকাতরা তাদের হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াগুলোয় চেপে সবেগে ছুটে চলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে, সামনে যাকে পায় তাকেই কেটে ফেলে। মানুষের ওপরে তারা এমন শান্তভাবে কোপ বসায় যেন কাঠ চিরছে। গুলি ছোঁড়ে খুব কম, কারণ বুলেট দুষ্প্রাপ্য।

দলটা যেমন দ্রুত আসে, তেমনি দ্রুত চলেও যায়। সর্বত্র ডাকাতদের চোখ আর কান কাজ করে চলেছে। জেলা সোভিয়েতের ছোট সাদা বাড়িটার দেয়াল ভেদ করে সেই সব চোখ দেখতে পায় পাদ্রীর বাড়ি আর কুলাকদের খামারবাড়িগুলো — সেখান থেকে একটা অদৃশ্য সুতো চলে গেছে বনের ঝোপঝাড়গুলোর দিকে। অস্ত্রশস্ত্রের বাক্স, টাটকা মাংসের টুকরো, নীলচে রঙের নির্জলা মদের বোতল ইত্যাদিও

চালান হয়ে যায় সেই একই দিকে। ছোটখাটো আতামানদের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলা খবরাখবরও চলে যায়, আর তাদের কাছ থেকে প্যাঁচালো পথে সেটা গিয়ে পেঁৗছোয় স্বয়ং ওর্‌লিকের কাছে।

যদিও দলটায় দু-তিনশোর বেশি বোম্বেটে নেই, তবু তারা এতদিন ধরে ধরা-পড়ার হাত এড়িয়েছে। কতকগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে এরা একই সঙ্গে দু-তিনটে অঞ্চলে কাজ চালায়। ওদের সবাইকে ধরা অসম্ভব। আগের রাত্রের ডাকাতটাকে হয়ত পরদিন সকালে দেখা যাবে নির্বিরোধী একজন চাষী — ক্ষেত-বাগানে এটা-ওটা কাজে ব্যস্ত, ঘোড়াটাকে খাওয়াচ্ছে কিংবা দিব্যি পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টহলদার ঘোড়সওয়ার-দলের ঘোড়া হাঁকিয়ে যাওয়ার দিকে।

আলেক্সান্দর পুজিরেভ্স্কি এই তিনটি অঞ্চলে তাঁর রেজিমেণ্টের সঙ্গে নাছোড়বান্দার জেদ নিয়ে অবিশ্রাম তাড়া করে ফিরছেন ডাকাতদলটাকে। মাঝে মাঝে তিনি তাদের লেজে ঘা দিতে সমর্থ হয়েছেন; একমাস বাদে ওর্‌লিক দুটো অঞ্চল থেকে তার গুন্ডাদলকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইদানীং সে সংকীর্ণ একফালি জায়গার মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

* * *

শহরের জীবন চিরাচরিত ঢিমে চালে বয়ে চলেছে। এখানকার পাঁচটি বাজারে কোলাহলরত জনতা জমে ওঠে। এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দুটো দিকে প্রবণতা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়: যতোটা বেশি পারা যায় হাতিয়ে নেওয়া, আর যতোটা কম দিতে পারা যায়। যতো রকমের সব ঠক আর জোচ্চোর তাদের উদ্যম আর যোগ্যতাকে খাটিয়ে নেবার অজস্র সুযোগ পায় এই পরিবেশে। ভিড়ের মধ্যে ওত পেতে ঘুরে বেড়ায় শত শত সন্দেহজনক চরিত্রের লোক যাদের চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় সততা ছাড়া আর সবকিছু। গোবরগাদায় মাছির মতো এসে জড়ো হয় এখানে শহরের যতো বদমায়েশ লোক একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে: নিরীহ সাদাসিধে লোকদের ঠকানো। যে-সামান্য কয়েকটা ট্রেন আসে, তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দলে দলে বস্তা-কাঁধে লোক — এরা তৎক্ষণাৎ সোজা বাজারমুখো রওনা দেয়।

রাত্রে যখন বাজার অঞ্চলটা নির্জন হয়ে পড়ে তখন অন্ধকার দোকানঘরের সারিগুলো বীভৎস আর বিদ্‌ঘুটে দেখায়।

এই জনহীন অঞ্চলটায়, যেখানে প্রত্যেকটি দোকানঘরের পেছনে বিপদ রয়েছে ওত

পেতে, সেখানে অন্ধকার নামার পর যেকোন সাহসী লোকও যাবার ঝুঁকি নেবে না। প্রায়ই রাত্রিবেলায় গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ ওঠে লোহার ওপর হাতুড়ির আঘাত এসে পড়ার মতো শব্দ তুলে, আর দেখা যায় হয়তো কোন মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় তার নিজেরই চাপ-চাপ রক্তে। সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গাগুলো থেকে জনকতক মিলিশিয়ার লোক (তারা একা এদিকে আসতে সাহস করে না) এখানে এসে পড়তে পড়তে দুমড়ানো বিকৃত মৃতদেহটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। খুনীরা ততক্ষণে পালিয়ে গেছে, আর বাজার-চত্বরের নিয়মিত রাত্রির বাসিন্দা লোক সেই গোলমালের মধ্যে এক-দমক হাওয়ার মতো উড়ে গেছে। বাজারের সামনেই 'ওরিয়ন' সিনেমা। রাস্তা আর চত্বরটা বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল। প্রবেশপথে জনতা ভিড় জমিয়ে তোলে।

হলের ভেতরে সিনেমার প্রজেক্টার-যন্ত্রটা মৃদু আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ওপরে ফুটিয়ে তোলে হতাশ প্রেমিকদের খুনোখুনি। মাঝে মাঝে ফিল্ম কেটে যায়, দর্শকরা আপত্তি জানিয়ে চিৎকার করে। শহরতলীতে আর শহরের কেন্দ্রে জীবন তার স্বাভাবিক গতিতেই চলেছে বলে মনে হয়। এমন কি বিপ্লবী-কর্তৃত্বের প্রাণকেন্দ্র যে পার্টির প্রাদেশিক কমিটি, সেখানেও সবকিছু বেশ শান্ত। কিন্তু এটা শুধু বাইরের প্রশান্তি।

একটা ঝড় ঘনিয়ে উঠছে শহরে।

নানান দিক থেকে যারা তাদের সামরিক রাইফেলগুলো চাষাড়ে লম্বা জামার নিচে তেমন একটা না লুকিয়ে চলাফেরা করে, তাদের অনেকে এই আসন্ন ঝড়ের কথাটা জানে। খাবার-জিনিসপত্রের ফাটকাবাজ সেজে যারা ট্রেনের ছাদে চেপে আসে, তারাও কথাটা জানে। এরা তাদের বস্তাগুলো নিয়ে বাজারে যাবার বদলে যায় সাবধানে মনে করে রাখা কতকগুলো ঠিকানায়।

এরা জানে। কিন্তু শ্রমিক-অঞ্চলের লোকেরা এবং এমন কি বলশেভিকরাও আসন্ন এই ঝড়ের কোন আঁচ পায় নি।

শহরের মাত্র পাঁচজন বলশেভিক জানে কিসের ষড়যন্ত্র চলেছে।

পেৎলিউরার দলের বাদবাকি লোককে লাল ফৌজ শ্বেত পোল্যান্ডে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরা ওয়ারশ'তে কতকগুলো বৈদেশিক মহলের সহযোগিতায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্য তোড়জোড় চালাচ্ছে।

পেৎলিউরার ফৌজের যে-অংশটুকু তখনও টিকে আছে, তাদের নিয়ে একটা হামলাদার-দল তৈরি হচ্ছে।

প্রতিবিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় একটা কমিটি আছে শেপেতোভ্‌কায়-ও। সাতচল্লিশজন

লোক আছে এতে। এদের অধিকাংশই হচ্ছে ভূতপূর্ব সক্রিয় প্রতিবিপ্লবী যাদের স্থানীয় 'চেকা' বিশ্বাস করে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে দিয়েছে।

এই সংগঠনের নেতা ফাদার ভার্সিলি, ইনসাইন ভিন্নিক আর কুজ্‌মেঙ্কো নামে একজন পেৎলিউরা-অফিসার। গোয়েন্দাগিরির কাজটা চালায় পাদ্রীর মেয়েগুলো, ভিন্নিক-এর বাবা আর ভাই এবং সামোতিয়া নামে একজন লোক। এই লোকটা যা হোক করে কার্যনির্বাহক কমিটির দপ্তরে ঢুকে গেছে।

পরিকল্পনাটা ছিল সীমান্তের বিশেষ বিভাগটির ওপর রাত্রে হাত-বোমা ছুঁড়ে হামলা চালিয়ে কয়েদীদের খালাস করে নেওয়া এবং, সম্ভব হলে, রেল-স্টেশনটাকে দখল করে ফেলা।

ইতিমধ্যে, গোপনে অফিসারদের এনে জড়ো করা হচ্ছে বড়ো শহরে, সেটা অভ্যুত্থানের কেন্দ্র হবার কথা। আশেপাশের বনেজঙ্গলে সরিয়ে আনা হচ্ছে ডাকাতদের দলগুলোকে। বিশ্বাসভাজন লোকদের মারফত এখান থেকে রুমানিয়ার সঙ্গে আর স্বয়ং পেৎলিউরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

* * *

বিশেষ বিভাগে তার দপ্তরে ফিওদর ঝুখ্‌রাই ছ'রাত্রি ঘুমোয় নি। যে পাঁচজন বলশেভিক জানে কী ঘটতে চলেছে তাদের মধ্যে সে একজন। বড়ো রকম শিকার তাকের মধ্যে পাবার পর জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় বাঘ-সিংহ-মারনেওয়ালা শিকারীদের যেমন হয় এই ভূতপূর্ব নাবিকটি ইদানীং সেইরকম একটা উত্তেজনা অনুভব করছে।

সোরগোল তুলে সবাইকে সাবধান করে দেবার ঝুঁকি নিতে পারে না সে। রক্তপিপাসু রাক্ষসটাকে বধ করতেই হবে। তারপর, একমাত্র তখনই প্রত্যেকটা ঝোপের পেছনে সচকিত হয়ে না তাকিয়ে, শান্তভাবে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু জানোয়ারটা যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায় কিছুতেই। এই ধরনের জীবন-মরণ সংগ্রামে ধৈর্য আর দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

আসল সংকটের মুহূর্তটা এগিয়ে এসেছে।

শহরের কোন এক স্থানে ষড়যন্ত্রের গোপন জায়গাগুলোর গোলকধাঁধার মধ্যে একটা সময় ঠিক করে ফেলা হয়েছে: আগামীকাল রাত্রে।

কিন্তু যে পাঁচজন বলশেভিক ব্যাপারটা জানত তারা আগেই আঘাত হানবার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের সময় হল — আজ রাত্রে।

এইদিন সন্ধ্যের সময় ডিপো থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা সাঁজোয়া-ট্রেন আর তেমনি নিঃশব্দে তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ভারি গেট।

সাংকেতিক টেলিগ্রাম চলে গেল তার বেয়ে, আর, যে-সমস্ত সজাগ আর সতর্ক লোকদের ওপর প্রজাতন্ত্র নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছে, তারা এই জরুরি তলবের জবাবে তৎক্ষণাৎ ভিমরুলের চাকটিকে পিষে মারবার ব্যবস্থা করল।

ঝারকিকে টেলিফোন করল আকিম।

'সেল-মিটিংগুলোর ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? বেশ। এক্ষুনি একটা আলোচনা-বৈঠকের জন্যে চলে এসো, আর জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদককে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। জ্বালানির সমস্যাটা যতোটা ভেবেছি আমরা তার চেয়েও গুরুতর। তোমরা এখানে এসে পেঁছালে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে,' দৃঢ় গলায় দ্রুত বলে গেল আকিম কথাগুলো।

'এই জ্বালানিকাঠের ব্যাপারটা দেখছি আমাদের পাগল করে ছাড়বে,' বিরক্তি-ভরা গলায় ঝারকি উত্তর দিল রিসিভারটা রাখতে রাখতে।

লিংকে ঝড়ের বেগে মোটর হাঁকিয়ে সদর-দপ্তরে পেঁছে দিল সম্পাদক দু'জনকে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতেই তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে জ্বালানিকাঠের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য তাদের এখানে তলব করা হয় নি।

দপ্তর-ব্যবস্থাপকের ডেস্ক্-এর ওপরে মেশিনগান রাখা আছে আর এটার পাশে বিশেষ সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজরা ব্যস্ত। শহরের পার্টি আর কমসমোল সংগঠনগুলোর সান্ত্রীরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দাগুলোয়। সম্পাদকের দপ্তরের চওড়া দরজাটার পেছনে প্রাদেশিক পার্টি কমিটির ব্যুরোর জরুরী বৈঠক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রাস্তার দিকে জানলার ঘুলঘুলির ফাঁকে তার বেরিয়ে গিয়ে যুক্ত হয়েছে দুটো চলমান ফৌজী টেলিফোনের সঙ্গে।

ঘরটার মধ্যে কথাবার্তার একটা চাপা গুঞ্জন। এই ঘরে রয়েছে আকিম, রিতা আর মিখাইলো। লম্বা ঝুলের গ্রেটকোটের ওপর কাঁধের বেলট আর কোমরবন্ধনী এবং কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো খাপসুদ্ধ নাগান-রিভলভার — এই বেশে শুকোলেংকোকে চট করে চেনা যায় না। রিতার মাথায় একটা লাল ফৌজের শিরস্ত্রাণ, পরনে খাকি-স্কার্ট, চামড়ার কোর্তা, কোমরবন্ধনীটা থেকে ভারি একটা মাউজার-পিস্তল ঝুলছে — একটা কম্পানির রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কাজ করার সময় সে এই রকম উর্দি পরে থাকত।

ঝারকি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তাকে, 'ব্যাপারখানা কী?'

'সতর্কতাসূচক একটা মহলা, ভানিয়া, এখনই আমরা তোমার পাড়ায় যাব।

পাঁচ-নম্বর পদাতিক-বাহিনীর ইস্কুলে আমরা জড়ো হব। কমসমোল আর পার্টি সভ্যরা তাদের সেল-মিটিংয়ের পরে সরাসরি ওখানে যাবে। আসল কথাটা হচ্ছে — কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ওখানে যেতে হবে,' বলল রিতা।

পুরনো সামরিক স্কুলের বন। তার বিরাট প্রাচীন ওক্ গাছগুলো, জোলোঘাস আর শ্যাওলা-জমা পুকুর, আর চওড়া ধুলোভর্তি বীথি নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। বনের মাঝখানে একটা উঁচু সাদা দেওয়ালের পেছনে ইস্কুল-বাড়ি — যেটা ইদানীং লাল ফৌজের পদাতিক বাহিনীর অধিনায়কদের জন্য পাঁচ-নম্বরের ইস্কুলের জায়গা। গভীর রাত্রি এখন। বাড়িটার ওপরতলা অন্ধকার। বাইরে থেকে একটা গভীর প্রশান্তির ভাব। এমনি যদি কেউ এদিক দিয়ে দৈবাৎ যায়, তাহলে ভাববে — ইস্কুলের লোকজন ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তাহলে লোহার ফটক খোলা কেন, আর তার পাশে ওই বিরাট ব্যাঙের মতো দেখতে কালো জিনিসটোই বা কী? রেলওয়ে-অঞ্চলের চারিদিক থেকে যারা এই জায়গাটায় এসে জড়ো হচ্ছে, তারা জানে, রাত্রির সতর্কতাসূচক সংকেত পাবার পর আর স্কুলের বাসিন্দারা কেউ ঘুমুতে পারে না। তারা তাদের কমসমোলের আর পার্টি সেল-মিটিংয়ের সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসছে। নিঃশব্দে, একে একে, জোড়ায় জোড়ায় আসছে, একসঙ্গে তিনজনের বেশি কেউ আসে না এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের কমিউনিস্ট পার্টি সভ্যের কার্ড কিংবা ইউক্রেন কমসমোলের কার্ড সঙ্গে আনছে । এই কার্ড ছাড়া লোহার ফটক দিয়ে ঢুকতে পারবে না কেউ।

সবার জড়ো হবার জন্য বড়ো হল-ঘরটা আলোয় উজ্জ্বল, ইতিমধ্যেই সেখানে বহু লোক এসে গেছে। জানলাগুলো ভারি মোটা ক্যাম্বিসের কাপড়ে মোড়া। যে-সমস্ত বলশেভিক এখানে তলব হয়ে এসেছে, তারা শান্তভাবে তাদের ঘরে-তৈরি সিগারেট খাচ্ছে আর মামুলি একটা সতর্কতাসূচক সমাবেশের জন্য এতো বেশি সাবধানতা নেওয়া হয়েছে দেখে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা আরম্ভ করে দিয়েছে। এটা যে সত্যিকারের একটা বিপদসংকেত, তা কেউই বুঝে উঠতে পারে নি। বিশেষ বিভাগের সৈন্যদলগুলোয় শৃঙ্খলা আর অভ্যেস বজায় রাখার জন্য এটা করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়ছে। অভিজ্ঞ সৈনিক যারা, তারা কিন্তু স্কুল-বাড়ির আঙিনায় ঢোকামাত্র এটাকে একটা সত্যিকারের বিপদসংকেত বলে বুঝতে পেরেছে। সাবধানতাটুকু বড়ো বেশি রকম দেখা যাচ্ছে। ফিসফিসিয়ে বলা হুকুম-অনুযায়ী ফৌজী ছাত্রেরা সব বাইরে সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। মেশিনগানগুলোকে নিঃশব্দে হাতে করে বয়ে আনা হচ্ছে আঙিনায় এবং বাড়িটার কোন জানলায় এক বিন্দু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না।

জানলার ধারে একটা মেয়ের পাশে দুবাভা বসেছিল — তার কাছে গিয়ে পাভেল

করচাগিন জিজ্ঞেস করল, 'গুরুতর কিছু ঘটতে চলেছে নাকি, মিতিয়াই ?' তার পাশের মেয়েটাকে পাভেল দিন দুয়েক আগে ঝার্কির ওখানে দেখেছে বলে মনে পড়ল।

দুবাভা কৌতুকের সঙ্গে পাভেলের কাঁধে চাপড় মেরে বলল, 'পা কাঁপছে বুঝি, অ্যাঁ ? কিচ্ছু ঘাবড়াবার নেই, কী করে লড়াই করতে হয়, আমরা ঠিকমতো শিখিয়ে দেব তোমাদের। তোমাদের মধ্যে আলাপ নেই, না ?' মেয়েটিকে মাথা নেড়ে দেখাল সে, 'ওর নাম আন্না, পদবীটা জানি নে, তবে পদটা জানি — ও হচ্ছে প্রচার-আন্দোলন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী।'

দুবাভা এইভাবে যার পরিচয় দিল, সেই মেয়েটি তার মাথায় বাঁধা বেগুনি রঙের রুমালটার ফাঁকে বেরিয়ে-পড়া একগোছা চুল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সাগ্রহে করচাগিনকে দেখছিল। তার সঙ্গে করচাগিনের চোখাচোখি হতেই দু-এক মুহূর্তের জন্য নিঃশব্দে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল। দীর্ঘ চোখের পাতার নিচে তার উজ্জ্বল আর নিবিড় কালো চাউনি পাভেলের চাউনিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল। আরক্ত হচ্ছে বুঝে পাভেল ভুরু কুঁচকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দুবাভার দিকে তাকাল। জোর করে মুখে হাসি এনে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মধ্যে আন্দোলনের কাজটা চালায় কে ?'

সেই মুহূর্তে হল-ঘরে একটা সাড়া উঠল। মিখাইলো শ্কোলেঙ্কো একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, 'এক-নম্বর কম্পানির সৈন্যরা সারি বাঁধো ! জলদি কর, কমরেড, চটপট !'

প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি আর আকিমের সঙ্গে ঢুকল ঝুখ্রাই। তারা এইমাত্র এসে পেঁৗছেছে।

হল-ঘরটা এখন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সারি বেঁধে দাঁড়ানো মানুষে ভরে উঠেছে।

ট্রেনিংয়ের জন্য ব্যবহৃত একটা মেশিনগানের মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি হাত তুলে বলল, 'কমরেডসব ! অত্যন্ত গুরুতর আর জরুরী একটা ব্যাপারে আপনাদের এখানে তলব করা হয়েছে। আমি এখন যে কথাগুলো বলব, সে কথাগুলো নিরাপত্তামূলক কারণে এমন কি গতকাল পর্যন্তও বলা যেত না। আগামীকাল রাত্রে এই শহরে আর ইউক্রেনের সর্বত্র একটা প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারিত হয়ে আছে। শ্বেতরক্ষী অফিসারে ছেয়ে গেছে শহর। শহরের চারিধার ঘিরে ডাকাতদের দল জমা করা হয়েছে। চক্রান্তকারীদের একাংশ সাঁজোয়া-গাড়ি-বাহিনীতে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে তারা ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সময় হাতে থাকতেই 'চেকা' ষড়যন্ত্রটা ধরে ফেলেছে এবং আমরা তাই গোটা পার্টি আর কমসমোল সংগঠনগুলিকে সশস্ত্র করে তুলছি। সামরিক ইস্কুলের বাহিনী আর 'চেকা'র

ফৌজী দলের সঙ্গে এক-নম্বর আর দু’-নম্বর কমিউনিস্ট ব্যাটালিয়ন কাজ করবে। সামরিক ইস্কুলের সৈন্যদলগুলো ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে। এবার আপনাদের পালা, কমরেডসব। পনের মিনিটের মধ্যে যে যার হাতিয়ার নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে। সমস্ত কাজটা পরিচালনা করবেন কমরেড ঝুখ্রাই। সৈন্যদলের অধিনায়করা তাঁর কাছ থেকে নিজের কাজের নির্দেশ নেবেন। অবস্থার গুরুত্বটা বারবার করে বলার কোন দরকার দেখি না। আগামীকালকের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানকে আজকেই রোখা চাই।’

সিকি ঘণ্টা বাদে সশস্ত্র ব্যাটালিয়নটা স্কুল-বাড়ির আঙিনায় দাঁড়াল সার বেঁধে।

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদলটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ঝুখ্রাই।

সারির তিন-পা আগে সামনে দাঁড়িয়ে আছে চামড়ার কোমরবন্ধনীপরা দু’জন লোক: ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার মেনিয়াইলো — ঢালাই-কারখানার মজুর সে, উরাল অঞ্চলের বিরাটকায় মানুষ, এবং তার পাশে কমিশার আকিম। বাঁদিকে এক-নম্বর কম্পানির পল্টনগুলো, তাদের দু-পা সামনে কম্পানির কম্যাণ্ডার শ্কোলেঙ্কো আর রাজনীতিক নেতা উস্তিনোভিচ। এদের পেছনে কমিউনিস্ট ব্যাটালিয়নের নিস্তব্ধ সারি দাঁড়িয়ে আছে; এদের সংখ্যা তিনশো।

ফিওদর সংকেত জানাল:

‘কাজে নামবার সময় হয়েছে।’

* * *

নির্জন রাস্তা দিয়ে কুচ্কাওয়াজ করে চলল তিনশো মানুষ।

শহরটা ঘুমোচ্ছে তখন।

ল্ভোভ্স্কায়া স্ট্রীট আর দিকায়া স্ট্রীটের মোড়ে এসে এরা থামল। এইখান থেকে কাজ শুরু হবে।

নিঃশব্দে ঘিরে ফেলল তারা পাড়াগুলো। একটা দোকানের সামনের সিঁড়িতে হেড্কোয়ার্টার বসানো হল।

শহরের কেন্দ্রের দিক থেকে একটা মোটরগাড়ি তার হেডলাইটের উজ্জ্বলতায় একটা আলোর পথ কেটে ল্ভোভ্স্কায়া স্ট্রীট বেয়ে দ্রুত এসে পড়ল। ব্যাটালিয়নের ঘাঁটির সামনে এসে গাড়িটা হঠাৎ থামল।

এই দফায় লিৎকে তার বাবাকে নিয়ে এসেছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে ছেলের দিকে মাথাটা ফিরিয়ে লাতভিয়ান ভাষায় অল্প গোটাকতক কাটা-কাটা কথা

বললেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট। সামনে একটা লাফ দিয়েই গাড়িটা রাস্তার বাঁকে এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। দৈত্যের মতো গাড়ি হাঁকাচ্ছে গুগো — স্টিয়ারিং হুইলে তার হাতদুটো এত জোরে চেপে বসেছে যেন সে-দুটো হুইলেরই অংশ, তার চোখ-জোড়া রাস্তার ওপরে আটকানো।

হ্যাঁ, আজ রাত্রে গুগোর এই উন্মত্ত গাড়ি-চালনার দরকার আছে! এত জোরে গাড়ি হাঁকালে তার দু-রাত্রি হাজতবাসের শাস্তি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই!

উল্কার বেগে রাস্তা বেয়ে উড়ে চলেছে গুগো লিংকে।

চক্ষের পলকে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঝুখ্রাইকে গাড়ি হাঁকিয়ে এনে ফেলেছে তরুণ লিংকে। ঝুখ্রাই তাকে তারিফ না জানিয়ে পারল না, 'আজ রাত্রে যদি তুমি কাউকে চাপা না দাও তাহলে কাল তুমি একটা সোনার ঘড়ি পাবে।'

খুশিতে উপচে উঠল গুগো, 'আমি তো ভেবেছিলাম, ওই মোড়টা ফেরার জন্যে দশ দিনের হাজতবাস সাজা পাব...'

প্রথম আঘাত হানা হল ষড়যন্ত্রীদের সদর-ঘাঁটির উপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেপ্তার-করা প্রথম লোকগুলোকে আর দলিলপত্রের বাণ্ডিল পেঁাছে দেওয়া হল বিশেষ বিভাগে।

দিকায়া স্ট্রীটের এগারো নম্বর বাড়িতে হুবের্ট নামে একজন লোক থাকে, — 'চেকা'র কাছে যে খবর এসেছিল, তাতে এই শ্বেতরক্ষী ষড়যন্ত্রে লোকটার হাত বড়ো কম ছিল না। অফিসারদের যে-দলটার পদোল্ অঞ্চলে অভ্যুত্থান ঘটানোর কথা, তাদের নামের তালিকা এর কাছে ছিল।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট লিংকে স্বয়ং দিকায়া স্ট্রীটে এলেন লোকটাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। হুবের্টের ঘরের জানলাগুলো বাড়ির বাগানের দিকে। এই বাগানটা আর ভূতপূর্ব একটা মঠ-বাড়ির মাঝখানে উঁচু দেওয়ালের ব্যবধান। হুবের্ট বাড়ি নেই। প্রতিবেশীরা বলল, তাকে সেদিন সারা দিনের মধ্যে দেখা যায় নি। খানাতল্লাশি করে সেই নাম-ঠিকানার তালিকাগুলো আর এক-বাক্স হাত-বোমা পাওয়া গেল। বাইরে পাহারাদার সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশ দিয়ে লিংকে কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করার জন্য ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ রইলেন।

সামরিক স্কুলের তরুণ ছাত্রটিকে নিচে বাগানের এক কোণে পাহারা দেবার জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে সে আলোকিত জানলাটি দেখতে পাচ্ছিল। এখানে একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে একটু ভয়-ভয় করছিল তার। দেয়ালটার ওপর নজর রাখার জন্য বলা হয়েছিল তাকে। তার পাহারাদারির জায়গাটা থেকে এই ভরসা-জাগানো আলোর রেখাটা বড়ো দূরে বলে মনে হল তার। এবং, হতভাগা চাঁদটা

কেবলই মেঘের পেছনে আড়াল হয়ে গিয়ে অবস্থাটাকে আরও খারাপ করে তুলছে। রাত্রিবেলায় ঝোপঝাড়গুলো যেন তাদের নিজস্ব এক ধরনের অশুভ জীবনসঞ্চারে প্রাণ পেয়ে ওঠে। তরুণ সৈন্যটি তার নিজের চারিধারের অন্ধকারকে বিঁধল তার বেয়নেটের খোঁচায়। না, কিচ্ছু নেই।

'আমাকে এখানে খাড়া করে দিয়েছে কেন? এই দেয়ালটা বেয়ে তো আর কারুর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয় — এটা ঢের বেশি উঁচু। জানলাটার কাছে গিয়ে বরং ভেতরে একনজর দেখে নেওয়া যাক।' দেয়ালটার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে সে তার সোঁদা শ্যাওলা-গন্ধী কোণটা থেকে বেরিয়ে এল। জানলাটার কাছাকাছি এসে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। লিৎকে দ্রুত কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার উদ্যোগ করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দেয়ালের মাথায় একটা ছায়া দেখা গেল, যেখান থেকে জানলার পাশে সান্ত্রীটাকে আর ঘরের ভেতরে লিৎকে দু'জনকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বেড়ালের মতো তৎপরতার সঙ্গে একটা গাছের ডালে ঝুলে পড়ল ছায়াটা, তারপর মাটিতে নেমে পড়ল। নিঃশব্দে এগিয়ে এল শিকারটার দিকে গুঁড়ি মেরে। একটা মাত্র আঘাতেই নাবিকের লম্বা সরু একটা ছোরা হাতল পর্যন্ত গলায় বিঁধে গিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল সান্ত্রীটি।

আশেপাশের বাড়িগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যে সৈন্যরা, তাদের চমকে দিয়ে বাগানে একটা গুলির আওয়াজ উঠল।

ছ'জন লোক ছুটে এল বাড়িটার দিকে, রাত্রির অন্ধকারে তাদের পা-ফেলার জোরালো আওয়াজ উঠল।

টেবিলটার ওপরে ঝুঁকে নেতিয়ে পড়ে আছেন লিৎকে, তাঁর মাথার ক্ষত থেকে রক্ত চুঁয়ে পড়ছে। মারা গেছেন তিনি। গুঁড়িয়ে গেছে জানলার শার্সিটা। কিন্তু হত্যাকারী দলিলপত্রগুলো হাতিয়ে নেবার সময় পায় নি।

মঠ-বাড়ির দেয়ালটার পিছনে আরও কতকগুলো গুলির আওয়াজ শোনা গেল। দেয়াল টপকে এসে রাস্তায় পড়ে খুনীটা পতিত জমির দিকটা দিয়ে পালাবার চেষ্টায় গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু একটা বুলেট এসে তার দৌড়ানো রুখে দিল।

সারা রাত্রি ধরে খানাতল্লাশি চলল। বাসিন্দার তালিকায় যাদের নাম ছিল না আর যাদের কাছ থেকে সন্দেহজনক কাগজপত্র আর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল, সেই শত শত লোকদের চালান করে দেওয়া হল 'চেকা'র কাছে। সেখানে একটা কমিশন সন্দেহভাজন লোকদের বাছাই করার কাজে ব্যস্ত থাকল।

এখানে-ওখানে চক্রান্তকারীরা পাল্টা আক্রমণ চালাল। জিলিয়ানস্কায়া স্ট্রীটে একটা বাড়িতে খানাতল্লাশি চলবার সময়ে আন্তন লেবেদেভ একটা গুলিতে মারা গেল।

সলোমেন্‌কা ব্যাটালিয়ন পাঁচজন লোক হারাল সেই রাত্রে, আর ‘চেকা’ হারাল সেই একাগ্র বলশেভিক আর প্রজাতন্ত্রের বিশ্বস্ত সান্ত্রী ইয়ান লিৎকে-কে।

কিন্তু শ্বেতরক্ষী অভ্যুত্থানটিকে অংকুরেই বিনাশ করে দেওয়া হল।

সেই রাত্রেই শেপেতোভ্‌কায় ফাদার ভাসিলিকে তার মেয়েদের সঙ্গে এবং দলের আর-সবাইয়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল।

উত্তেজনাটা কমল।

কিন্তু শিগগিরই আরেকটা নতুন শত্রু শহরটাকে বিপন্ন করল: রেল-চলাচল একেবারে বন্ধ, কপালে আসন্ন শীতকালের অনাহার আর ঠাণ্ডায় দুর্ভোগ।

সবকিছু এখন নির্ভর করছে খাদ্যশস্য আর জ্বালানিকাঠের ওপর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিওদর চিন্তিতভাবে তার খাটো পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে পাইপের বাটিটার মধ্যে ছাইটুকু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল সাবধানে। নিভে গেছে পাইপটা।

ডজন-খানেক সিগারেটের ধূসর ধোঁয়ার একটা ঘন মেঘ জমে উঠেছে ঘরের ছাদের নিচে আর প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি যেখানে বসে আছে সেই চেয়ারটার ওপর দিকে। টেবিলের চারধারে আর ঘরের কোণে কোণে যারা বসে আছে, তাদের মুখগুলো ধোঁয়ার মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সভাপতির পাশেই বসে আছে তোকারেভ, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিরক্তির সঙ্গে সে তার পাতলা দাড়ি টানছে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে বেঁটে টাক-মাথা একটা লোকের দিকে; এই লোকটা চড়া সরু গলায় অনর্গল কথা বলে চলেছে — অর্থহীন ফাঁকা বুলিগুলো তার শূন্যগর্ভ ডিমের খোলার মতোই অন্তঃসারশূন্য।

বৃদ্ধ শ্রমিক তোকারেভের চোখের দিকে তাকিয়ে আকিমের মনে পড়ল — ছেলেবেলায় তার গ্রামে ‘চোখ খুবলানি’ নামে একটা লড়ায়ে-মোরগ ছিল, প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সেই মোরগটার চোখে ঠিক এইরকম তীব্র দৃষ্টি ফুটে উঠত।

পার্টির প্রাদেশিক কমিটি একঘণ্টার ওপর আলোচনা-বৈঠকে বসেছে। টেকো লোকটা রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-কমিটির সভাপতি।

সামনের কাগজের স্তূপের মধ্যে দ্রুত আঙুল চালিয়ে টাক-মাথা লোকটা গড়গড়িয়ে বলে চলেছে, ‘...এ অবস্থায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রাদেশিক কমিটির আর রেলওয়ে-

পরিচালনা দপ্তরের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা অসম্ভব। আমি আবার বলছি, আজ থেকে একমাসের মধ্যেও আমরা চার-শো ঘন-মিটারের বেশি জ্বালানিকাঠ দিয়ে উঠতে পারব না। আর এই যে এক লক্ষ আশি হাজার ঘন-মিটার দরকার, এটা হল গিয়ে নিতান্তই...' উপযুক্ত কথাটা হাতড়াবার চেষ্টা করতে সে বলল, 'ইয়ে... মানে, নিতান্তই আকাশকুসুম কল্পনা!' বক্তব্য শেষ করে সে তার ছোট্ট মুখটাকে একটা আহত ভঙ্গিতে বন্ধ করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণের জন্য একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ফিওদর তার আঙুলের ডগায় পাইপ ঠুকে ছাই ঝেড়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ভাঙল তোকারেভ।

'শুধু শুধু কথা চিবিয়ে কোন লাভ নেই,' গুরুগম্ভীর গলায় সে বলতে শুরু করল, 'রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-কমিটির হাতে জ্বালানিকাঠ নেই, কোনদিন ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না... এই তো?'

টাকওয়ালা লোকটি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল।

'মাপ করবেন, কমরেড, জ্বালানিকাঠ আমরা মজুত করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু রেলপথ ছাড়া অন্যপথে মাল-চলাচলের ব্যবস্থার ঘাটতির ফলে...' ঢোক গিলে একটা চৌখুপী-ছক-কাটা রুমাল বের করে সে তার চকচকে মাথাটা মুছে নিল। রুমালটা পকেটে গোঁজার জন্য বারকতক ব্যর্থ চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত সেটাকে অস্বস্তির সঙ্গে পোর্টফোলিওর নিচে গুঁজে দিল সে।

এক কোণ থেকে দেনেক্কো মন্তব্য করল, 'জ্বালানিকাঠগুলো সরবরাহের জন্যে কী ব্যবস্থা করেছেন আপনি? এ ব্যাপারে যেসব বিশেষজ্ঞ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেপ্তার করার পর অনেক দিনই তো কেটে গেছে।'

টাকওয়ালা লোকটি তার দিকে ফিরে বলল, 'রেলপথের কর্তৃপক্ষকে আমি তিনবার লিখে জানিয়েছি যে, আমাদের যদি মাল-চালানির উপযুক্ত ব্যবস্থা না দেওয়া হয়, তাহলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে...'

তোকারেভ বাধা দিল তাকে।

'ওকথা তো আমাদের শোনা হয়ে গেছে,' শত্রুতাভরা চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে সে শুকনো গলায় বলল, 'আপনি কি আমাদের বোকার দল বলে ঠাউরেছেন?'

এই কথায় টাকওয়ালা মানুষটি অনুভব করল তার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা শীতল শিহরন নেমে গেল।

নিচু গলায় বলল সে, 'প্রতিবিপ্লবীদের কাজের কৈফিয়ত তো আমি দিতে পারি না।'

'কিন্তু আপনি তো জানতেন যে রেল-লাইন থেকে বহু দূরের বনে গাছকাটা হয় — জানতেন কিনা?' আকিম জিজ্ঞেস করল।

'সে কথা শুনেছি, কিন্তু আমার এলাকার বাইরে অনিয়ম ঘটেছে, সেদিকে আমার ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নি।'

ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভাপতি জানতে চাইল, 'কতজন লোক আছে আপনার বিভাগে?'

'প্রায় দু-শো,' জবাব দিল টেকো লোকটি।

হিসহিসিয়ে বলে উঠল তোকারেভ, 'তার মানে পরগাছাগুলোর মাথাপিছু বছরে এক ঘন-মিটার কাঠ!'

'রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-কমিটির জন্যে খাদ্যের বিশেষ রেশন বরাদ্দ হয়েছে — শ্রমিকদের যে-খাবারটা পাওয়া উচিত তার থেকে কেটে নিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আপনারা কী করছেন বলুন তো? মজুরদের জন্যে যে দু-গাড়ি ময়দা পেলেন, সেটার কী হল?' চেপে ধরল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি।

চারিদিক থেকে এইরকম চোখা চোখা প্রশ্নের বর্ষণ হতে থাকল টাক-মাথা লোকটার ওপর, আর বিরক্তিকর পাওনাদারদের হাত এড়াবার মতো সে তাদের কথা এড়াবার চেষ্টা করল।

পাঁকাল মাছের মতো পাক খেয়ে সে এঁকেবেঁকে সরাসরি জবাব এড়িয়ে যেতে লাগল, কিন্তু চোখদুটো তার অস্বস্তির সঙ্গে নিজের চারদিকে ঘোরাফেরা করছে। বিপদ আন্দাজ করে তার ভীরু মন শুধু একটা জিনিসের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে: এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সরে পড়ে তার আরামে ভরা বাড়িটার মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া — সেখানে তার রাত্রের খাবার সাজানো রয়েছে আর তার স্ত্রী — যৌবন যার এখনও ফুরিয়ে যায় নি — আরাম করে বসে পল্‌-দ্য-কক্‌'এর লেখা হাল্কা উপন্যাস পড়ে সময় কাটাচ্ছে।

টাক-মাথা লোকটার জবাবগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনতে শুনতে ফিওদর তার নোটবুকে লিখল, 'আমার মনে হয়, এই লোকটাকে খুব ভাল করে যাচাই করা উচিত। ব্যাপারটা শুধু অযোগ্যতাই নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। আমি এর সম্বন্ধে দু-একটা কথা জানি... এই আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে ওকে চলে যেতে দাও, যাতে আমরা কাজের কথায় আসতে পারি।'

প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি তার এই নোট পড়ে ফিওদরের দিকে মাথা নাড়ল।

ঝুখ্‌রাই উঠে গিয়ে বারান্দায় এল একটা টেলিফোন করার জন্য। সে ফিরে এল যখন, তখন সভাপতি প্রস্তাবটা পড়ছে:

'...অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-কমিটির কর্তাদের বরখাস্ত করা হোক এবং কাঠ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা অনুসন্ধান-বিভাগের কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হোক।'

টেকো লোকটি আরও খারাপ কিছু হবে ভেবেছিল। একথা ঠিক যে অন্তর্ঘাতী কাজের জন্য পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু সেটা সামান্য ব্যাপার। আর ওই বোয়ার্‌কার ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার কোন ভাবনা নেই, ওটা তো আর তার এলাকা নয়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল সে, 'আমি তো ভেবেছিলাম, সত্যিই কিছু খুঁড়ে বের করেছে বুঝি ওরা...'

এখন প্রায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েই, নিজের কাগজপত্রগুলো তার পোর্টফোলিওতে পুরতে পুরতে সে বলল, 'আমি অবশ্য পার্টির বাইরেকার একজন বিশেষজ্ঞ। আপনারা আমাকে অবশ্যই অবিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি খালাস। আমার যেটা করবার কথা, সেটা করা অসম্ভব ছিল বলেই আমি করে উঠতে পারি নি।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না। টেকো লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রাস্তার দরজাটা খুলল দারুণ একটা স্বস্তির সঙ্গে।

সামরিক উর্দি-পরা একটা লোক তার দিকে এগিয়ে এল, 'মশাই, আপনার নামটা ?'

ধুকপুক করে উঠল তার বুকের ভেতর, থতমত খেয়ে বলল সে, 'চেরু... ভিন্‌স্কি...'

ওপরের ঘরে এই লোকটা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো মিটিং-টেবিলটার চারধারে তেরোটা মাথা ঝুঁকে পড়ল।

মেলে-ধরা মানচিত্রটার ওপরে আঙুল চালিয়ে ঝুখ্‌রাই বলল, 'এইখানে দেখুন। এইটে বোয়ার্‌কা স্টেশন। এখান থেকে চার মাইল দূরে গাছ-কাটা হয়। এই জায়গায় দু'-লক্ষ দশ হাজার ঘন-মিটার কাঠ জমা হয়ে আছে। পুরো একটা শ্রমবাহিনী এই কাঠটা জড়ো করে তুলেছে আট মাসের কঠিন পরিশ্রমে। আর, ফলটা কী হয়েছে ? বিশ্বাসঘাতকতা। রেলওয়েতে আর শহরে জ্বালানিকাঠ নেই। এই কাঠগুলো চার মাইল রাস্তা বেয়ে স্টেশনে নিয়ে আসতে পাঁচ-হাজার গাড়ি লাগালেও একমাসের কম লাগবে না — তাও আবার যদি দৈনিক দুটো করে খেপ দেয়। সবচেয়ে কাছের গ্রামটা

প্রায় দশ মাইল দূরে। তার উপর, ওর্‌লিক আর তার দল এই অঞ্চলটায় শিকারের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে... এর মানেটা কী বুঝতে পারছেন তো?.. এই দেখুন, পরিকল্পনা অনুযায়ী গাছ-কাটা এইখান থেকে শুরু হয়ে স্টেশনের দিকটায় এগিয়ে আসতে থাকার কথা — আর ওই বদমায়েশগুলো সেটাকে একেবারে বনের ভেতরের দিকে নিয়ে গেছে। উদ্দেশ্যটা — যাতে আমরা রেল-লাইনের দিকে কাঠগুলো বয়ে আনতে না পারি। এবং ওরা বিশেষ ভুলও করে নি — আমরা কাঠ বয়ে আনার এই কাজটার জন্যে মাত্র এক-শো'টা গাড়িও পাব না। এটা ওরা একটা সাংঘাতিক ঘা বসিয়েছে আমাদের ওপর... অভ্যুত্থানের ব্যাপারটার চেয়ে এটা কম গুরুতর নয়।'

মানচিত্রের মোমে-মাজা কাগজটার ওপরে ঝুখ্‌রাইয়ের শক্ত ভারি মুঠিটা এসে পড়ল।

ঝুখ্‌রাই যেটা বলতে বাকি রেখেছে, অবস্থার সেই আরও ভীষণ দিকটা এই তেরো জনের প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পেল। শীত আসন্ন। এরা দেখতে পেল — তুষারপাতের হিমশীতল মুঠোর মধ্যে আটকে গেছে হাসপাতাল, স্কুল, অফিস-বাড়ি আর লক্ষ লক্ষ মানুষ; লোকের ভিড়ে ছেয়ে গেছে স্টেশন, আর এদিকে যাত্রী বয়ে নিয়ে যাবার জন্য সপ্তাহে মাত্র একখানা ক'রে ট্রেন।

গভীর একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে অবস্থাটা প্রত্যেকে কল্পনা করতে লাগল।

শেষে ফিওদর তার হাতের মুঠিটা খুলল।

'একটামাত্র উপায় আছে, কমরেডসব,' বলল সে, 'তিন মাসের মধ্যে স্টেশন থেকে গাছ-কাটার জায়গাটা পর্যন্ত চার মাইল ছোট-লাইনের একটা রেলপথ আমাদের তৈরি করে নিতেই হবে। কাঠ-কাঠা শুরু হয়েছে যেখানটায়, সেখান পর্যন্ত লাইনের প্রথম অংশটা ছ'সপ্তাহের মধ্যেই তৈরি করে নেওয়া চাই। আমি গত এক সপ্তাহ ধরে এ ব্যাপারে লেগে আছি। আমাদের দরকার,' গলাটা শুকিয়ে এসেছে ঝুখ্‌রাইয়ের, ভাঙা স্বরে সে বলে চলল, 'সাড়ে তিন-শো শ্রমিক আর দু'জন ইঞ্জিনিয়র। যথেষ্ট রেলের মাল আর সাতটা ইঞ্জিনও আছে পুশ্চা-ভোদিৎসায়। কমসমোলের কর্মীরা গুদাম-ঘরে খুঁজে খুঁজে বের করেছে। যুদ্ধের আগে পুশ্চা-ভোদিৎসা থেকে শহর পর্যন্ত একটা ছোট রেল-লাইন বসাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। মুশকিলটা হচ্ছে, বোয়ার্‌কায় শ্রমিকদের থাকার মতো জায়গা নেই, একটামাত্র ভাঙাচোরা বাড়ি আছে — ইস্কুল। ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে এক একবারে দু'সপ্তাহের জন্যে ওখানে লোক পাঠাতে হবে আমাদের। তার বেশি দিন ওরা ওখানে থাকতে পারবে না। কমসমোলীদের কি পাঠাব আমরা ওখানে, আকিম?' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে বলে যেতে লাগল, 'কমসমোল যতো বেশি সংখ্যায় সম্ভব সভ্যদের ওখানে পাঠিয়ে দেবে। প্রথমে

ধরা যাক সলোমেন্‌কা সংগঠনটিকে আর শহরের সংগঠনের একটা অংশকে। কাজটা কঠিন, খুবই কঠিন, কিন্তু ছেলেদের যদি বুঝিয়ে বলা হয় যে এর ফলে শহর আর রেলপথ রক্ষা পাবে, তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি ওরা করবে।'

রেলওয়ের বড়োকর্তা সন্দেহের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'আমার মনে হয়, কোন লাভ নেই। বনের ভেতর দিয়ে এ রকম অবস্থায় শরতের বৃষ্টির মুখোমুখি আর আসন্ন তুষারপাতের মধ্যে চার মাইল লাইন পাতা...' ক্লান্তভাবে বলা শুরু করেছিল সে। কিন্তু ঝুখ্‌রাই তাকে থামিয়ে দিল।

'জ্বালানিকাঠের সমস্যাটার দিকে তোমার বেশি নজর রাখা উচিত ছিল, আন্দ্রেই ভাসিলিয়েভিচ। লাইনটা পাততেই হবে, এবং পেতে ফেলবও আমরা। হাত গুটিয়ে বসে থেকে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে নিশ্চয়ই মরতে চাই নে আমরা।'

* * *

হাতিয়ার-সরঞ্জামের শেষ বোঝাটা ট্রেনে চাপিয়ে নেওয়া হল। ট্রেনের লোকজন তাদের নিজের নিজের জায়গায় গেল। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। রিতার চকচকে চামড়ার কোর্তাটা বেয়ে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

তোকারেভের হাত জোরে চেপে ধরে রিতা নরম গলায় বলল, 'আমাদের শুভকামনা রইল।'

বৃদ্ধ তার ঘন ধূসর ভুরুর নিচ দিয়ে রিতার দিকে সস্নেহে তাকাল।

নিজের মনের কথার জবাবেই যেন সে বলল, 'হ্যাঁ, বেশ কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই আমাদের ফেলেছে ওই শয়তানগুলো। তোমরা বরং এদিকের ব্যাপারগুলোর দিকে একটু নজর রেখো — যাতে ওখানে কোন গোলমাল বাধলে তোমরা ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে চাপ দিতে পার। এখানকার এই সব অকর্মাগুলো গড়িমসি ছাড়া কিছু করতে পারে না। আচ্ছা, এবার ট্রেনে চাপার সময় হল, মেয়ে।'

বৃদ্ধ তার কোর্তার বোতাম আঁটল। শেষ মুহূর্তে রিতা প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করল, 'করচাগিন যাচ্ছে না? তাকে তো কই ছেলেদের মধ্যে দেখতে পেলাম না।'

'না, সে আর কার্যাধ্যক্ষ ট্রলি চেপে গতকাল চলে গেছে আমাদের আসার ব্যবস্থা করার জন্যে।'

সেই মুহূর্তে তাদের দিকে প্ল্যাট্‌ফর্ম বেয়ে তাড়াতাড়ি আসছিল ঝার্‌কি, দুবাভা আর আন্না বোর্‌হার্ৎ — আন্নার কাঁধের ওপর কোর্তাটা আলতোভাবে রাখা, আর সরু আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরা।

এরা এসে পড়ার আগে তোকারেভকে রিতার আর একটামাত্র প্রশ্ন করার মতো সময় ছিল।

'করচাগিনকে তোমার পড়ানো চলছে কেমন?'

বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধ তাকাল রিতার দিকে।

'কিসের পড়ানো? ওর ভার তো তোমার ওপর, তাই না? তোমার কথা অনেক বলেছে ও আমায়। কি প্রশংসাই না করে তোমার!'

অবিশ্বাসের চোখে তাকাল রিতা। 'ঠিক বলছ, কমরেড তোকারেভ? আমার কাছে পড়ার পর ও কি বরাবর তোমার কাছে ঠিকমতো সবকিছু বুঝে নেবার জন্যে যায় নি?'

জোরে হেসে উঠল বৃদ্ধ। 'আমার কাছে? কই, আমি তো কোনদিন ওর টিকিও দেখতে পাই নে।'

আওয়াজ ছাড়ল ইঞ্জিনটা। একটা কামরা থেকে ক্লাভিচেক চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, কমরেড উস্তিনোভিচ, আমাদের খুড়োকে ছেড়ে দাও! ওঁকে না হলে আমাদের চলবে কী করে?'

চেক-ছেলেটি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু এসে-পড়া আর তিনজনকে দেখে নিজেকে সামলে নিল সে। এক মুহূর্তের জন্য তার নজর পড়ল আন্নার চোখের উদ্বেগভরা চাউনির দিকে, দুবাভার দিকে আন্নার বিদায়ের হাসিটুকু লক্ষ্য করে একটু যন্ত্রণাবোধও হল তার। তাড়াতাড়ি সে জানলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

* * *

শরতের বৃষ্টি নেমেছে। ছাট এসে লাগছে মুখে। সীসের মতো কালো, জলে ভারি, নিচু মেঘের স্তর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে মাটির বুকের ওপর দিয়ে। শরতের এই শেষের দিনগুলি এসে অরণ্যপ্রহরীদের নিষ্পত্র করে দিয়েছে। প্রাচীন হর্নবিমগাছগুলোকে কেমন যেন শীর্ণ আর দুর্বল দেখাচ্ছে — তাদের বলি-রেখাঙ্কিত গুঁড়িগুলো বাদামী শেওলায় ঢেকে গেছে। নির্মম শরৎ তাদের শ্যামলশোভাময় পত্রচ্ছদ কেড়ে নিয়েছে। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন আর অসহায়।

স্টেশনের ছোট্ট বাড়িটা যেন বনের নির্জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। স্টেশনের মাল-তোলার পাথুরে প্ল্যাট্‌ফর্মটা থেকে সদ্য কেটে তোলা মাটির একফালি পথ চলে গেছে বনের দিকে। এই পথটার চারধারে পিঁপড়ের মতো মানুষের ভিড়।

পায়ের নিচে বিশ্রীভাবে আটকে যাচ্ছে চটচটে কাদা মাটি। বাঁধটার পাড়-ঘেঁষে

মানুষগুলো প্রচণ্ড বেগে খুঁড়ে চলেছে আর পাথরের সঙ্গে ঠুকে গিয়ে গাঁতি-বেলচার আওয়াজ উঠছে।

সরু চালুনির ফাঁক দিয়ে জল ঝরে পড়ার মতো বৃষ্টি নেমেছে। হিমশীতল জলের ফোঁটা মানুষগুলোর পোশাক ভেদ করে গায়ে এসে লাগছে। বৃষ্টিতে তাদের এতো পরিশ্রমের ফল ধুয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে — মাটিটা কাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাঁধটার ঢালু বেয়ে।

সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে তাদের পোশাকগুলো কনকনে ঠাণ্ডা আর ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়েই মানুষগুলো অন্ধকার নেমে আসার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর, রোজ একটু একটু করে মাটির এই বাঁধটা এগিয়ে চলেছে বনের ভেতর দিকে।

আগে একটা পাকা বাড়ি ছিল, তারই কুৎসিত কঙ্কালটা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশন থেকে অনতিদূরে। টেনে-হিঁচড়ে কিংবা খুঁড়ে তুলে যা কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, বাড়িটার থেকে সেসবই নিয়ে গেছে লুটেরার দল অনেক আগেই। দরজা-জানলার জায়গাগুলোয় হাঁ-করা গর্ত। এককালে যেখানে উনুনের পাল্লা ছিল, এখন সেখানে কালো অন্ধকার। ভাঙাচোরা ছাদটার গর্তগুলোর ফাঁকে বর্গাগুলো দেখাচ্ছে কঙ্কালের পাঁজরার মতো।

চারটে বড়ো কামরায় মাত্র কংক্রিটের মেঝেটুকু আস্ত আছে। রাত্রে চার-শো লোক এই মেঝের ওপর তাদের জলে-ভেজা কাদা-লেপা পোশাকে শুয়ে থাকে। দরজার কাছে যখন তারা জামাকাপড়গুলো নিংড়ে নেয়, তখন তার থেকে কাদাটে জল চুইয়ে পড়ে। বৃষ্টির উদ্দেশে আর এই পাঁকালো জমির উদ্দেশে মানুষগুলো নিদারুণ গাল পাড়ে। কংক্রিটের মেঝেতে খড়ের পাতলা আস্তরণের ওপর ঘন সারি বেঁধে তারা একটু গরম পাবার জন্য গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে থাকে। তাদের পোশাকগুলো থেকে অল্প অল্প বাষ্প ওঠে, কিন্তু শুকিয়ে যায় না। ফাঁকা জানলার কাঠামোগুলোয় আটকে দেওয়া চটের ছালাগুলোর ফাঁকে বৃষ্টির ছাট এসে পড়ে আর মেঝে দিয়ে জল চুইয়ে আসে। টিনের ছাদটার যেটুকু বাকি আছে, তার ওপরে বৃষ্টির চড়বড়ে শব্দ ওঠে আর দরজার বিরাট ফাঁকগুলো দিয়ে বাতাস ঢোকে শিস কেটে।

সকালে এরা চা খায় ভেঙে-নুয়ে-পড়া একটা ব্যারাক-ঘরে, যেটার মধ্যে রান্নার কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপর কাজে যায় সবাই। দুপুরে খাবার স্রেফ মুসুরীর ডাল সেদ্ধ — দিনের পর দিন এই একই অসহ্য একঘেয়ে খাদ্য। আর, দৈনিক বরাদ্দ — কয়লার মতো কালো দেড় পাউণ্ড রুটি।

শহর থেকে এর বেশি আর জোগান দেওয়া সম্ভব নয়।

কার্যাধ্যক্ষ ভালেরিয়ান নিকোদিমভিচ পাতোশকিন — লম্বা, রোগাটে বৃদ্ধ, দুই গাল তার বসে গেছে, আর প্রধান-মিস্ত্রি ভাকুলেঙ্কো — গাঁট্টাগোঁট্টা, মোটা নাক আর কর্কশ মুখের ভাব — এরা দু'জন স্টেশন কর্তার বাড়িতে রয়েছে।

স্টেশনে 'চেকা'র প্রতিনিধির নাম খোলিয়াভা — বেঁটেখাটো চটপটে এই লোকটির ছোট্ট কামরায় তার সঙ্গে রয়েছে তোকারেভ।

অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে মানুষগুলো কষ্ট সহ্য করে চলেছে আর রেল-লাইন পাতার জন্য এই বাঁধটা দিনের পর দিন বনের মধ্যে ক্রমশই এগিয়ে চলেছে।

কিছু লোক অবশ্য পালিয়ে গেছে: প্রথমে ন'জন, তার কয়েকদিন বাদেই আরও পাঁচজন।

প্রথম বড়ো বিপদ ঘটল কাজ শুরু হবার এক সপ্তাহ বাদে: রাত্রির ট্রেনে রুটির সরবরাহ এসে পেঁাছল না।

তোকারেভকে জাগিয়ে তুলে দুবাভা খবরটা জানাল।

পার্টি গ্রুপের সম্পাদকটি বিছানার ধারে তার লোমশ পাদুটো ঝুলিয়ে বসে বগলের নিচে চুলকোতে লাগল প্রাণপণে।

'খেল্ শুরু হল!' ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলে সে তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে লাগল।

খোলিয়াভা তার ছোট ছোট পা দ্রুত চালিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

'এক্ষুনি ছুটে গিয়ে বিশেষ বিভাগকে টেলিফোন কর।' তাকে নির্দেশ দিয়ে তোকারেভ দুবাভার দিকে ফিরে বলল, 'রুটি সম্বন্ধে একটি কথাও কাউকে বলবে না, মনে থাকে যেন।'

রেলওয়ে টেলিফোন-অপারেটরদের সঙ্গে পুরো আধঘণ্টা চেঁচামেচি করার পর অদম্য খোলিয়াভা শেষ পর্যন্ত বিশেষ বিভাগের প্রধান-সহকারী ঝুখ্রাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হল। এই সমস্ত সময়টুকু তার পাশে অধৈর্যের সঙ্গে ছটফট করেছে তোকারেভ।

'কী! রুটি গিয়ে পেঁাছয় নি? এখুনি দেখছি এর জন্যে কে দায়ী!' টেলিফোনের তার বেয়ে আসা ঝুখ্রাইয়ের গলাটা ভয়ঙ্কর শোনাল।

ক্রুদ্ধ তোকারেভ চেঁচিয়ে বলল, 'কাল লোকগুলোকে খেতে দেব কী?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ — বোঝা গেল ঝুখ্রাই একটা কিছু ব্যবস্থা করার কথা ভাবছে।

শেষে বলল, 'আজ রাত্রেই পেয়ে যাবে রুটি। আমি গুগো লিৎকে-কে পাঠাচ্ছি গাড়িতে। ও রাস্তা জানে। সকালের মধ্যে রুটি পেয়ে যাবে।'

ভোরের দিকে সর্বাঙ্গে কাদা-লেপা একটা গাড়ি রুটি-বোঝাই সব বস্তা নিয়ে স্টেশনে এসে পেঁছিল। ক্লান্তভাবে নেমে এল লিৎকে — নিদ্রাহীন একটা রাত্রির শেষে তার মুখ বিবর্ণ আর শীর্ণ।

রেল-লাইন পাতার কাজটা নিয়ে একটা লড়াই ক্রমশ তীব্রতর হয়ে দাঁড়াল। রেলওয়ের পরিচালনা-দপ্তর জানাল — লাইন-পাতার জন্য স্লিপার পাওয়া যাচ্ছে না। শহরের কর্তৃপক্ষ লাইন-পাতার জায়গায় রেল-লাইন আর ইঞ্জিন পাঠাবার কোন উপায় করে উঠতে পারল না। ইঞ্জিনগুলোরও দেখা গেল বেশ কিছু মেরামতি দরকার। প্রথম দলে যে শ্রমিকরা কাজে গিয়েছিল, তাদের বদলি হিসেবে যাবার জন্য আর-কোন শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ প্রথম দলের শ্রমিকরা এতো ক্লান্ত যে তাদের আর আটকে রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

নেতৃস্থানীয় পার্টি সভ্যেরা এসে জড়ো হল ভেঙে নুয়ে পড়া চালাটার নিচে — একটা বাতির পল্‌তের আলোয় ঘরটা আব্‌ছা আলোকিত। এখানে তারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করল।

পরদিন সকালে তোকারেভ, দুবাভা আর ক্লাভিচেক শহরে এল ছ'জন লোক সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনগুলো মেরামত করে নেবার জন্য যাতে রেলগুলো তাড়াতাড়ি পেঁছাতে পারে। ক্লাভিচেকের পেশা ছিল রুটি তৈরি করা, তাকে সরবরাহ বিভাগে পাঠানো হল পরিদর্শক হিসেবে; অন্যেরা রওনা হল পুশ্চা-ভোদিৎসার দিকে।

এদিকে সমস্তক্ষণ বৃষ্টি পড়েই চলল অবিরাম ধারায়।

পাভেল করচাগিন কাদায় আটকে যাওয়া তার পা-টা বেশ একটু জোরেই টানল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ একটা ঠাণ্ডার অনুভূতি তাকে জানিয়ে দিল — ক্ষয়ে-যাওয়া তলাটা তার শেষ পর্যন্ত জুতো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই কাজে আসার সময় থেকেই তার ছেঁড়া বুট-জোড়াটা অত্যন্ত অস্বস্তির কারণ হয়ে আছে। কখনও শুকোয় না জুতোটা আর ভেতরে ঢুকে-যাওয়া কাদা প্যাচপ্যাচ করে হাঁটার সময়। এখন তো একটা তলা একেবারেই গেল — বরফ-ঠাণ্ডা কাদাজমি তার নগ্ন পায়ের তলাটা যেন কেটে দিতে লাগল। জুতোর তলাটা কাদা থেকে টেনে তুলে গভীর হতাশার সঙ্গে সেটার দিকে তাকিয়ে, সে যে আর গাল পাড়বে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল। একটা খালি-পা নিয়ে কাজ চালানো সম্ভব নয় — খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাই সে ব্যারাক-ঘরটায় ফিরে এসে তোলা-উনুনটার পাশে বসল। কাদা-লেপা পায়ের পট্টিটা খুলে নিয়ে আড়ষ্ট পাটিকে মেলে দিল আগুনের দিকে।

রেল-লাইনম্যানের বউ ওদার্‌কা রান্নাঘরের টেবিলটায় বীট্‌ কাটছিল — এখানকার

রাঁধুনির সহকারী হিসেবে কাজ করে সে — বেশ লম্বা-চওড়া স্ত্রীলোক, এখনও বয়েস আছে তার, চওড়া কাঁধ প্রায় পুরুষালি ধরনের, পীনোন্নত বুক, বেশ গুরুনিতম্বিনী। বেশ জোরের সঙ্গে ছুরি চালাচ্ছে সে আর সবজির টুকরোগুলো তার ক্ষিপ্র আঙুলগুলোর নিচে পাহাড়ের মতো দ্রুত জমে উঠছে।

পাভেলের দিকে তাচ্ছিল্যভরে একনজর তাকিয়ে ওদারকা তার উদ্দেশে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'খাবার পাবার আশায় যদি এসে থাকো, তাহলে একটু আগেই এসে গেছ হে ছেলে। কাজে ফাঁকি দিয়ে এভাবে কেটে পড়ার জন্যে লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার ! পা সরিয়ে নাও উনুন থেকে। এটা রান্নাঘর, স্নানঘর নয় !'

ঠিক সেই সময় একটি বয়স্ক রাঁধুনি এসে পড়ল।

অসময়ে রান্নাঘরে তার এই এসে পড়ার কারণটা ব্যাখ্যা করল পাভেল, 'হতভাগা বুটটা আমার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে একেবারে।'

বৃদ্ধ রাঁধুনি ছেঁড়া বুটটার দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নেড়ে ওদারকাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর স্বামী হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে — লোকটা একটু-আধটু মুচিগিরি জানে। সেই ব্যবস্থা বরং কর, নইলে ভয়ানক অসুবিধেয় পড়বে। বুট ছাড়া তো চালাতে পারবে না।'

কথাটা শুনে ওদারকা পাভেলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখল। অনুতাপের সঙ্গে স্বীকার করল সে, 'আমি তোমাকে কাজে-ফাঁকিদেনেওয়ালা বলে ধরে নিয়েছিলাম।'

পাভেল যে কিছু মনে করে নি, সেইটে বোঝাবার জন্য হাসল। ওদারকা বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল বুটটা।

'আমার স্বামী এটা সেলাই করবে না — সে চেষ্টা করে কোন লাভও নেই,' সিদ্ধান্ত করল সে, 'আচ্ছা, আমি যেটুকু করতে পারি সেটা বলছি। আমাদের বাড়ির পিছনে একটা গালোশ্-জুতো পড়ে রয়েছে — সেটা তোমাকে এনে দেব। তুমি সেটা বুটের ওপরে পরে নিতে পার। এভাবে তো চলাফেরা করতে পারবে না, অসুখে পড়বে তাহলে ! যেকোন দিন বরফ-পড়া শুরু হবে এখন !'

ওদারকা এবার গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তার ছুরিটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উঁচু একটা গালোশ্-জুতো আর খানিকটা মোটা কাপড়ের ফালি নিয়ে ফিরে এল।

এতক্ষণে পাভেলের পা শুকনো আর গরম হয়ে উঠেছে, মোটা কাপড়ে পা জড়িয়ে গালোশ্-জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে সে এর প্রতিদানে ওদারকার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল।

* * *

তোকারেভ রাগে ছটফট করতে করতে ফিরে এল শহর থেকে। খোলিয়াভার ঘরে সে সক্রিয় কমিউনিস্টদের একটা আলোচনা-বৈঠক ডেকে অপ্রিয় খবরটা শোনাল তাদের।

'গোটা পথ জুড়ে কেবল বাধা আর বাধা। যেখানেই যাও, চাকা ঘুরছে বলে মনে হলেও, দেখবে সামনে এগুচ্ছে না একটুও। ওই 'সাদা ইঁদুরগুলো' সংখ্যায় বড়ো বেশি, আর মনে হচ্ছে — আমাদের জীবনভর ওরাও টিকে থাকবে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের — অবস্থাটা খুব খারাপ ঠেকছে। আমাদের বদলি-লোকদের আসার এখনও কোন ব্যবস্থা করে ওঠা যায় নি, আর কতোজন যে আসবে তাও কেউ জানে না। যেকোন দিন বরফ পড়তে পারে, আর তার আগেই ওই জলো বাদার ওপর দিয়ে লাইন-পাতার কাজটা যেমন করে হোক শেষ করতেই হবে আমাদের — কারণ মাটি জমাট বেঁধে গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, শহরের লোকজন যারা সবকিছুর মধ্যে তালগোল বাধিয়ে ফেলছে, তাদের ওরা চাঙ্গা করে তুলবে, এদিকে আমাদের এখানে কাজের গতি ডবল বাড়িয়ে দিতে হবে। রেল-লাইনটা পাততেই হবে এবং মরে গেলেও আমরা পাতবই লাইনটা। যদি না পারি, তাহলে আমরা বলশেভিক নই — এক তাল কাদামাটি।' তোকারেভের ভাঙা গম্ভীর গলার স্বরে ইস্পাতের দৃঢ়তা, ঘন ভুরুর নিচে চোখদুটোয় তার জেদভরা দৃষ্টি।

'আজ নিজেদের মধ্যে আমরা একটা আলোচনা-বৈঠক ডাকব এবং পার্টি সভ্যদের সবাইকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিয়ে আগামী কাল থেকে সবাই কাজে লেগে যাব। যারা পার্টি সভ্য নয়, তাদের আমরা সকালে ছেড়ে দেব; বাদবাকি আমরা থাকব — এই হচ্ছে প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত,' ভাঁজ-করা একটা কাগজ পানক্রাতভের হাতে দিয়ে সে বলল।

পানক্রাতভের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখে পাভেল করচাগিন লেখাটা পড়ল:

জরুরী অবস্থার দরুন কমসমোলের প্রত্যেকটি সভ্যকে কাজে লেগে থাকতে হবে এবং জ্বালানিকাঠের প্রথম কিস্তিটা না পেঁছানো পর্যন্ত কেউ ছাড়া পাবে না।

রিতা উস্তিনোভিচ

কমসমোলের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের পক্ষে।

নিচু ব্যারাকটা লোকে ভর্তি — সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে একশো-কুড়ি জন মানুষের গাদাগাদি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, টেবিলের ওপরে উঠেছে, এমন কি, কেউ কেউ তোলা-উনুনটার ওপরেও চেপে বসেছে।

পানক্রাতভ মিটিং আরম্ভ করল। তারপরে তোকারেভ ছোট একটু বক্তৃতা দিয়ে যে-ঘোষণাটা দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল, তার ফলটা হল একটা বোমা ফেটে পড়ার মতো:

'কমিউনিস্ট আর কমসমোল সভ্যেরা কেউ কাল কাজ ছেড়ে যেতে পারবে না।'

বৃদ্ধ মানুষটি তার এই ঘোষণাটা করবার সময় হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যাতে এই সিদ্ধান্তের যে আর কোন নড়চড় নেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই গর্ত থেকে বেরিয়ে শহরে যাবার, বাড়ি যাবার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করে দিল তার এই কথা। ক্রুদ্ধ কতকগুলো গলার আওয়াজে কয়েক মুহূর্তের জন্য আর সবকিছু চাপা পড়ে গেল। নড়েচড়ে ওঠা দেহগুলো ক্ষীণ তেলের আলোর শিখাটিকে ভয়ানক রকম কাঁপিয়ে তুলল। আধা-অন্ধকারে কারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, বেড়েই চলল গোলমাল। অনেকে ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করল। অন্যরা বিরক্তির সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, যতদূর পারা যায় তারা কষ্ট সহ্য করেছে। কেউ কেউ চুপ করে শুনল খবরটা। ছেড়ে যাবার কথা বলল একজন মাত্র।

'জাহান্নমে যাক সব!' এক কোণ থেকে কুৎসিত একরাশ গালাগাল ছেড়ে সে বলে উঠল, 'এখানে আমি আর একদিনও থাকছি না। এমন সশ্রম দণ্ডভোগ করা যেতে পারে বেআইনী অপরাধ কিছু করে থাকলে তার শাস্তি হিসেবে। কিন্তু আমরা কী করেছি? দু'সপ্তাহ সয়েছি আমরা, খুব হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত যারা করেছে, তারা এগিয়ে এসে নিজেরা নামুক না কাজে! এমন কেউ কেউ হয়তো আছে যারা এই পচা কাদায় খোঁচাখুঁচি করে মরতে চায়, কিন্তু আমার তো এই একটাই মোটে জীবন! আমি চল্লাম কাল।'

গলাটা আসছিল ওকুনেভের পেছন দিক থেকে। লোকটাকে দেখবার জন্য একটা দেশলাই জ্বালল সে। দেশলাইয়ের আলোয় এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল বক্তার রাগে বিকৃত হাঁ-করা মুখখানা। প্রাদেশিক খাদ্য-বিভাগের এক কেরানীর ছেলেটিকে চিনে নেবার জন্য ওকুনেভের পক্ষে সেই এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

'দেখে রাখছ, অ্যাঁ?' খিঁচিয়ে উঠল ছেলেটি, 'বেশ, বেশ। আমি ভয় পাই নে, চোর নই আমি।'

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। পানক্রাতভ উঠে শরীরটাকে টান করে দাঁড়াল।

'এ কী ধরনের কথা? পার্টি কাজকে সশ্রম দণ্ডভোগের সঙ্গে তুলনা করার গোস্তাকি কার?' সামনের সারিগুলোর ওপরে ভারি চোখে তাকিয়ে নিয়ে সে বজ্রস্বরে

বলে উঠল, 'না, কমরেড, আমাদের শহরে ফিরে যাওয়া চলবে না। আমাদের জায়গা এটাই। আমরা যদি এখন সরে পড়ি, তাহলে শীতে জমে মারা যাবে লোকজন। যতো তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করব আমরা, তত শীগগির বাড়ি ফিরতে পারব। পেছন দিক থেকে ওই কাঁদুনে ইঁদুরটা যে পালিয়ে যাবার কথা বলছে, সেটা আমাদের আদর্শের সঙ্গে বা শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খায় না।'

ডক-মজুর পানক্রাতভ—লম্বা বক্তৃতা করতে ভালবাসে না সে। কিন্তু এই ছোট্ট বিবৃতিটুকুতেও বাধা দিল সেই একই ক্রুদ্ধ গলার স্বর, 'পার্টি সভ্য নয় যারা, তারা তো চলে যাবে, নাকি?'

'হ্যাঁ।'

খাটো ওভারকোট-পরা একটি ছেলে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এল। একটা কমসমোল কার্ড বাদুড়ের মতো উড়ে ঘরটা পার হয়ে এসে পানক্রাতভের বুকের ওপর ঠুকে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ে খাড়া হয়ে রইল।

'এই নাও তোমাদের কার্ড। এক টুকরো কার্ডবোর্ডের জন্যে আমি আমার শরীর বলি দিয়ে বসার ঝুঁকি নিতে চাই নে!'

শেষ কথাগুলো তার ডুবে গেল ক্রুদ্ধ কতকগুলো গলার গর্জনে:

'যেটা ছুঁড়ে দিলে, সেটাকে কী মনে করেছ?'

'বেইমান কোথাকার!'

'আরামে থাকার কথা ভেবে কমসমোলে ঢুকেছিল।'

'তাড়িয়ে দাও ওকে!'

'আমরা তোকে মাথায় তুলে রাখব বলে ভেবেছিস, ছারপোকা!'

দলত্যাগী ছেলেটা মাথা নিচু করে বেরোবার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। ছোঁয়াচে রোগীর সামনে লোকে যেমন সংকুচিত হয়ে আসে, তেমনিভাবে সরে গিয়ে তাকে সবাই বেরিয়ে যাবার পথ করে দিল। তার পেছনে দরজাটা একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল।

ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া সেই কমসমোল সভ্যকার্ডখানা তুলে নিয়ে পানক্রাতভ সেটাকে তেলের আলোর শিখার ওপরে ধরল। কার্ডবোর্ডের টুকরোটা জ্বলে উঠে পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দুমড়ে কুঁকড়ে যেতে লাগল।

* * *

বনের মধ্যে একটা গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হল। নুয়ে-পড়া ব্যারাক-ঘরটার দিক

থেকে একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের অন্ধকারে। এক মুহূর্তে স্কুল-বাড়ি আর ব্যারাক-ঘরটার মধ্যে থেকে লোকজন দৌড়ে বেরিয়ে এল। একজন হোঁচট খেয়ে আবিষ্কার করল — দরজার বাজুটার ফাঁকে এক টুকরো হাল্কা কাঠের তক্তা আটকানো। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠল, অস্থির শিখাটাকে বাতাস থেকে আড়াল করে সবাই পড়ল:

এখান থেকে সরে পড়, যেখান থেকে এসেছ সেইখানে ফিরে যাও। যদি না যাও, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকটি লোককে ধরে ধরে গুলি করে মারব। আগামী কাল রাত্রি পর্যন্ত তোমাদের চলে যাবার জন্য সময় দিলাম।

আতামান চেস্‌নক

চেস্‌নক ওর্‌লিকের দলের লোক।

* * *

রিতার কামরায় টেবিলের ওপর রয়েছে একটা খোলা রোজনামচার খাতা।

২ ডিসেম্বর

আজ সকালে আমাদের এখানে প্রথম তুষারপাত হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। ভিয়াচেস্লাভ ওল্‌শিনস্কির সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হল, আমরা দু'জনে একসঙ্গে রাস্তায় নেমে হেঁটে চললাম।

ওল্‌শিনস্কি বলছিল, 'এই প্রথম তুষারপাতটা আমি ভারি উপভোগ করি সবসময়। বিশেষ করে, এই রকম ঠাণ্ডা যখন পড়ে। ভারি সুন্দর, না ?'

আমি কিন্তু বোয়ার্‌কার কথা ভাবছিলাম — বললাম, তুষারপাত আর ঠাণ্ডা মোটেই খুশি করে না আমাকে, বরং দমিয়ে দেয়। কেন, সেটা বললাম ওকে।

ওল্‌শিনস্কি বলল, 'ওটা নেহাতই একটা আত্মমুখী প্রতিক্রিয়া। এই কথা থেকে যদি কেউ যুক্তি দেখায়, তাহলে, বলতে গেলে, যুদ্ধের সময় যেকোন আমোদ-প্রমোদ, যেকোন আনন্দের প্রকাশকেই নিষিদ্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু জীবন তো তা নয়। লড়াই যেখানে চলছে, সেই একফালি সীমান্ত-এলাকাতেই দুঃখ-বিষাদ সীমাবদ্ধ। সেখানেই

মৃত্যুর আসন্নতায় জীবন ছায়াচ্ছন্ন। তবু সেখানেও লোকে হাসে। এবং যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে দূরে জীবনের স্রোত চিরাচরিতভাবেই বয়ে চলে: মানুষ হাসে, কাঁদে, দুঃখ পায়, আনন্দ করে, ভালবাসে, আমোদ-প্রমোদ আর উত্তেজনা চায়...'

ওল্‌শিনস্কির এই কথাগুলির মধ্যে কোনরকম ব্যঙ্গের আভাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। পররাষ্ট্র জন-কমিশারিয়েটের একজন প্রতিনিধি এই ওল্‌শিনস্কি। ১৯১৭ থেকে পার্টি সভ্য। ভালোভাবে পোশাক-আশাক পরে সে, সর্বদা পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, সবসময়ে তার গায়ে একটা মৃদু সুগন্ধ। আমাদের বাড়িতে সেগালের ঘরে সে আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বেশ আগ্রহ জাগে — ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে, প্যারিসে বহু বছর ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার ভালরকম বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কারণ, ওর কাছে আমি মুখ্যত নারী; আমি যে ওর পার্টি কমরেড, এ ব্যাপারটা ওর কাছে পরবর্তী বিবেচনার বিষয়। এটা ঠিক যে এ সম্বন্ধে ওল্‌শিনস্কি তার মনোভাব আর মতামত লুকোবার চেষ্টা করে না — নিজের মতবাদ সম্বন্ধে খুলে বলার পৌরুষ ওর আছে এবং আমার প্রতি ওর মনোযোগের মধ্যে কোনরকম স্থূলতা নেই। এক ধরনের সৌন্দর্যের সঙ্গে সেটাকে প্রকাশ করার দিকে ওর একটা পটুত্ব আছে। তবু, আমি ওকে পছন্দ করি না।

ওল্‌শিনস্কির এই সুমার্জিত ইউরোপীয় আদর-কেতার চেয়ে ঝুখ্‌রাইয়ের রুক্ষ সরলতা আমার ঢের বেশি রুচিসম্মত।

বোয়ার্‌কা থেকে খবর আসে সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের আকারে। প্রতিদিন আরও দু-শো গজ লাইন পাতা হচ্ছে। ওরা সরাসরি বরফ-জমাট মাটির ওপরে স্লিপার পাতছে — তার জন্য অল্প গর্ত খুঁড়ে মাটি কেটে তুলছে। মাত্র দু-শো চল্লিশ জন লোক কাজ চালাচ্ছে। বদলি হিসেবে যারা গিয়েছিল, তাদের অর্ধেক লোক পালিয়ে গেছে। অবস্থা সেখানে সত্যিই ভয়ানক। বরফে যখন সবকিছু ঢেকে যাবে, তখন তার মধ্যে কী করে যে ওরা কাজ চালাবে তা আমি তো কল্পনা করতে পারছি না। দুবাভা আজ এক সপ্তাহ হল গেছে। পুশ্চা-ভোদিৎসায় ওরা আটটা ইঞ্জিনের মধ্যে মাত্র পাঁচটা মেরামত করে নিতে পেরেছে। বাকিগুলোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতির অংশ পাওয়া যায় নি।

দ্‌মিত্রি দুবাভার বিরুদ্ধে ট্রামওয়ে-কর্তৃপক্ষ অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রুজু করেছে। পুশ্চা-ভোদিৎসা থেকে শহর অবধি ট্রামওয়ের যতগুলো খোলা-গাড়ি যাতায়াত করে, তার সবগুলোকে দ্‌মিত্রি আর তার কর্মিদল আটক করে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে বোয়ার্‌কার ওদিকে লাইন-পাতার জন্য রেল-বোঝাই করেছিল। শহরে

রেল-স্টেশনে ওরা ট্রাম-লাইন বেয়ে উনিশ গাড়ি-ভর্তি রেল এনে ফেলেছিল। ট্রামের কর্মীরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল ওদের।

সলোমেন্‌কা'য় কমসমোলের যারা তখনও ছিল, তারা ট্রেনের মালগাড়িগুলোয় রেলগুলো তুলে দেবার কাজ সারারাত্রি ধরে করল। তারপরে এদের নিয়ে দুর্মিত্রি দুবাভা আর তার কর্মিদল বোয়ার্‌কায় রওনা হয়ে যায়।

দুবাভার এই কাজটা সম্বন্ধে কমসমোল ব্যুরোয় আলোচনা তুলতে গররাজি হয়েছে আকিম। ট্রামওয়ে পরিচালনা বিভাগে যে বিশ্রীরকম আমলাতন্ত্র আর গড়িমসি আছে, সে কথা দুর্মিত্রি দুবাভা আমাদের বলেছে। ওরা এই কাজটার জন্য দুখানার বেশি গাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছিল।

তুফ্‌তা অবশ্য আড়ালে দুবাভাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিরস্কার করেছে। 'এই সব পার্টিজানসুলভ কৌশল ছেড়ে দেবার সময় এসেছে,' বলেছিল সে, 'নইলে একদিন নিজের অজানতেই জেলে গিয়ে পড়বে। অস্ত্রের জবরদস্তির সাহায্য না নিয়ে তুমি কি একটা বোঝাপড়ায় আসতে পার নি?'

দুবাভাকে আমি আর কোনদিন এতোটা ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি। রাগে চিৎকার করে উঠেছিল সে, 'তা তুমি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে দেখলে পারতে, ঘুণ-ধরা কলমনবীশ কোথাকার! বসে বসে চেয়ার গরম করতে আর মুখ নাড়তেই তো পার খালি। ওই রেলগুলো না নিয়ে বোয়ার্‌কায় ফিরে গেলে লোকে আমায় মেরে ফেলত। এখানে বসে বসে সবার পেছনে লেগে না থেকে কিছু দরকারী কাজ করিয়ে নেবার জন্যে তোমাকে একবার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তোকারেভ তোমার মাথায় কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারবে!' দুর্মিত্রি এতো জোরে চেঁচাচ্ছিল যে গোটা বাড়ি জুড়ে তার কথা শোনা যাচ্ছিল।

তুফ্‌তা দুবাভার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ লিখছিল, কিন্তু আকিম আমাকে ঘরের বাইরে যেতে বলে মিনিট দশেক তার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলল। তারপর তুফ্‌তা রাগে লাল হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এল।

৩ ডিসেম্বর

প্রাদেশিক কমিটির কাছে আরেকটা অভিযোগ এসেছে — এবার যানবাহন-চলাচলের 'চেকা' থেকে। পানক্রাতভ, ওকুনেভ এবং আরও জনকতক কমরেড নাকি মতোভিলভ্‌কা স্টেশনে গিয়ে সেখানকার খালি বাড়িগুলো থেকে সমস্ত দরজা-জানলার কাঠামোগুলো খুলে নিয়ে এসেছে। ওরা যখন এই সব জিনিস ট্রেনের

মালগাড়িতে তুলছিল, তখন স্টেশনে 'চেকা'র কর্মীটি ওদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল। ওরা তাকে নিরস্ত্র করে তার রিভলভারের সমস্ত টোটা বের করে ফেলে দেয় এবং ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করার পর অস্ত্রটা তাকে ফেরত দেয়। ওরা দরজা-জানলার কাঠামোগুলো নিয়ে চলে এল। রেলওয়ের সরবরাহ বিভাগ তোকারেভের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে সে বোয়ার্কা স্টেশনের মালগুদাম থেকে কুড়ি পুদ* পেরেক নিয়েছে। স্লিপারের জন্য তারা যে কাঠ ব্যবহার করছে, সেই কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনার জন্য যে চাষীরা তাদের সাহায্য করেছিল, মজুরি হিসেবে তোকারেভ এই পেরেকগুলো তাদের দিয়েছে।

আমি এই সব অভিযোগের কথা কমরেড ঝুখ্রাইকে বললাম। সে কিন্তু শুধু হাসল। বলল, 'এ সবগুলোরই ব্যবস্থা আমরা করব।'

রেল-লাইন পাতার কাজের ওখানে অবস্থাটা অত্যন্ত সঙ্গীন: এখন প্রতিটি দিনই অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসের জন্য এখানে আমাদের চাপ দিতে হচ্ছে। যারা নানা ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে, তাদের প্রায়ই প্রাদেশিক কমিটিতে হাজির করাতে হচ্ছে। আর ওদিকে, কাজের খাতিরে ছেলেরা ক্রমশই বেশি বেশি মাত্রায় মামুলী দস্তুরগুলো ডিঙিয়ে চলেছে।

ওল্শিনস্কি আমায় একটা ছোট ইলেক্ট্রিক উনুন এনে দিয়েছে। আমি আর ওল্গা ইউরেনেভা তাতে আমাদের হাত গরম করি, কিন্তু ঘরটা ও দিয়ে বিশেষ কিছু গরম হয় না। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে বনের মধ্যে ওই লোকগুলো কী করে কাটাচ্ছে, তাই ভাবি। ওল্গা বলছিল, হাসপাতালে এতো ঠাণ্ডা যে রোগীরা কম্বলের নিচে শীতে কাঁপে। সেখানে মাত্র দু'দিন অন্তর একবার আগুন জ্বালিয়ে ঘরগুলো গরম করা হয়।

না, কমরেড ওল্শিনস্কি, যুদ্ধসীমান্তের দুঃখদুর্দশা আমাদের এই পেছনের ঘাঁটিরও দুঃখদুর্দশা।

৪ ডিসেম্বর

সারারাত্রি বরফ পড়েছে। বোয়ার্কা থেকে ওরা লিখছে — সমস্ত কিছু বরফে ঢেকে গেছে, লাইন-পথ পরিষ্কার করার জন্য ওদের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আজ প্রাদেশিক কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কাঠ কাটার জায়গাটা পর্যন্ত রেল-

---

* পুদ — ১৬ কিলোগ্রাম।

লাইন পাতার প্রথম অংশটুকু ১৯২২-র পয়লা জানুয়ারির মধ্যে শেষ করতে হবে। তাদের এই সিদ্ধান্ত বোয়ারকায় পেঁছালে তোকারেভ নাকি মন্তব্য করেছে, 'তা আমরা করব — যদি তার আগেই আমরা শিঙে না ফুঁকি।'

করচাগিন সম্বন্ধে কিছুই খবর পাই না। পানক্রাতভের ওই 'ঘটনা'টার মতো কোন কিছুতে সে জড়িয়ে পড়ে নি দেখে আমি একটু আশ্চর্যই হচ্ছি। আমাকে সে এড়িয়ে চলেছে কেন, তা এখনও বুঝতে পারছি না।

৫ ডিসেম্বর

গতকাল রেল-লাইন পাতার জায়গার ওখানে ডাকাতদলের একটা হামলা হয়ে গেছে।

* * *

নরম তুষারের মধ্যে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছে ঘোড়াগুলো। তুষারের স্তূপ বসে বসে যাচ্ছে তাদের পায়ের নিচে। মাঝে মাঝে বরফের নিচে ঢাকা পড়ে যাওয়া দু'-একটা গাছের সরু ডাল কোন ঘোড়ার খুরের চাপে মট করে ভেঙে যাচ্ছে আর ঘোড়াটা ভড়কে গিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করে একপাশে লাফিয়ে উঠছে। তখন তার বসা কানের ওপর বন্দুকের চাপ পড়ে আর সে ছুটে চলে আর সকলের পিছু পিছু।

জন দশেক ঘোড়সওয়ার পার হয়ে এল সরু লম্বা পাহাড়ী উঁচু জায়গাটা, যার ওধারে এক ফালি কালো জমি — এখনও জমিটুকু বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে নি।

এখানে এসে ঘোড়সওয়াররা লাগাম টেনে থামাল তাদের ঘোড়াগুলো। রেকাবগুলো ঠোকাঠুকি হয়ে ক্ষীণ একটা আওয়াজ উঠল। দলের নেতার বিরাট জোয়ান ঘোড়াটা সশব্দে গা-ঝাড়া দিল, অনেকক্ষণ একটানা দৌড়ানোর পর তার সর্বাঙ্গ ঘামে চকচকে হয়ে উঠেছে।

ঘোড়সওয়ার দলের নেতা ইউক্রেনীয় ভাষায় বলল, 'এখানে হতভাগাদের অনেকগুলোই আছে দেখছি। যাই হোক, আমরা ওদের মনে পরকালের ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও! আতামান বলেছেন, কালকের মধ্যেই বেজম্মাগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। ব্যাটারা জ্বালানিকাঠ কাটার জায়গাটার বড্ড কাছাকাছি এসে যাচ্ছে।'

সরু রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে একজনের পেছনে আর একজন সারি বেঁধে এরা

ঘোড়া হাঁকিয়ে স্টেশন পর্যন্ত এল। পায়ে হাঁটার গতিতে ঘোড়ার বেগ কমিয়ে তারা পুরনো স্কুল-বাড়িটার কাছে ফাঁকা জায়গাটায় গাছগুলোর পেছনে এসে থামল।

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চিরে দিল একঝাঁক গুলির আওয়াজ। তুষারে আচ্ছন্ন একটা বার্চ গাছের ডাল চাঁদের আলোয় রুপোর মতো ঝকমক করছিল, বরফের স্তরটা ডাল থেকে খসে পড়ল লাফিয়ে-পড়া কাঠবেড়ালির মতো। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বন্দুকের স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে, দেওয়ালের ওপর খসে-আসা চুন-বালির আস্তরণ ফুটো করে দিয়ে গুলি ঢুকে যাচ্ছে। পানক্রাতভের আনা জানলার শার্সি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়ে কাচের ঝনঝনানির আওয়াজ উঠল।

কংক্রিটের মেঝের ওপর থেকে মানুষগুলো গুলির আওয়াজে লাফিয়ে উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক সব বস্তু ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখেই একজনের ওপরে আরেকজন চেপে শুয়ে পড়ল।

পাভেলের কোটের প্রান্তটা টেনে ধরল দুবাভা, 'যাচ্ছ কোথায় ?'

'বাইরে।'

'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়, আহাম্মক কোথাকার !' হিসহিসিয়ে উঠল দুর্মিত্র দুবাভা, 'বাইরে মাথা বের করেছ কি ওরা তোমায় খতম করে দেবে।'

দরজাটার ঠিক কাছে তারা পাশাপাশি পড়ে রইল। দুবাভা তার পিস্তল দরজার দিকে তাক করে ধরে মেঝের ওপর সটান হয়ে আছে। উবু হয়ে বসে পাভেল তার রিভলভারের টোটা ভরবার ঘরগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে। পাঁচবার গুলি চালাবার মতো টোটা ভরা আছে ওটায়, বাকি ঘর খালি। টোটা ভরার চাক্তিটা ঘুরিয়ে নিয়ে তৈরী করল সে।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল গুলি-ছোঁড়া। পরবর্তী নিস্তব্ধতাটুকু অবাক করে দিল সবাইকে।

ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে দুবাভা হুকুম দিল, 'যাদের অস্ত্র আছে, তারা এদিকে এসো।'

সাবধানে দরজাটা খুলল পাভেল। খোলা জায়গাটা জনহীন। হাল্কাভাবে ঝরে পড়ছে বরফের চিলতে।

বনের মধ্যে ততক্ষণে দশজন সওয়ার তাদের ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে দ্রুত দৌড় করিয়ে নিয়ে চলেছে।

* * *

পরের দিন দুপুরবেলায় শহর থেকে একটা ট্রলি এসে পৌঁছল। ঝুখরাই আর

আকিম নেমে এল — তাদের নিতে এসেছে তোকারেভ আর খোলিয়াভা। একটা 'মাক্সিম' মেশিনগান, কয়েক বাক্স টোটা-ভর্তি মেশিনগানের বেল্ট্ আর দু-ডজন রাইফেল নামিয়ে আনা হল প্ল্যাটফর্মে।

রেল-লাইন পাতার জায়গাটার দিকে তারা এগুল তাড়াতাড়ি। ফিওদরের লম্বা ওভারকোটের নিচের দিকটা বরফের ওপরে আঁকাবাঁকা নক্সা কেটে নেতিয়ে চলেছে তার পিছু পিছু। সে এখনও জাহাজী মানুষের মতোই থপথপে ভঙ্গিতে হাঁটে — যেন কোন ডেস্ট্রয়ারের দোলায়মান পাটাতনের ওপরে পায়চারি করছে। ফিওদরের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে লম্বা পাওয়ালা আকিম, কিন্তু এদের সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্য তোকারেভকে মাঝে মাঝে অল্প অল্প দৌড়াতে হচ্ছে।

'ডাকাত-দলের হামলাটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো হাঙ্গামা নয়। লাইন পাতার ঠিক পথের ওপরেই একজায়গায় জমিটা বিশ্রীরকম উঁচু হয়ে উঠেছে। মন্দ কপাল আমাদের আর কি। তার মানে, আরও অনেকটা বাড়তি খোঁড়ার কাজ করতে হবে।'

বৃদ্ধ থেমে পড়ল। বাতাসের দিকে পেছন ফিরে দুহাতের তালুর পুটে দেশলাইয়ের কাঠি আড়াল করে সে একটা সিগারেট জ্বালাল। কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে দ্রুত এগুল আর দু'জনের সঙ্গ ধরবার জন্য। তোকারেভের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল আকিম, কিন্তু ঝুখ্রাই এগিয়ে চলেছে।

তোকারেভকে জিজ্ঞেস করল আকিম, 'তোমার কী মনে হয় — নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাইন পেতে ফেলতে পারবে?'

জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল তোকারেভ। শেষে বলল, 'দেখ, ছেলে, কথাটা হচ্ছে সাধারণ নিয়মে কাজটা করে ওঠা যায় না। তবে, আমাদের করতেই হবে — ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই।'

ফিওদরের সঙ্গ ধরে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল তারা। উত্তেজনার সঙ্গে বলে চলল তোকারেভ, 'অবস্থাটা এই — পাতোশ্কিন আর আমি, মাত্র দু'জনে আমরা জানি যে এই যৎসামান্য মালমসলা আর কাজ করার লোক নিয়ে এ অবস্থার মধ্যে একটা লাইন পাতা অসম্ভব। কিন্তু আর সবাই, প্রত্যেকেই জানে যে লাইনটা পেতে ফেলতেই হবে যেকোন উপায়ে। সেই জন্যেই তো বলছি যে শীতে জমে যদি আমরা মরে না যাই, তাহলে লাইন পাতা হবে ঠিকই। তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখ: এক মাসেরও বেশি আমরা এখানে মাটি খুঁড়ে চলেছি, আমাদের কাজে বদলি হিসেবে আসা চার-নম্বর দলটাকে বিশ্রাম দেবার সময় হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সমস্তক্ষণ গোড়ার শ্রমিকদলের বেশির ভাগটা কাজ করেই চলেছে। শুধু বয়েসে তরুণ বলেই এরা চালিয়ে যেতে পারছে। কিন্তু এদের অর্ধেক লোকেরই ঠাণ্ডা লেগেছে শীতে। দেখে তোমাদের

সত্যিই দুঃখ হবে। সোনার টুকরো ছেলে সব — কিন্তু এই হতচ্ছাড়া জায়গাটা একাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

* * *

সরু করে পাতা রেল-লাইনটা স্টেশন থেকে প্রায় পৌনে-এক মাইল দূরে এসে শেষ হয়েছে। সেটাকে ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল লম্বা এক ফালি জায়গা জুড়ে সমান উঁচু পথটার ওপরে যা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয় যেন একটা কাঠের গুঁড়ির বেড়া ঝড়ের ঝাপটায় পড়ে গেছে — এগুলো রেল বসাবার স্লিপার কাঠ, সব ঠিকমতো জায়গায় দৃঢ়ভাবে আটকে বসানো। আর এটাকে ছাড়িয়ে চড়াইয়ের জায়গাটা পর্যন্ত সমস্তটা শুধু একটা সমান উঁচু পথ।

এই অংশটায় কাজ করছে পানক্রাতভের রেলপথ-কর্মীদের এক-নম্বর দল। চল্লিশ জন লোক স্লিপারগুলো আটকাবার শিক গাঁথছে আর লালচে-রঙের দাড়িওয়ালা একজন চাষী নতুন একজোড়া বাকলের জুতো পায়ে দিয়ে ধীরে-সুস্থে রাস্তার বুকে গুঁড়ি-কাঠের বোঝা নামাচ্ছে। কিছু দূরে আরও কতকগুলো স্লেজ-গাড়ি থেকে মাল নামানো হচ্ছে। দুটো লম্বা লোহার ডাণ্ডা পড়ে আছে মাটিতে — স্লিপারগুলোকে ঠিকমতো সমান্তরাল করে বসাবার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। পাথর-কুচিগুলো সমান করে বসাবার জন্য কোদাল-শাবল-বেলচা সবই ব্যবহার করা হচ্ছে।

* * *

রেল-লাইনের স্লিপার পাতার কাজটা মন্থর আর শ্রমসাপেক্ষ। মাটির বুকের ওপর দৃঢ়ভাবে আটকে দেওয়া চাই স্লিপারগুলো, যাতে প্রত্যেকটার ওপরে রেলের চাপ সমানভাবে পড়ে।

দলের মাত্র একজন লোক স্লিপার বসাবার পদ্ধতিটা জানে। সে হল তালিয়ার বাবা, রেল-লাইন সর্দার লাগুতিন — চুয়ান্ন বছর বয়েস তার, কয়লার মতো কালো দাড়ি মাঝখানে সিঁথি কাটা, মাথার একটা চুলও পাকে নি। এই কাজের গোড়া থেকেই সে বোয়ারকায় খাটছে, তরুণ কর্মীদের সঙ্গে সমস্ত রকমের কষ্ট সমানে সহ্য করে চলেছে এবং গোটা শ্রমিকদলটার শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। পার্টি সভ্য না হলেও লাগুতিন সমস্ত পার্টি সভায় সম্মানের আসন পায়। এজন্য তার ভারি গর্ব এবং সে কথা দিয়েছে কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এখান থেকে যাবে না।

বদলির লোক এলেই সে প্রতিবারেই খাসা মেজাজেই বলে, 'তোমাদের ওপর কাজ চালাবার ভার ছেড়ে দিয়ে আমি কী করে চলে যাব? একজন অভিজ্ঞ লোক যদি সবকিছুর ওপর নজর না রাখে, তাহলে একটা না একটা গোলমাল বাধবেই। অভিজ্ঞতার কথাই যদি বল, আমার জীবনে যে আমি দেশের নানা জায়গায় কতো অসংখ্য স্লিপার ঠুকে বসিয়েছি, তা আজ আর মনেও করতে পারি না।' সুতরাং সে থেকে গেছে।

লাগুতিন যে তার কাজ ভালো করেই জানে, সেটা পাতোশ্কিন জানে আর তাই সে তার এলাকায় কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য ক্বচিৎ কখনও আসে। পানক্রাতভ একটা স্লিপার বসানোর জন্য গর্ত খুঁড়ছিল, পরিশ্রমে ঘেমে গেছে সে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে — এমন সময়ে আকিম আর ঝুখ্রাইয়ের সঙ্গে তোকারেভ সেখানে এসে পড়ল।

জাহাজের মাল-খালাসী তরুণটিকে আকিম প্রায় চিনতেই পারে নি। পানক্রাতভ খুব রোগা হয়ে গেছে, তার শুকনো গালবসা গম্ভীর মুখের ওপর চওড়া চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

ঘামে-ভেজা উষ্ণ একটা হাত আকিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে উঠল, 'আরে, এই যে, বড়ো-কর্তারা সব এসে গেছেন!'

কোদালের ঠুনঠুন আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। চারিধারে বিবর্ণ আর শুকনো মুখগুলোর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল আকিম। এদের কোট আর কোর্তাগুলো বরফের ওপরে হেলা-ফেলায় স্তূপীকৃত।

লাগুতিনের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তোকারেভ পানক্রাতভকে নিয়ে মাটি খোঁড়ার জায়গাটায় নিয়ে এল আগন্তুকদের। ঝুখ্রাইয়ের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে মাল-খালাসী ছেলেটি।

'মতোভিলভ্কায় কী ঘটেছিল বল তো, পানক্রাতভ? ওই 'চেকা' লোকটির অস্ত্র কেড়ে নেওয়াটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বলে কি তোমাদের মনে হয় না?' গম্ভীর মুখে ফিওদর জিজ্ঞেস করল স্বল্পভাষী মাল-খালাসী ছেলেটিকে।

পানক্রাতভ বিব্রত ভঙ্গীতে হাসল।

'উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারেই সবটা করা হয়েছিল,' ব্যাখ্যা করে বলল সে, 'ওর অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্যে ও বলেছিল আমাদের। ও যে আমাদেরই একজন। ব্যাপারটা সব যখন আমরা ওকে বুঝিয়ে বললাম, ও তখন বলল, 'তোমাদের মুশকিলটা আমি বুঝতে পারছি ভাই, কিন্তু ওই জানলা-দরজাগুলো তোমাদের নিয়ে যেতে দেবার অধিকার আমার নেই। রেলওয়ের সম্পত্তি লোপাট হওয়া বন্ধ করার জন্যে কমরেড জের্জিন্স্কির হুকুম আছে। এখানকার এই স্টেশন-মাস্টারটা আমার ওপরে লাঠি

উঁচিয়ে বসে আছে। বেজম্মা ব্যাটা এটা-ওটা চুরি করছে আর আমি ওর সে পথ বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি যদি তোমাদের এই কাজটা বিনা বাধায় করতে দিই, তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে আর বিপ্লবী আদালতে আমার বিচার হবে। তবে, তোমরা আমাকে নিরস্ত্র করে ফেলে সরে পড়তে পার। আর যদি স্টেশন-মাস্টার রিপোর্ট না করে, তাহলে ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে যাবে।' সুতরাং আমরা তাই করেছি। আর যাই হোক, আমরা তো ওই দরজা-জানলাগুলো নিজেদের জন্যে নিই নি, নাকি ?'

ঝুখ্রাইয়ের চোখদুটো এক নিমেষের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে সে বলে চলল, 'যদি চাও তো তোমরা আমাদের শাস্তি দিতে পার, কিন্তু কমরেড ঝুখ্রাই, ওই ছেলেটিকে কোন কড়া রকম শাস্তি দিয়ো না যেন।'

'ব্যাপারটা এইখানেই চুকিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু দেখবে যাতে আর ভবিষ্যতে এরকম কিছু না হয় — শৃঙ্খলার দিক থেকে এটা খারাপ। আমলাতন্ত্রকে সংগঠিতভাবেই গুঁড়িয়ে দেবার মতো শক্তি এখন আমাদের হয়েছে। এসো এখন আরও গুরুতর বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক।' তারপর ডাকাতদলের হামলার ব্যাপারটা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল ফিওদর।

* * *

বোয়ারকা স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে যেখানে রেল-লাইনের পথ আটকে মাটিটা খানিকটা উঁচু হয়ে উঠেছে, সেখানে একদল লোক ভীষণ জোরে মাটি কোপাচ্ছে।

এই গোটা শ্রমিকদলটার যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে তাই নিয়ে সশস্ত্র হয়ে সাতজন লোক পাহারা দিচ্ছে। খোলিয়াভার রাইফেল আর করচাগিন-পানক্রাতভ-দুবাভা-খমুতোভের পিস্তল — হচ্ছে এদের মোট অস্ত্রশস্ত্র।

ঢালুতে বসে পাতোশ্‌কিন তার নোটবইয়ে নানা অঙ্ক টুকে রাখছে। এই কাজে সেই একমাত্র ইঞ্জিনিয়র। ভাকুলেঙ্কো সেদিন সকালে পালিয়ে গেছে — ডাকাতদের হাতে মারা পড়ার চেয়ে পালিয়ে যাবার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়ানোটাকেই সে শ্রেয় বলে মনে করেছে।

'এই ঢিবিটাকে কেটে পথ করার জন্যে দু'সপ্তাহ লাগবে। মাটিটা ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে,' পাতোশ্‌কিন নিচু গলায় বলল খমুতোভ্‌কে। সে তার পাশে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

খমুতোভ্ তার গোঁফের প্রান্তটা মুখে টেনে ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল, ‘পুরো লাইনটা পাতার জন্যে আমাদের পঁচিশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, আর আপনি এইটুকুর জন্যেই পনের দিনের হিসেব কষছেন!’

‘হয়ে উঠবে না বলেই তো আমি মনে করি। অবশ্য আমি এর আগে কখনও এরকম অবস্থার মধ্যে আর এরকম শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করি নি। আমার ভুলও হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, আমার আগে আরও দুবার ভুল হয়েছে।’

এমন সময়ে ঝুখ্রাই, আকিম আর পানক্রাতভকে ঢালুটার দিকে আসতে দেখা গেল।

‘দেখ, ওদিকে কারা আসছে!’ চেঁচিয়ে উঠল পিওতর্ ত্রফিমভ্ — রেল-কারখানার একজন মিস্ত্রি এই তরুণ ছেলেটি, তার গায়ে কনুইয়ের কাছে ছেঁড়া একটা পুরনো সোয়েটার। করচাগিনের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে সে আগন্তুকদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। পর মুহূর্তেই করচাগিন হাতে কোদাল ধরেই ছুটে নেমে এল ঢিবিটা বেয়ে। মাথায় চাপানো হেলমেটের নিচে তার চোখে আবেগদীপ্ত সম্ভাষণের হাসি। করমর্দনের সময় ফিওদর তার হাতখানা কিছুক্ষণ চেপে ধরে রইল।

‘এই যে, পাভেল! এই অদ্ভুত পোশাকে তোমায় দেখে প্রায় চিনতেই পারি নি।’

শুকনো গলায় হাসল পানক্রাতভ, ‘অদ্ভুত পোশাক বৈকি। আলো-বাতাস খেলার জন্যে যথেষ্ট খোলা জায়গা তো আছে জামাটায়। পালিয়ে গেছে যারা, তাদের মধ্যে কেউ একজন ওর ওভারকোটটা মেরে নিয়ে গেছে। ওকুনেভ ওকে দিয়েছে ওই কোর্তাটা — ওরা কমিউন করে আছে জান তো। কিন্তু পাভেল ঠিক আছে, ওর গায়ের রক্ত খুব গরম। আরও একটা সপ্তাহ ও কনক্রিটের মেঝেটায় গড়াগড়ি দিয়ে নিজেকে গরম রাখবে — বিচালির আস্তরণে কোন কাজই হয় না — তারপরে দিব্যি একটা পাইন-কাঠের কফিনের মধ্যে শোবার জন্যে ও তৈরি হয়ে উঠবে,’ মর্মান্তিক একটা কৌতুক করল জাহাজের মাল-খালাসীটি।

কালো ভুরু আর ভোঁতা নাকওয়ালা ওকুনেভ তার দুষ্টুমিভরা চোখদুটো কুঁচকে প্রতিবাদ জানাল, ‘কিচ্ছু ভেবো না, আমরা পাভ্লুশকার ভালোমন্দের ভার নিচ্ছি। আমরা সবাই ভোট দিয়ে ওকে রান্নাঘরে ওদারকাকে সাহায্য করার জন্যে পাঠিয়ে দেব। ওর যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, তাহলে দুমুঠো বাড়তি খাবারও ভরে নিতে পারবে, আবার শরীরটাকে গরম করার জন্যে উনুন ঘেঁষে কিংবা স্বয়ং ওদারকার গায়ে সেঁটে থাকতেও পারবে।’

এক দমক হাসির হুল্লোড় উঠল এই মন্তব্যে।

সেদিন ওরা হাসল এই প্রথম।

* * *

ফিওদর ঢিবি-জমিটা ভালো করে দেখার পর তোকারেভ আর পাতোশ্‌কিনের সঙ্গে স্লেজ-গাড়িতে চেপে কাঠ-কাটার জায়গাটায় গেল। ওরা ফিরল যখন, তখন মানুষগুলো সব দুর্নিবার সংকল্প নিয়ে ঢিবিটা খুঁড়ে চলেছে। কোদালের দ্রুত ওঠানামা আর পরিশ্রমের চাপে নুয়ে পড়া শ্রমিকদের পিঠগুলো লক্ষ্য করল ফিওদর। আকিমের দিকে ফিরে সে নিচু গলায় বলল, 'সভা-সমিতির দরকার নেই। এখানে কোন আন্দোলনেরও প্রয়োজন নেই। তুমি ঠিকই বলেছ তোকারেভ—সোনার টুকরো ছেলে সব এরা। ইস্পাত কঠিনতর হয়ে উঠছে এইখানেই।'

মাটি খুঁড়ছে যারা, তাদের দিকে তাকিয়ে রইল ঝুখ্‌রাই সপ্রশংসে আর কঠিন অথচ স্নেহভরা গর্বের সঙ্গে। এদের মধ্যে কেউ কেউ মাত্র অল্প কিছুদিন আগেও এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের বেয়নেটের ইস্পাত-ফলা বাগিয়ে ধরে। সেটা অভ্যুত্থানের আগের রাত্রের ঘটনা। আর এখন, একমাত্র উদ্দেশ্যসাধনের দৃঢ়তা নিয়ে এরা খেটে চলেছে যাতে রেলপথের ইস্পাত-ধমনীটা গিয়ে পেঁাছায় উষ্ণ-স্বাচ্ছন্দ্য আর জীবনের মহার্ঘ উৎসমুখে।

* * *

বিনীতভাবে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে, পাতোশ্‌কিন ফিওদরকে বুঝিয়ে দিল যে দু'সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে উঁচু জমিটা খুঁড়ে সমান করা অসম্ভব। ফিওদের তার যুক্তিগুলো শুনে গেল অন্য একটা চিন্তায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে। স্পষ্টতই অন্য কোন একটা বিশেষ সমস্যায় তার চিন্তা নিবিষ্ট।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, 'ঢিবি কাটার সব কাজ বন্ধ রেখে ওদিক থেকে লাইন-পাতার কাজ চালিয়ে যাও। ঢিবিটার ব্যবস্থা আমরা অন্যভাবে করব।'

স্টেশনে এসে টেলিফোনে সে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চালাল। দরজার বাইরে পাহারায় ছিল খোলিয়াভা। ভেতর থেকে ফিওদরের কর্কশ গম্ভীর গলা শুনতে পাচ্ছিল সে, 'সামরিক এলাকার সেনানী-মণ্ডলীর অধিনায়ককে টেলিফোনে আমার নাম করে বল পুজিরেভ্‌স্কির রেজিমেণ্টকে এখুনি এই লাইন-পাতার অঞ্চলে বদলি করে দিক। ডাকাতগুলোকে অবিলম্বে এই অঞ্চল থেকে হঠিয়ে দিতেই হবে। বিস্ফোরণকর্মীদের দল নিয়ে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন পাঠাও। বাকিটুকুর ব্যবস্থা আমি নিজে করব। রাত্রিবেলায় ফিরে আসব। লিংকেকে বলে দিও রাত্রি বারোটার সময়ে যেন গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকে।'

ব্যারাক-ঘরটার মধ্যে আকিমের একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার শেষে ঝুখ্‌রাই বলবার জন্য উঠে দাঁড়াল। কমরেডসুলভ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে এক ঘণ্টা অলক্ষ্যে কেটে গেল। ফিওদর সবাইকে জানাল... কাজটা শেষ করার জন্য যে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটা আর বাড়ানোর কোন প্রশ্ন ওঠে না।

'এখন থেকে আমরা কাজটাকে সামরিক ভিত্তিতে চালাব,' বলল সে। 'পার্টি সভ্যদের নিয়ে কমরেড দুবাভার নেতৃত্বে বিশেষ একটা বাহিনী গড়া হবে। এই বাহিনীর ছ'টা দলের প্রত্যেকের ওপর এক-একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব থাকবে। বাকি কাজটুকু ছ'টা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেকটা দলকে তার এক-একটা দেওয়া হবে। পয়লা জানুয়ারির মধ্যে পুরো কাজটা শেষ হওয়াই চাই। যে দলটা প্রথমে তাদের কাজ শেষ করবে, তাদের শহরে ফিরে বিশ্রাম করতে দেওয়া হবে। তাছাড়া, যে দল প্রথমে কাজ শেষ করবে, সেই দলের শ্রেষ্ঠ কর্মীকে 'লাল পতাকা অর্ডার' পুরস্কার দেওয়ার জন্যে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটি সরকারকে অনুরোধ জানাবে।'

বিভিন্ন দলের নেতা হিসেবে এরা নিযুক্ত হল: ১ নং দলে — কমরেড পানক্রাতভ; ২ নং দলে — কমরেড দুবাভা; ৩ নং দলে — কমরেড খমুতোভ; ৪ নং দলে — কমরেড লাগুতিন; ৫ নং দলে — কমরেড করচাগিন; ৬ নং দলে — কমরেড ওকুনেভ।

'রেল-লাইন পাতার কাজের প্রধান হিসেবে এবং রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবস্থাপক হিসেবে আগেকার মতোই থাকবেন কমরেড আন্তন নিকিফরোভিচ তোকারেভ,' এই কথা বলে তার বক্তব্য শেষ করল ঝুখ্‌রাই।

এক ঝাঁক পাখির হঠাৎ ডানা ছড়িয়ে উড়ে যাবার মতো হাততালির আওয়াজ উঠল এবং দৃঢ়তায় ভরা গম্ভীর মুখগুলো স্মিত হাসিতে কোমল হয়ে এল। ঝুখ্‌রাইয়ের বক্তৃতার এই কৌতুকে ভরা বন্ধুসুলভ পরিসমাপ্তিটুকু এক ঝলক হাসির দমকে সভার গুমোট মনোযোগের আবহাওয়াটাকে সহজ করে দিল।

আকিম আর ফিওদরকে ট্রলিতে তুলে দিয়ে আসার জন্য প্রায় কুড়ি জন লোক ভিড় করে স্টেশনে এল।

করচাগিনের সঙ্গে করমর্দন করার সময়ে ফিওদর তার তুষারে ঢাকা গালোশ্‌-জুতোটার দিকে নজর করল। নিচু গলায় সে বলল, 'একজোড়া বুট-জুতো তোমায় পাঠিয়ে দেব আমি। ঠাণ্ডায় তোমার পা এখনও টাটিয়ে ওঠে নি, আশা করি?'

পাভেল জবাব দিল, 'একটু ফুলে উঠেছে পাদুটো।' তারপরে অনেকদিন আগে সে যে একটা জিনিস চেয়েছিল, সে কথা মনে পড়তেই সে ফিওদরের বাহু ধরে বলে উঠল, 'আমার পিস্তলটার জন্যে গোটাকতক কার্তুজ দিতে পার? আমার মোটে তিনটে ভাল কার্তুজ বাকি আছে দেখছি।'

ঝুখ্রাই দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। কিন্তু পাভেলের হতাশ চাউনি লক্ষ্য করে সে তাড়াতাড়ি চামড়ার বেলট্‌সুদ্ধ মাউজার-পিস্তল খুলে নিল, 'এই নাও, এটা উপহার দিলাম তোমাকে।'

অনেক কাল ধরে যে জিনিসটা সে মনে-প্রাণে একান্তভাবে কামনা করে আসছে, সত্যি সত্যিই পাচ্ছে দেখে যেন পাভেলের প্রথমে বিশ্বাসই হতে চাইল না। কিন্তু ঝুখ্রাই চামড়ার পটিটা তার কাঁধে পরিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এটা নাও! আমি জানি, অনেকদিন ধরেই তোমার এ জিনিসের ওপর নজর। কিন্তু সাবধান, আমাদের নিজেদের কোন লোককে এটা দিয়ে গুলি করে বস না যেন। ওটার সঙ্গে পুরো তিন-ক্লিপ্ গুলি আছে।'

অন্য সবাই ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকে দেখল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, পাভকা, আমি ওটার বদলে একজোড়া বুট দেব তোমায় — সেই সঙ্গে একটা কোটও।'

পানক্রাতভ তার পিঠে একটা গুঁতো মেরে হেসে বলল, 'এসো, ওটার জন্যে আমি তোমাকে এক জোড়া ফেল্ট-এর বুট-জুতো দেব। এই গালোশ্-জুতো পরলে তুমি তো বড়োদিনের আগেই মরে যাবে।'

ট্রলিটার পাদানির ওপরে একটা পা ঠেকা রেখে ঝুখ্রাই পিস্তলটার জন্য একটা পারমিট লিখে দিল।

* * *

পরের দিন ভোরে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন সিগন্যাল-পয়েণ্টের উপর গড়গড়িয়ে এসে স্টেশনে থামল। এক ঝলক হাঁস-পালকের মতো সাদা বাষ্পের নিঃশ্বাস ছাড়ল ইঞ্জিনটা, স্বচ্ছ শীতার্ত বাতাসে মিলিয়ে গেল বাষ্পটা। ইস্পাত-মোড়া কামরাগুলো থেকে চামড়ার পোশাক পরা কতকগুলো মূর্তি বেরিয়ে এল। কয়েক ঘণ্টা বাদে, তিনজন বিস্ফোরণকর্মী ট্রেন থেকে নেমে এসে ঢিবিটার মাটির নিচে দুটো বিরাট কালো তরমুজের মতো জিনিস বসিয়ে দিল। এই দুটো জিনিসের সঙ্গে লম্বা পলতে আটকানো। সাবধানী-সংকেত হিসেবে তারা একটা গুলি ছুঁড়ল। ঢিবিটা এখন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। মানুষগুলো সেখান থেকে দূরে দূরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশলাই জ্বালিয়ে পলতেটার এক প্রান্তে ধরিয়ে দিতেই ছোট্ট একটা অনুপ্রভ শিখা জ্বলে উঠল।

কিছুক্ষণের জন্য মানুষগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। দু-এক মুহূর্তের উৎকণ্ঠ অনিশ্চয়তা, আর তার পরেই কেঁপে উঠল মাটি, প্রচণ্ড একটা শক্তি ঢিবিটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিল, আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বিরাট বিরাট মাটির চাঙড়। দ্বিতীয়

বিস্ফোরণটা প্রথমটার চেয়েও জোরালো। ভীষণ বাজ পড়ার মতো তার শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে চারপাশের বনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিক ভরে তুলল নানারকমের এলোমেলো শব্দে।

ধুলো আর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে আসার পর দেখা গেল এখুনি যেখানে ঢিবিটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে একটা গভীর গর্ত হাঁ করে রয়েছে, আর চারিদিকে বেশ কয়েক গজ জায়গা ঘিরে চিনির মতো শ্বেত বরফের উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি।

বিস্ফোরণের ফলে তৈরি এই গর্তটার দিকে মানুষগুলো ছুটে এল গাঁইতি-বেলচা নিয়ে।

* * *

ঝুখ্রাই চলে যাবার পর সর্বপ্রথম কাজ শেষ করার সম্মান অর্জনের জন্য দলগুলির মধ্যে একাগ্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল।

ভোর হবার অনেক আগেই করচাগিন নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল যাতে অন্যেরা না জেগে যায়। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর তার শীতে জমে যাওয়া পা বহুকষ্টে ফেলে রান্নাঘরের দিকে এল। সেখানে চায়ের জন্য জল গরম করে তার দলকে জাগিয়ে তোলার জন্য ফিরে এল।

অন্য সবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন পরিষ্কার দিনের আলো ফুটে গেছে। সেদিন সকালে পানক্রাতভ কনুইয়ের গুঁতোয় ব্যারাক-ঘরের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল যেখানে দুবাভা আর তার দল সকালের খাবার খাচ্ছে।

উত্তেজিতভাবে সে বলল, 'শুনছ, মিতিয়াই? পাভকা তার দলের ছেলেদের সকাল হবার আগেই জাগিয়ে তুলেছে। এতক্ষণে ওরা পুরো কুড়ি গজ লাইন পেতে ফেলেছে— তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। সবাই বলছে, পাভেল তার রেল-কারখানার ছেলেদের মাতিয়ে তুলেছে যাতে ওরা পঁচিশ তারিখের মধ্যেই ওদের অংশটা শেষ করে ফেলতে পারে। আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে বোকা বানাতে চায়। কিন্তু, আমি বলছি— ওসব চলবে না!'

দুবাভা তিক্ত হাসি হাসল। রেল-কারখানার কর্মীরা যা করেছে, তার জন্য বন্দরের কমসমোলের এই সম্পাদকটির যে কেন এতো আঁতে ঘা লেগেছে, সেটা দুবাভা বোঝে। বাস্তবিকপক্ষে, তার বন্ধু দুবাভাকেও পাভেল খুঁচিয়ে দিয়েছে— মুখে কিছু না বললেও সে গোটা দলটাকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়েছে।

পানক্রাতভ বলল, ‘বন্ধুই হোক আর যাই হোক, এখানে লড়াই চলবে বৈকি।’

বেলা বারোটার কাছাকাছি করচাগিনের দল যখন খুব জোরে কাজ চালিয়েছে তখন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাত ঘটল। রাইফেলগুলো যেখানে জড়ো করা রয়েছে, সেখানে যে সান্ত্রীটি পাহারায় ছিল, সে গাছের ফাঁকে একদল ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে একটা বিপদ-সংকেতসূচক গুলির আওয়াজ করল।

‘অস্ত্র নিয়ে নাও, ভাইসব! ডাকাতদল!’ চেঁচিয়ে উঠল পাভেল। কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে সে ছুটে গেল একটা গাছের দিকে যেখানে তার মাউজার-পিস্তলটা ঝোলানো।

রাইফেলগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দলটি রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে সটান বরফের ওপরে শুয়ে পড়ল। সামনের সারির ঘোড়সওয়াররা তাদের টুপি নাড়ল। তাদের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, ‘সামলে, কমরেড, গুলি ছুঁড়ো না!’

উজ্জ্বল লাল তারা আঁটা বুদিওনি-টুপি মাথায় প্রায় পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার-সৈন্য রাস্তা বেয়ে এল।

রেল-লাইনের কাজের জায়গায় দেখাশোনা করতে এসেছে পুজিরেভ্স্কির রেজিমেণ্টের একটা দল। এই দলের কম্যাণ্ডারের সুন্দর ধূসর রঙের মাদী ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করল পাভেল — কপালের ওপর খানিকটা জায়গা জুড়ে সাদা রঙ, একটা কানের প্রান্তটা তার কাটা। সওয়ারকে পিঠে নিয়ে সে অস্থিরভাবে পা ঠুকছে। পাভেল ছুটে গিয়ে তার লাগামটা চেপে ধরতেই সে ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে গেল।

‘কি রে, লিস্কা দুষ্টুটা! ভাবতেও পারি নি যে তোর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে! তাহলে দেখছি বুলেট বিঁধতে পারে নি তোর গায়ে — কান-কাটা সুন্দরী আমার!’

পাভেল স্নেহের সঙ্গে ঘোড়াটার ছিমছাম গলাটা জড়িয়ে ধরে তার কেঁপে ওঠা নাকের প্রান্তে আদর করে চাপড় মারল। এক মুহূর্ত পাভেলের দিকে তাকিয়ে থেকে কম্যাণ্ডার বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে! করচাগিন না? ঘোড়াটাকে চিনতে পারলে, আর তোমার পুরনো বন্ধু সেরেদাকে একবার তাকিয়েও দেখলে না! ভাল আছ, ভাই?’

* * *

ইতিমধ্যে, রেল-লাইন পাতার কাজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়, তার জন্য শহরে সর্ববিভাগে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কাজের জায়গায় সেটা সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হতে

লাগল। জেলা কমসমোল কমিটি থেকে একেবারে সমস্ত পুরুষ কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে ঝারকি তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে বোয়ারকায়। সলোমেনকায় রয়েছে শুধু মেয়েরা। রেলওয়ের কলেজ থেকে আরেক দল ছাত্র পাঠাবার ব্যবস্থাও সে করেছে।

তার কাজের ফলাফল আকিমের কাছে রিপোর্ট করার সময়ে সে ঠাট্টা করে বলল, 'আমি এখানে পড়ে রয়েছি শুধু নারী প্রলেতারিয়েত নিয়ে। ভাবছি — তালিয়া লাগুতিনাকে আমার জায়গায় এনে বসিয়ে, দরজার গায়ে 'মহিলা-বিভাগ' লেখা তক্তা ঝুলিয়ে দিয়ে, নিজে বোয়ারকায় কেটে পড়ব। এতগুলো মেয়ের মধ্যে আমি একমাত্র পুরুষ — ভারি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার পক্ষে। কী বিশ্রীভাবে যে ওরা আমার দিকে তাকায়, যদি দেখতে একবার! ওরা নিশ্চয় বলাবলি করে: 'এই যে, ঘাগী অকর্মাটা, সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এখানে বসে আছে।' কিংবা এর চেয়ে খারাপ কিছুও বলে হয়তো। আমাকে যেতে দিতে হবে তোমায়।'

কিন্তু আকিম শুধু হাসল তার কথায়, সম্মতি দিল না।

বোয়ারকায় নতুন নতুন কর্মিদল আসতে থাকল। এদের মধ্যে এল রেল-কারখানা স্কুল থেকে ষাটজন ছাত্র।

নতুন যারা এসেছে, তাদের থাকার জন্য যাত্রীবাহী ট্রেনের চারখানা কামরা পাঠাতে রেলওয়ের পরিচালন বিভাগকে রাজি করাল ঝুখরাই।

দুবাভার দলকে এখানকার কাজ থেকে খালাস দিয়ে পুশ্চা-ভোদিৎসায় পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ইঞ্জিন ক'টা আর পঁয়ষট্টিখানা সরু রেলপথের মালবাহী খোলা-গাড়ি নিয়ে আসার জন্য। এই কাজটাকে তাদের রেল-লাইন পাতার কাজের অংশ হিসেবেই গণ্য করা হবে।

ক্লাভিচেককে শহর থেকে ফিরিয়ে এনে বোয়ারকায় নতুনভাবে সংগঠিত কর্মিদলের ভার তার ওপরে দেবার জন্য দুবাভা যাবার আগে তোকারেভকে পরামর্শ দিয়ে গেল। তাই করল তোকারেভ। দুবাভার এই অনুরোধের আসল কারণটা সে জানত না। সেটা হচ্ছে — সলোমেনকা থেকে নতুন যারা এসেছে তাদের মারফত পাঠানো আন্নার একখানা চিঠি।

আন্না লিখেছে:

'দুর্মিত্রি! ক্লাভিচেক আর আমি তোমাদের জন্যে একগাদা বই জোগাড় করেছি। তোমাকে, আর বোয়ারকায় সমস্ত তড়িৎকর্মীকে আমাদের অভিনন্দন। তোমরা সবাই চমৎকার! কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে আমরা তোমাদের শক্তি ও উদ্যম কামনা করছি। গতকাল এখানে জ্বালানিকাঠের শেষ দফা বিলি করা হয়ে গেছে। ক্লাভিচেক তোমাদের

তার শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে আমাকে লিখতে বলেছে। চমৎকার ছেলে সে। বোয়ারকায় পাঠাবার জন্যে সমস্ত রুটি সেই সেঁকে, ময়দা ঝাড়ে আর জল দিয়ে নিজেই ময়দা মেখে রাখে। রুটি-কারখানার আর কাউকে এ কাজ করতে দিতে ভরসা পায় না ও। খুব ভাল ময়দা পাবার বন্দোবস্ত ও করে নিয়েছে, ওর রুটিগুলো দিব্যি হয় — আমি যেরকম রুটি পাই তার চেয়ে ঢের ভাল। সন্ধ্যের দিকে আমার এখানে বন্ধুবান্ধবরা সব আসে — লাগুতিনা, আরতিউখিন, ক্লাভিচেক এবং মাঝে মাঝে ঝারকি। আমরা একটু-আধটু পড়ি, তবে বেশির ভাগই সবার সম্বন্ধে আর সব বিষয়েই গল্প করি — প্রধানত বোয়ারকায় তোমাদের কথাই বেশি বলাবলি করি। ওখানে কাজ করার জন্যে যেতে দেওয়া হয় নি বলে মেয়েরা সব ভীষণ চটে আছে তোকারেভের ওপর। এরা বলছে, কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ওরা কারুর চেয়ে কম যায় না। তালিয়া বলে দিয়েছে — তার বাবার পোশাক পরে সে নিজেই বোয়ারকায় গিয়ে বাবার কাছে হাজির হবে; বলছে: 'দেখি, কী করে ও আমাকে তাড়ায়!'

'তালিয়া যদি ওর কথামতো কাজ করে বসে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোমার সেই কালো-চোখ বন্ধুটিকে আমার নমস্কার জানিও।

আন্না'

* * *

তুষার-ঝড় শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। আকাশ ছেয়ে গেল ধূসর মেঘের নিচু স্তরে, আর তুষার পড়তে লাগল পুরু হয়ে। রাত্রিবেলায় চিমনির মুখে সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে আর গাছের ফাঁকে কান্নার শব্দে বাতাস বইতে লাগল, পাক-খাওয়া তুষারের চিলকেগুলোকে তাড়া করে ফিরল হাওয়া তার অশুভ গোঙানির আরণ্যক প্রতিধ্বনি জাগিয়ে।

সারারাত্রি ধরে দুরন্ত উন্মত্ততায় ঝড় বয়ে গেল। সারারাত্রি ধরে উনুনগুলো জ্বালিয়ে রাখা হলেও মানুষগুলো শীতে কেঁপেছে। ভাঙাচোরা স্টেশন-বাড়িটায় শীত আটকায় নি।

সকালে লোকগুলোকে কাজের জায়গায় যাবার সময় বরফের স্তূপের মধ্যে পথ কেটে যেতে হল। গাছগুলোর মাথায় অনেক উঁচুতে নীল আকাশের বুকে সূর্য জ্বলছে, তার উজ্জ্বল ছটাকে ম্লান করার মতো এক টুকরো মেঘও কোথাও নেই।

করচাগিন আর তার কর্মিদল তাদের কাজের জায়গায় এল তুষারস্তূপ সরাবার

জন্য। শীতে যে মানুষের কতোখানি কষ্ট হতে পারে, সেটা পাভেল এই এতক্ষণে উপলব্ধি করছে। ওকুনেভের ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তাটা তার শরীরকে মোটেই গরম করতে পারছে না। গালোশ্-জুতোটা অনবরত বরফে ভরে যাচ্ছে। বরফের মধ্যে আটকে গিয়ে গালোশ্‌টা প্রায়ই খুলে আসছে। তার বুট-জোড়ার অন্য পাটিটাও সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কাঁধের ওপরে তার বিরাট দুটো ফোঁড়া উঠেছে — ঠাণ্ডা মেঝের ওপরে শোবার ফল। মাফলারের বদলে পরার জন্য তোকারেভ তাকে তার তোয়ালেটা দিয়েছে।

শীর্ণ দেহে লাল দুটো চোখ নিয়ে পাভেল তার বরফ-কাটা কাঠের বেলচাটা সবেগে চালাচ্ছে, এমন সময় একটা যাত্রীবাহী ট্রেন মন্থর নিঃশ্বাস ছেড়ে স্টেশনে এসে থামল। দম ফুরিয়ে আসা ইঞ্জিনটা এই পর্যন্ত কোনক্রমে ট্রেনটাকে টেনে আনতে পেরেছে। তার জ্বালানিকাঠের বাক্সটায় একটা কাঠের গুঁড়িও নেই। বয়লারে শেষ কাঠের টুকরোগুলোর আগুনও মিইয়ে আসছে।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল স্টেশন-মাস্টারের উদ্দেশে, 'জ্বালানিকাঠ দাও, তবেই যেতে পারব আমরা। আর তা নইলে, যেটুকু চলার শক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু থাকতে থাকতে পাশের কোন লাইনে আমাদের আসতে দাও!'

পাশের একটা লাইনে সরিয়ে আনা হল ট্রেনটাকে। বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট যাত্রীদের কাছে ট্রেন থামিয়ে দেবার কারণটা জানাতেই একটা আপত্তি আর গালাগালির ঝড় উঠল ভীড়াক্রান্ত কামরাগুলো থেকে।

তোকারেভ যাচ্ছিল প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর দিয়ে — তার দিকে ট্রেনের গার্ডদের দেখিয়ে স্টেশন-মাস্টার পরামর্শ দিল, 'ওই বুড়ো মানুষটার সঙ্গে গিয়ে কথা বল। ও এখানকার লাইন-পাতার কাজের প্রধান কর্তা। ও হয়তো স্লেজ-গাড়ি করে ইঞ্জিনের জন্যে জ্বালানিকাঠ আনবার ব্যবস্থা করতে পারে। ওরা স্লিপারের জন্যে কাঠের গুঁড়ি ব্যবহার করছে।'

গার্ডরা তার কাছে গিয়ে আবেদন জানাতে তোকারেভ বলল, 'কাঠ আমি দেব তোমাদের, তবে তোমাদেরও তার জন্যে কিছু দিতে হবে। ওই কাঠ তো আমাদের রেল-লাইন পাতার উপকরণ। আপাতত বরফ পড়ার ফলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। তোমাদের ট্রেনে নিশ্চয়ই প্রায় ছয়-সাতশো যাত্রী আছে। মেয়েরা আর শিশুরা যেমন আছে থাকুক, কিন্তু পুরুষদের নেমে এসে বিকেল পর্যন্ত বরফ সাফ করার কাজে হাত লাগাতে হবে। তাহলে আমি তোমাদের কাঠ দেব। যদি অসতে না চায়, তাহলে নতুন বছর না আসা পর্যন্ত ওরা যেখানে আছে, সেইখানেই থাকুক।'

* * *

করচাগিন তার পেছন দিকে একটা বিস্ময়ভরা উক্তি শুনল, 'দেখ, দেখ, কতো লোক আসছে এদিকে! মেয়েরা পর্যন্ত!'

ঘুরে দাঁড়াল সে।

তোকারেভ এসে বলল, 'এই একশো জন এসেছে তোমাদের সাহায্য করবার জন্যে। ওদের কাজ দাও, আর দেখো যেন কেউ ফাঁকি না দেয়।'

আগন্তুকদের কাজে লাগিয়ে দিল করচাগিন। রেলওয়ে অফিসারের কেতাদুরস্ত উর্দি গায়ে, লোমের কলার জড়ানো, আর মাথায় পশমের উঁচু টুপি-পরা লম্বা একজন লোক বিরক্তির সঙ্গে তার হাতের মধ্যে বেলচাটা ঘোরাতে ঘোরাতে তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরল। এই সঙ্গিনীটি একটি তরুণী, তার মাথায় সিল-এর চামড়ার টুপির ওপরে চটকদার রোঁয়াওয়ালা একটা ছোট্ট গোলা বসানো।

'আমি বরফ কাটব না, আর জোর করে আমাকে দিয়ে এ কাজ করানোর অধিকার কারও নেই। ওরা যদি আমাকে বলে, তাহলে রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়র হিসেবে আমি এ কাজটা পরিচালনা করার ভার নিতে পারি। কিন্তু তোমার বা আমার বেলচা দিয়ে বরফ কাটার কোন দরকার পড়ে নি — ওটা রেলওয়ের কানুনের বিরোধী। ওই বুড়োটা আইন ভাঙছে। আমি ওকে আইনে অভিযুক্ত করতে পারি। তোমাদের কাজের সর্দার কোথায়?' লোকটা তার সবচেয়ে কাছাকাছি শ্রমিকটির দিকে ফিরে জানতে চাইল।

এগিয়ে এল করচাগিন।

'কাজ করছেন না কেন, মশাই?'

পাভেলের আপাদমস্তক অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকিয়ে দেখল লোকটা।

'তা, আপনি কে বটেন?'

'আমি একজন মজুর।'

'তাহলে আপনাকে কিছু বলার নেই। আপনাদের সর্দারকে — কিংবা যাই বলুন আপনারা তাকে — পাঠিয়ে দিন এখানে...'

ভ্রূকুটি করে করচাগিন তাকাল তার দিকে।

'যদি কাজ করতে না চান তো করবেন না। কিন্তু আপনার টিকিটে আমরা সই করে না দিলে আপনি ট্রেনে চাপতে পারবেন না। আমাদের বড়ো কর্তার এই হুকুম।'

মহিলাটির দিকে ফিরে পাভেল বলল, 'আর, আপনিও কি কাজ করতে চান না?' বলেই সে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তোনিয়া তুমানভা!

তোনিয়ার যেন বিশ্বাসই হতে চায় না যে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা, অদ্ভুত জুতো-পায়ে, গলায় একটা নোংরা তোয়ালে জড়ানো, বহুদিনের না ধোয়া ময়লা-ভরা মুখেও তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে করচাগিন। কেবল চোখদুটো তার আগের মতোই তীব্র দীপ্তিতে জ্বলছে। এ সেই পাভেলের চোখ, যে-পাভেলকে তার মনে আছে। আর, যেন ভাবতেই পারা যায় না যে ভবঘুরে চেহারার এই নিতান্ত হতশ্রী প্রাণীটিকেই সে অল্প কিছুকাল আগে ভালবেসেছিল। কী ভাবে যে বদলে গেছে সবকিছু!

তোনিয়া সম্প্রতি বিয়ে করেছে; সে আর তার স্বামী চলেছে বড়ো শহরে। সেখানে রেলওয়ের পরিচালনা বিভাগে তার স্বামী একজন ওপরওয়ালা চাকুরে। কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে তার কিশোরী বয়সের ভালবাসার পাত্রটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এইভাবে? এমন কি সে পাভেলের দিকে তার হাতটা এগিয়ে দিতেও ইতস্তত করছে। কী ভাববে ভাসিলি? করচাগিন এতো নিচে নেমে গেছে — কী দুর্ভাগ্য! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বয়লারের কয়লা-জোগানদার ছেলেটি রেল-মজুরের বেশি উঁচুতে আর উঠতে পারে নি।

অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে আর তার গালদুটো লাল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে, এই ভবঘুরেটি যে তার স্ত্রীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, সেটাকে ঔদ্ধত্য বলে ধরে নিয়ে সেই রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়রটি ক্রুদ্ধ হয়ে তার বেলচাটা ফেলে দিয়ে তোনিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল।

'চল তোনিয়া, আমরা যাই। এই লাৎসারোনিটাকে* আর দেখতে পারি না।'

করচাগিনের 'জুসেপে গ্যারিবল্ডি' বইটা পড়া ছিল, তাই ওই কথাটার মানে জানা ছিল তার।

কর্কশ গলায় সে বলল, 'আমি লাৎসারোনি হতে পারি, কিন্তু তুমি একটা ঘুণ-ধরা বুর্জোয়ার বেশি কিছু নও।' তোনিয়ার দিকে ফিরে কঠিন স্বরে বলল সে, 'কমরেড তুমানভা, বেলচাটা তুলে নিয়ে কাজের সারিতে সামিল হন। এই নাদুসনুদুস ষাঁড়টির উদাহরণ অনুসরণ করবেন না... এখানে... মাপ করবেন, জানি না ওর সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ।'

তোনিয়ার ফার-বুটের দিকে একনজর তাকিয়ে পাভেল একটু নির্মম হাসি হেসে

---

* ইতালির নেপল্‌স শহরের অতি দুঃস্থ আর অকর্মণ্য এক শ্রেণীর লোককে 'লাৎসারোনি' (lazzarone) বলা হত। ইতালীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা জুসেপে গ্যারিবল্ডি এদের একটা বড়ো অংশকে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে সংগঠিত করে তুলেছিলেন। — অনুবাদক

প্রসঙ্গক্রমে কথা বলার ভঙ্গীতে বলল, 'এখানে আপনার থেকে যাওয়ার পরামর্শটা আমি দিতে পারি না। সেদিন রাত্রে ডাকাতদলের হামলা হয়েছিল।'

বলেই সে পেছন ফিরে চলে গেল তার গালোশ্-জুতোয় ঢপঢপ আওয়াজ তুলে।

তার শেষ কথাগুলির ফল রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়রটির ওপরেও ফলল এবং এখানে কাজ করার জন্য তাকে রাজি করাতে পারল তোনিয়া।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে সারাদিনের কাজের শেষে লোকজন দলে দলে স্টেশনে ফিরছে, তোনিয়ার স্বামী ট্রেনে জায়গা পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। একদল শ্রমিককে বেরিয়ে যেতে দেবার জন্য একটুখানি দাঁড়িয়ে পড়তেই তোনিয়া দেখল — পাভেল আর সবার পেছনে ক্লান্তভাবে পা ফেলে চলেছে তার বেলচাটার ওপরে ভর দিয়ে দিয়ে।

'এই যে, পাভ্লুশা,' তার পাশে এসে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তোনিয়া বলল, 'এতোটা দুঃস্থ অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাব বলে ভাবি নি কিন্তু। কর্তৃপক্ষের অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে এই রেল-মজুরের কাজের চেয়ে তুমি আরও ভাল কিছুর যোগ্য। আমি ভেবেছিলাম — এতদিনে তুমি কমিশার কিংবা ওইরকম কিছু হয়েছ বুঝি। বড়ো দুঃখের কথা যে জীবন তোমার প্রতি এতোটা বিমুখ হয়েছে...'

পাভেল দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত হয়ে তোনিয়াকে লক্ষ্য করল।

'আমিও তোমাকে এতোটা... এতোটা মরকুটে দেখব বলে আশা করি নি,' নিজের মনোভাব প্রকাশের জন্য সবচেয়ে নরম কথাটা সে যা ভাবতে পারে তাই বেছে নিয়ে বলল পাভেল।

তোনিয়ার দুই কানের লতি লাল হয়ে উঠল।

'তুমি ঠিক আগের মতোই অভদ্র আছ!'

করচাগিন তার বেলচাটা কাঁধের ওপর ফেলে এগিয়ে গেল। কয়েক পা গিয়েই সে থামল।

'কমরেড তুমানভা,' বলল সে, 'তোমাদের তথাকথিত ভদ্রতা মানুষকে যতোটা আঘাত দেয়, আমার এই অভদ্রতা তার অর্ধেক আঘাতও দিতে পারে না। আর, দয়া করে আমার জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো না। আমার জীবনের মধ্যে কোথাও কোন গোলমাল নেই। তোমার জীবনটাই একদম গোলমাল হয়ে গেছে — যতোটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ঢের বেশি খারাপ দেখছি। দু'বছর আগে তুমি এর চেয়ে ভাল ছিলে, তখন তুমি কোন শ্রমিকের সঙ্গে করমর্দন করতে লজ্জা পেতে না। কিন্তু এখন তোমার সর্বাঙ্গ দিয়ে পুরানো কালের গন্ধ বেরুচ্ছে। সত্যি বলতে কি, তোমার আমার মধ্যে এখন আর কোন কথা বলার নেই।'

* * *

আরতিওমের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল পাভেল। সে বিয়ে করতে চলেছে জানিয়ে বিশেষ করে লিখেছে পাভেল সে উপলক্ষে যেন অবশ্যই আসে।

একটা দমকা বাতাস এসে পাভেলের হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল হাওয়ায় ভাসিয়ে। বিয়ের আনন্দ-উৎসব পাভেলের জন্য নয়। এরকম সময়ে সে কাজ ছেড়ে যাবে কী করে? মাত্র গতকাল ওই ভালুক পানক্রাতভটা তার দলের চেয়ে কাজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। ও হঠাৎ এতোটা কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে যে সবাই অবাক হয়ে গেছে। বন্দরের মাল-খালাসী ছেলেটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সাধারণত তার মধ্যে যে একটা নিরুত্তাপ ভাব ছিল, সেটা কেটে গেছে এবং ছেলেদের পেছনে লেগে থেকে সে তাদের কাজের গতিবেগ প্রচণ্ড রকম বাড়িয়ে দিয়েছে।

লোকগুলো যে নিঃশব্দ একাগ্রতার সঙ্গে প্রাণপণে কাজ করে চলেছে, সেটা লক্ষ্য করে পাতোশ্‌কিন বিমূঢ়ভাবে তার মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে অবাক হয়ে ভাবল, 'এরা মানুষ না দৈত্য? এরা এই অবিশ্বাস্য রকমের শক্তি পায় কোথা থেকে? আর মাত্র আটটা দিন যদি আবহাওয়াটা এরকম থেকে যায়, তাহলে তো আমরা কাঠ-কাটাইয়ের জায়গায় পেঁাছেই যাব! সেই যে বলে, সারা জীবন ধরে যতই দেখ আর শেখ, বুড়ো বয়সে বোকাই থেকে যাবে! এই লোকগুলো তো সমস্ত হিসেব ভেস্তে দিয়ে আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে দিল দেখছি।'

ক্লাভিচেক তার সেঁকা রুটির শেষ বোঝাটা নিয়ে শহর থেকে এল। তোকারেভের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সে বেরিয়ে পড়ল করচাগিনের খোঁজে। আন্তরিক খুশির সঙ্গে করমর্দন করল তারা দু'জনে। একগাল হেসে ক্লাভিচেক তার ন্যাপস্যাকটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল নিচের দিকে লোম বসানো সুইডেনের তৈরি অতি সুন্দর একটা চামড়ার কোর্তা।

নরম চামড়াটার ওপরে মৃদু চাপড় মেরে সে বলল, 'এটা তোমার জন্যে। বল দেখি কে পাঠিয়েছে? সে কি জান না? তুমি একটা বুদ্ধু! কমরেড উস্তিনোভিচ পাঠিয়েছে, যাতে তোমার ঠাণ্ডা না লাগে। ওকে ওল্‌শিনস্কি দিয়েছিল এটা। রিতা এটা গিয়ে তোমাকে পেঁাছে দেবার হুকুম দিয়ে সোজা আমার হাতে তুলে দিল। আকিম রিতাকে বলেছিল যে এখানে বরফে সব জমে যাচ্ছে আর তারই মধ্যে তোমার গায়ে একটা পাতলা কোর্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। ওল্‌শিনস্কি এ ব্যাপারে বেশ একটু কান-মলা খেয়ে গেল। 'আমি ওই কমরেডটিকে একটা সামরিক কোট পাঠাবার

জন্যে দিতে পারি,’ বলেছিল সে। কিন্তু রিতা তার উত্তরে শুধু হেসে উঠে বলেছিল, ‘ঠিক আছে, এই কোর্তাটা গায়ে দিয়েই ওর কাজ করতে বেশি সুবিধে হবে।’

বিস্মিত পাভেল এই শৌখিন কোর্তাটা নিয়ে একটু ইতস্তত করে জমে যাওয়া শরীরের উপর পরে নিল সেটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব করল তার কাঁধ আর বুকের ওপরে নরম লোমের আস্তরণের উষ্ণতা।

* * *

রিতা তার রোজনামচায় লিখেছে:

২০ ডিসেম্বর

তুষার-ঝড়ের একটা পালা চলছে আমাদের ওপর দিয়ে। বরফ পড়ছে আর ঝড় বইছে। বোয়ারকায় ওরা প্রায় ওদের লক্ষ্যে পেঁছিবে, এমন সময়ে তুষার-ঝড় এসে ওদের থামিয়ে দিয়েছে। একরাশ বরফের মধ্যে পড়ে গেছে ওরা, বরফে জমে যাওয়া মাটি কেটে তোলাও সহজ নয়। আর মাত্র আধ-মাইলটাক এগুতে বাকি আছে ওদের, কিন্তু কাজের এই অংশটুকুই সবচেয়ে কঠিন।

তোকারেভ রিপোর্ট করছে — ওখানে টাইফাস দেখা দিয়েছে, তিনজন অসুখে পড়েছে।

২২ ডিসেম্বর

প্রাদেশিক কমসমোল কমিটির সমস্ত সভ্যদের নিয়ে একটা পূর্ণ অধিবেশন হয়ে গেছে, কিন্তু বোয়ারকা থেকে কেউ উপস্থিত ছিল না। বোয়ারকা থেকে বারো মাইল দূরে ডাকাতরা শস্য-বোঝাই একটা ট্রেন লাইনচ্যুত করে দিয়েছে এবং যারা লাইন-পাতার কাজে আছে, সেই সমস্ত কর্মীকে ঘটনাস্থলে পাঠাবার জন্য হুকুম জারি করেছে খাদ্য জন-কমিশারের প্রতিনিধি।

২৩ ডিসেম্বর

বোয়ারকা থেকে আরও সাতজন টাইফাসের-রুগীকে শহরে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে ওকুনেভ একজন। আজ স্টেশনে গিয়ে দেখলাম খারকভ থেকে আসা একটা ট্রেনের বাফারে চেপে জনকতক লোক আসছিল, ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া তাদের

মৃতদেহগুলো নামিয়ে নেওয়া হল। হাসপাতালগুলো গরম রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। এই হতচ্ছাড়া তুষার-ঝড়টা যে কবে থামবে?

২৪ ডিসেম্বর

এইমাত্র ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। আগের রাত্রে ওর্‌লিক তার দলটা নিয়ে বোয়ার্‌কা আক্রমণ করেছিল বলে যে কথাটা শোনা যাচ্ছে, সেটাকে সে ঠিক বলে জানাল। দু'ঘণ্টা ধরে লড়াই চলেছিল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ সকালের আগে পর্যন্ত ঝুখ্‌রাই সঠিক রিপোর্ট পায় নি। ডাকাতদলটাকে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোকারেভ আহত হয়েছে — একটা বুলেট সরাসরি তার বুকে বিঁধেছে। আজ তাকে শহরে নিয়ে আসা হবে। সেদিন রাত্রে পাহারার ভার ছিল ফ্রান্‌ৎস ক্লাভিচেকের ওপরে, সে নিহত হয়েছে। ডাকাতদলটাকে আসতে দেখে সেই সাবধান সংকেত জানায়। হামলাকারীদের উপরে সে গুলি চালাতে শুরু করে, কিন্তু ইস্কুল বাড়িটায় গিয়ে পেঁছিবার আগেই তাকে ওরা ধরে ফেলে। তলোয়ারের একটা চোটে ও কাটা পড়ে। কর্মীদের মধ্যে এগারো জন আহত হয়েছে। এতক্ষণে এখানে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন আর ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দুটো স্কোয়াড্রন গিয়ে পেঁছিছে।

লাইন-পাতার কাজের ভার নিয়েছে পানক্রাতভ। আজ গ্লুবোকি গ্রামে ডাকাতদলের একটা অংশকে পুজিরেভ্‌স্কি পাকড়াও করে একদম খতম করে দিয়েছে। পার্টি সভ্য নয়, এমন কিছু শ্রমিক ট্রেন আসার অপেক্ষায় না থেকে রেল-লাইন ধরে পায়ে হেঁটেই শহরের দিকে চলে গিয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর

তোকারেভ আর অন্যান্য আহত লোকরা শহরে এসে পেঁছিছে; তাদের হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ডাক্তাররা। সে এখনও অচেতন হয়ে আছে। অন্যদের প্রাণের কোন আশংকা নেই।

আমাদের আর প্রাদেশিক পার্টি কমিটির উদ্দেশে লেখা একটা টেলিগ্রাম এসেছে বোয়ার্‌কা থেকে:

'এই সভায় সমবেত আমরা — রেল-লাইন-কর্মীরা, 'সোভিয়েত রাজের জন্য' নামে সাঁজোয়া-ট্রেনের চালক-রক্ষিদল আর লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্টের সৈন্যরা — ডাকাতদলের হামলার জবাবে তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে সমস্ত রকম বাধাবিপত্তি

সত্ত্বেও পয়লা জানুয়ারির মধ্যেই শহর জ্বালানিকাঠ পাবে। আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে আমরা কাজে নেমেছি। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের এই কাজে পাঠিয়েছে — কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ!

সভার সভাপতি করচাগিন
সম্পাদক বেরজিন।’

ক্লাভিচেককে সলোমেন্‌কায় সামরিক সম্মানের সঙ্গে গোর দেওয়া হয়েছে।

* * *

এতদিনের কামনার লক্ষ্যস্থল জ্বালানিকাঠ দৃষ্টিপথে এসেছে কিন্তু সেদিকে এগিয়ে চলার গতিটা যন্ত্রণাদায়কভাবে মন্থর হয়ে পড়েছে — কারণ, প্রতিদিন কর্মীদের মধ্যে থেকে ডজন ডজন করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লোককে টাইফাস এসে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

কাজ সেরে স্টেশনে ফেরবার পথে করচাগিন মাতালের মতো টলতে লাগল। তার পাদুটো যেন আর চলে না। বেশ কয়েকদিন ধরেই তার একটু জ্বর-জ্বর ভাব যাচ্ছে, কিন্তু আজ তাকে অসুখটা যেন নির্মমভাবে চেপে ধরেছে।

রেলপথ-তৈরির কর্মীদের সংখ্যাকে টাইফাস দিন দিন কমিয়ে আনছে। সেই টাইফাস আজ একটা নতুন শিকার ধরেছে। কিন্তু মজবুত শরীরের জোরেই পাভেল অসুখকে রুখছে। কংক্রিটের মেঝেয় পাতা খড়ের আস্তরণের ওপর থেকে নিজেকে পর পর পাঁচদিন টেনে তুলে এনেছে সে। আর সবার সঙ্গে কাজে যোগ দেবার মতো শক্তিটুকু তখনও তার শরীরে ছিল। কিন্তু এখন অসুখটা তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে — গরম কোর্তাটায় কিংবা বরফের ছোঁয়া লেগে ঘা হয়ে যাওয়া পায়ে পরা ফিওদরের উপহার ওই ফেল্টের বুটজোড়ায় আর কাজ হচ্ছে না।

প্রতি পদক্ষেপে একটা তীব্র যন্ত্রণা তার বুক দগ্ধে দিচ্ছে, দাঁত ঠকঠক করছে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে — গাছপালাগুলো যেন অদ্ভুত রকমের পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

অতি কষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে এল স্টেশনে। একটা অস্বাভাবিক গোলমালে সে থেমে গিয়ে জ্বরের ঘোরে অস্পষ্ট হয়ে আসা চোখে কষ্ট করে চেয়ে দেখল — গোটা প্ল্যাট্‌ফর্ম জুড়ে পর পর অনেকগুলো খোলা মালগাড়ি-জোড়া একটা ট্রেন। ট্রেনটায় যারা এসেছে, তারা লোহার রেল, স্লিপার-কাঠ আর ছোট রেল-লাইনে চলার মতো

ইঞ্জিন ইত্যাদি নামিয়ে আনতে ব্যস্ত। টলতে টলতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই পা ফসকে গেল পাভেলের। মাথাটা তার মাটিতে ঠুকে যেতে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর তার জ্বরে-পোড়া গালের ওপর বরফের আরামদায়ক একটা শীতলতা অনুভব করল।

কয়েক ঘণ্টা পরে তাকে সেই অবস্থায় পাওয়া গেল এবং ব্যারাক-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। সাঁজোয়া-ট্রেনটি থেকে ডাক্তারের সহকারীকে ডেকে আনা হল এবং সে পাভেলের নিউমোনিয়া আর টাইফাস রোগ নির্ণয় করল। জ্বরের তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রিরও বেশি। পাভেলের ঘাড়ের ফোঁড়াদুটো আর তার শরীরের গিঁটের জায়গাগুলোর ফুলে-ওঠাটা ডাক্তারের সহকারী লক্ষ্য করল, কিন্তু জানাল যে নিউমোনিয়া আর টাইফাসের তুলনায় ওটা যৎসামান্য ব্যাপার — প্রথমদুটো রোগই তাকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

দুবাভা শহর থেকে এসেছে। সে আর পানক্রাতভ পাভেলকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য করল।

আলিওশা কোখানস্কির বাড়ি পাভেলের শেপেতোভ্কা শহরেই। সেখানে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তার আত্মীয়দের কাছে পেঁছে দেবার জন্য তার ওপরে ভার দেওয়া হল।

করচাগিনের দলের ছেলেদের সাহায্যে এবং প্রধানত খোলিয়াভার প্রভাবে পানক্রাতভ আর দুবাভা কোনরকমে মানুষ-গাদাগাদি ট্রেনের কামরাটার মধ্যে আলিওশাকে আর অচেতন করচাগিনকে ঢুকিয়ে দিতে পারল। যাত্রীরা সবাই সংক্রামক টাইফাস সন্দেহ করে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল এবং মাঝপথে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলে শাসাল।

খোলিয়াভা তাদের নাকের ডগায় পিস্তল বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, 'এর অসুখ ছোঁয়াচে নয়! আর ও এই ট্রেনেই যাবে — যদি তার জন্যে তোমাদের সবাইকে এই ট্রেন থেকে নামিয়ে দিতে হয় তবুও! আর, মনে রেখো, শুয়োরের দল, যদি ওর গায়ে একটা আঙুলও ঠেকাও কেউ, তাহলে আমি এই রেলপথের প্রত্যেকটি স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি — তোমাদের সবাইকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে জেলে পুরে দেবে। এই নাও, আলিওশা, পাভকার মাউজার-পিস্তলটা ধর — প্রথম যে লোকটা ওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, তাকেই গুলি করবে।' নিজের কথায় খানিকটা বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য খোলিয়াভা এই বলে শেষ করল।

ট্রেনটা ধোঁয়া ছেড়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। নির্জন প্ল্যাটফর্মের ওপরে দুবাভা দাঁড়িয়ে আছে — তার কাছে এগিয়ে এল পানক্রাতভ।

'তোমার কি মনে হয় — ও সেরে উঠবে?'

প্রশ্নের জবাবটা অনুক্তই থেকে গেল।

'চল, মিতিয়াই, যা হবার তাই হবে। এখন সবকিছুর দায়িত্ব আমাদের ওপরে। রাত্রির মধ্যে এই ইঞ্জিনগুলো আমাদের নামিয়ে ফেলতেই হবে, কাল সকালে ওগুলো চালাবার চেষ্টা করতে হবে।'

খোলিয়াভা রেলপথের প্রত্যেকটি স্টেশনে তার 'চেকা'র বন্ধুদের কাছে টেলিফোন করে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল — মাঝপথে কোথাও ট্রেন থেকে করচাগিনকে যাতে নামিয়ে না দেওয়া হয় সেদিকে যেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখে। এটা যে করা হবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত সে ঘুমোতে গেল না।

* * *

রেলপথ বেয়ে আরও কিছুদূরে একটা জংশন-স্টেশনে চলতি যাত্রী-ট্রেনটা কিছুক্ষণের জন্য যখন থামল, তখন একটা কামরা থেকে একজন শণ রঙের চুলওয়ালা তরুণের দেহ নামিয়ে এনে রাখা হল প্ল্যাট্‌ফর্মে। কেউ জানে না সে কে বা কিসে সে মারা গেছে। স্টেশনে 'চেকা'র লোকজন খোলিয়াভার অনুরোধ স্মরণ করে কামরাটার কাছে ছুটে এল ছেলেটির নামিয়ে দেওয়াটা আটকাবার জন্য। কিন্তু তরুণটি মারা গেছে দেখে তারা মৃতদেহটিকে লাশ-ঘরে চালান দেবার জন্য নির্দেশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বোয়ার্‌কায় টেলিফোন করে খোলিয়াভাকে জানিয়ে দিল যে ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য সে এতো উৎকণ্ঠিত ছিল, সে মারা গেছে।

করচাগিনের মৃত্যুর খবর জানিয়ে বোয়ার্‌কা থেকে একটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হল প্রাদেশিক কমসমোল কমিটির কাছে।

ইতিমধ্যে, আলিওশা কোখান্‌স্কি কিন্তু অসুস্থ করচাগিনকে তার বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে নিজে ঐ জ্বরে পড়ল।

* * *

৯ জানুয়ারি

আমার মনে এতো যন্ত্রণা হচ্ছে কেন? লিখতে বসার আগে ভয়ানক কেঁদেছি। কে বিশ্বাস করবে যে রিতা কাঁদতে পারে এবং কাঁদতে পারে এমন যন্ত্রণাভরা কান্না? কিন্তু কান্না কি সবসময়েই দুর্বলতার লক্ষণ? আজ আমার এই চোখের জল বুক-জ্বলা দুঃখের কান্না। ঠাণ্ডার ভীষণতাকে জয় করা গেছে, রেল-স্টেশনগুলোয় মহামূল্য জ্বালানিকাঠের স্তূপ জমে উঠেছে, শহর-সোভিয়েতের একটা বিজয় অনুষ্ঠান থেকে

যখন ফিরে এসেছি — সমস্ত সভ্যদের নিয়ে একটা বড়ো সভায় রেলপথ-কর্মী বীরদের সমস্ত রকম সম্মান জানানো হয়েছে সেখানে, আজকের এই বিজয়-উৎসবের দিনে দুঃখ-শোক এল কেন ? — আমাদের জয় হয়েছে, কিন্তু তার জন্য দু'জন মানুষ প্রাণ দিয়েছে — ক্লাভিচেক আর করচাগিন।

পাভেলের মৃত্যুতে আমার চোখে সত্যটা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে — আমি যতোটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ঢের বেশি প্রিয় ছিল সে আমার।

আপাতত এই রোজনামচা লেখা শেষ করব। আর কখনও লিখব কি না সন্দেহ। ইউক্রেনীয় কমসমোলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাকে যে কাজ দেবার কথা ছিল সে কাজটা নেব জানিয়ে আমি কাল খারকভে চিঠি লিখব।

তৃতীয় অধ্যায়

কিন্তু যৌবন জয়ী হল। পাভেল টাইফাসে মারা পড়ে নি। এই নিয়ে চারবার সে মৃত্যুর সীমান্তরেখা ছাড়িয়ে গিয়ে আবার জীবনের এলাকায় ফিরে এল। তার বিছানা ছেড়ে ওঠার সামর্থ্য ফিরে পেতে পুরো একমাস কেটে গেছে। শীর্ণ বিবর্ণ দেহে কাঁপন ধরা পায়ে দেয়াল-ঘেঁষে শরীরের ভর রেখে সে দুর্বলভাবে টলতে টলতে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। মায়ের সাহায্যে জানলাটার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে রাস্তাটার দিকে চেয়ে যেখানে বরফগলা জল জমে উঠে প্রথম বসন্ত সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। বছরের প্রথম উষ্ণ হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

জানলাটার ঠিক সামনেই চেরি গাছের ডালে বসে ধূসর বুকওয়ালা একটা চড়ুইপাখি ঠোঁট দিয়ে তার পালকগুলো আঁচড়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে দ্রুত চোখে অস্বস্তির সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিল পাভেলের দিকে।

জানলাটার শার্সির গায়ে আঙুলের মৃদু চাপড় মেরে পাভেল বলল, 'তাহলে দেখছি, তুই আর আমি শীতকালটা পেরিয়ে এসেছি।'

চমকে উঠে তার মা তাকাল তার দিকে।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস ওখানে ?'

'চড়ুই একটা... এই যাঃ, উড়ে গেছে — ক্ষুদে শয়তানটা !' শীর্ণ একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

পূর্ণ বসন্ত নেমে আসতেই পাভেল শহরে ফেরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে। সে এখন হেঁটে চলার মতো যথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি যেন একটা রহস্যময় ব্যাধি তার শক্তি ক্ষইয়ে দিচ্ছে। একদিন যখন সে বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তখন

শিরদাঁড়ায় হঠাৎ একটা নিদারুণ যন্ত্রণা হতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। অতি কষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। পরের দিন একজন ডাক্তারকে দিয়ে খুব ভাল করে সে নিজেকে পরীক্ষা করাল। পাভেলের পিঠের দিকটা পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার তার শিরদাঁড়ায় বেশ খানিকটা বসে যাওয়া একটা জায়গা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা হল কী করে?'

'রোভ্‌নোর কাছে লড়াইয়ে ওটা হয়েছিল। তিন ইঞ্চির একটা কামানের মুখ থেকে একটা গোলা এসে পড়ে আমাদের পেছনের রাস্তাটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছিল, তখন একটা পাথর ছিটকে এসে আমার পেছনে লাগে।'

'কিন্তু আপনি এতদিন হাঁটাহাঁটি করতে পারলেন কী করে? এর জন্যে কোন কষ্ট হয় নি কখনও?'

'না। ওই ঘটনাটার পর আমি দু'এক ঘণ্টার জন্য উঠতে পারি নি। তারপরে যন্ত্রণাটা কেটে গিয়েছিল, আর আমিও ঘোড়ার জিনের ওপর চেপে বসে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে এই প্রথম যন্ত্রণাটা ফের জেগেছে।'

শিরদাঁড়ার বসে যাওয়া জায়গাটা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করার সময়ে ডাক্তারের মুখখানা দারুণ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ ভাই, বড়ো বিশ্রী দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। শিরদাঁড়ায় এমন চোট সয় না। আশা করা যাক, পরে আর জানান দেবে না। আচ্ছা, এবারে জামাটা পরে ফেলুন কমরেড করচাগিন।'

পাভেলের জামা পরে নেবার সময় ডাক্তার তাঁর ওই রোগীটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন সহানুভূতির সঙ্গে, মনোভাবটাকে তিনি গোপন করতে পারলেন না।

* * *

আরতিওম থাকে তার স্ত্রীর আত্মীয়দের সঙ্গে। তার বউ স্তেশা খুব সাধারণ চেহারার চাষী মেয়ে। অতি গরিব পরিবারে তার জন্ম। পাভেল একদিন তার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এল। ময়লা চেহারার ট্যাড়া-চোখ একটা বাচ্চা নোংরা সংকীর্ণ উঠোনটায় খেলা করছিল, পাভেলের দিকে উদ্ধতভাবে তাকিয়ে থেকে নাক খুঁটতে খুঁটতে জবাব চাইল, 'কী চাই? চোর নও তো? কেটে পড় বরং, নইলে মা রাগ করলে বুঝবে মজা!'

পুরনো নিচু কুটিরটার একটা ছোট্ট জানলা খুলে গেল, বাইরের দিকে তাকাল আরতিওম।

'ভেতরে চলে আয়, পাভেল,' ডাক দিল সে।

একটি বুড়ী উনুনটার কাছে কাজে ব্যস্ত — পুরনো পার্চমেণ্ট কাগজের মতো হলদে তার মুখ। তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে পাভেলের দিকে একটা বিরূপ দৃষ্টি হেনে বাসনপত্রগুলো নিয়ে আবার ঠুংঠাং শুরু করল।

ছোট বিনুনি বাঁধা দুটি মেয়ে উনুনটার ওপরে চড়ে বসে সেখান থেকে তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে, বর্বরসুলভ কৌতূহলে হাঁ হয়ে গেছে তাদের মুখ।

টেবিলের সামনে বসে আরতিওম কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হচ্ছিল। সে জানে যে তার মা আর ভাই কেউই এই বিয়ে সমর্থন করে নি। আরতিওমদের পরিবার পুরুষানুক্রমে শ্রমিক, রাজমিস্ত্রির সুন্দরী মেয়ে পেশাদার দর্জি গালিয়ার সঙ্গে তিন বছর ধরে বন্ধুত্ব করার পর কেন যে আরতিওম তাকে ছেড়ে স্তেশার মতো মামুলী একটা মেয়ের সঙ্গে গিয়ে বসবাস শুরু করল, আর পাঁচজন মানুষের একটা পরিবারের রুজি-রোজগারের ভার তুলে নিল, সেটা তারা বুঝতে পারে নি। ইদানীং তাকে রেল-কারখানায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর ফিরে এসে অচল একটা খামার আবার জীইয়ে তোলার চেষ্টায় লাঙল ঠেলতে হয়।

* * *

নিজের জগৎ ছেড়ে 'পেটি বুর্জোয়ার জগতে' আরতিওমের এসে যাওয়াটাকে পাভেল যে সমর্থন করে নি, তা আরতিওম জানে। তাই তার ভাই তার এই পরিবেশকে কী চোখে দেখছে সেটা লক্ষ্য করতে লাগল আরতিওম।

বসে বসে কিছুক্ষণ ধরে তারা খুব সাধারণ রকমের এটা-ওটা কথাবার্তা চালাল। একটু বাদেই পাভেল যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আরতিওম আটকাল তাকে, 'বোস একটু, যা হোক কিছু খেয়ে যা আমাদের সঙ্গে বসে। স্তেশা এখুনি দুধ নিয়ে এসে যাবে। তাহলে, তুই কালই আবার চলে যাচ্ছিস? গায়ে যথেষ্ট জোর ফিরে এসেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

স্তেশা ঢুকল। পাভেলকে অভিবাদন জানিয়ে সে আরতিওমকে বলল তার সঙ্গে গিয়ে গোলাঘর থেকে কী একটা জিনিস নিয়ে আসবার জন্য তাকে সাহায্য করতে। পাভেল বসে রইল সেই গোমড়ামুখো বুড়ীটার সঙ্গে। জানলার ফাঁকে ভেসে এল গির্জার ঘণ্টার শব্দ। বুড়ী তার শিকটা নামিয়ে রেখে বিরক্তিভরা গলায় বিড়বিড় করে উঠল, 'হায় ভগবান! ঘরদোরের এই হতচ্ছাড়া কাজকর্ম করে কি আর মানুষে একটু প্রার্থনা করারও সময় পায়!'

শালটা খুলে ফেলে আগন্তুকটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে এগিয়ে গেল ঘরের কোণে যেখানে দেবতা-সন্তদের বহুকালের কালো রঙের আইকনগুলো আছে। হাড়-জিরজিরে তিনটি আঙুল জড়ো করে সে নিজের বুকের ওপরে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

জীর্ণ শুকনো ঠোঁটে ফিসফিসিয়ে বলল, 'হে আমাদের স্বর্গস্থিত পিতা, তোমার নাম ধন্য হউক!'

বাইরের উঠোনে সেই বাচ্চাটা খেলা করতে করতে লাফিয়ে চেপে বসেছে একটা কালো রঙের কান-ঝোলা শুয়োরের পিঠে। ছোট ছোট খালি পাদুটো দিয়ে শুয়োরটার দুই পাশ চট করে আঁকড়ে ফেলে লোমগুলো চেপে ধরে সে চিৎকার করছে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দে ছুটে-চলা শুয়োরটার উদ্দেশে, 'জোরসে চালাও, হেঁইও! হট্‌ হট্‌, হেই!'

পিঠের ওপর ছেলেটাকে নিয়ে শুয়োরটা পাগলের মতো উঠোনে ছুটে বেড়াচ্ছে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য বেপরোয়া চেষ্টা করতে করতে। কিন্তু ট্যারা-চোখ ক্ষুদে শয়তানটা দিব্যি গদি বাগিয়ে বসে আছে।

বুড়ী প্রার্থনা থামিয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে দিল তার মাথাটা।

'ওরে ও জাহান্নমের কুত্তা! নেমে পড়্‌ এক্ষুনি শুয়োরটার পিঠ থেকে, নইলে ছাল ছাড়িয়ে নেব তোর!'

শেষ পর্যন্ত শুয়োরটা অত্যাচারী ছেলেটাকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে সমর্থ হল। বুড়ী তাতে খুশি হয়ে ঘরের কোণে আইকনগুলোর কাছে ফিরে এসে চেহারায় একটা ভক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে ফের আরম্ভ করল, 'তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক...'

সেই মুহূর্তে ছেলেটা কান্নায় ফোলা মুখ নিয়ে দরজায় দেখা দিল। জামার হাতা দিয়ে তার ছড়ে যাওয়া নাকটা মুছতে মুছতে আর যন্ত্রণায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে নাকী সুরে বলল, 'একটা বড়া দাও, মা-আ-আ!'

প্রচণ্ড রাগে তার দিকে ফিরে তাকাল বুড়ী।

'দেখছিস নে আমি প্রার্থনা করছি, ট্যারা-চোখ শয়তান কোথাকার? দাঁড়া, দিচ্ছি তোকে বড়া বজ্জাত কোথাকার!..' বেঞ্চির ওপর থেকে একটা চাবুক তুলে নিল সে। চক্ষের পলকে উধাও হয়ে গেল ছেলেটা। উনুনের ওপরে বসে মেয়েদুটো ফিকফিক করে হাসছে।

বুড়ী তার ধর্মকর্মে তৃতীয় বার মন বসাবার চেষ্টা করল।

পাভেল তার দাদার জন্য আর অপেক্ষা না করে উঠে বেরিয়ে এল। বেড়ার দরজাটা পেছনে বন্ধ করে দেবার সময় সে লক্ষ্য করল — বুড়ী বাড়ির শেষ জানলাটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

'আর্তিওমের মাথায় এ কোন্ দুর্বুদ্ধি ভর করেছিল যার টানে সে এখানে এসে পড়ল? এখন তো সে তার বাকি জীবনটার মতো এখানেই বাঁধা পড়ে গেল। স্তেশা বছরে বছরে একটা করে ছেলে বিয়োবে। আর, আর্তিওমকে এখানে সেঁটে থাকতে হবে গোবরগাদায় গুবরে পোকার মতো। এমন কি, হয়তো সে ডিপোয় চাকরিও ছেড়ে দেবে।' বিষণ্ণ মনে ভাবতে ভাবতে পাভেল ছোট্ট শহরটার নির্জন রাস্তা বেয়ে হেঁটে চলেছে। 'আর, আমি কিনা আশা করেছিলাম যে রাজনীতিক কাজে ওর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারব।'

আগামী কাল যে সে এই জায়গা ছেড়ে বড়ো শহরে ফিরে যাবে, আর যারা তার এতো প্রিয় সেই বন্ধু আর কমরেডদের সঙ্গে মিলিত হবে — এই চিন্তায় আনন্দ পেল পাভেল। বিশাল ওই শহরের কর্মব্যস্ত মুখর জীবন, অসংখ্য মানুষের অন্তহীন স্রোত, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি আর মোটরগাড়ির গতিশব্দ যেন পাভেলকে চুম্বকের মতো টানছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে কামনা করছে ইঁটের তৈরি সেই বিরাট কারখানা-বাড়িটার ধোঁয়ায় মলিন কর্মশালাগুলোর যন্ত্রপাতি আর চাকা-ঘোরানো বেল্টগুলোর কাছে ফিরে যাবার জন্য। বিরাট ফ্লাই-হুইলটা যেখানে উন্মত্তের মতো পাক খেয়ে ঘুরছে সেখানে ফিরে যাবার জন্য, যন্ত্রে লাগানো তেলের ঘ্রাণ নেবার জন্য, আর যেসব জিনিস তার অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে উঠেছে সেই সবের সঙ্গ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে। এই নিস্তরঙ্গ মফস্বল শহর — যার পথ বেয়ে সে এখন চলেছে — সেটা কেমন একটা অস্পষ্ট বিষণ্ণতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে তুলল তার মন। এখন যে তার নিজেকে এখানে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে, এতে আশ্চর্য হল না সে। এমন কি, দিনের বেলাতেও এই শহরে একপাক ঘুরে আসাটা যেন রীতিমতো অস্বস্তিকর লাগল। গিন্নি-মেয়েরা বাড়ির দাওয়ায় বসে গালগল্প করছে, তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওদের অলস মন্তব্যগুলো পাভেল শুনতে পেল:

'এই চোয়াড়ে চেহারার লোকটা আবার কে?'

'দেখে তো মনে হচ্ছে ক্ষয়রোগ হয়েছিল ওর — যাকে বলে, ফুসফুসের ব্যারাম।'

'সুন্দর কোর্তাখানা পরেছে তো — চুরি করা জিনিস নিশ্চয়...'

এই ধরনের আরও অনেক উক্তি। এসবে ঘেন্না ধরে যায় পাভেলের।

বহুদিন আগেই সে নিজেকে শেকড়শুদ্ধ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এই সব থেকে। ওই বিরাট শহরের সঙ্গে সে নিজের ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করল — যে শহরের সঙ্গে শ্রমের আর বন্ধুত্বের প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ যোগসূত্রে সে বাঁধা।

পাভেল লক্ষ্য করে নি কখন সে পাইন বনটার কাছে এসে পড়েছে। রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে সে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তার ডান দিকে

পুরনো জেলখানা — চারিদিকে উঁচু উঁচু কাঠের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে বন থেকে আলাদা করা। তার পেছনে হাসপাতালের সাদা বাড়িগুলো।

এইখানে ওই চওড়া খোলা জায়গাটায় ফাঁসুড়ের দড়ির গেরোয় রুদ্ধশ্বাস হয়ে ভালিয়া আর তার কমরেডরা তাদের তাজা জীবন দিয়েছে। ফাঁসির মঞ্চটা যেখানে ছিল, সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল পাভেল। তারপরে খাড়াইটার ওখানে গিয়ে উৎরাই বেয়ে নেমে এল ছোট গোরস্থানটায় যেখানে সাধারণ একটা কবরের নিচে একসঙ্গে শুয়ে রয়েছে 'শ্বেতরক্ষী সন্ত্রাসের' সময়কার সেই শহীদরা।

কারা যেন সস্নেহ হাতে কবরটার ওপরে বিছিয়ে দিয়েছে ফার গাছের কচি ডাল আর চারিধারে সযতনে তৈরি করে দিয়েছে সবুজ রঙের সুন্দর বেড়া। খাড়াইটার মাথায় পাইন গাছগুলো উঠে গেছে খাড়া আর ঋজু হয়ে, ঢালু বেয়ে কচি ঘাসের রেশম-সবুজ গালিচা বিছানো।

শহরের বাইরের এই দিকটায় একটা বিষণ্ণ নিঃশব্দতা। গাছগুলোর মৃদু ফিসফিসানি আর নতুন প্রাণ-পাওয়া মাটির বুকে বসন্তের তাজা গন্ধ... এই জায়গায় পাভেলের কমরেডরা বীরের মতো এগিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে, যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে তাদের জীবন যারা জন্ম নিয়েছে দারিদ্র্যের মধ্যে।

ধীরে ধীরে পাভেল হাত তুলে টুপিটা খুলে নিল মাথা থেকে। নিবিড় একটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সমগ্র সত্তা।

জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এই জীবন সে পায় মাত্র একটি বার। তাই, এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করার যন্ত্রণাভরা অনুশোচনায় ভুগতে না হয়, যাতে বিগত জীবনের গ্লানিভরা হীনতার লজ্জার দগ্ধানি সইতে না হয়; এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ বলতে পারে: আমার সমগ্র জীবন, সমগ্র শক্তি আমি ব্যয় করেছি এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো আদর্শের জন্যে — মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে। পাছে হঠাৎ কোন ব্যাধি বা কোন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা জীবনে আকস্মিক ছেদ টেনে দেয় তাই জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে করচাগিন ফিরে চলল কবরখানা থেকে।

* * *

বাড়িতে তার মা বিষণ্ণ মনে ছেলের রওনা হবার ব্যবস্থা করছিল। মাকে লক্ষ্য করে পাভেল বুঝতে পারল যে সে তার চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করছে।

শেষে সাহস করে মা বলল, 'তুই থেকে যা না, পাভলুশা? এই বুড়ো বয়সে আমার একা পড়ে থাকা যে কী কষ্ট! ছেলেপুলে যতোই থাক না কেন, বড়ো হয়ে সবাই ছেড়ে চলে যায়। শহরে ছুটতেই কেন হবে তোকে, বল তো? এখানেও তো দিব্যি থাকতে পারিস। নাকি, হয়তো কোন বব্‌-করা চুলওয়ালা ছোট্ট দোয়েল পাখি তোর মন টেনেছে সেখানে? তোরা ছেলেরা তোদের বুড়ো মাকে কখনও কিছু বলিস নে। আর্তিওম আমাকে একটাও কথা না বলে চলে গিয়ে বিয়ে করল। আর, তুই তো এ দিক থেকে ওর চেয়েও খারাপ। অসুখ হয়ে যখন আর চলতে পারিস নে, শুধু তখনই আমি তোদের দেখা পাই।' পাভেলের সামান্য কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার একটা থলেয় ভরতে ভরতে মা মৃদুস্বরে অনুযোগ করল।

পাভেল মা'র কাঁধদুটো ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে নিল।

'দোয়েল পাখি-টাখি আমার জন্যে নয়, মা! জান না, পাখিরা তাদের নিজের নিজের জাত থেকেই সঙ্গী বেছে নেয়? আর, আমি দোয়েল পাখি, তাই বলতে চাও নাকি?'

নিজের অজানতেই হেসে ফেলল তার মা।

'না, মা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি — দুনিয়ার সমস্ত বুর্জোয়াকে খতম না করা পর্যন্ত মেয়েদের কাছে ঘেঁষব না। তাহলে আমাকে অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে বলে তোমার মনে হচ্ছে, না? না, মা, বুর্জোয়ারা এখন আর খুব বেশি দিন টিকতে পারবে না... শির্গাগরই দুনিয়ার তামাম মানুষের জন্যে একটা মস্ত বড়ো লোকতন্ত্র গড়ে উঠবে। তোমরা বুড়ো মানুষরা, যারা জীবনভর খেটেছ, তারা সমুদ্রের ধারে সেই সুন্দর উষ্ণ দেশ ইতালিতে যাবে। সেখানে শীত নেই, মা। বড়োলোকদের প্রাসাদগুলোয় আমরা তোমাদের নিয়ে গিয়ে তুলব সেখানে। তোমরা বসে বসে রোদ্দুর পোয়াবে আর বুড়ো হাড়গুলোকে তাজা করে তুলবে, আর আমরা ততক্ষণে আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার বুর্জোয়াদের সাবাড় করে দিয়ে আসব।'

'ওসব ভারি সুন্দর রূপকথার গল্প, বাবা। কিন্তু আমি তো আর ওসব সত্যি হয়ে ওঠা পর্যন্ত বেঁচে থাকব না... তুই হয়েছিস ঠিক তোর জাহাজী ঠাকুরদার মতো, নানান ধরনের ধারণায় ভর্তি ছিল লোকটার মাথা। রীতিমতো বোম্বেটে ছিল একটা — ভগবান ক্ষমা করুন তাকে! সেভাস্তপোলের যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে একটা হাত আর একটা পা হারিয়ে, বুকের ওপরে দুটো ক্রুশ আর ফিতেয় বাঁধা দুটো রুপোর মেডেল ঝুলিয়ে ঘরে এল। কিন্তু মারা গিয়েছিল গরিব অবস্থার মধ্যে। মেজাজটাও ছিল তার দারুণ তিরিক্ষি; চলে-ফিরে বেড়াবার ঠেকোলাঠিটা দিয়ে একবার একজন অফিসারের মাথায়

মেরে বসেছিল। ফলে, বছরখানেক জেল হয়েছিল। তখন তার সামরিক ক্রুশগুলো দেখিয়েও কোন ফল হয় নি। হ্যাঁ, তুই ঠিক তোর ঠাকুরদার মতোই হয়েছিস, কোন ভুল নেই এতে।'

'আমাদের এমন মন খারাপের মধ্যে দিয়ে বিদায় নেওয়া চলে না তো, মা, কী বল? আমার অ্যাকর্ডিয়নটা দাও। অনেকদিন আমি ওটা ছুঁই নি পর্যন্ত।'

ঝিনুকের চাবিগুলোর ওপরে মাথাটা নুইয়ে সে বাজাতে আরম্ভ করল। শুনতে শুনতে তার বাজনায় একটা নতুন উপাদান লক্ষ্য করল মা।

ও তো কখনও এরকম বাজাত না। সেই হালকা নাচের জলদ তালে সুরমূর্ছনা, সেই মন-মাতানো ছন্দ — যার জন্য এই তরুণ অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে বিখ্যাত ছিল — সেসব আর পাভেলের বাজনায় নেই। পাভেলের আঙুলগুলোর দক্ষতা বা শক্তি কিছুমাত্র কমে নি, কিন্তু সেই আঙুলগুলোর চাপে চাপে এখন যে সুরলহরী বেরিয়ে আসছে, তা হয়ে উঠেছে আরও ঐশ্বর্যময়, আরও গভীর।

* * *

স্টেশনে একাই এল পাভেল।

শেষ বিদায়ের মুহূর্তে মা বড়ো বেশি রকম বিচলিত হয়ে পড়বে বলে বুঝতে পেরে মাকে সে বাড়িতে থাকতে রাজি করিয়েছে।

অপেক্ষমান জনতার ভিড়। বিশৃঙ্খলভাবে মানুষে গাদাগাদি হয়ে উঠল ট্রেন। সবচেয়ে উঁচু একটা তাকে উঠে বসে পাভেল সেখান থেকে দেখতে থাকল নিচে উত্তেজিত যাত্রীদের চিৎকার, তর্কবিতর্ক আর হাতপা নাড়া।

যথারীতি প্রত্যেকের সঙ্গে বস্তা আর পোঁটলা-পুঁটলি — সেগুলোকে বসবার বেঞ্চির নিচে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করার পর গোলমাল কিছুটা কমে এল; যাত্রীরা সব খেয়ে পেট বোঝাই করার কাজে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল পাভেল।

* * *

কিয়েভে পেঁছেই পাভেল সঙ্গে সঙ্গে শহরের মাঝখানে ক্রেশচাতিক স্ট্রীটের দিকে রওনা হল। ধীরে ধীরে উঠল সে সিঁড়িতে। সবকিছুই যেমন ছিল তেমনি আছে,

কিছুই বদলায় নি। মসৃণ রেলিংটার ওপর দিয়ে হাত টেনে টেনে উঠল পুলটায়। পুলটার ওপরে জনমানুষ নেই। নামতে শুরু করার আগে একটু দাঁড়াল। তার বিমুগ্ধ চোখের সামনে এক মহিমাময় সৌন্দর্যসমারোহ। অন্ধকারের মখমল আস্তরণে ঢাকা পড়েছে দিগন্ত। অসংখ্য উজ্জ্বল তারা নীলচে সবুজ আভায় জ্বলজ্বল করছে। আর দূরে নিচে যেখানে কোন এক অদৃশ্য সীমারেখায় পৃথিবী গিয়ে মিশেছে আকাশের সঙ্গে, সেখানে অসংখ্য আলো জ্বালিয়ে শহরটা অন্ধকারকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে...

রাত্রির নিঃশব্দতা ভেঙে দিয়ে কথাবার্তার স্বর উঠল, পাভেলকে জাগিয়ে দিল তার স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে। কয়েকজন লোক আসছে এদিকে। শহরের আলোগুলোর দিক থেকে চোখদুটোকে টেনে এনে পাভেল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল।

অঞ্চলের বিশেষ বিভাগে যে-লোকটি ডিউটিতে ছিল, সে পাভেলকে জানাল ঝুখ্‌রাই অনেক দিন আগেই শহর থেকে চলে গেছে।

এই তরুণটি যে সত্যিই ঝুখ্‌রাইয়ের একজন ব্যক্তিগত বন্ধু, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য সে পাভেলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত জানাল— তুর্কীস্তান ফ্রন্টে তাশখন্দে কাজ করার জন্য ফিওদরকে পাঠানো হয়েছে। খবরটা শুনে পাভেল এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে, সে আর কোন কিছু বিস্তৃতভাবে জানতে না চেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে চলে এল। হঠাৎ একটা শ্রান্তির ভারে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে দরজার গোড়ায় বসে পড়তে হল বিশ্রাম করার জন্য।

ঘর্ঘর শব্দে রাস্তাটাকে মুখরিত করে তুলে একটা ট্রামগাড়ি চলে গেল। জনতার অন্তহীন স্রোত চলেছে তার সামনে দিয়ে। বিচ্ছিন্নভাবে পাভেলের কানে ঢুকছে মেয়েদের খুশিভরা হালকা হাসি, গুরুগম্ভীর একটা গলার কথার টুকরো, সরু চড়া-পর্দার বালক-কণ্ঠ, একজন বৃদ্ধের কাঁপন-ধরা খাদের গলা। দ্রুত চলমান ভিড়ের বিরতিহীন জোয়ার-ভাঁটা। উজ্জ্বল আলোকিত ট্রামগাড়ি, মোটরগাড়ির হেড-লাইটের ধাঁধা-লাগানো দীপ্তি, কাছের একটা সিনেমা গৃহের প্রবেশমুখে বিজলি আলোর জ্যোতি... আর, সর্বত্র জনতা—অবিশ্রাম কথার গুঞ্জনে পথ মুখর করে তোলা জনতা। রাত্রির এই বিরাট শহর।

ফিওদরের চলে যাবার খবরে পাভেলের মনে যে বেদনা জেগেছিল, তার তীক্ষ্ণতা কিছুটা কমে এল রাস্তার কোলাহলে। কোথায় যাবে সে এখন? যেখানে তার বন্ধুরা থাকে, সেই সলোমেন্‌কা এখান থেকে অনেক দূরে। এখান থেকে অনতিদূরে ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটের বাড়িটার কথা পাভেলের হঠাৎ মনে পড়ল। সেখানেই যাবে

সে। ফিওদরের পরেই যে-কমরেডের সঙ্গে দেখা করার কামনা পাভেলের মনে সবচেয়ে বেশি, সে তো রিতা। আর হয়তো আকিমের নয় মিখাইলোর ঘরে রাতটা কাটানোর ব্যবস্থাও করতে পারবে পাভেল।

দূর থেকে সে শেষের জানলাটায় আলো দেখতে পেল। মনের আবেগচঞ্চলতাটুকু জোর করে সামলে নিয়ে সে বাইরের ওক-কাঠের ভারি দরজাটা ঠেলে খুলল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির চাতালে। রিতার ঘর থেকে গলার আওয়াজ আসছে। কেউ একজন গিটার বাজাচ্ছে।

'আরে, ও দেখছি আজকাল গিটার বাজাতে দেয় ওর ঘরে — কড়াকড়ি শাসনটা একটু ঢিলে করেছে দেখছি,' মনে মনে ভাবল পাভেল। ভেতরের উত্তেজনাটা চাপা দেবার জন্য সে ঠোঁট কামড়ে দরজার ওপরে মৃদু ঠুক-ঠুক আওয়াজ করল।

কোঁকড়ানো-চুল একটি তরুণী দরজাটা খুলে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল করচাগিনের দিকে।

'কাকে চাই ?'

দরজাটা পুরোপুরি খুলে ধরেছিল মেয়েটি। ভেতরে একনজর তাকিয়েই পাভেল বুঝে নিল যে তার এখানে আসাটা নিষ্ফল হয়েছে।

'উস্তিনোভিচের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি ?'

'সে তো এখানে নেই। গত জানুয়ারি মাসে সে খারকভে গেছে। শুনেছি, এখন সে আছে মস্কোতে।'

'কমরেড আকিম কি এখনও এখানে থাকে ? নাকি, সেও চলে গেছে ?'

'কমরেড আকিমও এখানে নেই। সে এখন ওদেসা জেলা কমসমোলের সম্পাদক।'

ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই পাভেলের। শহরে ফিরে আসার আনন্দটা তার মিইয়ে এসেছে।

রাত্রি কাটাবার মতো একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া এখনকার মতো অব্যবহিত সমস্যা।

নৈরাশ্যটুকু হজম করে নিয়ে সে মনে মনে ঘোঁৎঘোঁৎ করে নিজেকেই বলল, 'পুরনো বন্ধুদের খোঁজে হেঁটে হেঁটে পা খোঁড়া করে আর লাভটা কী হবে, তারা যে আদপেই নেই এখানে।' তবু যা হোক, আরেকবার ভাগ্য পরীক্ষা করবে বলে স্থির করে সে দেখতে চলল পানক্রাতভ এখনও শহরে আছে কিনা। জাহাজের মালখালাসীটি থাকে জাহাজঘাটার অদূরে — সেটা সলোমেন্‌কার চেয়ে কাছে।

পানক্রাতভের বাসায় এসে পেঁাছতে পেঁাছতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল পাভেল। দরজাটার ওপরে এককালে একপোঁচ হলদে রঙের জলুস ছিল, তার ওপরে

ঠোকা দিতেই পাভেল মনে মনে স্থির করল, ‘পানক্রাতভও যদি এখানে না থাকে, তাহলে খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দিয়ে ঘাটে গিয়ে একটা ডিঙির নিচে গুঁড়ি মেরে ঢুকে ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব।’

মাথার ওপর দিয়ে থুতনির নিচে রুমাল বাঁধা এক বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিল। পানক্রাতভের মা ইনি।

‘ইগ্নাৎ বাড়ি আছে, মা ?’

‘এইমাত্র এসেছে ও। ওকে চান বুঝি আপনি ?’

পাভেলকে চিনতে না পেরে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, ‘ইগ্নাৎ, একজন ডাকছে তোকে !’

পাভেল তাঁর পেছন পেছন ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝের ওপরে তার ন্যাপস্যাকটা রাখল। পানক্রাতভ টেবিলে বসে রাত্রির খাওয়া সারছিল, পেছন ফিরে আগন্তুকের দিকে একনজর দেখে নিল।

‘আমার কাছেই এসে থাক যদি, তাহলে বসে বলে যাও যা বলার আছে,’ বললে সে, ‘আমি ততক্ষণে কিছু পুরে নিই পেটে। সকাল থেকে জল ছাড়া আর কিছু পেটে পড়ে নি।’ বলেই সে মস্ত বড়ো একটা কাঠের চামচ তুলে নিল।

একপাশে একটা নড়বড়ে চেয়ারে পাভেল বসল। টুপিটা খুলে নিয়ে তার একটা পুরনো অভ্যেস অনুযায়ী সেটা দিয়ে মুছে নিল কপালটা।

মনে মনে ভাবল, ‘এতোই কি আমি বদলে গেছি যে ইগ্নাৎ ও আমাকে চিনতে পারছে না ?’

দু’চামচ সুপ গিলে নিয়ে, আগন্তুকটি কিছু বলল না দেখে পানক্রাতভ মাথা ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

‘আচ্ছা, বলে ফেল দিকি, কী বলতে চাও ?’

এক টুকরো রুটি-ধরা হাতখানা তার মাঝপথে শূন্যে থেমে রইল। বিস্ময়ে চোখদুটো মিটমিট করতে করতে সে তাকিয়ে রইল তার অতিথির দিকে।

‘আরে... এ কি ?.. আচ্ছা ! এমনটি তো কখনও.. ?’

পানক্রাতভের লালচে মুখখানায় বিমূঢ় বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখে পাভেল আর থাকতে না পেরে সশব্দে হেসে উঠল।

‘পাভকা !’ চিৎকার করে উঠল পানক্রাতভ, ‘কিন্তু আমরা যে সবাই এদিকে জানি যে তুই মারা গেছিস ! অরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও এক মিনিট — তোমার নামটা বল দিকি ?’

তার চিৎকার শুনে পানক্রাতভের দিদি আর মা পাশের ঘর থেকে ছুটে এল।

ও যে পাভেল করচাগিন ছাড়া আর কেউ নয়, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তারা তিনজনে মিলে প্রশ্ন-বৃষ্টি করে চলল পাভেলের ওপর।

বাড়ির সবাই অনেকক্ষণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনও পর্যন্ত পানক্রাতভ গত চারমাসে যা যা ঘটেছে তার সমস্ত বিবরণ দিয়ে চলেছে পাভেলের কাছে।

'গেল শীতে ঝারকি, মিতিয়াই আর মিখাইলো খারকভে চলে গেল। কোথায় গেল জানিস নচ্ছারগুলো? কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্য কোথাও নয়! ঝারকি আর মিতিয়াই প্রাথমিক পাঠ নেবার ক্লাসে ঢুকল, এদিকে মিখাইলো সোজা প্রথম কোর্সে ঢুকল। গোড়ার দিকে আমরা ছিলাম পনের জন। আমিও মেতে উঠে দরখাস্ত করলাম। ভাবলাম, এবার একটু নিরেট মাথাটা সাফসুফ করে নেওয়া যাক। তবে পরীক্ষকমণ্ডলী আমাকে সোজা বাতিল করে দিলে!'

ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে ক্রুদ্ধভাবে সশব্দ একটা নিঃশ্বাস টেনে পানক্রাতভ বলে চলল, 'গোড়ার দিকে সবকিছুই বেশ দিব্যি চলছিল। আর সব দিক থেকেই আমি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলাম — আমার পার্টি কার্ড ছিল, কমসমোলে আমি অনেকদিন ছিলাম, আমার ব্যক্তিগত জীবন আর জন্মপরিচয়ে আমার এতোদিনে কোন গোলমাল ছিল না। কিন্তু রাজনীতিক জ্ঞানের ব্যাপারে এসে গাড্ডায় পড়লাম।

'পরীক্ষকমণ্ডলীর একজন কমরেডের সঙ্গে আমি একটা তর্কাতর্কির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সে আমাকে এই ধরনের একটা বিদ্ঘুটে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা, বলুন তো, কমরেড পানক্রাতভ, দর্শন সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?' আসলে দর্শন সম্বন্ধে আমি তো ঘোড়ার ডিম কিচ্ছু জানতাম না। কিন্তু জাহাজঘাটায় আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে কিছুদিন কাজ করেছিল — ইস্কুলের ছাত্র ছিল ছেলেটা, ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে পড়ে এমনি দিনকতক লোক দেখাবার জন্যে জাহাজের মালখালাসীর কাজ নিয়েছিল। হ্যাঁ, আমার মনে আছে — সেই ছেলেটা গ্রীসের জনকতক মাথাওয়ালা লোকের গল্প করেছিল, তারা নিজেদের কথা খুব বড়ো করে ভাবত, তাদের সবাই বলত দার্শনিক — ছেলেটার কাছে শুনেছিলাম। এই এদেরই একজন ছিল — এখন আর তার নামটা মনে করতে পারছি না — দিওজিনিস, না ওই ধরনের কিছু — লোকটা সারা জীবন কাটিয়েছিল একটা পিপের মধ্যে... এদের মধ্যে সবচেয়ে চৌকস ছিল যে-লোকটা, সে চল্লিশ বার কালোকে সাদা আর সাদাকে কালো বলে প্রমাণ করতে পারত। যতো সব বুজরুকের দল, বুঝলি তো? ছাত্রটি যা বলেছিল, মনে পড়ে গেল আমার। মনে মনে ভাবলাম, 'হুঁ, লোকটা আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাচ্ছে।' দেখলাম, পরীক্ষা যে নিচ্ছে সে আমার দিকে কৌতুক করে তাকাচ্ছে। আর, আমিও তাই ওর মুখের ওপর জবাব দিলাম, বললাম, 'দর্শন হচ্ছে স্রেফ বুজরুকি, চোখে ধুলো দেওয়া

মাত্র। এবং, আমি ও জিনিসের পেছনে অনর্থক মাথা ঘামাতে চাই নে, কমরেড। পার্টি ইতিহাস যদি বলেন, হ্যাঁ, সেটা অন্য জিনিস। সে সম্বন্ধে জানবার-শোনবার সুযোগ পেলে আমি খুশি মনেই তা করব।' তারপরে ওরা উঠে-পড়ে লাগল আমার পেছনে — দর্শন সম্বন্ধে আমার এই অদ্ভুত ধারণাটা হল কোথা থেকে জানতে চাইল। তখন সেই ছাত্র ছেলেটার কথা ভেবে আরো কিছু বললাম ওদের, ও যা-যা বলেছিল আমায় তার কিছু কিছু বললাম, আর পরীক্ষা নিতে বসেছিল যারা প্রচণ্ড হাসির চোটে পেটে তো তাদের খিল ধরে গেল। হাসিটা আমাকে লক্ষ্য করেই। ভারি চটে গেলাম। 'মুখ্যু বলে ঠাউরেছে আমায়, না?' বলেই বেরিয়ে চলে এলাম।

'পরে প্রাদেশিক কমিটিতে সেই পরীক্ষকটি আমাকে পাকড়াও করে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা শোনাল। দেখা গেল, জাহাজঘাটার সেই ছাত্রটি সব ঘুলিয়ে ফেলেছিল। দর্শন জিনিসটা ভাল বলেই মনে হল, ভয়ানক দরকারী জিনিস বলতে গেলে।

'এদিকে দুবাভা আর ঝার্কি পরীক্ষায় পাশ করে গেল। মিতিয়াই তো বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু ঝার্কি আমার চেয়ে বিশেষ দড় নয়। নিশ্চয়ই ওর মেডেলটাই ওকে পার পাইয়ে দিয়েছে। যাই হোক, আমি তো এখানেই পড়ে রইলাম। ওরা চলে যাবার পর আমাকে জাহাজঘাটায় ব্যবস্থা বিভাগের একটা কাজ দেওয়া হল — মাল-বোঝাইয়ের ঘাটায় প্রধানের সহকারী। আগে তরুণদের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে ম্যানেজারদের ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল, এখন আমি নিজেই একজন ম্যানেজার হয়েছি। কাজের বেলায় কুঁড়ে বা হাঁদা যদি কাউকে আজকাল আমি দেখতে পাই, তাহলে তাকে আমি একই সঙ্গে ম্যানেজার হিসেবে আর কমসমোল সম্পাদক হিসেবে খুব একচোট নিই। আমার চোখে তো ধুলো দিতে পারবে না! আচ্ছা যাক, নিজের কথা তো ঢের বলা হল। আর কী খবর তোকে দেবার আছে? আকিমের কথা তো জানিসই। প্রাদেশিক কমিটিতে একমাত্র তুফ্‌তাই আছে পুরনোদের মধ্যে থেকে। তার সেই পুরনো কাজই এখনও করছে। তোকারেভ সলোমেন্‌কায় পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক। তোর সঙ্গে কমিউনে ছিল যে ওকুনেভ, সে আছে জেলা কমসমোল কমিটিতে। তালিয়া কাজ করছে রাজনীতিক শিক্ষা বিভাগে। স্‌ভেতায়েভ মেরামত কারখানায় তোর কাজটা করছে। আমি তার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না। মাঝে মাঝে শুধু প্রাদেশিক কমিটিতে দেখা হয় — বেশ বুদ্ধিমান বলেই তো ওকে মনে হয়, কিন্তু একটু যেন দাম্ভিক প্রকৃতির। আন্না বোর্‌হার্টকে মনে আছে? সেও সলোমেন্‌কায় আছে — জেলা পার্টি কমিটির মহিলা বিভাগের প্রধান। বাকি সবার কথা তো বলেছি তোকে। হ্যাঁ, পড়াশোনা করার জন্যে প্রচুর লোককে পার্টি পাঠিয়েছে, পাভলুশা। পুরনো সক্রিয় কর্মীরা সবাই

আজকাল প্রাদেশিক সোভিয়েত পার্টি স্কুলে যায়। আসছে বছর আমাকেও পাঠাবে বলে কথা দিয়েছে।'

বারোটা বেজে যাবার অনেক পরে তারা ঘুমোল। পরদিন সকালে যখন পাভেলের ঘুম ভাঙল, তখন পানক্রাতভ জাহাজঘাটায় চলে গেছে। তার বোন দুসিয়া — মজবুত গড়নের মেয়েটি, ভাইয়ের সঙ্গে তার চেহারার ঘনিষ্ঠ মিল আছে — সমস্তক্ষণ নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে পাভেলকে চা খাওয়াল। পানক্রাতভের বাবা জাহাজের ইঞ্জিন-চালক, তিনি বাড়িতে নেই।

পাভেল বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন দুসিয়া তাকে মনে করিয়ে দিল, 'ভুলে যাবেন না যেন, দুপুরে খাওয়ার সময় আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব।'

* * *

পার্টির প্রাদেশিক কমিটিতে সেই চিরাচরিত মুখর কর্মতৎপরতার দৃশ্য। সামনের দরজাটা অনবরত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। বারান্দা আর দপ্তর-ঘরগুলো ভীড়াক্রান্ত, পরিচালনা-বিভাগের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে টাইপ-রাইটারের চাপা শব্দ আসছে।

একটা কোন চেনা মুখের সন্ধানে পাভেল বারান্দায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল, কিন্তু চেনা কাউকে না পেয়ে সে সরাসরি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকল। নীল রঙের একটা রাশিয়ান শার্ট পরে সম্পাদক বসে আছে বিরাট একটা রাইটিং টেবিলের সামনে। পাভেল ঢুকতে একনজর তাকিয়ে নিয়ে লিখেই চলল সে।

পাভেল তার সামনে একটা চেয়ারে বসে আকিমের এই উত্তরাধিকারীটির চেহারা লক্ষ্য করতে লাগল।

লেখাটা শেষ করে রাশিয়ান শার্ট পরা সম্পাদক জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে পারি তোমার জন্যে, বল ?'

পাভেল তার বৃত্তান্ত জানিয়ে বক্তব্যের শেষে বলল, 'এখন, এইটে করতে হবে, কমরেড: পার্টি সভ্যের তালিকায় আমাকে ফের ঢুকিয়ে দিতে হবে, আর তারপরে রেল-কারখানায় আমাকে পাঠাতে হবে। দরকারী নির্দেশ যা দেবার তা দিয়ে দাও।'

সম্পাদক তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

'আমরা অবশ্যই তোমাকে তালিকায় ঢুকিয়ে দেব, সে সম্বন্ধে বলার কিছু নেই,' একটু ইতস্তত করে বলল সম্পাদক, 'কিন্তু কারখানায় তোমাকে পাঠানোটা একটু খারাপ দেখাবে। ওখানে সভেতায়েভ কাজ করছে। সে প্রাদেশিক কমিটির সভ্য। তোমার কাজের জন্যে আমাদের অন্য কিছু দেখে দিতে হবে।'

চোখদুটো কুঁচকালো করচাগিন।

'সোভেতায়েভের কাজে হস্তক্ষেপ করার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই,' বলল সে, 'আমি আমার পেশায় ফিরে যেতে চাই — সম্পাদক হিসেবে নয়। আর তাছাড়া, আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলে তোমাকে অনুরোধ জানাতে চাই — অন্য কোন কাজ আমাকে দেবে না।'

সম্মত হল সম্পাদক। একটুকরো কাগজে কয়েকটা কথা লিখে দিয়ে বলল, 'এটা কমরেড তুফ্‌তাকে দিও, সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

কর্মী-বিভাগে গিয়ে পাভেল দেখে তুফ্‌তা তার সহকারীকে খুব একচোট ধমক দিচ্ছে। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কথা-কাটাকাটি শুনল সে। কিন্তু ব্যাপারটা বহুক্ষণ ধরে চলার আশঙ্কা দেখে সে ওদের কথার মধ্যেই বলল, 'আচ্ছা, তুফ্‌তা, তোমার তর্কটা পরে কোন সময়ে শেষ করো এখন। আমার কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করে দেবার জন্যে তোমার নামে এই একটা চিরকুট।'

তুফ্‌তা কিছুক্ষণ ধরে একবার কাগজটার দিকে, একবার পাভেলের দিকে তাকাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে এল তার মাথায়।

'আরে! এ কি, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাহলে মর নি তুমি? কী করা যায় তাহলে এখন? তালিকা থেকে তো তোমার নাম কাটা গেছে। আমি নিজেই তোমার কার্ড কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আরও কি জান, তুমি পার্টির আদমশুমারি থেকে বাদ গেছ — কমসমোল কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশপত্রে আছে, যারা আদমশুমারিতে তালিকাভুক্ত হয় নি, তারা বাদ যাবে। সুতরাং, তুমি আবার নতুন করে একটা দরখাস্ত দাও — এছাড়া তোমার আর কিছু করবার নেই।' তুফ্‌তার গলার স্বরে বোঝা গেল, আর কোন তর্ক চলবে না।

ভুরু কুঁচকাল পাভেল।

'তোমার সেই সব পুরনো প্যাঁচ কষতে শুরু করেছ, অ্যাঁ? বয়সে তরুণ হলেও তুমি দেখছি আমাদের ওই মহাফেজখানার সবচেয়ে বুড়ো নোংরা ইঁদুরটার চেয়েও খারাপ। মানুষের মতো মানুষ হবে কবে, ভলোদ্‌কা?'

লাফিয়ে উঠল তুফ্‌তা — যেন বোলতায় কামড়েছে তাকে।

'আমার কাছে বক্তৃতা ঝাড়তে এসো না বলে দিচ্ছি। এই বিভাগের ভার আমার ওপর। নির্দেশপত্র জারি করা হয় মানবার জন্যেই, অমান্য করার জন্যে নয়। আর, অভিযোগ করলে বলে তোমার জবাবদিহি করতে হবে।'

শেষ কথাগুলো একটা শাসানির সুরে উচ্চারণ করে, পাভেলের সঙ্গে তার

সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেছে এমন একটা ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে তুফ্‌তা খাম-না-খোলা চিঠিপত্রগুলো নিজের দিকে টেনে নিল।

ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল পাভেল। তারপরে, কী একটা কথা মনে পড়াতে টেবিলের কাছে ফিরে এসে তুফ্‌তার সামনে থেকে সম্পাদকের লেখা চিরকুটটা তুলে নিল। তুফ্‌তা সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করে যাচ্ছে পাভেলকে। কর্মী-বিভাগের কেরানি এই তুফ্‌তার চেহারায় একই সঙ্গে কেমন যেন একটা বিশ্রী আর হাস্যকর ভাব মেশানো — বয়সে তরুণ অথচ বুড়ো মানুষের মতো খুঁতখুঁতে আর বদরাগী, বড়ো বড়ো কানদুটো তার যেন সবসময় উৎকর্ণ হয়ে আছে।

'বেশ,' ব্যঙ্গভরা শান্ত গলায় পাভেল বলল, 'যদি খুশি হয় তাহলে তোমার 'পরিসংখ্যানে তালগোল' পাকিয়ে ফেলার জন্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পার তুমি। কিন্তু, যারা আগে থাকতে কেতামাফিক নোটিশ না দিয়েই মরে, তাদের শাসন করবার মতো কী ব্যবস্থা তুমি কর, বল দিকি? আর যাই হোক, চাইলে লোকে অসুখে পড়তে পারে তো, কিংবা তেমন তেমন মনে হলে মরতেও পারে যে কেউ — কিন্তু, বাজি রেখে বলতে পারি, নির্দেশপত্রে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নেই।'

তুফ্‌তার সহকারীটি এতক্ষণে আর তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পেরে উচ্চকিত হেসে উঠল, 'ওঃ হোঃ হোঃ!'

তুফ্‌তার পেন্সিলের সীসটা ভেঙে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিল সে পেন্সিলটা মেঝের ওপর। কিন্তু প্রতিপক্ষের কথার পাল্টা জবাব দেবার আগেই জনকতক লোক হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ওকুনেভ। পাভেলকে চিনতে পারার পর ওদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। অসংখ্য প্রশ্নের বাণ ছোঁড়া হল তার দিকে। কয়েক মিনিট বাদে আরেকদল তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ঘরে ঢুকল ওলগা ইউরেনেভা। পাভেলকে আবার দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে কিন্তু আনন্দে ওলগা অনেকক্ষণ তার হাতখানা চেপে ধরে রইল।

পাভেলকে তার বৃত্তান্তটুকু ফের গোড়া থেকে সবটা বলতে হল। কমরেডদের আন্তরিক আনন্দ, তাদের মনখোলা বন্ধুত্ব আর দরদ, উষ্ণ করমর্দন আর পিঠের ওপর প্রীতিভরা চাপড় পাভেলকে সেই মুহূর্তের জন্য তুফ্‌তার কথা ভুলিয়ে দিল।

কিন্তু নিজের কথা বলার পরে সে যখন তুফ্‌তার সঙ্গে তার কথাবার্তা যা হয়েছে সব বলল, তখন সমবেত কণ্ঠে ক্রুদ্ধ মন্তব্যের একটা গুঞ্জন উঠল। ওলগা তুফ্‌তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন তাকে ভস্ম করে ফেলবে। তারপরে সে ঢুকল সম্পাদকের দপ্তরঘরে।

ওকুনেভ চেঁচিয়ে বলল, 'এসো, সবাই আমরা নেঝদানভের কাছে যাই। সে ওর

মগজ সাফ করে দেবে।' এই বলে পাভেলের কাঁধে হাত রাখল সে। ওলগার পিছু পিছু তরুণ বন্ধুদের পুরো দলটি এসে ঢুকল সম্পাদকের ঘরে।

'ওই তুফ্‌তাকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত, ওকে বরং বছরখানেকের জন্যে পানক্রাতভের অধীনে জাহাজঘাটায় মাল-বোঝাইয়ের কাজ করতে দেওয়া হোক। ও একটা মার্কামারা আমলা!' রাগে গরগর করে বলল ওলগা।

তুফ্‌তাকে কর্মী-বিভাগ থেকে খারিজ করে দেবার জন্য ওকুনেভ, ওলগা এবং আর সবাই দাবি তোলাতে মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হাসল প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক।

'করচাগিনকে যে ফের পার্টিতে নেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না,' ওলগাকে ভরসা দিয়ে বলল সে, 'ওকে এক্ষুনি একটা নতুন কার্ড দেওয়া হবে। তুফ্‌তা যে একটু বেশি রকম আচার-অনুষ্ঠানমাফিক চলে সে সম্বন্ধে আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত,' বলে চলল সে, 'ওইটে ওর প্রধান দোষ। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, নিজের কাজে সে তেমন মন্দ নয়। আমি যেখানেই কাজ করেছি, সর্বত্রই কমসমোল কর্মীদের সংখ্যার হিসেবনিকেশগুলো ছিল অবর্ণনীয় রকম বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কোন হিসেবের ওপরে ভরসা করা যেত না। আমাদের এখানকার কর্মী-বিভাগে সংখ্যার হিসেবগুলো ঠিক অবস্থায় আছে। তোমরা নিজেরাই তো জান, তুফ্‌তা প্রায়ই রাত জেগে কাজ করে। আমি তো ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখি: ওকে যে কোন সময়েই সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ওর জায়গায় যদি এমন একজন হালকা স্বভাবের সাদাসিধে ছেলেকে এনে বসানো যায় যে দলিল-হিসেবপত্র রাখার ব্যাপারে কিছুই জানে না, তাহলে আমাদের এখানে আমলাতন্ত্র বলে কিছু হয়ত থাকবে না বটে, কিন্তু কাজের শৃঙ্খলাও কিছু থাকবে না। ওকে ওর কাজেই থাকতে দেওয়া যাক। আমি ওকে ভাল করে কড়কে দেব 'খন। তাতে কিছু সময়ের জন্যে কাজ হবে, আর তার পরে কী হয় দেখা যাবে।'

'বেশ, থাকুক ও,' সম্পাদকের সঙ্গে একমত হল ওকুনেভ, 'চল্‌ ক্লাবে পাভলুশা, সলোমেন্‌কায় যাই আমরা। আজ রাত্রে ওখানে সক্রিয় কর্মীদের একটা সভা আছে। এখনও কেউ জানে না যে তুই ফিরে এসেছিস। আমরা যখন ঘোষণা করব 'এবার করচাগিন কিছু বলবে!' তখন সবাই কী রকম আশ্চর্য হয়ে যাবে, একবার ভাব দিকি। মারা না গিয়ে তুই বড়ো ভাল কাজ করেছিস রে পাভলুশা। মরে গেলে আর তুই শ্রমিক শ্রেণীর কি কাজে লাগতিস?' বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে ওকুনেভ তাকে বারান্দা বেয়ে নিয়ে এল।

'তুমি আসছ নাকি, ওলগা?'

'নিশ্চয় আসব!'

* * *

খাবার জন্য পানক্রাতভদের ওখানে ফিরল না পাভেল। আসলে সে সারাদিনের মধ্যেই ওখানে ফেরে নি। 'সোভিয়েত ভবনে' তার নিজের ঘরে ওকুনেভ তাকে নিয়ে এল। যা-কিছু খাবার ছিল ওকুনেভ খাওয়াল তাকে। তারপরে একতাড়া খবরের কাগজ আর জেলা কমসমোল ব্যুরোর বিভিন্ন সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণের দুটো মোটা ফাইল তার সামনে রেখে ওকুনেভ বলল, 'এগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নে। যখন টাইফাস-রোগে সময় নষ্ট করছিলি, তখন এদিকে অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমি সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসব, তারপরে একসঙ্গে ক্লাবে যাওয়া যাবে। যদি ক্লান্ত হয়ে পড়িস, তাহলে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারিস।'

নানারকম দলিল আর কাগজপত্রে পকেটদুটো ঠেসে ভর্তি করে (ওকুনেভ নীতির দিক থেকে পোর্টফোলিও ব্যবহার করাটাকে ঘৃণা করে, পোর্টফোলিওটা অবহেলায় পড়ে থাকে তার বিছানার নিচে) ঘরের মধ্যে একটা পাক ঘুরে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল জেলা কমিটির সম্পাদক।

সন্ধ্যার দিকে যখন সে ফিরল, তখন ঘরের গোটা মেঝেটায় খবরের কাগজ ছড়ানো আর খাটের নিচ থেকে বের করে রাখা আছে একগাদা বই। কিছু বই টেবিলের ওপরে স্তূপীকৃত। পাভেল বিছানায় বসে বন্ধুর বালিশের নিচ থেকে খুঁজে পাওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির শেষ চিঠিগুলো পড়ছিল।

'আমার ঘরের একি বিশ্রী তছনছ অবস্থা করে তুলেছিস, লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার!' কৃত্রিম ক্রোধে বলল ওকুনেভ, 'এই, দাঁড়া কমরেড! এসব গোপনীয় দলিল তুই পড়ে ফেলেছিস! তোর মতো গোলমালবাধানেওয়ালা ছেলেকে নিজের কুঠরিতে ঢুকতে দেবার এই ফল!'

পাভেল হাসিমুখে পাশে সরিয়ে রাখল চিঠিখানা।

'এই চিঠিখানা গোপনীয় নয়,' বলল সে 'কিন্তু ওই যে ওটা তুমি বাতির ঘেরাটোপ হিসেবে লাগিয়েছ, ওটার গায়ে 'গোপনীয়' লেখা আছে। দেখ, চারধারে ঝলসে গেছে কাগজটা!'

ঝলসে-যাওয়া কাগজখানা নিয়ে শিরোনামাটার দিকে একনজর তাকিয়ে ওকুনেভ সক্ষোভে কপাল চাপড়াল, 'এই হতভাগা কাগজখানাকে আজ তিন দিন ধরে আমি খুঁজছি! কোথায় যে গেল কিছুতেই আর ভেবে পাই নে। এবার মনে পড়েছে: ভলিন্‌সেভ সেদিন এটা দিয়ে বাতিটার ঘেরাটোপ বানিয়েছিল — পরে আবার সে নিজেই এটা খুঁজল তন্নতন্ন করে।' দলিলখানা সযতনে ভাঁজ করে ওকুনেভ সেটা গুঁজে

রাখল তোশকের নিচে। ভরসা দিয়ে বলল, 'পরে সব ঠিকমতো গোছগাছ করে রাখব। এখন আপাতত কিছু খাওয়া যাক। তারপর ক্লাবে রওনা হয়ে যাব। আয় পাভেল, টেবিলে এসে বোস্।'

ওকুনেভ একটা পকেট থেকে টেনে বের করল খবরের কাগজে জড়ানো লম্বা একটা শুঁটকো রোচ্ মাছ আর অন্য পকেট থেকে দু'টুকরো রুটি। খবরের কাগজটা টেবিলের ওপরে বিছিয়ে নিয়ে রোচ্‌টার মাথা চেপে ধরে নিপুণ হাতে সেটা টেবিলের ধারটায় আছাড় মেরে মেরে নরম করে নিল।

টেবিলের ওপরে বসে আর চোয়াল জোরসে চালাতে চালাতে হাসিঠাট্টা করতে করতে খোস্‌মেজাজী ওকুনেভ পাভেলকে সব খবরাখবর দিয়ে যেতে লাগল।

* * *

ক্লাবে এসে ওকুনেভ করচাগিনকে খিড়কিদরজাটা দিয়ে নিয়ে এল মঞ্চের পেছন দিকটায়। প্রশস্ত হল-ঘরটার এক কোণে মঞ্চের ডান দিকে পিয়ানোর কাছে একদল রেল-এলাকার কমসমোল সভ্যের সঙ্গে বসে আছে তালিয়া লাগুতিনা আর আন্না বোর্‌হার্ট। ডিপোর কমসমোল সম্পাদক ভলিন্‌সেভ আন্নার সামনে বসে বসে চেয়ারে দোল খাচ্ছে। অগস্ট-মাসের আপেলের মতো তার মুখখানা টকটকে লাল, চুল আর চোখের ভুরুর রঙ পাকা ধানের মতো। তার অতি জীর্ণ চামড়ার কোর্তাটার রঙ এককালে কালো ছিল।

তার পাশেই, পিয়ানোর ঢাকনিটার ওপরে আলগোছে কনুইয়ের ভর রেখে বসে আছে স্‌ভেতায়েভ — তরুণ সুপুরুষ, বাদামী রঙের চুল আর যেন সুন্দর করে কুঁদে কাটা ঠোঁটদুটি। তার শার্টের গলার বোতাম খোলা।

দলটার কাছে আসতে ওকুনেভ শুনল আন্না বলছে, 'নতুন সভ্যদের ভর্তি করার ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলবার জন্যে কিছু লোক যতোদূর পারে চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে স্‌ভেতায়েভ একজন।'

একগুঁয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে পাল্টা জবাব দিল স্‌ভেতায়েভ, 'কমসমোলটা চড়ুইভাতি করার জায়গা নয়।'

ওকুনেভকে দেখতে পেয়ে তালিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'নিকোলাইকে দেখ! ও আজ পালিশ করা সামোভারের মতো খুশিতে চকচক করছে!'

ওকুনেভকে দলটার মধ্যে টেনে এনে প্রশ্নের গোলাবর্ষণ চলল তার উপর:

'কোথায় ছিলে তুমি?'

* * *

'এসো, আরম্ভ করে দেওয়া যাক।'

ওদের চুপ করানোর জন্য হাতটা তুলল ওকুনেভ, 'একটু দাঁড়াও, ভাইসব। তোকারেভ এলেই আমরা শুরু করে দেব।'

'ওই যে ও আসছে,' বলে উঠল আন্না।

সত্যিই এসে পড়েছে জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদক। ওকুনেভ ছুটে গেল তার দিকে।

'এই যে, এসো খুড়ো। তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে একবার মঞ্চের পেছনে নিয়ে যাই, চল। স্তম্ভিত হয়ে যাবার জন্যে তৈরি হও!'

সিগারেট টানতে টানতে ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল বৃদ্ধ, 'ব্যাপার কী হে?' কিন্তু ওকুনেভ ততক্ষণে জামার হাতটা ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

* * *

...ওকুনেভ সভাপতির টেবিলের ঘণ্টাটা এমন প্রচণ্ড জোরে বাজাল যে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে যারা সবচেয়ে বেশি বকবক করছিল তারা পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ চুপ মেরে গেল।

তোকারেভের পেছনে, ফার গাছের সবুজ পাতা-ঘেরা একটা কাঠামোর মধ্যে থেকে সভার দিকে চেয়ে আছে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' রচয়িতার সিংহের মতো মুখখানা। সভার কাজ শুরু করে ওকুনেভ যখন বক্তৃতা দিচ্ছে, তখন উইংস-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে ইশারার জন্য অপেক্ষারত করচাগিনের দিক থেকে তোকারেভ তার চোখদুটোকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

'কমরেডসব! আজকের বিষয়সূচীর সংগঠন সংক্রান্ত চলতি প্রশ্নগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে উপস্থিত একজন কমরেড কিছু বলতে চেয়েছে। আমি আর তোকারেভ প্রস্তাব করছি — তাকে বলতে দেওয়া হোক।

হল-ঘরে সমর্থনের গুঞ্জনধ্বনি উঠতেই ওকুনেভ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি পাভকা করচাগিনকে বলবার জন্যে আহ্বান করছি!'

হল-ঘরের এক-শো জনের মধ্যে অন্তত আশি জন করচাগিনকে চিনত। পরিচিত চেহারার এই লম্বা, ফ্যাকাশে রঙের তরুণটি যখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করল, তখন খুশির চিৎকার আর প্রচণ্ড হাততালির একটা ঝড় বয়ে গেল হল-ঘরের মধ্যে।

'প্রিয় কমরেডসব!'

করচাগিনের গলা অকম্পিত, কিন্তু মনের আবেগকে সে সামলাতে পারছে না।

'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের মধ্যে ফিরে এসেছি কর্মী হিসেবে আমার জায়গা নেবার জন্যে। ফিরে আসতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত। এই সভায় আমার অনেক বন্ধু রয়েছে দেখছি। জানতে পারলাম সলোমেন্‌কা কমসমোলে সভ্যের সংখ্যা এখন আগের চেয়ে শতকরা তিরিশ জন বেড়েছে। ডিপোতে শ্রমিকরা যে আজকাল সিগারেট জ্বালাবার যন্ত্র তৈরি করা বন্ধ করেছে এবং যন্ত্রপাতির জঞ্জাল ঘেঁটে পুরনো ইঞ্জিন ইত্যাদি উদ্ধার করে এনে মেরামত করে তুলে ফের কাজে লাগানো হচ্ছে, তাও শুনেছি। তার মানে, আমাদের দেশে নতুন প্রাণের একটা জোয়ার আসছে, সমস্ত শক্তি সংহত করে আনছি আমরা। এই জন্যেই তো বেঁচে থাকা দরকার! এরকম সময়ে আমি কী করে মারা যেতে পারি!' আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল করচাগিনের চোখ।

হাততালি আর অভিনন্দনের প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে সে মঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে এল যেখানে আন্না আর তালিয়া বসে আছে। অভিনন্দন জানাবার জন্য তাদের বাড়িয়ে ধরা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল সে। দুই বন্ধু সরে বসে নিজেদের মাঝখানে তার বসার জায়গা করে দিল। পাভেলের হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল তালিয়া।

আন্নার চোখদুটো তখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত, চোখের পাতা কাঁপছে মৃদু মৃদু, তার চোখের দৃষ্টিতে পাভেলের প্রতি আন্তরিক সংবর্ধনার অভিব্যক্তি।

* * *

দ্রুত কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। তবু এই কেটে যাওয়ার মধ্যে একটুও একঘেয়েমি নেই: প্রতিদিনই নতুন কিছু ঘটে এবং রোজ সকালে সারাদিনের কাজটা ছকে নেবার সময়ে পাভেল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লক্ষ্য করে যে দিনটা বড়ো ছোট আর সে যা যা করবে বলে ভেবেছিল, তার অনেকগুলোই করে উঠতে পারে নি।

পাভেল ওকুনেভের সঙ্গেই আছে। রেলওয়ে-কারখানায় সহকারী ইলেকট্রিক্যাল ফিটার হিসেবে কাজ করছে সে।

কমসমোলে নেতৃত্বের কাজ থেকে পাভেল সাময়িকভাবে সরে থাকবে — এতে ওকুনেভকে রাজী করাবার জন্য তাকে বহুক্ষণ তর্ক করতে হয়েছে।

'আমাদের লোকজন এতো কম যে তোকে রেলওয়ে-কারখানায় জিরিয়ে নেবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া চলে না,' আপত্তি জানিয়ে বলেছিল ওকুনেভ, 'তোর শরীর খারাপ — ও কথা বলিস না। আমি নিজেই তো টাইফাসের পর পুরো একমাস লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছি। আমাকে বোকা বোঝাতে পারবি না পাভকা। তোকে তো জানি,

নিশ্চয়ই আরও গভীর কোন কারণ আছে। বলে ফেল্ দিকি — ব্যাপারখানা কী,' পীড়াপীড়ি করতে লাগল ওকুনেভ।

'ঠিক বলেছ, কোলিয়া। হ্যাঁ, আছে। আমি পড়াশোনা করতে চাই।'

'তাই বল্!' বিজয়ীর স্বরে চিৎকার করে উঠল ওকুনেভ, 'আমি জানতাম কিছু একটা আছে। আমিও কি পড়াশোনা করতে চাই না ভাবিস? এটা তোর স্রেফ আত্মকেন্দ্রিকতা। ভাবছিস, আমরা চাকায় কাঁধ লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করে মরব, আর তুই ওদিকে দিব্যি গিয়ে পড়াশোনা করবি। ওসব চলবে না হে ছোকরা, কালকেই তুই সংগঠক হিসেবে কাজে লাগছিস।'

শেষ পর্যন্ত যা হোক, দীর্ঘ তর্কাতর্কির পর ওকুনেভ হার মানল।

'আচ্ছা বেশ, দু'মাসের মতো আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। আশা করি, আমার এই উদারতাটুকুর তারিফ করবি তুই। কিন্তু স্ভেতায়েভের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবি বলে আমার মনে হচ্ছে না — ও বেশ একটু আত্মাভিমানী।'

রেল-কারখানায় পাভেলের ফিরে আসাটা স্ভেতায়েভকে সচকিত করে তুলেছে। সে নিশ্চিত ছিল যে, করচাগিনের আসার ফলে নেতৃত্ব নিয়ে একটা লড়াই বাধবে। তার আত্মাভিমানে ঘা লাগল বলে সুদৃঢ় একটা প্রতিরোধ দেবার জন্য সে তৈরি হল। অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে তার ভুল হয়েছে। করচাগিন যখন জানতে পারল যে তাকে কমসমোল ব্যুরোর সভ্য করে নেবার জন্য একটা পরিকল্পনা হয়েছে, তখন সে সরাসরি কমসমোল সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে বিষয়সূচী থেকে ওই আলোচনাটাকে বাতিল করে দেবার জন্য তাকে রাজী করাল। ওকুনেভের সঙ্গে তার যে বোঝাপড়া হয়েছে সেটাকে সে অজুহাত হিসেবে দেখাল। কারখানার কমসমোল সেলে পাভেল একটা রাজনীতিক পড়াশোনার ক্লাস নিচ্ছে বটে, কিন্তু ব্যুরোতে কাজ করতে চায় নি। তবু, নেতৃত্বের ব্যাপারে তার কোন রকম অনুমোদিত ভূমিকা না থাকলেও, কমসমোল সংগঠনের প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে তার প্রভাব সবাই অনুভব করছে। কমরেডসুলভ সংযত ধরনে পাভেল একাধিকবার স্ভেতায়েভকে সাহায্য করে সমস্যা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

কারখানায় ঢুকে একদিন স্ভেতায়েভ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল কমসমোল সেলের সবাই আর ডজন তিনেক পার্টির বাইরের ছেলে মহা ব্যস্ত হয়ে জানলা ধুয়ে পরিষ্কার করছে, যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর থেকে বহু বছরের জমা ময়লা সাফ করছে, ঠেলাগাড়ি করে জঞ্জালের স্তূপ এনে ফেলছে বাইরের আঙিনায়। যন্ত্রের তেলে আঠায় আচ্ছন্ন সিমেন্টের মেঝেটা পাভেল নিজেই প্রাণপণে ঘষছে বিরাট একটা বুরুশ দিয়ে।

'ঝাড়পোঁছের উপলক্ষটা কী?' পাভেলকে জিজ্ঞেস করল স্ভেতায়েভ।

'এই নোংরার মধ্যে কাজ করে করে এলিয়ে পড়েছি আমরা। এই কুড়ি বছরের মধ্যে জায়গাটা সাফ হয় নি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা কর্মশালাটাকে দেখতে একেবারে নতুন করে তুলব,' সংক্ষেপে বলল পাভেল।

কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে স্ভেতায়েভ চলে গেল।

শুধু কর্মশালাটাকে পরিষ্কার করেই ওরা খুশি নয়, ইলেকট্রিশিয়ানরা কারখানার আঙিনাটার ব্যবস্থাও করল। বছরের পর বছর ধরে যতো রকমের সব বাতিল সরঞ্জামের আঁস্তাকুড় হিসেবে আঙিনাটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। শত শত কামরার চাকা আর চাকার আল, মরচে পড়া লোহা, রেল, স্প্রিং, আল-বাক্স ইত্যাদির পাহাড় — কয়েক হাজার টন ধাতু খোলা আকাশের নিচে পড়ে মরচে ধরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারখানার ব্যবস্থাপনা বিভাগ তরুণ কর্মীদের এই কাজটা বন্ধ করে দিল।

'আরও বেশি দরকারী কাজে মন দিতে হবে আমাদের। আঙিনার ব্যবস্থাটা পরে করলেও চলবে,' বলা হল তাদের।

তখন ইলেকট্রিশিয়ানরা তাদের কর্মশালায় ঢোকার পথের বাইরে আঙিনাটার খানিকটা জায়গা ইটে বাঁধিয়ে নিয়ে দরজাটার সামনে জুতোর কাদা সাফ করার জন্য একটা তারের মাদুর বিছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল। কিন্তু কর্মশালার ভেতরে সাফ করাটা তারা চালিয়ে গেল কাজের সময়ের পরে। প্রধান ইঞ্জিনিয়র স্ত্রিঝ্ সপ্তাহখানেক বাদে একদিন এসে দেখল, কর্মশালাটা আলোয় উজ্জ্বল। ধুলো আর তেলের পুরু স্তর উঠে গিয়ে বড়ো বড়ো লোহার গরাদে বসানো জানলাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো এসে ডিজেল-ইঞ্জিনগুলোর পালিশ করা তামার পাতের ওপরে ঠিকরে গিয়ে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব ফেলছে। যন্ত্রপাতির ছাঁচে ঢালাই করা লোহার অংশগুলোর ওপরে সবুজ রঙের সদ্য লাগানো একটা পোঁচ ঝকঝক করছে। এমন কি চাকার পাখ-ডাণ্ডাগুলোর গায়ে কে যেন হলদে তীর এঁকে দিয়েছে।

বিস্ময়ে বিড়বিড় করল স্ত্রিঝ্, 'এ কী? আচ্ছা!..'

কর্মশালার এক প্রান্তে জনকতক শ্রমিক তাদের কাজ শেষ করছিল। স্ত্রিঝ্ সেদিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে মাঝপথে করচাগিনকে দেখতে পেল — একটা রঙভর্তি টিন নিয়ে যাচ্ছে সে।

'এই যে, এক সেকেণ্ড শোন দিকি,' ইঞ্জিনিয়র থামাল তাকে, 'তোমাদের এই কাজে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে, কিন্তু ওই রঙটা পেলে কোথায়? আমি খুব কড়া নির্দেশ দিয়েছিলাম না যে আমার অনুমতি ছাড়া কোন রঙ খরচ করা চলবে না? এই ধরনের কাজে রঙ নষ্ট করা চলে না তো আমাদের। যেটুকু রঙ আমাদের আছে, তার সবটাই রেল-ইঞ্জিনে লাগাবার জন্যে দরকার পড়বে।'

'ফেলে দেওয়া রঙের টিনগুলোর তলা ঘষে ঘষে এই রঙটুকু উদ্ধার করা হয়েছে। দু'দিন লেগেছে আমাদের এটা করতে, কিন্তু প্রায় পঁচিশ পাউন্ড রঙ আমরা এইভাবে ঘষে ঘষে তুলেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা কোন রকম নিয়ম ভাঙি নি, কমরেড ইঞ্জিনিয়র।'

ইঞ্জিনিয়র আরেকবার ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ করল, কিন্তু দেখে মনে হল বেশ একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল সে।

'হ্যাঁ, তাহলে অবশ্য যা করছ করে যাও... তা, ব্যাপারটা তো বেশ আগ্রহ জাগাবার মতো মনে হচ্ছে... কীভাবে ব্যাপারটাকে ধরা যায়... মানে, নিজেদের উদ্যোগে একটা কর্মশালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে এই যে চেষ্টাটা, কী বলা যেতে পারে এটাকে? নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে এই সবটাই কাজের সময়ের পরে করা হয়েছে?'

ইঞ্জিনিয়রের গলার স্বরে সত্যিকারের একটা বিমূঢ়তার আভাস পেল করচাগিন্।

'হ্যাঁ নিশ্চয়,' বলল সে, 'আপনি কী ভেবেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তবে...'

'অবাক হবার কিছু নেই এতে, কমরেড স্ত্রিঝ্। বলশেভিকরা নোংরা জমিয়ে রাখে — একথা কে বলেছে আপনাকে? দাঁড়ান না, সব ঠিকঠাক করে নিই এখানটায়, তারপর দেখবেন, অবাক করে দেবার মতো আরও কিছুও আপনার জন্যে রয়েছে।'

এই বলে, যাতে ইঞ্জিনিয়রের গায়ে রঙ না লেগে যায় তার জন্য সাবধানে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল পাভেল।

রোজ সন্ধ্যায় পাভেল সাধারণ পাঠাগারে যায় আর অনেক রাত পর্যন্ত কাটায় সেখানে। তিনজন লাইব্রেরিয়ানের প্রত্যেকের সঙ্গেই সে বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলেছে এবং অন্যকে কোন-কিছুতে রাজী করাবার যতখানি ক্ষমতা তার আছে, তার সবটা ব্যবহার করে সে বইপত্র খুশিমতো ঘাঁটাঘাঁটি করার অধিকারটুকু এদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। উঁচু উঁচু বইয়ের তাকগুলোর গায়ে মইটা ঠেস দিয়ে তার ওপরে উঠে গিয়ে সে বইয়ের পর বই ধরে ধরে পাতা উল্টে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বেশির ভাগই পুরনো বই। ছোট্ট একটা বুককেস-ভর্তি আধুনিক সাহিত্য — গোটাকতক গৃহযুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তিকা, মার্কসের 'পুঁজি', জ্যাক লণ্ডনের 'দি আয়রন হিল' এবং আরও গোটাকয়েক বই। পুরনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে 'স্পার্টাকাস' নামে একটা উপন্যাস পেয়ে গেল। দু'রাত্রের মধ্যে সে বইটা পড়ে ফেলল এবং শেষ করার পর বইটা তাকের ওপরে রেখে দিল মাক্সিম গোর্কির রচনাবলীর পাশে। এইভাবে, তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আর আগ্রহজনক বইগুলোর একটা ক্রমিক মনোনয়ন চলল কিছুদিন ধরে।

লাইব্রেরিয়ানরা কোন আপত্তি তোলে নি, তাদের কিছু এসে যায় না এতে।

রেল-কারখানায় কমসমোলের শান্ত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে হঠাৎ একটা গোলযোগ সৃষ্টি হল। উপলক্ষটাকে প্রথমে নেহাত তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হয়েছিল: সেল ব্যুরোর সভ্য এবং মেরামত-বিভাগের মিস্ত্রি কোস্তিয়া ফিদিন এক টুকরো লোহার পাত ফুটো করতে গিয়ে বিদেশ থেকে আনা একটা দামী ড্রিলিং-যন্ত্র ভেঙে ফেলেছিল — চ্যাপ্টা নাক আর মুখে বসন্তের দাগ-ভরা অলস প্রকৃতির ছেলে এই ফিদিন। দুর্ঘটনা ঘটেছিল নিতান্তই অমনোযোগিতার ফলে, তার চেয়েও খারাপ: ঘটনাটা দেখে মনে হচ্ছিল, ফিদিনের পক্ষ থেকে প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনিষ্ট করার মনোভাবের ফলেই ব্যাপারটা ঘটেছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল সকালের দিকে। মেরামত-বিভাগের সিনিয়র ফোরম্যান খদোরভ একটা লোহার পাতের ওপরে গোটাকতক ফুটো করার জন্য কোস্তিয়াকে বলেছিল। প্রথমে কাজটা করতে চায় নি কোস্তিয়া, কিন্তু ফোরম্যান জোর করে বলাতে সে লোহার পাতটা তুলে নিয়ে ড্রিল করতে শুরু করে। ফোরম্যান খদোরভ কাজ করিয়ে নেবার দিকে বড়ো কড়া নজর রাখে, তাই শ্রমিকদের মধ্যে সে জনপ্রিয় নয়। আগে সে ছিল মেনশেভিক, কারখানার সামাজিক জীবনে যোগ দেয় না এবং কমসমোলকে সে ভাল নজরে দেখে না। কিন্তু নিজের কাজ সম্বন্ধে সে একজন বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে সে তার কাজ করে থাকে। খদোরভ লক্ষ্য করল — কোস্তিয়া ড্রিলের মুখে তেল না লাগিয়েই লোহার পাতটা ফুটো করতে লেগেছে। তাড়াতাড়ি লেদটার কাছে এসে সেটাকে থামিয়ে দিল সে।

'কানা নাকি ? নতুন কাজে ঢুকেছ নাকি ?' চেঁচিয়ে উঠল সে কোস্তিয়ার উদ্দেশে। সে জানে, এভাবে চালালে ড্রিলটা বেশি দিন টিকবে না।

কিন্তু কোস্তিয়া শুধু পাল্টা চিৎকার করে লেদটাকে আবার চালিয়ে দিল। খদোরভ অভিযোগ পেশ করার জন্য গেল বিভাগীয় বড়ো কর্তার কাছে। ইতিমধ্যে, কোস্তিয়া লেদটাকে চালু রেখেই চট করে একটা তেলের টিন জোগাড় করে আনার জন্য গিয়েছিল, যাতে কিনা বিভাগীয় বড়ো কর্তা এসে পড়ার আগেই সব ঠিকঠাক হয়ে থাকে। তেল নিয়ে ফিরে এসে দেখে ড্রিলটা ভেঙে গেছে। বিভাগীয় বড়ো কর্তা কোস্তিয়া ফিদিনকে বরখাস্ত করার দাবি করে রিপোর্ট পেশ করল। কিন্তু কমসমোল সভ্যদের ওপরে খদোরভ চাপ সৃষ্টি করে — এই অজুহাতে কমসমোল সেলের ব্যুরো ফিদিনের পক্ষ সমর্থনের জন্য উঠেপড়ে লাগল। কারখানার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ফিদিনকে বরখাস্ত করার মতটাকে চালু রাখল এবং গোটা কারখানার কমসমোল ব্যুরোর কাছে ব্যাপারটাকে উপস্থিত করা হল। লড়াই বেধে গেল।

ব্যুরোর পাঁচজন সভ্যের মধ্যে তিনজনের মত — কোস্তিয়াকে সরকারীভাবে কঠিন তিরস্কার করে অন্য কাজে বদলি করে দেওয়া হোক। এই তিনজনের মধ্যে একজন স্ভেতায়েভ। অন্য দু'জন কোস্তিয়াকে আদৌ দোষী বলে মনে করে না।

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্ভেতায়েভের দপ্তর-ঘরে ব্যুরোর সভা ডাকা হয়েছে। লাল কাপড়ে ঢাকা একটা বড়ো টেবিলের চারধারে সাজানো কতকগুলো বেঞ্চি আর টুল — ছুতোর-কর্মশালার কমসমোল কর্মীরা এগুলো বানিয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে নেতাদের ছবি আর টেবিলের পেছনের গোটা দেয়াল জুড়ে রেল-কারখানার ঝাণ্ডা টাঙানো।

স্ভেতায়েভ ইদানীং কমসমোলে 'সারাক্ষণের কর্মী'। পেশার দিক থেকে সে কামার, কিন্তু তার সাংগঠনিক ক্ষমতার ফলে কমসমোলের নেতৃত্বের আসনে উঠে এসেছে। সে এখন কমসমোলের জেলা কমিটির ব্যুরোর একজন সভ্য, তাছাড়া প্রাদেশিক কমিটির সভ্য। যন্ত্রপাতি তৈরির একটা কারখানায় সে কামার ছিল, রেল-কারখানায় নতুন এসেছে। প্রথম থেকেই সে দৃঢ় হাতে ব্যবস্থাপনার লাগাম তুলে নিয়েছে। অতিরিক্ত মাত্রায় তার আত্মপ্রত্যয় — যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসে হুড়মুড় করে। গোড়া থেকেই সে অন্যান্য কমসমোল কর্মীদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে নামার প্রয়াসটাকে চেপে দিয়েছে। নিজেই সবকিছু করার দিকে তার ঝোঁক — এমন কি, আপিস ঘরটা পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত তদারকে সাজানো হয়েছে। সমস্ত কাজের তাল যখন একা সামলাতে পারে না, তখন সহযোগী কর্মীদের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতার অভিযোগ তুলে সে চেঁচামেচি করে।

এই ঘরের একমাত্র নরম গদি-আঁটা আরামকেদারাটায় গা এগিয়ে দিয়ে সে বৈঠকের কাজ পরিচালনা করছে। আরামকেদারাটাকে নিয়ে আসা হয়েছে ক্লাব-ঘর থেকে। শুধু ব্যুরোর সভ্যদের নিয়েই এই সভা। পার্টি সংগঠক খমুতোভ সবেমাত্র কিছু বলবার জন্য অনুমতি চেয়েছে, এমন সময় দরজার গায়ে ঠকঠক আওয়াজ উঠল — ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে বন্ধ করা ছিল দরজাটা। আলোচনায় বাধা পড়তে স্ভেতায়েভ বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করল। ফের ঠকঠক আওয়াজ উঠল। কাতিয়া জেলেনোভা উঠে দরজা খুলে দিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে করচাগিন। কাতিয়া ঢুকতে দিল তাকে।

খালি একখানা চেয়ারে পাভেল বসতে যাবে, এমন সময়ে স্ভেতায়েভ তাকে উদ্দেশ করে বলল, 'করচাগিন, শুধু ব্যুরোর সভ্যদের নিয়েই আমাদের আজকের এই বৈঠক।'

মুখ লাল হয়ে উঠল পাভেলের। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে সে টেবিলের দিকে তাকাল।

'তা জানি। ফিদিনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমাদের মতামত জানার আগ্রহ আছে

আমার। এ সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে। ব্যাপারটা কী, আমার উপস্থিত থাকাতে কি তোমার আপত্তি আছে?'

'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার জানা উচিত এ ধরনের আলোচনা-সভায় শুধু ব্যুরোর সভ্যরাই উপস্থিত থাকতে পারে। যতো বেশি লোক থাকবে, ঠিকমতো ফয়সালা করার ব্যাপারটা ততোই কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি এসে গেছ যখন, তখন থাকতে পার।'

করচাগিনকে এ ধরনের অপমান এর আগে কখনও সইতে হয় নি। তার কপালে একটা ভাঁজ দেখা দিল।

'এতো কেতা-কানুন কিসের জন্যে?' বিরক্ত হয়ে খমুতোভ বলে উঠতেই, করচাগিন হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বসে পড়ল।

খমুতোভ তার বক্তব্য বলে চলল, 'আচ্ছা, আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম: খদোরভ যে প্রাচীনপন্থী, সে কথা ঠিক। কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার। কমসমোল কর্মীরা সবাই যদি এমনি ড্রিল ভেঙে ফেলতে শুরু করে, তাহলে কী দিয়ে কাজকর্ম চালাব আমরা? আরও বড়ো কথা, পার্টির বাইরেকার কর্মীদের সামনে আমরা খুব খারাপ উদাহরণ উপস্থিত করছি। আমার মতে, ছেলেটাকে শাসানি দেওয়া দরকার।'

তাকে শেষ করবার সুযোগ না দিয়েই, সুভেতায়েভ আপত্তি তুলতে শুরু করল। দশ মিনিট কেটে গেল। ইতিমধ্যে পাভেল বুঝে নিয়েছে যে হাওয়াটা কোনদিকে বইছে। যখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাবটাকে ভোটে দেওয়া হবে, তখন সে দাঁড়িয়ে উঠে কিছু বলতে চাইল। অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে বলার অনুমতি দিল সুভেতায়েভ।

'কমরেডসব, আমি ফিদিনের ঘটনাটা সম্বন্ধে আমার মতামত আপনাদের জানাতে চাই,' শুরু করল পাভেল।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার গলার স্বরটা কর্কশ শোনাল।

'ফিদিনের ঘটনাটাকে একটা লক্ষণ বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে শুধু কোস্তিয়ার অপরাধটা সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার নয়। আমি কাল গোটাকতক তথ্য সংগ্রহ করেছি।' পকেট থেকে একটা নোটবই বের করল পাভেল। 'কারখানার হাজিরা রাখে যে, তার কাছ থেকে আমি এই তথ্যগুলো পেয়েছি। বেশ মন দিয়ে শোন: আমাদের কমসমোল সভ্যদের শতকরা তেইশ জন প্রতিদিন পাঁচ থেকে পনের মিনিট পর্যন্ত দেরিতে কাজে আসে। এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতি মাসে শতকরা সতের জন একদিন বা দুদিন করে আদৌ কাজে আসেই না। কমসমোলের বাইরেকার তরুণ কর্মীদের মধ্যে কাজ-কামাইয়ের সংখ্যা শতকরা চোদ্দ। কমরেডসব, এই হিসেবগুলো যেন চাবুকের চেয়ে কড়া চাবকানি লাগাচ্ছে আমাদের। আরও কয়েকটা তথ্য আমি লিখে এনেছি:

পার্টি সভ্যদের মধ্যে শতকরা চারজন মাসে একদিন করে কামাই করে, আর শতকরা চারজন দেরি করে কাজে আসে। পার্টি সভ্য নয় যারা, সেই সব বয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা এগারো জন মাসে একদিন করে কামাই করে, আর শতকরা তেরো জন নিয়মিতভাবে দেরি করে কাজে আসে। যন্ত্রপাতির ভাঙচুর যা হয়, তার মধ্যে শতকরা নব্বুইটার জন্যে দায়ী তরুণ শ্রমিকরা — এদের মধ্যে শতকরা সাতজন নতুন কাজে ঢুকেছে। এই সব হিসেব থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, পার্টি সভ্য আর বয়স্ক শ্রমিকদের চেয়ে কমসমোলের তরুণ শ্রমিকদের কাজ অনেক খারাপ চলছে। কিন্তু অবস্থাটা সর্বত্রই একরকম নয়। ঢালাই বিভাগে কাজের হিসেব চমৎকার, ইলেকট্রিশিয়ান-দের কাজও তেমন খারাপ নয়, কিন্তু বাদবাকিদের অবস্থা মোটামুটি একই। আমার মতে, কমরেড খমুতোভ শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যা বলেছে, সেটা যা বলা উচিত তার একটা অতি সামান্য অংশ মাত্র। এই সব ঘোরপ্যাঁচগুলোকে সিধে করে দেওয়াই আমাদের আশু সমস্যা। এখানে বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলন চালাবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু কাজে ঢিলেমি আর অমনোযোগিতা বন্ধ করতেই হবে আমাদের। পুরনো শ্রমিকরা খোলাখুলি স্বীকার করছে যে মালিকদের অধীনে, পুঁজিপতিদের অধীনে, তারা এর চেয়ে ঢের ভাল কাজ করত। এখন কিন্তু আমরাই মালিক, তাই খারাপভাবে কাজ করার সপক্ষে কোন যুক্তিই নেই। কোস্তিয়া কিংবা আর কোন শ্রমিকের দোষটা ততোটা নয়। দোষটা আমাদের সবার। কারণ, দোষত্রুটিগুলোকে দূর করার জন্যে ঠিকভাবে লড়াই না চালিয়ে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে কোস্তিয়ার মতো শ্রমিকদের একটা না একটা ছুতো ধরে পক্ষ সমর্থন করেছি।

'সামোখিন আর বুর্তিলিয়াক্ এইমাত্র এখানে বলেছে যে ফিদিন আমাদেরই ছেলে, সক্রিয় কমসমোল কর্মী, ইত্যাদি; একটা ড্রিল ভেঙে ফেলেছে, তাতে আর হয়েছে কি, অন্য যেকোন লোকের হাতেও তো ওটা ভাঙতে পারত; ও আমাদের একজন, কিন্তু ফোরম্যান তো তা নয়... কিন্তু খদোরভের সঙ্গে কেউ কখনও আলোচনা করে নি। সে সবসময় গজ্‌গজ্ করে বটে, কিন্তু তার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার কথাটা ভুলে যেও না! আজকে আমরা তার রাজনীতিক মতামত নিয়ে আলোচনা করব না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার কাজটাকেই ঠিক বলব, কারণ, সে বাইরের লোক হয়েও রাষ্ট্রের সম্পত্তির দিকে নজর রেখেছে, আর আমরাই কিনা দামী দামী বিদেশী যন্ত্রপাতি ভাঙতে লেগে গেছি। এ ধরনের অবস্থাটাকে কী বলতে চাও তোমরা? আমি মনে করি, আমাদের এক্ষুনি প্রথম আঘাতটা হানা দরকার এবং কারখানায় কাজের এই গলতিটাকে বন্ধ করার জন্যে এখুনি কোমর বেঁধে লাগা উচিত।

'আমি প্রস্তাব করছি — কাজে ঢিলেমির জন্যে এবং উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

করার জন্যে ফিদিনকে কমসমোল থেকে বের করে দেওয়া হোক। দেয়াল-পত্রিকায় তার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া উচিত। আর, ফলাফলের কোন ভয় না করে এই হিসাবগুলোও একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খোলাখুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী, নির্ভর করার মতো সমর্থন আমাদের পেছনে আছে। কমসমোল সভ্যদের অধিকাংশই ভাল কর্মী। এদের মধ্যে ষাট জন বোয়ারকায় কাজ করে এসেছে এবং সেখানে তাদের প্রচণ্ড রকমের একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এদের সাহায্যে আর সহযোগিতায় আমরা সমস্ত অসুবিধা দূর করতে পারি। শুধু গোটা ব্যাপারটার প্রতি আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীটা একেবারে বরাবরের মতো বদলে ফেলতে হবে।'

করচাগিন সাধারণত শান্ত আর গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু এখন সে এমন উত্তেজিত হয়ে রূঢ়ভাবে কথাগুলো বলল যে স্‌ভেতায়েভ বিস্মিত হয়ে গেল। আসল পাভেলকে সে এই প্রথম দেখল। পাভেল যে ঠিক বলেছে, সেটা উপলব্ধি করেছে সে, কিন্তু খোলাখুলি তার মতটাকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সে বড়ো সাবধানী। করচাগিনের বক্তব্যটাকে স্‌ভেতায়েভ সাধারণভাবে সাংগঠনিক অবস্থার একটা তীব্র সমালোচনা হিসেবে আর তার নিজের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা হিসেবেই ধরে নিল এবং তার প্রতিপক্ষকে তক্ষুনি জব্দ করবে বলে মনস্থ করল সে। মেনশেভিক খদোরভের পক্ষ সমর্থন করছে বলে পাভেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সে তার বক্তব্য শুরু করল।

তর্কের ঝড় বয়ে গেল তিন ঘণ্টা ধরে। সেদিন অনেক রাত্রে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছিল। তথ্যের অমোঘ যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ করচাগিনের পক্ষে চলে যাচ্ছে দেখে, স্‌ভেতায়েভ একটা ভুল করে বসল। চূড়ান্ত ভোট নেওয়ার ঠিক আগে করচাগিনকে ঘর ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে সে গণতান্ত্রিক নিয়মটাকে লঙ্ঘন করল।

'আচ্ছা বেশ, আমি যাচ্ছি, যদিও তোমার ব্যবহারটা মোটেই তোমার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক নয় স্‌ভেতায়েভ, তুমি যদি তোমার মতটাকে চালু রাখার জন্যে জেদ করতে থাক, তাহলে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি — আমি কাল সাধারণ সভ্যদের সভায় সমস্ত ব্যাপারটা উপস্থিত করব এবং আমি নিশ্চয় জানি যে সেখানে তুমি অধিকাংশ ভোটে হেরে যাবে। তুমি ভুল করছ, স্‌ভেতায়েভ। কমরেড খমুতোভ, আমার মনে হয় সাধারণ সভার আগে পার্টি গ্রুপে তোমার এই আলোচনাটা তোলা উচিত।'

উদ্ধত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল স্‌ভেতায়েভ, 'ভয় দেখাতে এসো না আমাকে। আমি নিজেই পার্টি গ্রুপের কাছে যেতে পারি — সেখানে তোমার সম্বন্ধেও আমার কিছু বলার আছে। নিজে যদি কাজ করতে না চাও, তাহলে যারা করছে তাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসো না।'

বেরিয়ে এসে পাভেল দরজাটা বন্ধ করে দিল। গরম হয়ে ওঠা কপালটার ওপরে হাত বুলিয়ে নিয়ে ফাঁকা আপিসটা পার হয়ে বাইরে রাস্তায় এসে খোলা হাওয়ায় গভীর একটা নিঃশ্বাস নিল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রওনা হল বাতিয়েভা পাহাড়ের দিকে, যেখানে ছোট একটা বাড়িতে তোকারেভ থাকে।

এসে দেখে, বৃদ্ধ মিস্ত্রি তখন খেতে বসেছে।

তোকারেভ পাভেলকে টেবিলে এসে বসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'এসো, খবর-টবর শোনা যাক। দারিয়া, ওকে এক বাটি জাউ এনে দাও।'

তোকারেভ যেমন ছোটখাটো রোগা মানুষটি, তার স্ত্রী দারিয়া ফমিনিচ্না ঠিক তেমনিই লম্বাচওড়া আর মোটাসোটা। এক প্লেট কাউনের জাউ এনে পাভেলের সামনে রেখে সাদা অ্যাপ্রণের খুঁটে ভিজে ঠোঁটদুটো মুছে নিয়ে সে সস্নেহে বলল, 'খাও, বাবা।'

* * *

তোকারেভ যখন মেরামত কারখানায় কাজ করত, তখন পাভেল তার বাড়িতে প্রায়ই এসেছে, অনেক রাত অবধি কাটিয়েছে। কিন্তু শহরে ফিরে আসার পর এখানে সে এল এই প্রথম।

চামচ চালাতে চালাতে বৃদ্ধ মিস্ত্রিটি মন দিয়ে পাভেলের কাহিনীটা শুনে গেল, মাঝে মাঝে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করা ছাড়া কোন মন্তব্য করল না। জাউ শেষ করে রুমাল দিয়ে গোঁফ মুছে খাঁকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল সে।

'ঠিক কথাই বলেছ তুমি,' বলল সে, 'প্রশ্নটাকে ঠিকমতো তোলার সময় হয়েছে। এই জেলায় অন্য যেকোন উদ্যোগের চেয়ে এই কারখানায় মানুষের সংখ্যা বেশি, সুতরাং এখান থেকেই আমাদের শুরু করা উচিত। তাহলে, শেষ পর্যন্ত স্‌ভেতায়েভের সঙ্গে তোমার খটাখটি বেধে গেছে, অ্যাঁ? খুব খারাপ। ও ছেলেটার মেজাজ আছে বৈকি, কিন্তু তুমি তো সব ছেলেদের সঙ্গে বেশ মানিয়ে চলতে, তাই না? হ্যাঁ, ভাল কথা, কারখানায় তোমার কাজটা ঠিক কী?'

'আমি একটা কর্মশালায় কাজ করছি, আর সাধারণভাবে যা যা হয় তার সবকিছুর মধ্যেই আমি থাকি। আমার নিজের সেলে আমি একটা রাজনীতিক পড়াশোনার ক্লাস নিই।'

'আর, ব্যুরোয় কী কর?'

ইতস্তত করল করচাগিন।

'শরীরটা সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত, আর কিছু পড়াশুনা করতে চাই বলে কিছুদিন ঠিক বিধিবদ্ধভাবে নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনরকম অংশ নেব না বলেই ভেবে রেখেছি।'

'তাই বল!' আপত্তির সুরে বলে উঠল তোকারেভ, 'শোন বাপু, তোমার শরীরটা খারাপ না থাকলে একচোট ঝাড়তাম আমি তোমায়। আচ্ছা যাক, এখন কেমন বোধ করছ? একটু সেরে উঠেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তাহলে এবার মন দিয়ে কাজে লেগে যাও। আসল কাজটা এড়িয়ে গিয়ে এলোমেলো ঢু-মারাটা বন্ধ কর। কোণঘেঁষে বসে থেকে কোন লাভ হবে না। তুমি যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ, তা যে-কেউ বলবে। কাল থেকেই তোমাকে সব ঠিকমতো গুছিয়ে ফেলার জন্যে লাগতে হবে। আমি এ সম্বন্ধে ওকুনেভের সঙ্গে কথা বলব।' তোকারেভের গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল।

তাড়াতাড়ি আপত্তি জানাল পাভেল, 'না, খুড়ো, ওকে কিছু বলার দরকার নেই। আমাকে কোন কাজ না দেবার জন্যে আমি নিজেই ওকে বলেছিলাম।'

তাচ্ছিল্যের চোটে হিসিয়ে উঠল তোকারেভ।

'তুমি বললে, অ্যাঁ, আর ও তোমাকে দিব্যি ছেড়ে দিল? তোমাদের এই কমসমোলীদের নিয়ে কী করা যায় বল দিকি... কাগজটা একটু পড়ে শোনাবে বাবা, আগে যেমন পড়ে শোনাতে? আমার চোখের আর তেমন জোর নেই।'

* * *

কমসমোল ব্যুরোর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তটাকেই কারখানার পার্টি ব্যুরো বহাল রাখল এবং কাজে শৃঙ্খলার গুরুত্বপূর্ণ আর আয়াসসাধ্য কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য পার্টির আর কমসমোলের দলগুলো উঠে পড়ে লাগল। ব্যুরোর সভায় সুভেতায়েভের কড়া সমালোচনা করা হল। প্রথম দিকটায় সে একটু ফোঁসফাঁস করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্পাদক লপাখিনের কাছে কোণঠাসা হয়ে সমালোচনাটুকু মেনে নিয়ে সে নিজের ভুল কিছুটা স্বীকার করল। বয়েস হয়েছে লপাখিনের, মোমের মতো বিবর্ণ তার গায়ের রঙ দেখে বোঝা যায় যে ভেতরে ভেতরে সে যক্ষ্মায় ক্ষয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন দেয়াল-পত্রিকাগুলোয় কতকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার ফলে রেল-কারখানায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ল সবাই লেখাগুলো, দারুণ আলোচনা হল তাই নিয়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে তরুণ কর্মীদের সভা ডাকা হয়েছিল,

তাতে উপস্থিতের সংখ্যা অসাধারণ রকম বেশি দেখা গেল। দেয়াল-পত্রিকার প্রবন্ধে যেসব সমস্যার কথা তোলা হয়েছিল, সেই সভায় কেবল তাই নিয়েই আলোচনা হল।

ফিদিনকে কমসমোল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল এবং রাজনীতিক শিক্ষার ভার দিয়ে একজন নতুন সভ্যকে ব্যুরোয় নেওয়া হল — করচাগিন।

এই নতুন অবস্থায় রেল-কারখানার কর্মীদের সামনে যে নতুন কর্তব্যগুলি দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে নেঝ্‌দানভ যখন একটা ছক দিয়ে গেল, তখন নিস্তব্ধতার মধ্যে হল-ঘরসুদ্ধ সবাই তা মনোযোগের সঙ্গে শুনল; সভা সাধারণত এত নিস্তব্ধ থাকে না।

সভার শেষে বাইরে এসে স্‌ভেতায়েভ দেখে করচাগিন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

পাভেল বলল, 'চল একসঙ্গে যাই, কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কী সম্বন্ধে?' একটু রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করল স্‌ভেতায়েভ। পাভেল তার হাত ধরে কয়েক গজ এসে থামল একটা বেঞ্চির কাছে।

'একটু বসা যাক এখানে, কেমন?' বলে সে নিজেই আগে বসে পড়ল।

স্‌ভেতায়েভের সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা মাঝে মাঝে লাল দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে নিভন্ত হয়ে আসছে।

'আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কী, স্‌ভেতায়েভ?'

দু'-এক মিনিট নিস্তব্ধতা।

'ও, এই ব্যাপার? আমি ভেবেছিলাম তুমি কোন কাজের কথা বলতে চাও,' বিস্ময়ের ভান করে বলল স্‌ভেতায়েভ, কিন্তু তার গলাটা কেঁপে গেল।

পাভেল তার হাঁটুটা চেপে ধরল দৃঢ় হাতে।

'উঁচকপালে ভাবটা ছাড়, দিম্‌কা। ও ধরনের কথা কূটনীতিকদের মুখেই শোভা পায়। এইটে শুধু বল দিকি: তুমি আমাকে এতো অপছন্দ কর কেন?'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল স্‌ভেতায়েভ।

'কী বলতে চাও তুমি? তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ কী থাকতে পারে? আমি নিজেই তো তোমাকে কাজ করার জন্যে বলেছিলাম না কি? তুমি রাজী হলে না, আর এখন আমি তোমাকে কাজে ঢুকতে দিই নি বলে আমার ওপরেই দোষ চাপাচ্ছ?'

কিন্তু, তার এই কথার মধ্যে কোন অকপটতা ছিল না। তাই স্‌ভেতায়েভের হাঁটুর ওপরে হাতখানা রেখেই পাভেল আবেগের সঙ্গে বলল, 'তুমি যদি না বল তাহলে আমি বলছি কথাটা: তুমি ভাবছ আমি তোমার পথের কাঁটা, তুমি ভাবছ আমি তোমার পদ

কেড়ে নিতে চাই। তা যদি না ভাবতে, তাহলে কোস্তিয়া ফিদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ঝগড়া বাধত না। নিজেদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্কের ফলে আমাদের সমস্ত কাজকর্মে ক্ষতি হয়। এটা যদি শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ব্যাপার হত, তাহলে কিছুমাত্র এসে যেত না — আমার সম্বন্ধে তুমি কী ভাবছ, তা আমি গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু কাল থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এভাবে আমরা কাজ চালাব কী করে? শোন: আমাদের মধ্যে কোনরকম মনোমালিন্য থাকলে চলবে না। আমরা দু'জনেই মেহনতী মানুষ। যে-আদর্শের জন্যে আমরা দু'জনেই লড়ছি, সেই আদর্শই যদি তোমার কাছে আর সবকিছুর চেয়ে বড়ো হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমার দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে, আর কাল থেকেই তাহলে আমরা বন্ধু হিসেবে কাজে লেগে যেতে পারব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই সব আজেবাজে ধারণা তোমার মাথা থেকে না তাড়াচ্ছ এবং প্যাঁচ কষা ছেড়ে সোজা পথে না আসছ, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে যতোবার অসুবিধা দেখা দেবে ততোবারই আমরা দু'জন কামড়াকামড়ি করব। এখনও তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্ব বজায় থাকতে থাকতে এই আমি আমার হাত বাড়িয়ে ধরছি তোমার দিকে, ধর।'

স্‌ভেতায়েভের গাঁট-ধরা আঙুলগুলো যখন তার হাতখানা চেপে ধরল, তখন গভীর একটা পরিতৃপ্তির অনুভূতিতে ভরে উঠল পাভেলের সমস্ত মন।

* * *

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। সেদিনকার মতো পার্টির জেলা কমিটিতে কাজকর্ম শেষ হয়ে আসছে। দপ্তর-ঘরগুলো নিস্তব্ধ। কিন্তু তোকারেভ তখনও তার ডেস্কের সামনে বসে আছে। চেয়ারে বসে সে সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলো পড়ছে, এমন সময়ে দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ হল।

'ভেতরে এসো!'

ভেতরে ঢুকে করচাগিন সম্পাদকের ডেস্কে রাখল ভর্তি করা দুটো প্রশ্নমালার ফর্ম।

'এটা কি?'

'দায়িত্বহীনতাকে চুকিয়ে দেবার জন্যে এটা করা হয়েছে, খুড়ো। মনে হয় এটা করার সময়ও হয়েছে। তোমারও যদি তাই মনে হয়, তাহলে তোমার সমর্থন পেলে আমি কৃতজ্ঞ হব।'

শিরোনামাটার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে এই তরুণটির দিকে তাকাল তোকারেভ।

তারপর কলমটা তুলে নিল সে। যেখানে লেখা রয়েছে— 'রাশিয়ার কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে পাভেল আন্দ্রেয়েভিচ করচাগিনকে যেসব কমরেড সুপারিশ করছেন, তাঁরা পার্টিতে কতোদিন ধরে আছেন'— সেইখানটায় তোকারেভ দৃঢ় হাতে '১৯০৩ সাল' লিখে নিজের নাম সই করে দিল।

'এই নাও, বাবা। আমি জানি, তুমি কোনদিন আমার এই বুড়ো পাকাচুলওয়ালা মাথার ওপরে লজ্জার বোঝা চাপাবে না।'

* * *

গুমটে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। সবার মনেই একটি চিন্তা সবচেয়ে বেশি ঘোরাফেরা করছে: যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সলোমেনকার বাদামগাছের শীতল ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

সভেতায়েভ অনুনয় জানাল, 'শেষ করে দাও, পাভকা। এই গরম আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছি না।' দারুণ ঘাম ঝরছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। কাতিউশা এবং অন্য সবাই সভেতায়েভকে সমর্থন করল। পাভেল বইটা বন্ধ করে দিতেই পড়াশোনার বৈঠকটা ভেঙে গেল।

একসঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে লটকানো পুরনো ধাঁচের এরিকসন-টেলিফোনের বাক্সটার মধ্যে থেকে ঝনঝন আওয়াজ উঠল। ঘরের মধ্যে চেঁচামেচির রোল ছাপিয়ে উঁচু পর্দায় গলা চড়িয়ে জবাব দিতে হল সভেতায়েভকে, যাতে অপর প্রান্তে তার গলা শোনা যায়।

রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে করচাগিনের দিকে ফিরল সে।

'পোলিশ দূতস্থানের দুটো কূটনীতিক রেল-কামরা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। কামরাদুটোর আলো নিভে গেছে— তারের কী একটা গোলমাল হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে যাবে। যন্ত্রপাতি জোগাড় করে নিয়ে ওখানে চট করে চলে যাও, পাভেল। জরুরী ব্যাপার।'

এক-নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক ট্রেনের কামরাদুটো। চকচকে পেতলের হাতলে আর জানলার কাচে ঝকঝক করছে গাড়িখানা। চওড়া জানলাওয়ালা সেলুন-কামরাটা আলোয় উজ্জ্বল। কিন্তু পাশের কামরাটা অন্ধকার।

এই জাঁকজমকের কামরাটায় ঢোকার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাভেল হাতলটা চেপে ধরতেই স্টেশনের দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মূর্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল।

'কোথায় যাচ্ছেন, মশাই ?'

গলার স্বরটা চেনা। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাভেল তাকাল চামড়ার কোর্তা-পরা, চওড়া কানাওয়ালা টুপি মাথায়, সরু আঁকশির মতো নাকওয়ালা মানুষটার দিকে। তার চোখে সন্দেহভরা দৃষ্টি।

লোকটি আর্তিউখিন। পাভেলকে সে চিনতে পারে নি প্রথমে। কিন্তু তার হাতখানা নেমে গেল পাভেলের কাঁধ থেকে আর তার মুখের ওপর থেকে গাম্ভীর্যটুকু কেটে গেল — যদিও যন্ত্রপাতির বাক্সটার ওপরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। তার গলার স্বরে কেতাদুরস্ত ভাবটা আরেকটু কমিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল সে, 'যাচ্ছ কোথায় ?'

সংক্ষেপে তাকে তার উদ্দেশ্য জানাল পাভেল। গাড়িটার পেছন দিক থেকে আরেকটা মূর্তি এগিয়ে এল।

'আচ্ছা, এক সেকেণ্ড। আমি এদের কণ্ডাক্টরকে ডেকে আনছি।'

কণ্ডাক্টরের পেছনে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পাভেল দেখে, সেলুন-কামরাটায় দামী দামী ভ্রাম্যমাণের পোশাক-পরা জনকতক লোক বসে আছে। রেশমের কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিলের কাছে একজন মেয়ে বসে আছে দরজার দিকে পেছন ফিরে। পাভেল যখন ঢুকল, তখন সে সামনে দাঁড়ানো একজন লম্বা অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল। ইলেকট্রিশিয়ানটি আসতেই তারা কথা বন্ধ করল।

তারের যোগাযোগটা দ্রুত পরীক্ষা করে নিল করচাগিন — এখানকার শেষ বাতিটা থেকে কামরার বারান্দাটার দিকে চলে গেছে তারটা। এখানে সেটা ঠিক আছে দেখে নিয়ে কোথায় গণ্ডগোলটা হয়েছে খুঁজে বের করার জন্য বেরিয়ে এল সে। তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে ফিরছে গাঁট্টাগোঁট্টা আর ষাঁড়ের মতো ঘাড়ওয়ালা কণ্ডাক্টরটি। পোলিশ ঈগল-আঁকা বড়ো বড়ো পেতলের বোতাম লাগানো উর্দি গায়ে লোকটাকে খুব জাঁকালো দেখাচ্ছে।

'পরের কামরাটা দেখা যাক, এখানে তো সব ঠিক আছে। গোলমালটা নিশ্চয়ই বেধেছে ওই কামরাটায়।'

দরজার চাবিটা ঘোরাল কণ্ডাক্টর এবং দু'জনে তারা বেরিয়ে এল কামরার অন্ধকার বারান্দাটায়। তারের ওপর দিয়ে বিজলি বাতির আলোটা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এসে পাভেল অল্পক্ষণের মধ্যেই তারটা যেখানে পুড়ে গেছে সেই জায়গাটা পেয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কামরার বারান্দার প্রথম আলোটা জ্বলে উঠে জায়গাটাকে ভরে তুলল অনতিউজ্জ্বল আলোয়।

করচাগিন তার সঙ্গের লোকটিকে বলল, 'কামরার ভেতরকার বাল্বগুলো বদলাতে হবে। পুড়ে গেছে ওগুলো।'

'তাহলে আমাকে একবার ওই মহিলাটিকে ডাকতে হবে, ওঁর কাছে চাবি আছে।' ইলেকট্রিশিয়ানটিকে এখানে একা রেখে যাবার ইচ্ছে না থাকায় সে তাকে সঙ্গে আসতে বলল।

মেয়েটি প্রথমে ঢুকল কামরায়, তারপরে পাভেল। ঢোকার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল কণ্ডাক্টর। ভ্রমণের উপযোগী চটকদার চামড়ার ব্যাগ, বসবার জায়গাটার ওপরে অযতনে পড়ে থাকা সিল্কের জোব্বা, সুগন্ধির শিশি আর জানলার পাশে টেবিলের ওপরে রাখা ছোট্ট পাউডারের কৌটা লক্ষ্য করল পাভেল। গদি-আঁটা আসনের এক কোণে বসল মেয়েটি, শণ রঙের চুলগুলো নাড়াচাড়া করে নিয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল সে।

কণ্ডাক্টরটি অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলল, 'ম্যাডাম, যদি আমাকে মুহূর্তের জন্যে যেতে অনুমতি দেন। মেজর একটু ঠাণ্ডা বিয়ার চেয়েছেন।' ষাঁড়ের মতো ঘাড়টা নোয়াবার সময় বেশ একটু কষ্ট করতে হল তাকে।

কৃত্রিম সুরেলা গলায় বলল মেয়েটি, 'যেতে পারেন।'

কথাবার্তা হল পোলিশ ভাষায়।

কামরার বারান্দাটা থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে মেয়েটার কাঁধে। প্যারিসের সবচেয়ে ভাল দর্জিদের হাতে বানানো সূক্ষ্ম রেশমী গাউনটায় তার কাঁধ আর হাতদুটো ঢাকা পড়ে নি। কমনীয় তার কর্ণপুট-দুটিতে হীরের দুটি বিন্দু জ্বলে জ্বলে উঠছে। করচাগিন শুধু তার গজদন্তের মতো শুভ্র একটা কাঁধ আর বাহু দেখতে পাচ্ছিল। মুখটা অন্ধকারে। দ্রুত স্ক্রু-ড্রাইভারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাভেল কামরার ছাদের বাল্বটা বদলে দিতেই এক মুহূর্তের মধ্যে ভেতরের আলোগুলো জ্বলে উঠল। এখন তাকে শুধু একবার অন্য বাল্বটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে — ওটা আটকানো রয়েছে সোফার ওপরে যেখানে মেয়েটি বসে রয়েছে তারই মাথায়।

মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল করচাগিন, 'এই বাল্বটা একবার আমার পরীক্ষা করা দরকার।'

খাঁটি রাশিয়ান ভাষায় উত্তর দিল মহিলাটি, 'ও, হ্যাঁ, আমি পথ আটকে রেখেছি।' হালকাভাবে উঠে পড়ে সে করচাগিনের পাশে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। এবারে পাভেল তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পেল। চোখের বাঁকা ভুরু আর অবজ্ঞায় ভরা ঠোঁটদুটো পাভেলের পরিচিত। কোন সন্দেহ নেই: নেলি লেশিচনস্কায়া, সেই উকিলের মেয়েটা। পাভেলের বিস্ময়ভরা চাউনিটা নেলি লক্ষ্য না করে পারল না। কিন্তু পাভেল তাকে

চিনতে পারলেও, এই ইলেক্‌ট্রিশিয়ান ছেলেটিই যে তার সেই এককালের ডার্নাপটে প্রতিবেশী, সেটা নেলির পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয় — কারণ, পাভেলের চেহারা এই চার বছরে অনেকখানি বদলে গেছে।

পাভেলের বিস্ময়ভরা চাউনি দেখে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে নেলি কামরাটার দরজার কাছে এগিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ে অধৈর্যের সঙ্গে তার পেটেণ্ট-চামড়ার জুতোর গোড়ালিটা ঠুকতে লাগল। দ্বিতীয় বাল্‌বটার দিকে মনোযোগ দিল পাভেল। প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে নিয়ে সেটাকে আলোর দিকে তুলে ধরে পোলিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করে বসল, 'ভিক্তরও এই গাড়িতে আছে নাকি?'

মাথাটা না ঘুরিয়েই প্রশ্ন করেছিল পাভেল। নেলির মুখটা দেখতে পায় নি সে। কিন্তু প্রশ্নটা করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত যে সে নিরুত্তর হয়ে রইল, তার থেকেই নেলির বিমূঢ়তাটুকু বোঝা গেল।

'কেন, আপনি তাকে চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো করেই চিনি। আমরা পড়শী ছিলাম যে।' মুখটা ফিরিয়ে পাভেল তাকাল তার দিকে।

'আপনি... আপনি পাভেল, আমাদের ওই...' হতবুদ্ধি হয়ে থেমে গেল নেলি।

'...রাঁধুনীর ছেলে,' তাকে খেই ধরিয়ে দিল করচাগিন।

'কিন্তু কতো বড়ো হয়ে গেছেন আপনি! আমি আপনাকে যখন দেখেছিলাম, তখন তো আপনি ছিলেন একটা দুর্দান্ত ছোঁড়া!'

অসংকোচে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করল নেলি।

'ভিক্তরের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমার যতদূর মনে পড়ছে — তার সঙ্গে আপনার ঠিক বন্ধুত্ব ছিল বলা যায় না,' সুরেলা গলায় বলল নেলি। পাভেলের সঙ্গে তার এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাবার ফলে এই একঘেয়েমির মধ্যে কিছুক্ষণের মতো একটু মুখরোচক বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবে বলে আশা জেগেছে নেলির মনে।

স্ক্রুটা দ্রুত বসে গেল দেয়ালের গায়ে।

'ভিক্তরের একটা দেনা আছে আমার কাছে, এখনও সেটা শোধ দেয় নি সে। দেখা হলে তাকে বলে দেবেন, হিসেবটা চুকিয়ে নেবার আশা আমি ছাড়ি নি।'

'আপনার পাওনাটা কতো বলুন তো, আমিই না হয় ভিক্তরের হয়ে মিটিয়ে দিচ্ছি।'

করচাগিন যে কোন্‌ দেনার কথা বলছে, তা নেলি খুব ভালো করেই জানে।

পেৎলিউরা-শাস্ত্রীদের নিয়ে ঘটনাটা নেলি জানত। কিন্তু এই 'ইতর'টাকে নিয়ে মজা করার লোভ সে সামলাতে পারল না।

কোন উত্তর দিল না করচাগিন।

'আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে নাকি লুটপাট হয়ে গেছে, সব ভেঙেচুরে পড়েছে, সত্যি নাকি? কুঞ্জটা আর ফুলের কেয়ারিগুলো সব তছনছ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করল নেলি বিষণ্ণ গলায়।

'ও বাড়িটা এখন আর আপনাদের নয়, আমাদের। আর, আমাদের নিজেদের জিনিস আমরা নিজেরা নষ্ট করব — এমন সম্ভাবনা নেই।'

বিদ্রূপের সঙ্গে অল্প একটু হেসে উঠল নেলি।

'হ্যাঁ, শিক্ষাটা তো বেশ ভালই হয়েছে দেখছি! তা প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি, এই গাড়িটা পোলিশ মিশনের, আমি হচ্ছি এখানকার কর্ত্রী আর আপনি চাকর মাত্র — আগেও যেমন ছিলেন। দেখতেই পাচ্ছেন, আপনি আলোটা ঠিক করে দেবার জন্যে খাটছেন, যাতে কিনা আমি আরাম করে ওই সোফাটায় শুয়ে বই পড়তে পারি। আপনার মা আমাদের কাপড়চোপড় কাচত আর আপনি জল বয়ে দিতেন। ঠিক সেই একই অবস্থার মধ্যে আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।'

বিদ্বেষ-ভরা একটা জয়ের সুর ধ্বনিত হল তার গলায়। ছুরিটা দিয়ে তারের ওপরকার রবারের আস্তরণটা চেঁচে তুলে পাভেল মেয়েটির দিকে সুস্পষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল।

'আপনার জন্যে হলে আমি একটা মরচে ধরা পেরেকও ঠুকতে যেতাম না। কিন্তু যেহেতু বুর্জোয়ারা কূটনীতিক বলে একটা জিনিস উদ্ভাবন করেছে, তাই আমরাও খেলাটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা তাদের মাথা কেটে ফেলি না — এমন কি, আমরা বাস্তবিকপক্ষে তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করে থাকি, যেটা আপনাদের কাছ থেকে মোটেই আশা করা যায় না।'

নেলির গালদুটো লাল হয়ে উঠল।

'ওয়ারশ যদি দখল করে নিতে পারতেন, তাহলে আমাকে নিয়ে কী করতেন আপনি? বোধহয় থেঁৎলে কিমা বানিয়ে ফেলতেন, কিংবা হয়তো আমাকে আপনার উপপত্নী হিসেবে রাখতেন?'

দরজাটায় কমনীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে নেলি। তার কোমল টিকলো নাক মৃদু মৃদু কাঁপছে — বোঝা যায়, ও নাকের সঙ্গে কোকেন-এর পরিচয় আছে। সোফার ওপরে আলোটা জ্বলে উঠল। খাড়া হয়ে দাঁড়াল পাভেল।

'তোকে? তোদের মতো লোকদের মারার জন্যে মাথা ঘামাতে যাবে কে! আমাদের

কিছু করতে হবে না, কোকেন টানার ফলেই তুই মারা পড়বি। আর, উপপত্নী হিসেবেও তুই কারও পক্ষে গ্রহণযোগ্য নোস।'

যন্ত্রপাতির বাক্সটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল সে। তাকে যেতে দেবার জন্য সরে দাঁড়াল নেলি। পাভেল যখন কামরার বারান্দাটার শেষে এসে পড়েছে, তখন পেছন দিকে তীব্রস্বরে নেলিকে গালাগাল দিয়ে উঠতে শুনল সে: 'হতভাগা বলশেভিক!'

* * *

পরের দিন বিকেলে লাইব্রেরিতে যাবার পথে পাভেলের সঙ্গে কাতিউশা জেলেনোভার দেখা। পাভেলের জামার হাতাটা তার ছোট্ট হাতে চেপে ধরে কাতিউশা হাসতে হাসতে পাভেলের পথ রুখে দাঁড়াল।

'কোথায় ছুটে চলেছ, রাজনীতিক আর জ্ঞানবুড়ো?'

'লাইব্রেরিতে যাচ্ছি খুড়ী, সর, যেতে দাও,' তারই মতো কৌতুকভরা গলায় জবাব দিল পাভেল। মৃদুভাবে তার কাঁধ চেপে ধরে তাকে পাশে সরিয়ে দিল পাভেল। ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাতিউশা তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকল।

'শোন, পাভলুশা! দিনরাত তোমার পড়াশোনা করা চলবে না। বলছিলাম কি—আজ রাত্রে চল একটা পার্টিতে যাই। জিনা গ্লাদিশ-এর ওখানে আসবে সবাই। মেয়েরা প্রায়ই আমাকে বলে তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু তুমি তো আজকাল রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই ভাব না দেখি। মাঝে মাঝে একটু আমোদ-টামোদ কি একেবারেই করতে চাও না? এক আধবার পড়াশোনা বাদ দেওয়াটা ভালই হবে তোমার পক্ষে,' পাভেলকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল কাতিউশা।

'কী ধরনের পার্টি? কী করব সেখানে গিয়ে?'

'কী করব সেখানে গিয়ে!' টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল কাতিউশা। 'প্রার্থনার শ্লোক উচ্চারণ করব না নিশ্চয়ই, একটু মজা জমিয়ে সময় কাটাব আর কি। তুমি না অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে পার? আমি একবারও তোমার বাজনা শুনি নি! আজ সন্ধ্যায় এসে আমাদের বাজিয়ে শোনাও, কেমন? আমার জন্যেই না হয় বাজালে একবার। জিনার মামার একটা অ্যাকর্ডিয়ন আছে, কিন্তু একদম বাজাতে পারে না সে। মেয়েদের ভারি আগ্রহ তোমার সম্বন্ধে, কিন্তু তুমি তো বইয়ের পোকা একটা। কমসমোল সভ্যদের আমোদ-আহ্লাদ করতে নেই—একথা কে বলেছে তোমায়? এসো বলছি, তা

নইলে তোমাকে রাজী করাতে গিয়ে এমন রাগ ধরে যাবে যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে একমাস কথা বলব না তোমার সঙ্গে।'

বাড়িঘর রঙ করে কাতিয়া — ভাল কমরেড সে, প্রথম সারির কমসমোল কর্মী। পাভেল তার মনে আঘাত দিতে চায় না বলেই রাজী হয়ে গেল, যদিও ওই ধরনের আসরে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করে সে, বেজায়গায় এসে পড়ছে বলে মনে হয় তার।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার প্লাদিশ-এর বাড়িতে একদল তরুণ-তরুণী ভিড় জমিয়ে তুলে গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। বড়োরা আরেকটা ঘরে চলে এসেছে। ছোট বাগানটার সামনে বারান্দাওয়ালা বড়ো ঘরের মধ্যে গোটা পনের ছেলেমেয়ে। বাগানের পথ বেয়ে কাতিউশা যখন পাভেলকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এসে উঠল, তখন 'পায়রাদের খাওয়ানো' নামে একটা খেলা চলছিল। বারান্দার মাঝখানে পিঠাপিঠি দুটো চেয়ার বসানো। গৃহকর্ত্রী খেলাটা পরিচালনা করছে — তার ডাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে চেয়ারদুটোয় বসেছে পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে। সে যেই বলছে: 'এবার পায়রাদের খাওয়াও!' অমনি ছেলেমেয়ে-দুটি পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে সবাইকার সামনে পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খাচ্ছে। এর পরে ওরা খেলা শুরু করল — 'আঙটি' আর 'ডাকপেয়াদা' — দুটোই চুমো-খাওয়ার খেলা, যদিও এই শেষের খেলাটায় খেলোয়াড়রা আলোয় উজ্জ্বল বারান্দায় প্রকাশ্যে চুমো-খাওয়াটা এড়িয়ে গিয়ে আলো-নেভানো ঘরের মধ্যে ঢুকে চুমো খাচ্ছে। যারা এই সব খেলায় বিশেষ উৎসাহী নয়, তাদের জন্য এক কোণে ছোট্ট একটা গোল টেবিলের ওপর রাখা আছে নানারকম ফুলের ছবি আঁকা এক প্যাকেট তাস — এই তাসের খেলাটাকে বলে 'ফুল-পিরিতি'। পাভেলের পাশ থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এল — বছর ষোলো বয়েস, চোখের রঙ হাল্কা নীল, নাম বলে জানাল নিজের পরিচয় — মুরা; চটুল চোখে পাভেলের দিকে একনজর তাকিয়ে তার হাতে একটা তাস তুলে দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'ভায়োলেট ফুল।'

কয়েক বছর আগে পাভেল এই ধরনের পার্টিতে উপস্থিত থেকেছে এবং এসব চপলতায় সরাসরি যোগ না দিলেও সে এগুলোকে সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু এখন সে মফঃস্বল শহরের এই সব পেটি বুর্জোয়াসুলভ হালচাল থেকে নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাই আজকের এই পার্টিটা তার কাছে ন্যক্কারজনক আর নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপাতত তার হাতে ধরা রয়েছে ওই 'ফুল-পিরিতি'র তাসখানা।

ভায়োলেট ফুলের উল্টো দিকে তাসখানার গায়ে লেখা আছে: 'আপনাকে আমার ভারি ভাল লাগে।'

মেয়েটির দিকে তাকাল পাভেল। বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে সে পাল্টা তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে।

'কেন ?'

কেমন যেন ভোঁতা শোনাল পাভেলের প্রশ্নটা। কিন্তু খেলার নিয়ম অনুসারে মুরার উত্তরও তৈরি আছে।

'গোলাপ ফুল,' বলে সে তার হাতে আরেকটা তাস তুলে দিল।

গোলাপ ফুল আঁকা তাসটার গায়ে লেখা আছে: 'আপনিই আমার আদর্শ।' পাভেল মেয়েটির দিকে ফিরে গলার স্বরটাকে নরম শোনাবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল, 'এই সব বাজে ব্যাপারের মধ্যে কেন যাও ?'

মুরা এমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল যে সে কী বলবে ভেবে পেল না।

অভিমানের ভঙ্গীতে ঠোঁট ফুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমার এই স্বীকৃতি কি আপনার ভাল লাগল না ?'

প্রশ্নটার কোন উত্তর দিল না পাভেল। কিন্তু এই মেয়েটির সম্বন্ধে আরও জানার আগ্রহ জেগেছে তার মনে। কতকগুলো প্রশ্ন করল সে মেয়েটিকে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই উত্তর দিল মুরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাভেল জেনে ফেলেছে যে সে মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করছে, তার বাবা মেরামত কারখানায় কাজ করে, পাভেলকে সে অনেকদিন ধরে জানে এবং তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেও ছিল তার।

'তোমার পদবীটা কি ?' জিজ্ঞেস করল পাভেল।

'ভলিনৎসেভা।'

'তোমার ভাই তো ডিপোর একটি বিভাগীয় কমসমোল সেলের সম্পাদক, না ?'

'হ্যাঁ।'

পাভেল স্পষ্টই দেখতে পেল — এই জেলার কমসমোল কর্মীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে কর্মঠ, ভলিনৎসেভ তাদের একজন হওয়া সত্ত্বেও, নিজের বোনটিকে একটি অজ্ঞ আর নিতান্ত হালকা স্বভাবের মেয়ে হিসেবে সে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে। গত এক বছর ধরে মুরা তার বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে এই ধরনের পার্টিতে এসে অসংখ্যবার এরকম চুমো-খাওয়া-খেলায় যোগ দিয়েছে। মুরা জানাল, সে তার ভাইয়ের ওখানে কয়েকবার পাভেলকে দেখেছে।

মুরা বুঝতে পেরেছে যে পাভেল তার হালচালকে ঠিক সমর্থন করছে না। তাই তার যখন খেলায় ডাক পড়ল, তখন পাভেল করচাগিনের মুখে উপহাসের হাসিটা লক্ষ্য করে মুরা 'পায়রাদের খাওয়ানো'র জন্য আসতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল।

কয়েক মিনিট বসে বসে কথাবার্তা বলল ওরা দু'জনে, মুরা তার নিজের সম্বন্ধে আরও খবরাখবর জানাল। তারপর জেলেনোভা এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'অ্যাকর্ডিয়নটা এনে দেব?' জিজ্ঞেস করেই মুরার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে সে বলল, 'তোমরা দু'জনে খাতির জমিয়ে ফেলেছ দেখছি?'

পাভেল নিজের পাশে কাতিউশাকে বসিয়ে চারদিকে যে গোলমাল আর হাসাহাসির রোল উঠেছে তারই অজুহাতে বলল, 'আজ আর বাজাব না, থাক। আমি আর মুরা চলি।'

'ওঃ হো! তুমি তাহলে পটেছ ওর সঙ্গে?' ঠাট্টা করল জেলেনোভা।

'হ্যাঁ, তাই। আচ্ছা কাতিউশা, এখানে আমরা ছাড়া আর কোন কমসমোল সভ্য আছে কিনা বল তো? নাকি, শুধু আমরাই এই 'পায়রা খাওয়ানো' ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি?'

'এসব বাজে ব্যাপারে আর না,' বলল কাতিউশা পাভেলকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে, 'এবার নাচব আমরা।'

উঠে দাঁড়াল পাভেল।

'আচ্ছা বেশ, তাহলে নাচো তোমরা। মুরা আর আমি চললাম কিন্তু।'

* * *

আন্না বোরহার্ট একদিন বিকেলের দিকে ওকুনেভের ঘরে এসে দেখে পাভেল সেখানে একা রয়েছে।

'খুব ব্যস্ত আছ নাকি, পাভেল? শহর সোভিয়েতের সভায় চল না? আমি ঠিক একা যেতে চাচ্ছি না, বিশেষ করে ফিরতে রাত হবে বলেই।'

পাভেল তৎক্ষণাৎ রাজী হল। বিছানার ওপরে পেরেকে ঝোলানো তার মাউজার-পিস্তল নিতে গিয়ে, বড়ো ভারি হবে বলে পাভেল সেটা না নিতেই মনস্থ করল। তার বদলে দেরাজটার ভেতর থেকে ওকুনেভের পিস্তলটা বের করে পকেটে গুঁজে নিল। ওকুনেভের জন্য একটা চিরকুট লিখে রেখে চাবিটা একটা আগে স্থির করা জায়গায় রেখে দিল।

থিয়েটার বাড়িতে যেখানে সভা বসেছে, সেখানে এসে পানক্রাতভ আর ওলগা ইউরেনেভার সঙ্গে ওদের দেখা হল। হল-ঘরের মধ্যে সবাই একসঙ্গে বসল, সভার কাজের বিরতির সময়ে দল বেঁধে তারা ঘুরে বেড়াল সামনের ময়দানে। আন্না যা ভেবেছিল তাই — সভা শেষ হল অনেক রাত্রিতে।

ওলগা জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রিটা বরং আমার এখানেই থেকে যাও? অনেক রাত হয়ে গেছে, যেতেও তো হবে বহু দূর।'

কিন্তু আন্না রাজী হল না। 'পাভেল আমাকে বাড়ি পেঁৗছে দেবে বলেছে,' বলল সে।

পানক্রাতভ আর ওলগা বড়ো রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল, আর ওরা দু'জনে চলল সলোমেন্‌কার চড়াই রাস্তাটা ধরে।

অন্ধকার, গুমোট রাত্রি। সভায় যোগ দিতে এসেছিল যারা, তারা যখন বিভিন্ন রাস্তা বেয়ে বাড়িমুখো রওনা হল, তখন গোটা শহরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের কথাবার্তা আর পায়ের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। শহরের কেন্দ্র থেকে দূরের পথে আন্না আর পাভেল দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে। বাজারের জায়গায় একজন টহলদার পাহারাওয়ালা তাদের থামিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করে তারপর যেতে দিল। দু'ধারে গাছের সারি বসানো চওড়া রাস্তাটা পার হয়ে তারা এসে পড়ল একটা অন্ধকার নিস্তব্ধ রাস্তায়, যেটা চলে গেছে একটা ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে। বাঁয়ে ঘুরে তারা দু'জনে চলল রেলের বড়ো গুদাম-বাড়িগুলোর সমান্তরাল সড়কটা বেয়ে — রাস্তার পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কংক্রিটের লম্বা বিষণ্ণ বিদ্‌ঘুটে চেহারার গুদাম-বাড়িগুলো। কিসের যেন একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় ভরে উঠেছে আন্নার মন। উদ্বিগ্ন চোখে অন্ধকার ভেদ করে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে সে, সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তরে ঘাবড়ে-যাওয়া গলায় ভাঙা-ভাঙা জবাব দিচ্ছে। ভয়ংকর একটা ছায়াকে যখন লক্ষ্য করে দেখা গেল যে সেটা টেলিফোনের একটা খুঁটি মাত্র, তার চেয়ে ভয়ানক কিছু নয়, তখন জোরে হেসে উঠল আন্না, পাভেলকে তার মানসিক উদ্বেগের কথাটা খুলে বলল। পাভেলের বাহুটা চেপে ধরল সে, তার কাঁধে চাপ পড়ায় ভরসা বোধ করল।

'মোটে বাইশ বছর বয়েস আমার, কিন্তু বুড়ির মতো স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগি আমি। আমাকে ভীতু বলে ভাবলে কিন্তু তোমার ভুল হবে। কিন্তু আজ রাত্রে আমার স্নায়ুগুলো সব কেমন যেন টান টান হয়ে আছে। অবশ্য তুমি সঙ্গে থাকাতে আমার নিজেকে দিব্যি নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে। সত্যি, ভয় পাচ্ছি বলে লজ্জা হচ্ছে আমার।'

সত্যিই, রাত্রির অন্ধকার, জায়গাটার নির্জনতা আর এইমাত্র সভায় শুনে আসা আগের রাত্রে শহরতলীর একটা বীভৎস হত্যার ঘটনা আন্নার মনে যে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল, সেটা পাভেলের ধীর শান্ত ভাব দেখে কেটে গেল — জ্বলন্ত সিগারেটের আভায় পাভেলের মুখের একটা পাশ এক মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল, তার চোখের ভুরুদুটোর বলিষ্ঠ বাঁকা টান দেখে সাহস পেল আন্না।

মাল-গুদামের বাড়িগুলো পেছনে পড়ে গেছে। ছোট একটা নদীর ওপর দিয়ে

সাঁকোটা পার হয়ে ওরা সড়কটা ধরে এসে পড়ল রেল-লাইনের বাঁধের নিচে সুড়ঙ্গটার কাছাকাছি, যেটা শহরের এই দিকটার সঙ্গে রেলওয়ে অঞ্চলের যোগসূত্র।

এতক্ষণে ওদের ডান দিকে অনেক পেছনে পড়ে গেছে রেল-স্টেশনের বাড়িগুলো। সুড়ঙ্গটা এসে পড়েছে একটা কানা গলিতে, ডিপোর ওদিকে। ওরা দু'জনে পরিচিত জায়গায় এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই।

রেল-লাইনের গায়ে দূরে অন্ধকারে দপদপ করছে সিগন্যাল-সংকেতের রঙীন আলোগুলো, ডিপোর পাশে একটা শান্টিং ইঞ্জিন রাত্রির মতো ডিপোয় ফিরে যাবার পথে ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

সুড়ঙ্গের মুখটার উপরে মরচে-ধরা আঁকশির গায়ে ঝুলছে রাস্তার আলোটা। বাতাসে দুলছে সেটা অল্প অল্প, তার ঘোলাটে হলদে আলোটা সুড়ঙ্গের এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে সরে সরে যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গের মুখটা থেকে গজ দশেক দূরে সড়কটার পাশে ছোট একটা নিঃসঙ্গ কুটির। দু'বছর আগে একটা বিরাট গোলা এসে ওটার গায়ে লেগে ভেতরটা একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, ধসে পড়েছে সামনের অংশটা, ফলে এখন কুটিরখানা একটা বিরাট গর্তের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, পথের ধারে ভিখিরি যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তার অঙ্গহানির প্রদর্শনী খুলে। বাঁধের ওপর দিয়ে সশব্দে একটা ট্রেন বেরিয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আন্না বলল, 'এবার প্রায় বাড়ি পেঁাছে গেছি আমরা।'

পাভেল আলগোছে নিজের বাহুটা ছাড়িয়ে নেবার একবার চেষ্টা করল। সড়কটার কাছাকাছি চলে আসতে নিজের অজানতেই বান্ধবীর বন্ধন থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

কিন্তু আন্না ছাড়ল না তার হাত।

ভেঙে-পড়া বাড়িটাকে ছাড়িয়ে এল তারা।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ হল তাদের পেছনে — ছুটে চলা পায়ের শব্দ, ঘোঁৎঘোঁৎ নিঃশ্বাসের শব্দ।

পাভেল একটা ঝাঁকুনি দিল হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে আন্না প্রাণপণে চেপে ধরেছে তাকে। পাভেল যখন জোর করে হাতটা ছিনিয়ে নিল, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সাঁড়াশির মতো একটা চাপে আটকা পড়ে গেছে তার ঘাড়টা। আর এক মুহূর্ত পরে একটা পাক খেয়ে তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হল আক্রমণকারীর মুখোমুখি। সেই হাতটা উঠে এসেছে পাভেলের গলার ওপরে, শার্টের কলারটা এমনভাবে মুচড়ে ধরেছে যাতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছে, চেপে ধরে

দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে একটা পিস্তলের নলের মুখোমুখি, চোখের ওপরে পিস্তলের নলটা ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে।

অতিমানুষিক একটা স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে পাভেলের চোখদুটো সম্মোহিতভাবে পিস্তলের নলটার ঘুরে যাওয়াটাকে অনুসরণ করছে। ওই নলটার ফাঁক দিয়ে মৃত্যু চেয়ে আছে তার দিকে, কিন্তু নিজের চোখদুটোকে ওখান থেকে সরিয়ে নেবার মতো শক্তি তার নেই। শেষ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু আক্রমণকারীটা গুলি করল না। বিস্ফারিত চোখে পাভেল ডাকাতটার মুখখানা দেখল — বিরাট মাথা, ভারি চোয়াল, গোঁফ আর না-কামানো দাড়ির কালো ছায়া। কিন্তু টুপিটার চওড়া বেড়ের নিচে তার চোখদুটো দেখা যাচ্ছে না।

পাভেল আড়চোখে এক নজর আন্নার খড়ির মতো সাদা মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল — তাকে ততক্ষণে আক্রমণকারীদের তিনজনের মধ্যে একজন কুটিরটার দেয়ালে হাঁ করা গর্তের দিকে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। নির্মমভাবে তার হাতদুটো মুচড়ে ধরে লোকটা তাকে মাটিতে ফেলে দিল। আরেকটা কালো মূর্তি লাফিয়ে এগিয়ে এল তাদের দিকে। পাভেল শুধু সুড়ঙ্গের গায়ে তার ছায়াটা দেখতে পেল। পেছনে ভাঙা বাড়িটার মধ্যে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেল সে। বেপরোয়া হয়ে যুঝছে আন্না — মুখের মধ্যে একটা টুপি গুঁজে দিতেই দমবন্ধ হয়ে আসা তার চিৎকারটা হঠাৎ থেমে গেল। বিরাট মাথাওয়ালা যে দুর্বৃত্ত পাভেলকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে, সে আন্নার ওপরে ধর্ষণের জায়গাটায় যেতে চাইল — জানোয়ার যেমন তার শিকারের দিকে এগিয়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা গেল — এই লোকটাই দলের সর্দার এবং এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকাটা ঠিক তাকে সাজে না। এই যে ছোঁড়াটাকে সে কাবু করে রেখেছে, ওটা একটা আনাড়ি মাত্র, দেখে মনে হয় ওই 'ডিপোর চ্যাংড়া'দের একটা। ওরকম একটা পোঁটা-নাক বাচ্চার কাছ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। 'ওটার মাথার ওপরে বেশ গোটা কতক গোঁত্তা বসিয়ে দিয়ে ওই মাঠটার ওপর দিয়ে কেটে পড়তে বললেই পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে ও শহর পর্যন্ত গোটা পথটা ছুটে চলে যাবে,' ভাবল ডাকাতটা।

পাভেলকে চেপে ধরা মুঠোটায় ঢিল দিয়ে সে বলল, 'পা চালা হে, এই!.. যে পথে এসেছিলি সেই দিকে কেটে পড়্, কিন্তু খবরদার, চেঁচালেই একটি গুলি গিয়ে ঢুকবে মাথায়।'

পাভেলের কপালের ওপরে পিস্তলের নলটাকে চেপে ধরল সে।

'যা, দৌড়ে পালা!' কর্কশ স্বরে ফিসফিসিয়ে বলে পিস্তলটা নামিয়ে নিল সে, যাতে ছেলেটা পেছন দিক থেকে পিঠে গুলি এসে বিঁধবে বলে ভয় না পায়।

টলতে টলতে পিছু হটে গেল পাভেল, আক্রমণকারীর ওপরে চোখ রেখে পাশ ফিরে দৌড়তে লাগল সে।

দুর্বৃত্তটা ভাবল যে সে গুলি করবে বলে ছোঁড়াটা এখনও ভয় পাচ্ছে, তখন সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাঙা বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

পাভেলের হাতখানা মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে গেল তার পকেটের মধ্যে। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে তাকে! ঘুরে দাঁড়াল সে, বাঁ হাতখানা টান করে বাড়িয়ে ধরল, দ্রুত নিশানা ঠিক করে নিয়েই গুলি ছুড়ল।

ডাকাতটা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারল, তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। হাতখানা তুলবার আগেই গুলিটা তার পাশ ফুঁড়ে বিঁধে গেছে।

গুলির ধাক্কায় একটা গোঙানির শব্দ করে লোকটা সুড়ঙ্গের দেয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, দেয়ালটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করতে করতে মাটিতে পড়ল সে। বাড়িটার মধ্যে থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এসে নিচে নালিটার দিকে ছুটে গেল। তার দিকে ধাওয়া করে পাভেল আরেকটা গুলি ছুড়ল। দ্বিতীয় একটা ছায়া নিচু হয়ে গুঁড়ি মেরে এক দৌড়ে ছুটে গেল সুড়ঙ্গটার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। গুলির আওয়াজ হল আর একটা। দেয়ালের গা থেকে গুলি লেগে ঝরে পড়া কংক্রিটের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে কালো মূর্তিটা একপাশে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরেকবার ব্রাউনিং-পিস্তলের আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। দেয়ালের গায়ে বিরাট মাথাওয়ালা সেই ডাকাতটার দেহ মৃত্যুযন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে।

আন্নাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল পাভেল। বিহ্বল হয়ে পড়েছে আন্না; বিপদটা কেটে গেছে বলে বিশ্বাস করতে পারছে না সে — বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ডাকাতটার দেহের খিঁচুনির দিকে।

পাভেল তাকে সুড়ঙ্গের ওপরকার আলোর বৃত্তটার বাইরে অন্ধকারের দিকে ধরে ধরে নিয়ে এসে ফিরে চলল শহরের দিকে। রেল-স্টেশনের দিকে যখন তারা ছুটে চলেছে, তখন সুড়ঙ্গের কাছে বাঁধটার ওপরে গোটাকতক আলো মিটমিট করছে, রেল-লাইনের ওপর দিয়ে একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

* * *

আন্নার ঘরে এসে যখন তারা পৌঁছল, তখন বাতিয়েভা পাহাড়ে কোথাও মোরগ ডাকছে। আন্না শুয়ে পড়ল বিছানায়। পাশের টেবিলে বসে পাভেল সিগারেট টানতে

টানতে ওপর দিকে উঠে-যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো লক্ষ্য করছে...' এই নিয়ে জীবনে চারবার সে মানুষ খুন করল।

সাহস বলে কোন জিনিস আছে নাকি — অবাক হয়ে ভাবছে সে — এমন জিনিস যা সবসময়ে একেবারে নিখুঁতভাবে প্রকাশ পায়? ঘটনাটার সমস্ত অনুভূতিগুলিকে মনে মনে আরেকবার অনুভব করে নিয়ে সে স্বীকার করল যে পিস্তলের নলটার ভয়ঙ্কর কালো চোখটা যখন তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন সেই প্রথম কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার হৃৎপিণ্ডটাকে হিমশীতল মুঠোয় চেপে ধরেছিল আতঙ্ক। আর, ঐ যে ছায়ামূর্তি দুটো পালিয়ে যেতে পারল, সেটা কি শুধুই তার দুর্বল দৃষ্টিশক্তির জন্য, আর তাকে বাঁ হাতে গুলি করতে হয়েছে বলেই? না। ওই কয়েক পা দূর থেকে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কথা নয়। স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে আর তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই তার হাত কেঁপে গেছে — এই দুটোই ঘাবড়ে যাবার লক্ষণ।

টেবিল-ল্যাম্পটার আলো পড়েছে তার মুখে। তাকে লক্ষ্য করতে করতে আন্না তার মুখে প্রত্যেকটি অদলবদল লক্ষ্য করছে। পাভেলের চোখের দৃষ্টি শান্ত, শুধু ভুরুর কুঁচকানিতে তার মনের একাগ্রতা ফুটে উঠেছে।

'কী ভাবছ, পাভেল?'

আলোর বৃত্তের বাইরে ধোঁয়াটা যেমন মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি এই আকস্মিক প্রশ্নে তার চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল এবং প্রথমেই যে-কথাটা তার মাথায় এল সেইটেই সে বলল, 'একবার কম্যাণ্ড্যাণ্টের দপ্তরে যেতে হবে আমাকে। এই ব্যাপারটা এখুনি রিপোর্ট করা দরকার।'

ভয়ানক একটা ক্লান্তির চেতনায় সে অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

একলা থাকার চিন্তায় একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ল আন্না, পাভেলের হাতখানা চেপে ধরে রইল সে। তারপরে দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে, রাত্রির অন্ধকারে সে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। এখন বড় আত্মীয় হয়ে উঠল পাভেল তার কাছে।

রেলওয়ের পাহারাওয়ালারা এই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল, পাভেল করচাগিনের রিপোর্ট পাবার পর সমস্ত ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মৃতদেহটাকে 'মড়ামাথা ফিম্‌কা' নামে একজন কুখ্যাত বদমাইশের বলে সনাক্ত করা গেল, লোকটা দীর্ঘকাল জেল-খাটা একজন খুনী ডাকাত।

সুড়ঙ্গের কাছের ওই ঘটনাটা নিয়ে পরের দিন সবাই বলাবলি করতে লেগে গেল। এদিকে পাভেল আর স্‌ভেতায়েভের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াল ঘটনাটা।

শিফ্‌টের মাঝখানে কর্মশালায় এসে স্‌ভেতায়েভ পাভেল করচাগিনকে একবার বাইরে আসতে বলল। নিঃশব্দে সে পাভেলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বারান্দাটার দূর প্রান্তের এক কোণে। দারুণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, কীভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সে হঠাৎ বলে উঠল, 'কাল কী ঘটেছিল বল।'

'তুমি তো জানই।'

অস্বস্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল স্‌ভেতায়েভ। সুড়ঙ্গের ঘটনাটা সম্বন্ধে স্‌ভেতায়েভের যে আর সবার চেয়ে বেশি আগ্রহ থাকতে পারে, পাভেল তা জানত না। বাইরের দিক থেকে সে যতোই ঔদাসীন্য দেখাক, আন্না বোর্‌হার্ট-এর প্রতি এই কামার-ছেলেটির মনে একটা গভীর আকর্ষণ জন্মেছে, তা সে জানত না। মেয়েটির প্রতি যে সে একাই আকৃষ্ট, তা নয়, কিন্তু সে ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই লাগুতিনা তাকে গত রাত্রের সুড়ঙ্গের ঘটনাটার কথা বলেছিল। শোনার পর থেকেই সে একটি জবাব না পাওয়া প্রশ্নের যন্ত্রণায় মনে মনে জর্জরিত হচ্ছে। পাভেলের কাছে সে সরাসরি প্রশ্নটা তুলতে পারছে না, অথচ উত্তরটা তার জানাই চাই। তার চেতনার খোঁচায় সে বুঝতে পারল যে তার এই প্রশ্নটা হীন আর স্বার্থপ্রণোদিত, কিন্তু তার মনের মধ্যে যেসব বিরোধী আবেগের সংঘাত চলেছে, সেই সংঘাতে বর্বর আর আদিম মানুষটিই জয়ী হল।

'শোন, করচাগিন,' চাপা গলায় বলল সে, 'এটা শুধু তোমার-আমার মধ্যে। আমি জানি, আন্নার কথা ভেবেই তুমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইবে না, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমাকে শুধু বল, তোমাকে যখন ডাকাতটা পিস্তল ধরে আটকে রেখেছিল তখন অন্য দু'জন আন্নার ওপরে বলাৎকার করেছে কিনা?' বিমূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে কথাটা শেষ করবার আগেই চোখ ফিরিয়ে নিল।

অস্পষ্টভাবে ক্রমশ করচাগিন বুঝতে থাকল — স্‌ভেতায়েভকে পীড়িত করছে কোন প্রশ্নটা। 'আন্নার জন্যে যদি ওর কিছুমাত্র ভাবনা না থাকত, তাহলে ও এতোটা বিহ্বল হয়ে পড়ত না। কিন্তু আন্নাকে যদি ও ভালোবাসেই, তাহলে...' ভাবতে ভাবতে পাভেল আন্নার হয়ে অপমানিত বোধ করল।

'একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

স্‌ভেতায়েভ জড়িয়ে কতকগুলো অসংলগ্ন কথা বলল। তার আসল প্রশ্নটা যে পাভেল বুঝতে পেরেছে, সেটা অনুভব করে সে চটে উঠল। বলল, 'আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কর না। আমি শুধু সরাসরি জবাব চাই।'

'আন্নাকে ভালবাসো তুমি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জোর করে নিজেকে দিয়ে বলাল স্ভেতায়েভ, ‘হ্যাঁ।’

চেষ্টা করে রাগটাকে চেপে গিয়ে করচাগিন ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল বারান্দা বেয়ে, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

* * *

একদিন রাত্রের দিকে ওকুনেভ তার বন্ধুর বিছানাটার আশেপাশে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর শেষ পর্যন্ত একধারে বসে পড়ে পাভেল যে-বইটা পড়ছিল, সেটার ওপরে হাতখানা রাখল।

‘শোন্, পাভলুশা, একটা কথা বলে মনের বোঝাটা নামিয়ে ফেলতে চাই। একদিক থেকে অবশ্য এটাকে তেমন গুরুতর বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু আরেক দিক থেকে আবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তালিয়া লাগুতিনা আর আমার মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটেছে। বুঝলি কিনা, প্রথম প্রথম আমার ওকে বেশ ভাল লাগত।’ ওকুনেভ বোকার মতো মাথাটা চুলকোতে থাকল, কিন্তু বন্ধুর মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই দেখে, ভরসা পেয়ে সে বলে চলল, ‘কিন্তু তারপরে, তালিয়া... মানে বুঝতেই পারছিস। আচ্ছা যাক, অতো সব খুঁটিনাটি বলার দরকার নেই, ওসব না বললেও ব্যাপারটা বেশ বোঝা যায়। আমি আর তালিয়া একসঙ্গে থাকব বলে গতকাল ঠিক করেছি, দেখা যাক কেমন চলে। আমার বয়েস বাইশ বছর, আমরা দু’জনেই সাবালক। আরমা দু’জনে সমান সমান অধিকারের ভিত্তিতে সংসার পাততে চাই। কী মনে হয় তোর ?’

প্রশ্নটা একটু ভেবে দেখল পাভেল।

‘আমি আর কী বলব, কোলিয়া ? তোমরা দু’জনেই আমার বন্ধু, একই গোষ্ঠীভুক্ত, আর সবকিছুতেই তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিল আছে। তালিয়া ভারি চমৎকার মেয়ে। সবকিছু বেশ বোঝা যায়।’

পরের দিন করচাগিন শ্রমিকদের হোস্টেলে এসে উঠল এবং আরও দিন কতক বাদে তালিয়া লাগুতিনা আর নিকোলাই ওকুনেভের সম্মানে আন্না বোর্হার্ট একটা পার্টি দিল — কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের অনাড়ম্বর পার্টি, তাতে পান-ভোজনের ব্যবস্থা নেই। পরস্পরে মিলে অতীত দিনের স্মৃতিমন্থন করে আর প্রিয় লেখকদের বই থেকে জায়গা বিশেষ পড়ে শুনে কাটল সন্ধ্যেটা। অনেকগুলো গান গাইল তারা, সুন্দর গাইল সবাই। প্রাণমাতানো সুর অনেকদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল।

তারপরে কাতিউশা জেলেনোভা আর ভলিন্‌সেভা একটা অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে এল— মোটা তারের খাদের মসৃণ আওয়াজের সঙ্গে মিহি তারের রুপোলি ঝঙ্কার মিশে গিয়ে সুরের লহরী ঘর ভরিয়ে তুলল। সেদিন সন্ধ্যেয় পাভেল অন্যদিনের চেয়েও ভাল অ্যাকর্ডিয়ন বাজাল। আর, সবার খুশির মধ্যে পানক্রাতভ যখন তার বিরাট দেহটা নিয়ে নাচতে শুরু করে দিল, তখন পাভেল অ্যাকর্ডিয়ন বাজানোর নতুন শেখা ভঙ্গীটা ভুলে গিয়ে আগেকার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বাজানো আরম্ভ করল:

রাস্তা, আমার রাস্তা রে।
দেনিকিন সেথা খাস্তা রে,
আহা, সাইবেরিয়ার 'চেকা'য়
সেথা খতম করল কলচাকে হায়!

অতীত দিনের গান গেয়ে উঠল তার অ্যাকর্ডিয়ন, সেই আগুনে সব দিনগুলোর গান, আর আজকের মৈত্রী আর সংগ্রাম আর আনন্দের গান। কিন্তু তারপরে যখন যন্ত্রটা ভলিন্‌সেভকে এগিয়ে দেওয়া হল আর সে ঘূর্ণি-মাতানো 'ইয়াব্‌লোচ্‌কো' নাচের ছন্দ বাজাতে শুরু করে দিল, তখন করচাগিন সবাইকে অবাক করে উদ্দাম ট্যাপ নাচ জুড়ে দিল— জীবনে এই তৃতীয় এবং শেষবারের মতো নাচল সে।

চতুর্থ অধ্যায়

এখানে সীমান্ত। মৌন শত্রুতায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুটো খুঁটি, প্রত্যেকটা দাঁড়িয়েছে তার নিজস্ব জগতের সপক্ষে। একটা খুঁটি চাঁচাছোলা, পালিশ করা। পাহারাদার পুলিশের চৌকির গায়ে যেমন থাকে তেমনি সাদায়-কালোয় রঙ-করা, মাথার ওপরে শক্ত শক্ত পেরেক ঠুকে আটকানো একটা এক-মাথাওয়ালা ঈগল পাখি: দুই পাখা ছড়িয়ে, ডোরা-কাটা খুঁটিটা থাবা দিয়ে চেপে, বাঁকানো ঠোঁট সামনের দিকে তীক্ষ্ণভাবে বাড়িয়ে ধরে শিকারী পাখিটা বিদ্বেষভরা চোখে তাকিয়ে আছে উল্টো দিকে— খুঁটিটার গায়ে আটকানো ঢালাই-করা লোহার বর্মের ওপরে খোদাই করা কাস্তে-হাতুড়ির চিহ্নটার দিকে। ভারি, গোল, ওক-কাঠের এই খুঁটিটা মাটির বুকে শক্ত করে গেড়ে বসানো। খুঁটিদুটো পোঁতা আছে সমতল জমির বুকে পরস্পর থেকে পনর ফুট দূরে, কিন্তু এই দুটো খুঁটির মধ্যে গভীর একটা ব্যবধান— দুই জগতের ব্যবধান। প্রাণের ঝুঁকি না নিয়ে এদের মাঝখানকার এই ছ'পা জমির ব্যবধান পার হওয়া যাবে না।

সীমান্ত।

কৃষ্ণ সাগর থেকে দূর উত্তরে সুমেরু সাগর পর্যন্ত শত শত মাইল জুড়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রহরায় এই মৌন নিশ্চল সান্ত্রীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে — তাদের লোহার বর্মের বুকে আঁকা শ্রমের মহৎ নিদর্শন কাস্তে-হাতুড়ির চিহ্ন নিয়ে। হিংস্র ঈগল পাখিটাকে মাথায় নিয়ে যেখানে ওই খুঁটিটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটা সোভিয়েত ইউক্রেন আর বুর্জোয়া পোল্যাণ্ডের সীমান্তরেখাকে চিহ্নিত করছে। ছোট্ট বেরেজ্‌দভ্‌ শহর থেকে এটা সাত মাইল দূরে — ইউক্রেনের উপান্তে যেন হারিয়ে গেছে শহরটা। আর এর উল্টো দিকে ছোট্ট পোলিশ শহর কোরেৎস। স্লাভুতা থেকে আনাপোল পর্যন্ত সীমান্ত-অঞ্চলটাকে পাহারা দেয় সীমান্তরক্ষী ফৌজের একটা ব্যাটালিয়ন।

সীমান্ত চিহ্নিত করে এই খুঁটিগুলো চলে গেছে বরফ ঢাকা মাঠের বুকের ওপর দিয়ে, বনের মধ্যে জঙ্গল কেটে সাফ করা জায়গার ফাঁকে ফাঁকে, উপত্যকার উৎরাই ভেঙে, আর পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে চুড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে একটা নদীর উঁচু পাড়ের ধারে — সেখানে দাঁড়িয়ে বরফের আস্তরণে ঢাকা ভিন্‌দেশী মাঠপ্রান্তরকে লক্ষ্য করছে।

কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। ফেল্টবুটের তলায় জমাট বরফ খচখচ-কড়মড় করছে। দৈত্যের মতো বিরাট একজন লাল ফৌজের লোক পুরাকাহিনীর অসুরের মাথার উপযোগী একটা মস্ত বড়ো শিরস্ত্রাণ মাথায় চাপিয়ে ভারি পা ফেলে ফেলে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা বর্ম-আঁটা একটা খুঁটির কাছ থেকে এগিয়ে রোঁদ দিচ্ছে। কলারে আর বোতামের মধ্যে সবুজ পটি লাগানো ধূসর রঙের একটা ওভারকোট তার গায়ে, পায়ে ফেল্টের বুট। ওভারকোটের ওপরে আবার গোড়ালি পর্যন্ত নামানো বিরাট কলারওয়ালা ভেড়ার চামড়ার জোব্বা — এই জোব্বা প্রচণ্ডতম তুষার-ঝড়েও মানুষের শরীরকে গরম রাখে। তার মাথায় পশমী কাপড়ের শিরস্ত্রাণ, হাতদুটো ভেড়ার চামড়ার দস্তানায় ঢাকা। সে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। রোঁদে চলতে চলতে বরফের বুকে তার ওভারকোটের প্রান্তটা দাগ কেটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে মাখোরকা তামাকের একটা সিগারেট পাকিয়ে টানছে — দেখে বোঝা যায় ভারি ভাল লাগছে। সোভিয়েত সীমান্ত-প্রহরীরা ওরকম খোলা জায়গায় প্রায় এক মাইল অন্তর একজন করে থাকে, যাতে প্রত্যেকে তার পরবর্তী সান্ত্রীকে সবসময়ে দেখতে পায়। সীমান্তের পোলিশ অঞ্চলে মাইলখানেক অন্তর একজন করে সান্ত্রী।

একটি পোলিশ পদাতিক সৈন্য থপথপ করে পা ফেলে রোঁদ দিতে দিতে এগিয়ে

আসছে লাল ফৌজের সৈনিকটির দিকে। তার পায়ে মোটা চামড়ার ফৌজী বুট, পরনে ধূসর সবুজ রঙের উর্দির ওপরে দুই সারি চকচকে বোতাম লাগানো একটা কালো কোট। মাথায় সাদা ঈগল-চিহ্নিত চার কোণায় ভাঁজ করা ফৌজী ক্যাপ। কাঁধে কাপড়ের পটিতে আর কলারে আরও গোটা কতক শাদা ঈগল আটকানো — কিন্তু তাতে সে একটুও বেশি উষ্ণতা বোধ করছে না। সাংঘাতিক ঠাণ্ডায় তার হাড় পর্যন্ত জমে আসছে, চলতে চলতে সে অসাড় কানদুটোকে অনবরত ঘষছে আর গোড়ালিদুটো ঠুকছে। পাতলা দস্তানায় তার হাতদুটো ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট। পোলিশ সৈন্যটি এক মুহূর্তের জন্যও হাঁটা বন্ধ করার ঝুঁকি নিতে পারে না। মাঝে মাঝে সে দৌড়াচ্ছে — নইলে এক মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাবে তার গাঁটগুলো। রোঁদ দিতে দিতে সান্ত্রী দু'জন যখন কাছাকাছি আসছে, তখন পোলিশ সৈন্যটি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাল ফৌজের সৈন্যটির পাশাপাশি হাঁটছে।

সীমান্ত-অঞ্চলে কথা বলা বারণ কিন্তু মাইলখানেকের মধ্যে যখন আর কোথাও কেউ নেই, তখন দু'দিকে দু'জন মানুষ নিঃশব্দে টহল দিচ্ছে, না আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে, কে আর ধরতে যাবে।

পোলিশ সৈন্যটির একটা সিগারেট খাওয়ার একান্ত ইচ্ছে, কিন্তু ব্যারাক-ঘরে সে তার দেশলাইটা ফেলে এসেছে, এদিকে বাতাসটা সোভিয়েত অঞ্চলের ওধার থেকে তামাকের লোভ-জাগানো সুগন্ধ বয়ে আনছে। পোলিশ সৈন্যটি কান-রগড়ানো থামিয়ে পেছন ফিরে একনজর তাকিয়ে নিল — কে জানে, আবার ক্যাপ্টেন-মশাই কিংবা স্বয়ং পান্ লেফটেন্যাণ্ট হয়তো একদল টহলদার ঘোড়সওয়ার নিয়ে তদারকী রোঁদে বেরিয়ে হঠাৎ একটা ঢিবির আড়াল থেকে এসে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু রোদ ঠিকরানো চোখ ধাঁধানো বরফের শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না। আকাশের বুকে মেঘের লেশমাত্র নেই।

'দেশলাই আছে, কমরেড?' রুশ আর পোলিশ ভাষা মিশিয়ে আইনের পবিত্র নির্দেশটিকে প্রথম লঙ্ঘন করল পোলিশ সৈন্যটি এবং তলোয়ারের মতো বেয়নেটের ফলা-আটকানো ফরাসী ফৌজী রাইফেলটা একটু কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে সে তার কোটের পকেটের তলা থেকে আড়ষ্ট আঙুলে হাতড়ে হাতড়ে টেনে বের করল এক প্যাকেট শস্তা দামের সিগারেট।

লাল ফৌজের সৈন্যটি তার কথা শুনতে পেয়েছে, কিন্তু ফৌজী কানুনে সীমান্তের পারাপারে কথা বলা বারণ। তাছাড়া, সৈন্যটা কী বলতে চায় সেটাও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি সে। তাই সে ভারি ভারি পা ফেলে উষ্ণ নরম ফেল্টবুটের নিচে বরফ কচকচিয়ে টহল দিয়েই চলল।

এবারে পোলিশ সৈন্যটি রুশ ভাষায় বলল, 'কমরেড বলশেভিক, দেশলাই আছে? ছুঁড়ে দাও না?'

লাল ফৌজের লোকটি তার প্রতিবেশীকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভাল করে দেখে নিল। মনে মনে ভাবল, 'বরফ-ঝরা এই শীতে 'পান্‌টি' বেশ ঘায়েল হয়ে পড়েছে দেখছি। হতভাগাটা বুর্জোয়া সৈন্য হলেও, বড়ো কষ্টের জীবন বেচারির। ভাব দিকি — ওই বস্তাপচা পোশাকে এই ঠাণ্ডায় বেরুতে হয়েছে লোকটাকে, খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওকে চলে বেড়াতে হচ্ছে তাতে আর এমন অবাক হবার কী আছে। একটা সিগারেট খাওয়া তো চাইই।' ঘুরে না দাঁড়িয়েই লাল ফৌজের লোকটি দেশলাইয়ের একটা বাক্স ছুঁড়ে দিল তার দিকে। লুফে নিল সেটা পোলিশ সৈন্যটি, বারকতক ব্যর্থ চেষ্টার পর সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুঁড়ে দিল দেশলাইটা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। লাল ফৌজের লোকটি নিয়মকানুন ভেঙে বলে ফেলল, 'রেখে দাও, আমার আরও আছে।'

সীমান্তের ওপার থেকে জবাব এল, 'ধন্যবাদ। তবে, না রাখাই ভাল। আমার পকেটে এই বাক্সটা যদি দেখতে পায় ওরা, তাহলে আমার দু'বছর জেল খাটতে হবে।'

লাল ফৌজের লোকটি ভাল করে দেখল দেশলাইয়ের বাক্সটি। লেবেলের ওপরে ছাপা একটা বিমান, সেটার সামনের হাওয়া-কেটে-চলা পাখনাটার জায়গায় একটা বলিষ্ঠ মুঠো-বাঁধা হাত, আর তার নিচে 'চরমপত্র' কথাটা লেখা।

'তাই তো, এ কি আর ওদের রাখা চলে!'

লাল ফৌজের লোকটির পাশাপাশি পা মিলিয়ে হেঁটে চলেছে পোলিশ সৈন্যটি। এই নির্জন প্রান্তরে বড়ো একা ঠেকছে তার।

* * *

সমান মসৃণ গতিতে ঘোড়াদুটো পা ফেলে পাশাপাশি এগিয়ে চলছে, তাদের পিঠের জিনগুলো থেকে তালে তালে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে। শীতার্ত বাতাসে ঘোড়াদুটোর নিঃশ্বাস জমে গিয়ে দু'-এক মুহূর্তের জন্য সাদা বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। কালো মদ্দা-ঘোড়াটার নাকের চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু বরফ জমে উঠেছে। কমনীয় ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে ঘাড় বেঁকিয়ে চলেছে ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডারের রঙচঙে ফোঁটা-কাটা মাদীটা মুখে আটকানো লাগামটা দোলাতে দোলাতে। ঘোড়সওয়ার দু'জনেরই গায়ে কোমর-বন্ধনী জড়ানো ফৌজী ওভারকোট, হাতার ওপরে তিনটে লাল কাপড়ের চৌখুপি আঁটা। তফাৎ শুধু এই যে ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার গাভ্রিলভের কলারে পটিগুলো

সবুজ, আর তার সঙ্গীর কলারে সেগুলো লাল। গাভ্রিলভ রয়েছে সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীতে — চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইল জুড়ে এই সীমান্ত-অঞ্চলটায় তার ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা পাহারা দেয়। সীমান্তরেখার এই অঞ্চলটুকু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার ওপর। তার যে সঙ্গীটি বেরেজ্‌দভ্‌ শহর থেকে এই সীমান্ত-অঞ্চলটা দেখতে এসেছে সে হল সার্বিক সামরিক ট্রেনিং কেন্দ্রের ব্যাটালিয়ন-কমিশার পাভেল করচাগিন।

আগের রাত্রে বরফ পড়েছিল। তাজা আর সাদা নরম তুষার-আস্তরণের ওপর মানুষ বা জন্তুর পায়ের ছোঁয়া লাগে নি এখনও। ঘোড়া কদমে হাঁকিয়ে ওরা বন থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, প্রায় চল্লিশ পা দূরে ফের দুটো খুঁটি।

এমন সময়ে গাভ্রিলভ হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে করচাগিন দেখে — জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে গাভ্রিলভ বরফের ওপরে একটা অদ্ভুত দাগ লক্ষ্য করছে। দাগটাকে দেখে মনে হয়, কেউ যেন খাঁজ-কাটা একটা ছোট্ট চাকা গড়িয়ে নিয়ে গেছে বরফের ওপর দিয়ে: এই জটিল আর হঠাৎ ধাঁধা-লাগানো নক্সার দাগ কেটে ধূর্ত কোন এক ছোট্ট জন্তু এখান দিয়ে চলে গেছে। জন্তুটা কোন্‌ দিক থেকে কোন্‌ দিকে গেছে বোঝা মুশকিল। কিন্তু ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার থেমে পড়েছে এই দাগটা দেখে নয়। দু'পা দূরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের একটা পাতলা আস্তরণের নিচে আরেক সারি দাগ — মানুষের পায়ের ছাপ। এগুলো যে মানুষেরই পায়ের ছাপ, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই — সরাসরি বনের দিকে চলে গেছে পায়ের দাগগুলো, সীমান্তের পোলিশ অঞ্চল থেকেই যে অনধিকার-প্রবেশকারী এই লোকটি এদিকে ঢুকেছিল, সে সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার লাগামটা টেনে ঘোড়া চালিয়ে পায়ের ছাপটাকে অনুসরণ করে সান্ত্রীর টহল দেবার পথটা পর্যন্ত চলে এল। পোলিশ অধিকারভুক্ত জায়গাটায় প্রায় দশ পা পর্যন্ত পায়ের দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'কেউ একজন কাল রাত্রে সীমান্ত পার হয়ে ঢুকেছিল,' বিড়বিড় করে বলল ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার, 'তিন-নম্বর পল্টনটা দেখছি ফের ঘুমুতে শুরু করেছে — সকালের রিপোর্টে এই ব্যাপারটার কোন উল্লেখ নেই।'

গাভ্রিলভের গোঁফে পাক ধরেছে, সেই গোঁফের ওপরে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নিঃশ্বাসের জলবিন্দুর একটা রুপোলি স্তর। ঠোঁটের ওপর ঝুলে-পড়া সেই গোঁফে তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখাল।

দূর থেকে দুটো মূর্তি এগিয়ে আসছিল। একজন ছোটখাটো, কালো জামা গায়ে, তার ফরাসী বেয়নেটের ফলাটা রোদ্দুরে চিকচিক করছে; অন্যজন লম্বা-চওড়া অসুরের মতো, গায়ে ভেড়ার চামড়ার হলদে কোট। পেটের নিচে পাশের দিকে জুতোর

একটা ধাক্কা খেয়ে ফোঁটা-কাটা মাদীটা জোরে দৌড়তে শুরু করল। ঘোড়সওয়ার দু'জন দ্রুত এসে পড়ল এগিয়ে-আসা মূর্তি-জোড়ার দিকে। ওরা এসে পড়লে লাল ফৌজের লোকটি কাঁধের ওপরে ঝোলানো তার রাইফেলটা টেনে ধরে মুখ থেকে সিগারেটের প্রান্তটা থুৎকে ছুঁড়ে দিল বরফের ওপরে।

'হ্যালো, কমরেড। আপনাদের এলাকায় সব খবর-টবর কী?' লাল ফৌজের সৈন্যটির দিকে ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার হাত বাড়িয়ে দিতে সে তাড়াতাড়ি একটা দস্তানা খুলে ফেলে করমর্দন করল। সীমান্তের এই প্রহরীটি এতো লম্বা যে তার হাত ধরবার জন্য কম্যাণ্ডারকে তার জিনের ওপর থেকে একটুও ঝুঁকে পড়তে হয় নি বললেই হয়।

দূর থেকে তাকিয়ে রইল পোলিশ সৈন্যটি। লাল ফৌজের দু'জন অফিসার একজন সাধারণ সৈন্যকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে যেমন জানায়। এক মুহূর্তের জন্য কল্পনা করার চেষ্টা করল যে সে যেন করমর্দন করছে মেজর জাক্রিয়াজেভ্স্কির সঙ্গে — কিন্তু সে চিন্তাটাও এতোই অদ্ভুত যে, সৈন্যটি চমকে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে নিল।

লাল ফৌজের লোকটি জানাল, 'আমি এইমাত্র পাহারায় হাজির হয়েছি, কমরেড কম্যাণ্ডার।'

'ওখানে ওই দাগটা দেখেছেন?'

'না তো, এখনও দেখি নি।'

'রাত্রে দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত এখানে পাহারায় ছিল কে?'

'সিরোতেঙ্কো, কমরেড ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার।'

'ঠিক আছে, কিন্তু চোখ খোলা রাখবেন।'

ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যাবার আগে কম্যাণ্ডার কড়া গলায় একটা সাবধানবাণী ঘোষণা করল, 'ওসব লোকের থেকে দূরে দূরে থাকলেই ভাল হয়।'

সীমান্ত থেকে বেরেজ্দভের দিকে চওড়া রাস্তাটা বেয়ে তাদের ঘোড়াদুটো যখন কদমে এগিয়ে চলেছে তখন কম্যাণ্ডার তার সঙ্গীকে বলল, 'এই সীমান্ত-অঞ্চলে সবসময়ে চোখ খোলা রাখা দরকার। সামান্য ত্রুটি হলেই তার জন্যে পরে দারুণ পস্তাতে হতে পারে। আমাদের এ ধরনের কাজে চোখটি বুজবার সময় নেই। খোলাখুলি দিনের আলোয় সীমান্ত টপকে আসাটা ততো সহজ নয়, কিন্তু রাত্রে সমস্তক্ষণ সচকিত থাকতে হবে। নিজেই ভেবে দেখ, কমরেড করচাগিন। আমার এই এলাকায় সীমান্ত-রেখা চারটে গ্রামের মাঝখান দিয়ে গেছে। এর ফলে ব্যাপারটা বেশ কিছুটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতোই কাছাকাছি সান্ত্রীদের দাঁড় করানো হোক না কেন, সীমান্তের এক ধারের যতো আত্মীয়স্বজন আরেক ধারের প্রত্যেকটা বিয়ে বা উৎসবে যোগ দেবেই। এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই — সীমান্তের পারাপারে কুটিরগুলোর মধ্যে দূরত্ব তো

মাত্র বিশ-পঁচিশ পা, আর নদীতেও জল এত কম যে মুরগীর ছানাও হেঁটে পার হতে পারে। তাছাড়া, কিছু বেআইনী মাল-চালাচালিও হয়ে থাকে। এর বেশির ভাগটাই যে খুব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে, তা ঠিক — কোন বুড়ী হয়ত সীমানা পার করে দু'-এক বোতল পোলিশ ভোদকা পাচার করল, কিংবা ওই রকম কিছু। কিন্তু বড়ো রকম বেআইনী চালানও বেশ কিছু চলে — বিরাট টাকাওয়ালা সব লোক এই সব কারবার চালায়। সীমান্তের সব গ্রামে পোলিশরা দোকান খুলেছে, সেখানে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায় — শুনেছ তো? ওদের নিজেদের গরিব নিঃস্ব চাষীদের জন্যে যে ওসব দোকান খোলা হয় নি, তা নিশ্চয় জেনো।'

ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডারের কথা শুনতে শুনতে পাভেলের মনে হচ্ছিল: সীমান্ত-অঞ্চলের এই জীবন যেন সমস্তক্ষণ একটা সতর্ক প্রহরা।

'বেআইনী মাল-চালাচালি ছাড়াও আরও গুরুতর কিছুও হয়তো ঘটে থাকে, কি বল কমরেড গাভ্রিলভ?'

'সেই তো মুশকিল,' বিষণ্ণভাবে বলল ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার।

* * *

পাণ্ডববর্জিত ছোট্ট শহর এই বেরেজ্‌দভ্‌। ইহুদীরা যেসব জায়গায় আগে বসবাস করত সেই রকম একটা জায়গা। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো দু'-শো কি তিন-শো ঘর-বাড়ি আর মাঝখানে ডজন দুয়েক দোকানওয়ালা মস্ত বড়ো একটা বাজার-চত্বর। গোবরে ভর্তি নোংরা বাজারের চত্বরটা। খাস শহরের আশপাশ ঘিরে চাষীদের কুঁড়ে-ঘর। কসাইখানায় যাবার পথে ইহুদী-পাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ইহুদীদের পুরনো একটি প্রার্থনা-মন্দির — জীর্ণশীর্ণ একটা বাড়ি। এখনও প্রতি শনিবারে এই প্রার্থনা-মন্দিরে লোকের ভিড় জমে বটে, কিন্তু এর সে ফালাও দিন আর নেই। রাব্বিকে যেভাবে দিন চালাতে হয়, সেটা মোটেই তার মনঃপূত নয়। ১৯১৭ সালে যেটা ঘটে গেছে, সেটা নিশ্চয়ই একটা পাপাচার, — এই যে বেরেজ্‌দভ্‌ শহর, যার কথা স্বয়ং ভগবানও ভুলে বসে আছেন, এখানকার তরুণরাও আর তাকে মর্যাদা অনুযায়ী সম্মানটুকু দেয় না। বুড়ো-বুড়িরা অবশ্য এখন পর্যন্ত শাস্ত্রসম্মত খাবার ছাড়া আর-কিছু খায় না, কিন্তু তরুণদের অনেকেই তো দিব্যি শুয়োরের মাংসের সসেজ্‌ খায় — যে-শুয়োরের মাংসের ওপরে ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন। কথাটা ভাবতেই ঘেন্নায় মন শিউরে ওঠে! ভাবতে ভাবতে রাব্বি বোরুখ রাগের চোটে একটা শুয়োরের গায়ে লাথি ঝেড়ে বসল — শুয়োরটা খাবারের খোঁজে অভিনিবেশের সঙ্গে একটা গোবরগাদা

খ্ঁড়ছিল। বেরেজ্‌দভ্‌ যে একটা জেলা সদর হয়ে উঠেছে, এতে রাব্বিটি মোটেই খুশি নয়। আর কমিউনিস্টরা যে কোথা থেকে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসল তা শয়তানই জানে — সমস্ত বিধি ব্যবস্থাকে যে ওরা একেবারে উল্টেপাল্টে দিচ্ছে, এটাও মোটেই তার মনঃপূত নয়। রোজই নতুন কোন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। যেমন, গতকাল সে পাদ্রীর বাড়ির ফটকে একটা লেখা দেখেছে:

ইউক্রেন যুব কমিউনিস্ট লীগের
বেরেজ্‌দভ্‌ জেলা কমিটি

এই লেখাটা থেকে মন্দ ছাড়া আর কিছু হবে বলে আশা করাটাই বৃথা — মনে মনে ভাবছিল রাব্বি। নিজের চিন্তায় সে এতো আচ্ছন্ন ছিল যে, অলক্ষ্যে সমস্ত পথটা পার হয়ে তারই প্রার্থনা-মন্দিরের দরজার ওপরে সাঁটা একটা কাগজের গায়ে ছোটো ঘোষণাটুকু চোখে পড়ার আগে তার হুঁশ ফিরে আসে নি। ঘোষণাটা এই:

আজ ক্লাব-ঘরে শ্রমজীবী-তরুণদের জনসভা। বক্তা: কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি লিসিৎসিন এবং জেলা কমসমোল কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক করচাগিন। সভার শেষে স্কুলের ছাত্রদের যন্ত্র সংগীতের অনুষ্ঠান।

প্রচণ্ড রাগে রাব্বিটি টেনে ছিঁড়ে ফেলল কাগজখানা।

'এই শুরু হল কাণ্ডটা!'

স্থানীয় গির্জার গা ঘেঁষে বড়ো বাগানটার মাঝখানে পুরনো একটা বাড়ি, এটা আগে ছিল পাদ্রীর। বাড়িটার পুরনো নোংরা ঘরগুলোর শূন্যতা জুড়ে রয়েছে বুক-চাপা একটা একঘেয়েমির আবহাওয়া। এই ঘরগুলোয় এতোদিন পর্যন্ত ছিল পাদ্রী আর তার স্ত্রী — এই বাড়িটার মতোই জীর্ণ আর ভোঁতা স্বভাবের দুটি মানুষ, যারা নিজেরা পরস্পরের কাছে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ক্লান্তিকর। এখন যারা এই বাড়িটার নতুন মালিক হয়ে এল, তাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার রুদ্ধশ্বাস নিরানন্দ আবহাওয়াটা কেটে গেল। আগেকার এই ধর্মপরায়ণ বাসিন্দা দু'জন কেবল ধর্মোৎসব উপলক্ষে যে বড়ো হল-ঘরটায় অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করত, সেটা এখন সবসময়েই লোকে ভরতি থাকে — এখন বাড়িটা হয়েছে বেরেজ্‌দভ্‌ কমিউনিস্ট পার্টি কমিটির সদর দপ্তর। প্রধান ফটকের ডান দিকে যে ছোট্ট ঘরখানা, তার দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা আছে, 'জেলার কমসমোল কমিটি'। পাভেল করচাগিন তার দৈনিক কাজের কিছুটা সময়

এখানে কাটায়। সার্বিক সামরিক ট্রেনিং-এর দু'-নম্বর ব্যাটালিয়নের সামরিক কমিশার ছাড়াও সে সেই সঙ্গে সদ্যসংগঠিত জেলা কমসমোল কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করছে।

আন্না বোরহার্ট-এর ঘরে সেই জমায়েতটার পর আট মাস কেটে গেছে, তবু মনে হয় যেন সেটা গতকালকের ঘটনা। কাগজের স্তূপটা এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে পাভেল করচাগিন নিজের চিন্তায় ডুবে গেল...

নিঝুম হয়ে এসেছে বাড়িটা। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। পার্টি কমিটির অফিসটা ফাঁকা। কমিটি সম্পাদক ত্রফিমভ কিছুক্ষণ আগে বাড়ি চলে গেছে, গোটা বাড়িটায় করচাগিন এখন একা। জানলার গায়ে বরফের একটা অদ্ভুত নক্সা বুনে উঠেছে, কিন্তু ঘরের ভেতরটা উষ্ণ। টেবিলের ওপরে জ্বলছে একটা প্যারাফিনের আলো। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পাভেলের মনে পড়ছে। মনে পড়ছে — অগস্ট মাসে রেল-কারখানার কমসমোল সংগঠন থেকে যুব সংগঠক হিসেবে তাকে একটা মেরামতী ট্রেনের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল ইয়েকাতেরিনস্লাভে; শরৎকাল শেষ হয়ে আসা পর্যন্ত দেড়-শো জন যুবক ওই ট্রেনে চেপে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন ঘুরে বেড়িয়েছে, যুদ্ধ-পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করে তুলেছে, ভাঙা-চোরা আর পুড়ে যাওয়া রেল-গাড়ির কামরাগুলোকে সরিয়ে সাফ করে দিয়েছে। সিনেলনিকোভো থেকে তাদের যেতে হয়েছে পোলোগি পর্যন্ত অঞ্চলটার মধ্যে দিয়ে, যেখানে এক সময়ে ডাকাত মাখনো-র দল লুঠপাট চালিয়েছিল। গোটা এলাকা জুড়ে বেপরোয়া লুঠপাট আর ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গেছে তারা। গুলিয়াই-পোলে শহরে জলের জন্য ইঁটের বুরুজটাকে মেরামত করতে আর ডিনামাইটে ভেঙে-পড়া জলের ট্যাংকটাকে লোহার পাত জুড়ে ঠিক করতে পুরো এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল। ফিটার-মিস্ত্রির কাজের কলাকৌশল তার জানা নেই এবং এ ধরনের খাটুনির কাজেও সে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আর সবার সঙ্গে রেঞ্চ-সাঁড়াশি বাগিয়ে ধরে কতো যে হাজার হাজার মর্চে-ধরা বল্টু সেঁটেছে তা মনে নেই পাভেলের।

শরতের শেষ দিকে ট্রেনটা ফিরে এল তার নিজের জায়গায়, রেল-কারখানায় আবার দেড়-শো জন কাজের লোক বাড়ল...

আন্নার ওখানে পাভেল আগের চেয়ে এখন বেশি যায়। তার কপালের ওপর-কোঁচ-কানিটা মসৃণ হয়ে এসেছে। তার সংক্রামক হাসির আওয়াজ এখন আবার শোনা যায়।

রেল-কারখানার বন্ধুর দল আবার আগেকার মতো পাভেলকে ঘিরে জড়ো হতে শুরু করেছে: তারা শোনে অতীত দিনের সংগ্রামের কথা, দেশের বুকের ওপরে চেপে-বসা,মাথায় রাজ-মুকুট পরা সেই রাক্ষসটাকে উৎখাত করার জন্য শেকলে-বাঁধা বিদ্রোহী
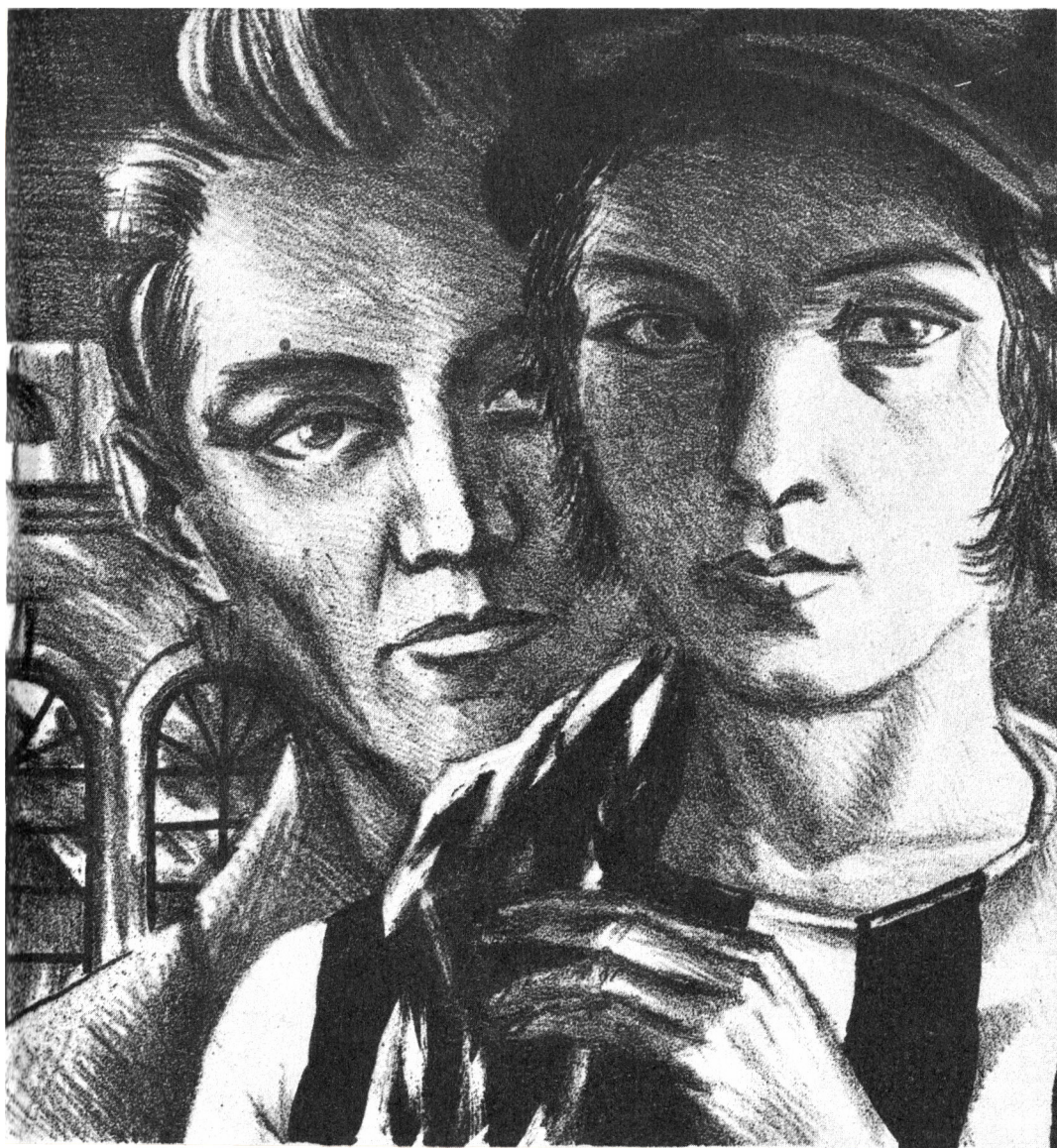
রাশিয়ার চাষীদের নানা চেষ্টার কাহিনী, স্তেপান রাজিন আর পুগাচভের অভ্যুত্থানের বর্ণনা।

একদিন সন্ধ্যের সময় আম্নার ওখানে যখন অন্য দিনের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে, তখন পাভেল ঘোষণা করল, সিগারেট-খাওয়া ছেড়ে দেবে সে — এই অস্বাস্থ্যকর বদ-অভ্যেসটাতে বলতে গেলে শিশু বয়েস থেকেই সে অভ্যস্ত।

'আমি আর সিগারেট খাব না,' অনমনীয় একটা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল সে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। উপস্থিত একজন তরুণ বলেছিল যে অভ্যেস — যেমন ধরা যাক, সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস — ইচ্ছাশক্তির চেয়েও জোরালো। মতভেদ দেখা দিল। প্রথমে পাভেল কিছু বলে নি, কিন্তু তালিয়া তার মতামত জিজ্ঞেস করাতে সে শেষ পর্যন্ত তর্কের মধ্যে ভিড়ে গেল।

'মানুষই তার অভ্যেস নিয়ন্ত্রিত করে, উল্টোটা নয়। উল্টোটাই যদি হত, তাহলে কী দাঁড়াত?'

'কথাটা শুনতে চমৎকার বটে, অ্যাঁ?' এককোণ থেকে বলে উঠল স্ভেতায়েভ। 'বড়ো বড়ো কথা বলতে ভালোবাসে করচাগিন। কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্তটি ও নিজের ওপর খাটায় না কেন? ও তো সিগারেট খায়, নাকি? ও জানে যে ওটা একটা অতি বাজে অভ্যেস। অবশ্যই জানে। কিন্তু অভ্যেসটা ছেড়ে দেবার মতো শক্তি ওর নেই।' তারপর গলার স্বরটা বদলে কঠিন অবজ্ঞার সঙ্গে সে বলল, 'এই তো অল্পদিন আগে ও আমাদের পড়াশোনার আলোচনা-বৈঠকে 'সংস্কৃতির প্রসারে' ভারি ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তাতে কি ওর বিশ্রী গালাগাল দেওয়াটা আটকে ছিল? পাভকাকে যারা জানে তারা সবাই স্বীকার করবে যে ও খুব ঘন ঘন গালাগাল করে না তা বটে, কিন্তু যখন করে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। নিজে সাধু হওয়ার চেয়ে অন্যের কাছে বক্তৃতা ঝাড়াটা ঢের সোজা।'

কিছুক্ষণের জন্য একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল। স্ভেতায়েভের গলার তীক্ষ্ণতায় একটা অপ্রীতিকর ভাব নেমে এল উপস্থিত সবার মনে। করচাগিন সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। ঠোঁটদুটোর ফাঁক থেকে ধীরে ধীরে সিগারেটটা সরিয়ে নিয়ে শান্ত স্বরে সে বলল, 'আমি আর সিগারেট খাব না।'

তারপরে কিছুক্ষণ থেমে সে বলল, 'দিমকার কথা শুনে যতোটা নয়, তার চেয়েও বেশি আমার নিজের জন্যেই আমি এই অভ্যেসটা ছেড়ে দিচ্ছি। যে মানুষ একটা বদ অভ্যেস ছাড়তে পারে না, সে কোন কাজের নয়। এবার শুধু ওই গাল-পাড়াটার দিকে নজর দিতে হবে। আমি জানি, এই নিতান্ত লজ্জাকর অভ্যেসটা আমি ঠিকমতো কাটিয়ে

উঠতে পারি নি। কিন্তু, এমন কি দিমকাও স্বীকার করছে যে খুব ঘন ঘন খারাপ কথা ও আমাকে বলতে শোনে নি। সিগারেট খাওয়াটা বন্ধ করার চেয়ে মুখ দিয়ে একটা খারাপ কথা বেরিয়ে আসাটা বন্ধ করা বেশি কঠিন। সুতরাং এই মুহূর্তেই আমি ওই বদ অভ্যেসটাও ছেড়ে দেবার কথাটা ঠিক বলতে পারছি না। তবে, ছেড়ে দেব নিশ্চয়ই।'

* * *

বরফ পড়া শুরু হবার ঠিক আগে নদীর স্রোত বেয়ে নেমে আসা জ্বালানিকাঠের স্তূপ জমে উঠে খালটাকে একদম আটকে দিল। তারপরেই শরৎ-শেষের বন্যা এসে জলের তোড়ে সেই অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানিকাঠের স্তূপ এলোমেলো করে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আরেকবার বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সলোমেনকা থেকে লোক পাঠানো হল — ওই মহামূল্যবান জ্বালানিকাঠ বাঁচানো এবারকার কাজ।

সেই সময় বিশ্রী রকম ঠাণ্ডা লেগে কয়েকদিন থেকে ভুগছিল পাভেল, কিন্তু অন্য সকলের পেছনে পড়ে থাকবার ইচ্ছে ছিল না তার। এক সপ্তাহ লেগে গেল নদীর ধারে ধারে জ্বালানিকাঠের স্তূপ জড়ো করে তুলতে — ততদিন পর্যন্ত সে তার ঠাণ্ডা লাগার কথাটা চেপে গিয়েছিল। এতোদিন শত্রুটা তার দেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে মিশে ছিল, এখন বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে আর শরতের কনকনে ভিজে হাওয়ায় সেই শত্রুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল — ভীষণ জ্বরে পড়ে গেল পাভেল। দু'সপ্তাহ ধরে কঠিন গিঁটেবাতের যন্ত্রণায় সারা শরীরটা যেন তার ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর, কারখানায় এসে বাইস-যন্ত্রটা চালাবার সময়ে পাভেলকে বেঞ্চটার উপর ভর দিতে হত। ফোরম্যান তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ত। কিছুদিন বাদে চিকিৎসা বোর্ড নিরপেক্ষ বিচারে তাকে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করল। কারখানা থেকে হিসাব পত্র চুকিয়ে দিয়ে দেওয়া হল তাকে এবং যাতে সে পেনশন পায় তার জন্য বিশেষ পত্র দেওয়া হল। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সে অবশ্য এটা নিতে গররাজি হয়েছিল।

ভারী মন নিয়ে রেল-কারখানা ছেড়ে এল সে। লাঠিতে ভর দিয়ে সে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়ায়, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার দারুণ যন্ত্রণা হতে থাকে। মায়ের কাছ থেকে কতকগুলো চিঠি এসেছে, বাড়িতে একবার যাবার জন্য লিখেছে মা। মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে সেবারকার বিদায় নেবার সময়ে মা'র শেষ কথাগুলো মনে পড়ে গেল, 'তোরা তো অসুখে ভুগে কাবু না হয়ে পড়লে আমার কাছে আসিস নে!'

প্রাদেশিক কমিটি থেকে তাকে তার কমসমোল দলিল আর পার্টি সভ্যভুক্তির দলিল দু'খানা দিয়ে দেওয়া হল। শোকের প্রদাহ যাতে প্রবল না হয় তার জন্য বিদায় নেবার আগে বন্ধুদের সঙ্গে যতোটা কম দেখা করা সম্ভব তাই করল। শহর ছেড়ে চলে এল মা'র কাছে। দু'সপ্তাহ ধরে মা তার ফোলা-পাদুটোয় সেক দিল আর মালিশ করল। তারপর, একমাস বাদে লাঠির সাহায্য ছাড়াই চলে-হেঁটে বেড়াতে থাকল পাভেল। আরেকবার আনন্দে মন ভরে উঠল তার, আবার অন্ধকার চিরে এল আলো। শিগগিরই সে ফিরে এল প্রাদেশিক কেন্দ্রে। তিন দিন বাদে সেখানকার সাংগঠনিক বিভাগ তাকে পাঠাল আঞ্চলিক সামরিক বিভাগে — তাকে সামরিক ট্রেনিং-এর কোন একটা ইউনিটে রাজনীতিক কর্মী হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য।

আরও এক সপ্তাহ বাদে পাভেল তুষারাচ্ছন্ন একটা ছোট্ট শহরে এসে পেঁছিল দু'-নম্বর ব্যাটালিয়নে সামরিক কমিশার হিসেবে। কমসমোলের আঞ্চলিক কমিটিও তার ওপরে একটা কাজের ভার দিল: এখানকার ছড়িয়ে-পড়া কমসমোল সভ্যদের জড়ো করে স্থানীয় একটা কমসমোল সংগঠন গড়ে তোলার কাজ। এইভাবে তার জীবনের নতুন পদক্ষেপ শুরু হল।

* * *

বাইরে দম-আটকানো গরম। কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির আপিস-ঘরের খোলা জানলাটা দিয়ে একটা চেরি গাছের ডাল ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। রাস্তার ওপারে পোলিশ গির্জাটার গথিক ধাঁচের ঘণ্টাঘরের ওপরে সোনালি ক্রুশটা রোদে জ্বলজ্বল করছে। জানলার সামনে নিচের আঙিনায় খাবারের খোঁজে ভারি ব্যস্ত চারপাশের ঘাসের মতোই সবুজ রঙের ছোট রাজহাঁসের বাচ্চাগুলো — কার্যনির্বাহক কমিটির এই বাড়িটা দেখাশোনা করে যে-মেয়েটি তারই সম্পত্তি এগুলো।

কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি এইমাত্র যে রিপোর্টটা পেয়েছে সেটা পড়ে শেষ করল। মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া খেলে গেল তার, লম্বা ঘন চুলের ফাঁকে আঙুল চালাতে চালাতে থেমে গেল তার একখানা বিরাট থাবাওয়ালা গিঁঠে-পড়া হাত।

বেরেজদভ্ কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি নিকোলাই নিকোলায়েভিচ লিসিৎসিন-এর বয়েস মোটে চব্বিশ বছর, কিন্তু তার সহযোগী কর্মীদের মধ্যে কিংবা স্থানীয় পার্টি কর্মীদের মধ্যে কেউই তা জানে না। লম্বা চওড়া জোয়ান মানুষটার গম্ভীর আর মাঝে মাঝে ভয়ানক রকম রাশভারি চেহারাটা দেখে তার বয়েস অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর বলে মনে হয়। বলিষ্ঠ শরীরখানা তার, মোটা ঘাড়ের ওপর বিরাট

মাথাটা দৃঢ়ভাবে বসানো, কটা চোখের তীব্র চাউনিতে ইস্পাত-কঠিন উজ্জ্বলতা, শক্ত চোয়াল দেখে বোঝা যায় অত্যন্ত কর্মঠ প্রকৃতির লোক। তার পরনে নীল ব্রীচেজ্ এবং পরনে। ধূসর রঙের কোর্তা, তার বাঁ দিকে বুক-পকেটের ওপরে 'লাল পতাকার অর্ডার' আটকানো।

তার বাবা আর ঠাকুর্দার মতোই লিসিৎসিনও বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই ছিল ধাতু-শ্রমিক। অক্টোবর বিপ্লবের আগেই সে তুলা শহরের অস্ত্র তৈরির কারখানায় একটা লেদ যন্ত্রের 'কম্যাণ্ডে' ছিল।

শরতের সেই রাত্তিরে যেদিন এই অস্ত্র-কারিগরটি প্রথম অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে শ্রমিকের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে যায়, সেদিন থেকে সে ঘটনার ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে গেছে। বিপ্লবের আর পার্টির ডাকে কোলিয়া লিসিৎসিন একটা সংগ্রামের কেন্দ্র থেকে আরেকটা সংগ্রামের কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে — লাল ফৌজের একজন সাধারণ সৈন্য থেকে অত্যন্ত গৌরবজনক বীরত্ব দেখিয়ে সে উঠে এসেছে একটা রেজিমেণ্টের অধিনায়ক এবং কমিশারের পদে।

যুদ্ধের আগুন আর কামানের আওয়াজ আজ অতীতের ঘটনা। নিকোলাই লিসিৎসিন এখন সীমান্ত-অঞ্চলের একটা জেলায় কাজ করছে। শান্ত আর নির্দিষ্ট গতিতে এখানে বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ইদানীং তার দপ্তরে বসে রাত্রির পর রাত্রি অনেকক্ষণ জেগে ফসল সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়ে। অবশ্য এখন যে-রিপোর্টটা সে পড়ছে সেটা অব্যবহিত অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল তার মনে। টেলিগ্রাফের সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখা এটা একটা হুঁশিয়ারি:

বিশেষ গোপনীয়। বেরেজ্দভ্ কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি লিসিৎসিনের কাছে।

সীমান্ত-এলাকায় ইদানীং পোলিশদের বিশেষ কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সীমান্ত-জেলাগুলিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য পোলিশরা সীমানা পারে বড়ো একটা দল পাঠাবার চেষ্টা করছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিন। সংগৃহীত করসুদ্ধ অর্থ-বিভাগের দামী সমস্ত জিনিসপত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করুন।

জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির এই দপ্তর-বাড়িটায় কেউ ঢুকলে তাকে এই জানলাটা দিয়ে লিসিৎসিন দেখতে পায়। মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই সে সামনের বারান্দাটায় সিঁড়িতে পাভেল করচাগিনকে দেখতে পেল এবং এক মুহূর্ত পরেই তার দরজার ওপরে ঠুকঠাক শব্দ উঠল।

পাভেলের সঙ্গে করমর্দন করার পর লিসিৎসিন বলল, 'বস। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

পুরো একঘণ্টা ধরে দপ্তর-ঘরে নিভৃতে বসে বসে কথাবার্তা বলল দু'জনে।

পাভেল যখন দপ্তর থেকে বেরিয়ে এল তখন বেলা দুপুর। বাইরে বেরুতেই লিসিৎসিনের ছোট্ট বোনটি আনিউৎকা বাগানের দিক থেকে ছুটে এল তার কাছে। ভীরু স্বভাবের বাচ্চা মেয়েটি তার বয়সের তুলনায় দারুণ গম্ভীর। করচাগিনকে দেখেই সে সবসময়ে খুশির হাসি হাসে। এবারও পাভেলকে দেখে সে তার কপালের ওপর এসে-পড়া ছাঁটা চুলের একটা গোছা আলগোছে সরিয়ে দিয়ে সলজ্জ খুশির হাসি হাসল।

'কোলিয়া খুব ব্যস্ত নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে, 'মারিয়া মিখাইলভনা অনেকক্ষণ থেকে তার খাবার তৈরি করে বসে আছেন।'

'ভেতরে চলে যাও, আনিউৎকা, ও একাই আছে।'

পরের দিন ভোরের আলো ফোটার অনেক আগে তিনটে গাড়ি এসে থামল কার্যনির্বাহক কমিটির বাড়িটার সামনে। হৃষ্টপুষ্ট সব ঘোড়া জোতা আছে গাড়িগুলোর সঙ্গে। গাড়িগুলোর সঙ্গে যে কয়েকজন লোক ছিল তারা নিচু গলায় কয়েকটা কথা বলাবলি করল, তারপর অর্থ-বিভাগের ঘর থেকে গোটাকতক সীলমোহর করা বস্তা বের করে এনে গাড়িতে চাপানো হল এবং কয়েক মিনিট বাদে বড়ো রাস্তার বুক বেয়ে মিলিয়ে গেল চাকার ঘর্ঘর শব্দ। করচাগিনের নেতৃত্বে একটা সান্ত্রীদল এই গাড়িগুলো পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। আঞ্চলিক কেন্দ্র অবধি পঁচিশ মাইল রাস্তা (তার মধ্যে ষোল-সতেরো মাইল পথ বনের মধ্যে দিয়ে গেছে) তারা নিরাপদে পার হয়ে এল এবং দামী জিনিসগুলো পেঁছে গেল আঞ্চলিক অর্থ-বিভাগের সিন্দুকে।

এর কয়েক দিন বাদে সীমান্তের দিক থেকে একজন ঘোড়সওয়ার দারুণ জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে ঢুকল বেরেজ্‌দভ্‌ শহরে। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলার সময়ে পথের ধারের আড্‌ডাবাজ স্থানীয় লোকেরা বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কার্যনির্বাহক কমিটির বাড়ির দেউড়িতে এসে ঘোড়সওয়ারটি লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে, এক হাতে তার তলোয়ারটা চেপে ধরে ভারি বুটের আওয়াজ তুলে সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। দুর্ভাবনায় ভ্রূকুঞ্চিত করে লিসিৎসিন তার হাত থেকে আঁটা চিঠিখানা নিল, সীলমোহর খুলে খামের ওপর সই করল। গলদঘর্ম ঘোড়াটাকে বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে কয়েক মিনিট পরেই বার্তাবহটি জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে।

কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ছাড়া আর কেউ জানল না কী লেখা ছিল ঐ চিঠিতে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের ঘ্রাণশক্তি যেন কুকুরের মতো। স্থানীয় দোকানদারদের অধিকাংশই অল্পস্বল্প চোরাই চালান করে থাকে। এই কারবার করতে

করতে তাদের যেন একটা সহজ প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছে যাতে কোথাও কোন বিপদ আসন্ন হয়ে উঠলে সেটা তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে।

সার্বিক সামরিক ট্রেনিং ব্যাটালিয়নের সদর-দপ্তরের দিকে রাস্তার পাশে বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে দু'জন। এদের একজন পাভেল করচাগিন, তার কোমরে পিস্তল ঝুলছে। কিন্তু তা দেখে পথচারী দর্শকদের মনে বিস্ময় জাগল না — কারণ, ওটা তার থাকে সবসময়েই। কিন্তু তার সঙ্গে পার্টি কমিটির সম্পাদক ত্রফিমভের কোমরেও যে পিস্তল বাঁধা, সেইটেই কেমন যেন দুর্লক্ষণ বলে মনে হল।

কয়েক মিনিট বাদে বেয়নেট-লাগানো রাইফেল এবং পিস্তল হাতে সদর-দপ্তর থেকে বেরিয়ে পড়ল জন বারো লোক, চৌমাথার মোড়ে ময়দা-কলের বাড়িটার কাছে ছুটে এল তারা। পার্টি কমিটির দপ্তরে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমসমোল সভ্যদের বাকি সবাইকে অস্ত্র দেওয়া হল। কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল, তার মাথায় কসাক টুপি, তার কোমরবন্ধনীতে যথারীতি ঝুলছে মাউজার-পিস্তলটা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। বড়ো ময়দানটা আর আশেপাশের রাস্তাগুলো নির্জন হয়ে গেল। জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না কোথাও। চক্ষের পলকে ছোট্ট ছোট্ট দোকান-ঘরগুলোর দরজায় বিরাট আকারের মধ্যযুগীয় কুলুপ পড়ে গেল আর জানলার ওপরে হুড়কো আটকে খড়খড়ি বন্ধ করে দেওয়া হল। শুধু নির্ভীক মুরগি আর শুয়োরগুলো জঞ্জালের স্তূপে ঘেঁটে চলেছে।

শহরের প্রান্তে বাগানগুলোর আড়ালে আড়ালে পাহারা মোতায়েন করে দেওয়া হল। সেখান থেকে ফাঁকা মাঠগুলো আর দূরে মিলিয়ে-যাওয়া সোজা রাস্তাটা তারা বেশ ভালরকম দেখতে পাচ্ছে।

লিসিৎসিনের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে যে খবরটা এসেছিল, তা খুব সংক্ষিপ্ত:

গত রাত্রে পোদ্দুবৎসি এলাকায় একটা সংঘর্ষের পর প্রায় এক-শো জন ঘোড়সওয়ার সৈন্য দুটো হাল্কা মেশিনগান নিয়ে সোভিয়েত অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিন। ঘোড়সওয়ার দলটা কোন দিকে গেছে তার চিহ্নটা স্লাভুতার বন পর্যন্ত গিয়ে হারিয়ে গেছে। দলটাকে খুঁজে বের করার জন্য লাল ফৌজের একটা কসাক-কম্পানি পাঠানো হয়েছে। আজ দিনের বেলায় কোন এক সময়ে ঐ কসাক বাহিনী বেরেজ্দভের মধ্যে দিয়ে যাবে — এদের শত্রু বলে ভুল করবেন না।

গাভ্রিলভ

স্বতন্ত্র সীমান্তরক্ষী ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার

ঘণ্টাখানেকও কাটে নি, শহরমুখো সড়কটার ওপর একজন ঘোড়সওয়ার দেখা দিল। তার প্রায় এক মাইল পেছন পেছন একদল ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে। পাভেল করচাগিন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। যে-ঘোড়সওয়ারটি একা সতর্কভাবে এগিয়ে আসছে সে লাল ফৌজের সাত-নম্বর কসাক রেজিমেণ্টের একটি তরুণ সৈনিক, শত্রুপক্ষের ঘাঁটি সম্বন্ধে খোঁজ নেবার কাজে বেরিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের কাজে সে এখনও আনাড়ি, তাই, পথের ধারে বাগানের গাছগাছালির আড়াল থেকে যখন সশস্ত্র লোকের দল রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে তাকে তখন তাদের কোর্তার ওপরে কমসমোলের চিহ্ন দেখে বোকার মতো হাসল সে। সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা বলে নিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে দ্রুত ফিরে গেল পেছনের ঘোড়সওয়ার দলটার দিকে, তারা ততক্ষণে দুলকি চালে এগিয়ে আসছে। পাহারার কাজে যারা আছে তারা লাল ফৌজের কসাক দলটাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে ফের বাগানের মধ্যে ঢুকে পাহারাদারির কাজে লেগে গেল।

কয়েকটা উদ্বিগ্ন দিন কেটে যাবার পর লিসিৎসিন খবর পেল যে ওই ঘোড়সওয়ার দলটার হানা ব্যর্থ হয়েছে। লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর কাছ থেকে তাড়া খেয়ে তাদের হুড়মুড় করে সীমান্তের ওপারে পালাতে হয়েছে।

মুষ্টিমেয় জনকতক বলশেভিক — সংখ্যায় তারা মোটে উনিশ জন — এই জেলায় নতুন সোভিয়েত জীবন গড়ে তোলার কাজে উৎসাহের সঙ্গে উঠে-পড়ে লেগে গেল। এটা একটা নতুন প্রশাসনিক এলাকা, সুতরাং, সমস্ত কিছুই একেবারে গোড়া থেকে গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া, সীমান্তের কাছাকাছি হবার ফলে সদাসতর্ক প্রহরার দিকে নজর রাখার দরকার পড়ল।

লিসিৎসিন, ত্রফিমভ, করচাগিন আর সক্রিয় কর্মীদের নিয়ে যে ছোট দলটি তারা গড়ে তুলেছে তাদের প্রত্যেককেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারাদিন খাটতে হয় — সোভিয়েত সংগঠনগুলির পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়, ডাকাতদলগুলোকে রুখবার জন্য, লড়তে হয়, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম গড়ে তুলতে হয়, বেআইনী মাল আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হয়, সামরিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হয়, তাছাড়া, পার্টির এবং কমসমোলের সব কাজের দায়িত্বও তাদের উপর।

ঘোড়ার জিন থেকে লেখার ডেস্কে আর ডেস্ক থেকে ময়দানে, যেখানে তরুণ সামরিক শিক্ষার্থীরা ধৈর্যের সঙ্গে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, ঘোরাঘুরি করার পর ক্লাবে আর স্কুলে এবং তার উপর আবার দু'-তিনটে কমিটির সভা — এই হচ্ছে দু'-নম্বর ব্যাটালিয়নের সামরিক কমিশারের দৈনিক কাজের তালিকা। রাত্রিগুলো তার প্রায়ই ঘোড়ার পিঠেই কাটে, মাউজার-পিস্তলটা থাকে কোমরে। সেসব রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে

তীক্ষ্ণ আওয়াজ ওঠে: 'থাম! কে যায়?' আর সীমান্তের ওপার থেকে বেআইনীভাবে চালান-দেওয়া মালে বোঝাই দ্রুতগতি একটা গাড়ির শব্দ শোনা যায়।

বেরেজ্দভের জেলা কমসমোল কমিটিতে আছে পাভেল করচাগিন, লিদা পলেভিখ্ — ভোলগা এলাকার মেয়ে, মহিলা-বিভাগের নেত্রী, আর ঝেন্কা রাজ্ভালিখিন — লম্বা, সুন্দর চেহারার তরুণ, মাত্র অল্প কিছু দিন আগেও সে ছিল হাই-স্কুলের ছাত্র। লোমহর্ষক অ্যাড্ভেঞ্চারের গল্পের প্রতি রাজ্ভালিখিনের একটা দুর্বলতা আছে, শার্লক হোম্স্ আর লুই বুসেনার সম্বন্ধে সে একজন বিশেষজ্ঞ। ইতিপূর্বে সে পার্টির জেলা কমিটির দপ্তর ম্যানেজার ছিল এবং মাত্র চার মাস আগে কমসমোলে যোগ দিলেও সে নিজেকে একজন 'পুরনো বলশেভিক' বলে জাহির করত। বেশ খানিকটা ইতস্তত করার পর আঞ্চলিক কমিটি তাকে বেরেজ্দভে পাঠিয়েছিল রাজনীতিক শিক্ষার কাজের ভার নেবার জন্য — কারণ, সেখানে এ কাজে লোক দরকার, অথচ, আর কাউকে পাঠাবার মতো পাওয়া যায় নি।

* * *

সূর্য মাথার ওপরে উঠেছে। সবকিছু আড়াল ভেদ করে তাপ ঢুকছে সর্বত্র। সমস্ত প্রাণী ছায়ার আশ্রয় খুঁজছে। কুকুরগুলো পর্যন্ত চালার নিচে ঢুকে হাঁফ ছাড়ছে আর ঝিম-ধরা অবস্থায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। কুয়োর পাশেই একটা কাদার গর্তে একটা শুয়োর আরামে লুটোপুটি খাচ্ছে — গোটা গ্রামটায় এইটেই একমাত্র জীবনের চিহ্ন।

পাভেল করচাগিন তার ঘোড়ার বাঁধনটা খুলে নিয়ে হাঁটুর যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে জিনের ওপর চেপে বসল। স্কুল-বাড়ির সিঁড়িটার ওপরে শিক্ষয়িত্রীটি দাঁড়িয়েছিল হাতের তেলোয় রোদ্দুর থেকে চোখ আড়াল করে।

'আবার শিগগিরই আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি, কমরেড কমিশার,' হেসে বলল সে।

অধৈর্যভাবে পা ঠুকল ঘোড়াটা, ঘাড় বাড়িয়ে ধরে লাগামে টান লাগাল।

'আচ্ছা চলি, কমরেড রাকিতিনা। তাহলে, ওই ঠিক থাকল: কাল থেকেই আপনি পড়ানো শুরু করে দেবেন।'

লাগামের টানটা কমেছে অনুভব করতেই ঘোড়াটা দ্রুত কদমে চলা শুরু করে দিল। হঠাৎ একটা উন্মত্ত চিৎকার পাভেলের কানে এল। গ্রামে আগুন লাগলে মেয়েরা যেমন চিৎকার করতে থাকে, সেইরকম শোনাল আওয়াজটা। হেঁচ্কা একটা

টানে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাভেল দেখে একটি অল্পবয়সী চাষী মেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে গ্রামের দিকে। রাস্তার মাঝখানে ছুটে এগিয়ে এসে রাকিতিনা থামাল তাকে। ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য আশপাশের কুটিরগুলো থেকে মুখ বের করে তাকাল প্রতিবেশীরা — এদের বেশির ভাগই বুড়োবুড়ী, কারণ জোয়ান চাষীরা সবাই মাঠের কাজে গেছে।

'হায়, হায়! ভালোমানুষের বাছারা সব শিগগির এসো গো, শিগগির ছুটে এসো! ওরা ওদিকে খুনোখুনি করে মরছে গো!'

এক ছুটে ঘোড়া হাঁকিয়ে যখন এই জায়গাটায় এসে পড়ল পাভেল তখন মেয়েটিকে ঘিরে বেশ কিছু লোকের ভিড় জমে উঠেছে — কেউ বা তার সাদা ব্লাউজটা ধরে টানছে, কেউ বা উদ্বিগ্ন প্রশ্নবৃষ্টি করে চলেছে, কিন্তু তার অসংলগ্ন কথার কোন মানে কেউ বের করতে পারছে না। শুধু বলে চলেছে, 'খুন! কেটে ফেলছে ওরা সবাইকে...'

তখন লম্বা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো এলোমেলোভাবে পা ফেলে ফেলে তার ঘরে-বোনা কাপড়ের পাৎলুনটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে দৌড়ে এল। বিকারগ্রস্ত মেয়েটাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এই! প্যানপ্যানানি থামা শিগগির! কে খুন হল? আরে, ব্যাপারখানা কি? চ্যাঁচানিটা থামা হতভাগী!'

'আমাদের আর ওই পোদ্দুব্ৎসির লোকজন... জমির চৌহদ্দি নিয়ে মারামারি বাধিয়েছে আবার! আমাদের লোকজনদের কেটে ফেলছে ওরা!'

এইটুকুতেই সব বুঝে গেল সবাই। মেয়েরা তারস্বরে কান্নাকাটি করতে লাগল, বুড়োরা রাগে গজরাতে লাগল। সারা গ্রামজুড়ে ঘরে ঘরে উঠোনে-আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা: 'পোদ্দুব্ৎসির লোকজন এসে কাস্তে দিয়ে আমাদের লোকজনদের গলা কেটে ফেলছে... আবার ওই জমির চৌহদ্দি নিয়ে বেধেছে!' রোগে শয্যাশায়ী যারা শুধু তারাই ঘরে পড়ে রইল। বাকি সবাই কোদাল-কুড়ুল নিয়ে কিংবা বাড়ির ছিটেবেড়ার গা থেকে বাতা তুলে নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে ছুটে চলল মাঠের দিকে, যেখানে দুই গ্রামের লোকজন জমির সীমানা নিয়ে তাদের বাৎসরিক রক্তাক্ত শক্তিপরীক্ষায় নেমেছে।

করচাগিন একটা চাবুক হাঁকাতেই ঘোড়াটা দারুণ জোরে ছুটে চলল। ছুটে চলা গ্রামবাসীদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলল ঘোড়াটা। পেছন দিকে কানদুটো টান করে ধরে, মাটির বুকে প্রচণ্ড শব্দে খুর ঠুকে ঠুকে ঘোড়াটা হাওয়ার বেগে ক্রমশই দ্রুত ছুটে চলল। সামনের ঢিবির ওপরে একটা বায়ুচালিত জাঁতাকল বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন পথ আটকাবার উদ্দেশ্যেই। ডান দিকে নদীর পাড়ে নিচু প্রান্তর, আর বাঁ

দিকে একটা রাই-খেত উঠে গিয়ে আবার নেমে দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে। পাকা শস্যের শীষের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলিয়ে চলেছে। পথের ধারে পপি ফুলের উজ্জ্বল লাল লাল ছিটে। জায়গাটা নিস্তব্ধ আর অসহ্য গরম। কিন্তু দূরে নদীর রূপোলী ফিতের ফালিটুকু যেখানে রোদে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সেখান থেকে ভেসে আসছে লড়াইয়ের চিৎকার।

উন্মত্ত বেগে ঘাসের জমির দিকে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা। বিদ্যুতের মতো একটা ভাবনা খেলে গেল পাভেলের মনে, 'ঘোড়াটার পা যদি হড়কায়, তাহলে আমরা দু'জনেই খতম হয়ে যাব।' কিন্তু এখন থামার অবসর নেই, জিনের ওপর নিচু হয়ে বসে কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে যাবার সোঁ-সোঁ শব্দ শোনা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।

ঘূর্ণির বেগে পাভেল ছুটে এসে পড়ল মাঠের মধ্যে, যেখানে চলেছে সেই রক্তাক্ত হাঙ্গামা। ইতিমধ্যেই জনকতক রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে আছে।

অল্পবয়সী একটি ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, তাকে তাড়া করেছে একটা কাস্তের হাতল বাগিয়ে ধরে একজন দাড়িওয়ালা চাষী—ঘোড়াটা এসে পড়ল তার ওপরে। পাশেই রোদে-পোড়া মুখ, বিরাট শরীর একটা লোক তার মস্তবড়ো আর ভারি বুটসুদ্ধ পা তুলে সাংঘাতিক লাথি ঝাড়তে যাচ্ছে মাটিতে পড়ে-যাওয়া তার শিকারের ওপরে।

লড়াইয়ে মত্ত মানুষগুলোর মধ্যে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ে পাভেল তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। মানুষগুলো তাদের বিস্ময়টা কাটিয়ে ওঠার আগেই সে এদের একবার এর, একবার ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতো ঘোড়া হাঁকাতে থাকল। সে বুঝেছে যে ওদের প্রত্যেকের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলাই এই জানোয়ার বনে-যাওয়া তালগোল-পাকানো মানুষগুলোকে আলাদা করে দেবার একমাত্র উপায়।

'সরে যা, শুয়োরের দল!' ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'নইলে প্রত্যেককে ধরে ধরে গুলি করব, শয়তান ডাকাত যতসব!'

পাশবিক ক্রোধে বিকৃত পাশ-ফেরানো একটা মুখ দেখে পাভেল তার পিস্তলটা বের করে নিয়ে লোকটার মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ল। আরেকবার ঘুরে দাঁড়াল ঘোড়াটা, আরেকবার গর্জন করে উঠল পিস্তলটা। লড়নেওয়ালাদের মধ্যে জনকতক হঠে গেল তাদের কাস্তে ফেলে দিয়ে। মাঠের ওপর দিয়ে চারদিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটতে ছুটতে অনবরত গুলি ছুঁড়ে কমিশার শেষে অবস্থাটাকে আয়ত্তে এনে ফেলল। পালিয়ে যেতে আরম্ভ করল চাষীরা। মারামারি করে রক্তপাত ঘটাবার দায়িত্ব এড়াবার জন্য

আর হঠাৎ-কোথা-থেকে আবির্ভূত ক্রোধোম্মত্ত ভয়ংকর ঘোড়সওয়ারটির অবিশ্রান্ত গুলিচালনার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যক্রমে মারা পড়ে নি কেউ, জখম হয়েছিল যারা তারা সেরে উঠল। কয়েক দিন বাদে মামলাটার শুনানির জন্য পোদ্দুবৎসিতে জেলা আদালত বসল, কিন্তু ওই মারামারির ব্যাপারে পাণ্ডা ছিল যারা তাদের বের করার জন্য বিচারকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। সত্যিকারের বলশেভিকের ধৈর্য আর একাগ্রতা নিয়ে বিচারক অপ্রসন্নমুখ চাষীদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল তাদের কাজটা কতোখানি বর্বরোচিত হয়েছে। এ ধরনের মারামারি যে কিছুতেই আর সহ্য করা হবে না, এ কথাটাও সে তাদের জানিয়ে দিল।

চাষীরা বলল, 'যতো দোষ ওই জমির চৌহদ্দির, কমরেড বিচারক। কীভাবে যেন ওগুলো সব গুলিয়ে যায় — প্রতি বছর আমাদের লড়াই করে ওর ফয়সালা করতে হয়।'

যাই হোক, জনকতক চাষীকে মারামারি ঘটনাটার জন্য শাস্তি পেতে হল।

যে ঘাসের জমিগুলোকে নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল সেখানে সপ্তাহখানেক বাদে জনকতক লোকের একটা কমিশন গিয়ে খেতের ফালিগুলোর ধারে ধারে খুঁটি পুঁতে সীমানা নির্দিষ্ট করতে লেগে গেল।

কমিশনের সঙ্গে যে বৃদ্ধ আমিন এসেছিল সে তার ফিতেটা জড়াতে জড়াতে করচাগিনকে বলল, 'তিরিশ বছর ধরে আমি এই জমি-জরিপের কাজ করছি, সবসময়ে দেখেছি এই দুই জমির মাঝখানকার আল্ নিয়েই যতো গণ্ডগোল বাধে।' গরম, আর তার উপর পায়ে হেঁটে অনেকখানি ঘোরাঘুরি করার ফলে বৃদ্ধের দারুণ ঘাম ঝরছে।

'ঘাসের জমিগুলো যে কীভাবে ভাগ করা হয়েছে তা দেখলে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না। মাতাল লোকেও বোধহয় এতোটা আঁকাবাঁকা লাইন টানে না। আর, আবাদী-খেতগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। তিন-পা চওড়া এক-একটা ফালি, একটার ওপর দিয়ে আরেকটা চলে গেছে — প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে নেবার চেষ্টা করতে গেলে পাগল হয়ে যেতে হয়। প্রতি বছর আবার এই জমিগুলো আরও বেশি বেশি সংখ্যায় ভাগাভাগি হয়ে যায় — ছেলেরা বড়ো হয়ে ওঠে আর বাপেরা তাদের জমি ভাগ করে আলাদা করে দেয়। বিশ্বাস করুন, কুড়ি বছর পরে আর আবাদ করার মতো জমি বাকি থাকবে না, সব আল্ হয়ে যাবে। এখনই তো এইভাবে শতকরা দশ ভাগ জমি নষ্ট হয়।'

হাসল করচাগিন, 'কুড়ি বছর পরে একটা আল্ও থাকবে না, কমরেড আমিন।'

প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল বৃদ্ধ আমিন।

'কমিউনিস্ট সমাজের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো হল গিয়ে সুদূর ভবিষ্যতের কথা, তাই না?'

'বুদানোভ্কা যৌথখামারের কথা আপনি শোনেন নি?'

'ও, বুঝেছি, কী বলতে চাচ্ছেন।'

'তাহলে?'

'আমি বুদানোভ্কায় গিয়েছি। কিন্তু সেটা তো হল গিয়ে একটা ব্যতিক্রম, কমরেড করচাগিন।'

খেত-জমির টুকরোগুলো মাপ-জোখ করে চলল কমিশনের লোকজন। দুটি ছেলে হাতুড়ির ঘায়ে খুঁটি পুঁতে চলল। আর, দুধারের চাষীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল — আগেকার সীমানার লাইন বরাবর যেখানে ঘাসের ফাঁকে আধ-পচা খুঁটিগুলো দেখা যাচ্ছে, ঠিক সেই সেই জায়গায় এই নতুন খুঁটিগুলো পোঁতা হচ্ছে কিনা।

* * *

হাড় জিরজিরে ঘোড়াটার ওপরে চাবুক কষিয়ে অতিভাষী গাড়োয়ানটি ঘুরে বসল গাড়ির সওয়ারদের দিকে।

'এই কমসমোলের ছেলেগুলো যে কোথা থেকে এসে জুটল কি জানি!' অনর্গল বকবক করে চলল সে, 'এ ধরনের ব্যাপার আগে কখনও ঘটেছে বলে তো মনে পড়ে না। ইস্কুলের ওই মাস্টারনী মেয়েটাই এসব শুরু করেছে নিশ্চয়। রাকিতিনা ওর নাম, বোধহয় চেনো ওকে তোমরা? নেহাত ছুঁড়ি একটা, কিন্তু গোলযোগ বাধাচ্ছে! গাঁয়ের যতো মেয়েমানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, যতো সব আজেবাজে ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে ওদের মাথায়, আর তারই ফলে নানান গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। এতোদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা যে আজকাল আর লোকে তাদের বউদের মারধোর করতে পারে না! আগেকার দিনে মেজাজ বিগড়ে গেলে বউটাকে এক-আধটা চড়চাপড় মারত, আর সেও তাতে গুটিসুটি মেরে যেত, হয়তো একটু মুখ গোমড়া করে থাকত, কিন্তু ইদানীং মারলে ওরা এমন সোরগোল তোলে যে গায়ে হাত না তুললেই ভাল হত বলে মনে হয় তখন। জন-আদালতের কথা বলে শাসায়, আর অল্পবয়েসী বউগুলো তো তালাক দেবার কথা তোলে, যতো সব আইনের বুলি আওড়ায়। আমার এই গান্‌কাকেই দেখ না — ভাবতেই পারবে না কী ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে ছিল সে — আজকাল একদম বিগড়ে গেছে, কী যেন প্রতিনিধি না কী হয়েছে — তার মানে হল গিয়ে বোধহয় — মেয়েদের মধ্যে

মাতব্বর গোছের আর কি। সারা গাঁয়ের মেয়েরা ওর কাছে এসে জোটে। কথাটা শোনার পর আমি তো ওকে চাবুক মেরে বসতে গিয়েছিলাম আর কি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবলাম — মরুক গে যাক। চুলোয় যাক ওরা! বকবক করুক না! ও কিন্তু সংসারের কাজেকর্মে খারাপ মেয়ে নয়।'

ঘরে-বোনা শার্টের খোলা বোতামের ফাঁক দিয়ে গাড়োয়ানের লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছে। বুকটা চুলকে নিয়ে সে ঘোড়াটার পেটের নিচে একটা চাবুক হাঁকাল। গাড়িতে দু'জন সওয়ার — রাজ্ভালিখিন আর লিদা। পোদ্দুব্ৎসিতে কাজে চলেছে তারা দু'জনেই। মেয়ে-প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা ছিল লিদার। আর রাজ্ভালিখিনকে পাঠানো হচ্ছে সেখানকার সেলের কাজকর্ম সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য।

'তাহলে আপনি দেখছি কমসমোল পছন্দ করেন না?' লিদা কৌতুক করে জিজ্ঞেস করল গাড়োয়ানকে।

ছোট দাড়ি টানতে টানতে একটু চুপ করে থেকে পরে সে উত্তর দিল, 'না, এতে কী আছে... আমার বিশ্বাস, ছেলেমেয়েদের একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে দেওয়া উচিত। নাটক অভিনয় করতে চায় বা ওই রকম কিছু করতে চায় তো করুক না। আমি নিজে হাসির নাটক দেখতে বড়ো ভালবাসি — অবশ্য যদি ভাল নাটক হয়। গোড়ার দিকে আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম যে ছেলেমেয়েরা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, কিন্তু এখন দেখছি একদম অন্যরকম দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। আমি এর-ওর মুখে শুনেছি — মদ খাওয়া, মারপিট করা, এসব ব্যাপারে ভয়ানক কড়াকড়ি নিয়ম ওদের। লেখাপড়ার দিকেই ওদের বেশি নজর। কিন্তু ধর্মে ওদের একেবারেই মতি নেই, গির্জাটাকে নিয়ে ক্লাব-ঘর হিসেবে ব্যবহার করার দিকে ওদের সবসময়ে চেষ্টা। ওটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না — বুড়োবুড়িরা এর ফলে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মোটের ওপর ওরা ততো খারাপ নয়। অবশ্য, কথাটা তুললে যখন তখন বলতে পারি — গাঁয়ের ওই যতো সব নিতান্তই গরিব আর বেকার লোক, যারা দিন-মজুরি খাটে বা নিজের নিজের খেত-খামার চালাতে পারে না, তাদের ওরা দলে ভিড়িয়ে নিয়ে একটা মস্ত বড়ো ভুল করছে। ধনী চাষীদের ছেলেদের সঙ্গে ওরা কোন সম্পর্ক রাখে না।'

ঘর্ঘর শব্দ তুলে টিলাটা বেয়ে নেমে এসে গাড়িটা স্কুল-বাড়ির সামনে থামল।

* * *

স্কুল-বাড়িটার দেখাশোনা করে যে-মেয়েটি সে ঘরখানায় আগন্তুকদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে শুতে গেল খড় রাখার চালাটায়। লিদা আর রাজ্ভালিখিন এইমাত্র

একটা সভা থেকে ফিরেছে, বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে সভাটা ভাঙতে। কুটিরটার ভেতরে অন্ধকার। জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে লিদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক বাদে রাজ্‌ভালিখিনের হাতের স্থূল স্পর্শে লিদার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, হাতখানা তার দেহের ওপর এমনভাবে নাড়াচাড়া করছে যে রাজ্‌ভালিখিনের মতলব সম্বন্ধে লিদার মনে কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না।

'কী চাও ?'

'আস্তে, লিদা, অতো চেঁচিয়ো না। একা একা ওখানে শুয়ে থাকতে আর পারছি না। নাক-ডাকানোর চেয়ে উত্তেজক আর কিছু কি তোমার করবার নেই ?'

তাকে একটা ধাক্কা মেরে ঠেলে দিতে দিতে লিদা বলল, 'আমার গায়ে থাবা মারা বন্ধ করে এখুনি নেমে যাও এই বিছানা থেকে !' রাজ্‌ভালিখিনের কামাসক্ত হাসিটা লিদার কোনদিনই ভাল লাগে নি। অত্যন্ত অপমানজনক আর বিদ্রূপাত্মক কিছু একটা বলার ইচ্ছে হল তার, কিন্তু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুজল সে।

'হয়েছে, হয়েছে, থাক্ ! আহা কী আমার বুদ্ধিজীবী হালচাল রে ! তুমি তো আর খৃস্টান সন্ন্যাসিনীদের মঠে মানুষ হও নি। সরল কচি খুকীটির মতো ভাব দেখিয়ে এই ছেলেটিকে বোকা বানাতে পারবে না। যদি সত্যিই আধুনিকা হও, তবে আমার কামনার দাবি মেটাবার পর যতো পারো ঘুমোও।'

লিদা ব্যাপারটা বুঝে গেছে ধরে নিয়ে রাজ্‌ভালিখিন এগিয়ে এসে ফের বসল তার বিছানার প্রান্তে, হাতখানা বাড়িয়ে চেপে ধরল লিদার কাঁধ।

'চুলোর দুয়োরে যা, হতভাগা !' এবারে লিদা সম্পূর্ণ জেগে গেছে, 'কালই আমি করচাগিনকে বলে দেব সব কথা।'

লিদার হাতখানা চেপে ধরে রাজ্‌ভালিখিন রাগে দাঁত চেপে খিটখিটিয়ে বলল, 'তোমার ওই করচাগিনকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি নে। বাধা দেবার চেষ্টা কর না, তাহলে জোর খাটাব বলে দিচ্ছি।'

অল্প একটু ধস্তাধস্তির শব্দ, আর তারপরেই রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল দুটো চড় মারার আওয়াজ... লাফিয়ে একপাশে সরে গেল রাজ্‌ভালিখিন। হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল লিদা, ঠেলে খুলে ফেলল দরজাটা, ছুটে বেরিয়ে এল আঙিনায়। দাঁড়িয়ে রইল চাঁদের আলোয়। রাগে ঘৃণায় সে হাঁফাচ্ছে।

রাজ্‌ভালিখিন ক্রুদ্ধ গলায় লিদার উদ্দেশে বলল, 'ভেতরে যাও, আহাম্মক !'

সে তার নিজের বিছানাটা ঘরের বাইরে চালাটার নিচে তুলে নিয়ে এসে বাকি

রাতটুকু সেখানে কাটাল। লিদা দরজাটায় খিল আটকে বন্ধ করে দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে বাড়ি যাবার সময়ে রাজ্ভালিখিন বুড়ো গাড়োয়ানের পাশে বসে একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকে চলেছে।

'ছুঁচিবাইওয়ালা মেয়েটা হয়তো সত্যিই করচাগিনের কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেবে, হতচ্ছাড়ী কোথাকার! ও যে এতোটা দেমাক দেখিয়ে বসবে তা কে জানত। আসলে এমন কিছু দেখতে নয়, এদিকে হাবভাব এমন দেখায় যে মনে হয় যেন কতোই সুন্দরী। কিন্তু ওর সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলাই ভাল, নইলে ফ্যাসাদ বাধবে। এমনিতেই তো করচাগিনের বাঁকা দৃষ্টি আছে আমার ওপরে।'

লিদার কাছে এসে বসল সে। যেন কতোই অনুশোচনা হয়েছে তার—এমনি একখানা ভাব দেখিয়ে মনমরা হয়ে পড়ার ভান করে ক্ষমা চেয়ে এলোমেলো কতকগুলো কথা বলল।

খেটে গেল ফন্দিটা। গাড়িটা শহরের প্রান্তে পেঁছিনোর আগেই লিদা তাকে কথা দিল যে রাত্রের ঘটনাটার কথা সে কাউকে বলবে না।

* * *

সীমান্ত-অঞ্চলের গ্রামগুলোয় একে একে কমসমোল সেল গড়ে উঠছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই নবজাত অঙ্কুরগুলিকে সযতনে লালন করে চলেছে জেলা কমিটির সভ্যেরা। পাভেল করচাগিন আর লিদা পলেভিখ্ বিভিন্ন অঞ্চলে কমসমোলের সভ্যদের সঙ্গে কাজে অনেক সময় দেয়।

রাজ্ভালিখিন গ্রামাঞ্চলে যাওয়াটা বিশেষ পছন্দ করে না। চাষী ছেলেদের বিশ্বাস কী করে অর্জন করতে হয় তা তার জানা নেই, সমস্ত ব্যাপারে তালগোল পাকাতেই শুধু পারে সে। চাষী তরুণদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলার ব্যাপারে লিদা আর পাভেলের কিন্তু কোন অসুবিধা হয় না। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গেই লিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়, নিজেদের একজন বলেই তাকে গ্রহণ করে এবং ক্রমশ কমসমোল আন্দোলন সম্বন্ধে সে তাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। আর করচাগিনকে তো জেলার সমস্ত তরুণ-তরুণীই চেনে। সামরিক বিভাগে কাজের জন্য যে এক হাজার ছ'শো জন তরুণের ডাক পড়ার কথা, তারা সবাই পাভেলের ব্যাটালিয়নে প্রাথমিক ট্রেনিং পেয়ে গেছে। এখানে গ্রামে গ্রামে প্রচারের ব্যাপারে তার অ্যাকর্ডিয়ন বাজনা যতোটা কাজে লেগেছে এমনটি আর কখনও নয়। এই বাজনাটা পাভেলকে এখানকার তরুণদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় করে

তুলেছে। গ্রামের পথে সন্ধ্যের দিকে ওরা জড়ো হয় গানবাজনা উপভোগ করার জন্য। এই সব শৌখিন ঝাঁকড়া-চুলো তরুণদের অনেকের পক্ষেই এই অ্যাকর্ডিয়নের মন-মাতানো সুর শুনতে শুনতে কমসমোলে ঢোকার পথ শুরু হল এখান থেকেই — কখনও আবেগভরা সুরে মনকে নাড়া দিয়ে, কখনও দীপ্ত উদ্দীপনায়, আবার কখনও মধুর কোমলতায় সুর বেজে চলে — এমন সুর আছে শুধু ইউক্রেনের এই বিষণ্ণ বিধুর গানগুলিতেই। ওরা অ্যাকর্ডিয়নের বাজনা শোনে, আর যে-তরুণটি এই অ্যাকর্ডিয়ন বাজায় তার কথাগুলিও শোনে — সে ছিল রেল-কারখানার একজন শ্রমিক আর এখন সে সামরিক কমিশার আর কমসমোলের সম্পাদক। তরুণ এই কমিশার যে-কথাগুলি তাদের বলে সেই কথাগুলির সঙ্গে তার অ্যাকর্ডিয়নের সুর যেন একটি ঐকতানে মিশে যায়। নতুন নতুন গানে মুখরিত হয়ে উঠছে গ্রামগুলো, কুটিরগুলোয় বাইবেল আর প্রার্থনাগানের বইয়ের পাশাপাশি নতুন নতুন বই দেখা দিচ্ছে।

বেআইনী মাল চালান করে যারা তাদের অবস্থা এখন সঙ্গীন। সীমান্তপ্রহরীদের ছাড়াও আরও অনেকের তাল সামলাতে হয় তাদের। সোভিয়েত সরকার কমসমোল সভ্যদের পেয়েছে অতি বিশ্বস্ত বন্ধু আর উৎসাহী সহযোগী হিসেবে। মাঝে মাঝে সীমান্ত-অঞ্চলের এই শহরগুলোয় কমসমোল সেলের সভ্যেরা উৎসাহের ঝোঁকে শত্রু-শিকারে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, আর করচাগিনকে তখন আসতে হয় তার তরুণ কমরেডদের সাহায্য করার জন্য। পোদ্দুবৎসির কমসমোল সেলের সম্পাদক গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কো — নীল-চোখ, মাথা-গরম, তর্কবাগীশ এই ছেলেটা ধর্মবিরোধী আন্দোলনে দারুণ উৎসাহী, সে একবার ব্যক্তিগত সূত্রে খবর পেল যে সেদিন রাত্রে গোপনে সীমান্ত পার করে আনা কিছু চোরাই মাল গ্রামের ময়দা-কলে নিয়ে আসা হবে। সমস্ত কমসমোল সভ্যদের জাগিয়ে তুলে সে সামরিক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত একটা রাইফেল আর দুটো বেয়নেট নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল; ময়দা-কলের বাড়িটার আশেপাশে দলের ছেলেদের নিঃশব্দে বসিয়ে দিয়ে ওৎ পেতে রইল তাদের শিকারের আসার অপেক্ষায়। সীমান্তের ফাঁড়ি এই চোরাকারবারিদের ব্যাপারটা জানতে পেরে তাদের নিজেদের লোকের একটা দল পাঠিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেল। সীমান্তরক্ষীরা যদি সজাগ দৃষ্টি না রাখত আর ধৈর্য না দেখাত, তাহলে এই লড়াইয়ে কমসমোলের তরুণদের মধ্যে অনেক হতাহত হত। ছেলেদের শুধু অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে তিন মাইল দূরে একটা গ্রামে নিয়ে আটকে রাখা হল।

করচাগিন সেই সময়ে গাভ্রিলভের ওখানে এসে পড়েছিল। পরের দিন সকালে

ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার যখন তাকে খবরটা জানাল তখন পাভেল ঘোড়ায় চেপে ছুটে এল তার ছেলেদের উদ্ধার করার জন্য।

সীমান্তের ভারপ্রাপ্ত লোকটি হেসে পাভেলকে সব কথা বলল, 'আচ্ছা, আমরা যা করব বলছি, কমরেড করচাগিন। ছেলেগুলো ভারি চমৎকার, ওদের আমরা বিপদে ফেলব না। কিন্তু তোমায় বেশ ভাল করে সমঝে দেওয়া চাই ওদের — যাতে ওরা আর ভবিষ্যতে আমাদের কাজ নিজেরা করার চেষ্টা না করে।'

সান্ত্রী চালাটার দরজা খুলে দিতে এগারোটি ছেলে উঠে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক-পা থেকে আরেক পায়ে তাদের শরীরের ভর রাখতে লাগল।

সীমান্তের লোকটি চেষ্টা করে মুখে-চোখে একটা কড়া ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'দেখ একবার তাকিয়ে এদের দিকে। কী বিশ্রী গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে। এখন আমাকে এদের পাঠিয়ে দিতে হবে এলাকার সদর-দপ্তরে।'

এবার গ্রিশুৎকা উত্তেজিতভাবে কথা বলল, 'কিন্তু কমরেড সাখারভ্, অপরাধটা কী করেছি আমরা? ওই বদমায়েশটার ওপরে অনেকদিন থেকেই আমরা নজর রেখেছিলাম। আমরা তো শুধু সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম, আর আপনারা কিনা ডাকাত কয়েদ করার মতো আমাদের আটক করে রেখেছেন!' আহত ভঙ্গীতে সে ঘুরে দাঁড়াল।

খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনা চলল কিছুক্ষণ, অবশ্য এটা চালাবার সময় করচাগিন আর সাখারভের পক্ষে গাম্ভীর্য বজায় রাখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল শাস্তি যা পাবার তা যথেষ্ট ছেলেরা পেয়েছে।

পাভেলের উদ্দেশে বলল সাখারভ, 'তুমি যদি ওদের জামিন হয়ে কথা দাও যে ওরা আর সীমান্তের দিকে পা বাড়াবে না, তাহলে আমি ওদের ছেড়ে দিতে রাজী আছি। ওরা অন্যান্য উপায়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে।'

'বেশ, আমি ওদের জামিন হলাম। আশা করি, ওরা আমাকে আর অপদস্থ করবে না।'

ছেলেরা গান গাইতে গাইতে কুচকাওয়াজ করে ফিরে এল পোদ্দুবৎসিতে। ব্যাপারটা চেপে দেওয়া হল। এবং, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ময়দা-কলের মালিককে গ্রেপ্তার করা হল — এবার আইনসঙ্গতভাবেই করা হল কাজটা।

* * *

মাইদান-ভিলার বনে কয়েক খামার ধনী জার্মান চাষীর বসবাস। এই কুলাকদের খামারগুলো একটা থেকে আরেকটা প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাইল দূরে দূরে। এককেটা

ছোটোখাটো কেল্লার মতোই মজবুত করে বানানো। এই মাইদান-ভিলা থেকেই আন্তোনিউক আর তার দলবল কাজ চালায়। এককালে জারের সৈন্যবাহিনীতে সার্জেণ্ট-মেজর ছিল এই আন্তোনিউক, সে নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকে সাতজন গলা-কাটা খুনীকে নিয়ে একটা দল গড়ে তুলেছে, পিস্তল নিয়ে সশস্ত্র হয়ে তারা গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় চলতি লোকজনের উপর রাহাজানি চালায়। রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না, পয়সাওয়ালা ফাটকাবাজদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতেও তার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সোভিয়েত কর্মীদেরও রেহাই দেয় না। আন্তোনিউকের কাজের আসল নীতিটা হচ্ছে চটপট কাজ সেরে ফেলা। আজ হয়তো সে সমবায় ভাণ্ডারের দু'জন কেরানীর কাছ থেকে টাকাকড়ি লুটে নিল, আবার পরের দিনই হয়তো বারো-তেরো মাইল দূরে কোন গ্রামে ডাক বিভাগের কোন কর্মচারীকে নিরস্ত্র করে ফেলে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত যথাসর্বস্ব লুটে নিল। আরেকজন সহযোগী লুটেরা গোর্দেই-র সঙ্গে আন্তোনিউকের প্রতিযোগিতা। এরা দু'জন কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না। দু'জনে মিলে এই এলাকার মিলিশিয়া আর সীমান্তরক্ষী কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। আন্তোনিউক লুঠতরাজ চালায় ঠিক বেরেজ্‌দভের উপান্তে। শহরমুখো রাস্তাগুলো দিয়ে যাতায়াত করাটা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধরা পড়ার হাত এড়িয়েই চলেছে ডাকাতটা। অবস্থাটা যখন তার পক্ষে বড়ো বেশি রকম সঙ্গীন হয়ে ওঠে তখন সীমান্তের ওপারে সরে পড়ে আর কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকে। তারপরে ফের দেখা দেয় এমন একটা সময় বুঝে, যখন তার এসে পড়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে কম বলে সবাই ধরে নেয়। তার এই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার ক্ষমতার ফলেই সে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতোবার এই লুটেরাটার নতুন কোন অত্যাচারের রিপোর্ট লিসিৎসিনের কাছে এসে পেঁছিয় ততোবারই সে রাগে ঠোঁট কামড়ায়।

'এই সাপটার ছোবলানো বন্ধ হবে কবে? হারামজাদাটা যদি এখনও সাবধান না হয়, তাহলে ওকে খতম করার কাজটা আমাকেই করতে হবে দেখছি,' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড়িয়ে বলে লিসিৎসিন। জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি নিজে দু'বার করচাগিনকে আর অন্য তিনজন কমিউনিস্টকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাতটার পিছু ধাওয়া করেছিল, কিন্তু দু'বারই আন্তোনিউক পালিয়ে গেছে।

ডাকাতগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে একটা বিশেষ বাহিনী পাঠানো হল। ফিলাতভ নামে একটি অতি ফ্যাশনদুরস্ত ছেলে এই দলটার কম্যাণ্ডার। সীমান্তের নিয়ম অনুসারে কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির কাছে রিপোর্ট না করেই তরুণ মোরগের মতো গুমরভরা এই ছেলেটি সরাসরি সেমাকি নামে সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রামটায় চলে এল। গভীর রাত্রে পেঁছে সে গ্রামের প্রান্তে একটা বাড়িতে এসে উঠল

তার লোকজনদের নিয়ে। সশস্ত্র কতকগুলো লোকের এই রহস্যজনকভাবে এসে পড়াটা লক্ষ্য করেছিল পাশের বাড়ির একজন কমসমোল সভ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে খবর দিল গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতির কাছে। সে এই বিশেষ দলটা পাঠানোর খবরটা কিছু জানত না, এদের ডাকাতদল বলে ধরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কমসমোল সভ্যটিকে পাঠিয়ে দিল জেলা কেন্দ্রের কাছে সাহায্য চাইবার জন্য। ফিলাতভের এই গোঁয়ার্তুমির ফলে অনেকগুলো মানুষ প্রায় মরতে বসেছিল আর কি। লিসিৎসিন মাঝরাত্রে মিলিশিয়ার লোকজনকে জাগিয়ে তুলে সেমাকি গ্রামের এই 'ডাকাতদল'টির ব্যবস্থা করার জন্য জন বারো লোক সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এল। ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়িটার কাছে এসে নেমে পড়ে বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকেই ওরা চারধারে ঘিরে ফেলল বাড়িটা। দরজার কাছে একজন সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল, সে নেতিয়ে পড়ল মাথার ওপরে পিস্তলের কুঁদোর একটা ঘা খেয়ে। কাঁধ লাগিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেলল লিসিৎসিন, লোকজনসুদ্ধ সে সবেগে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। ছাদ থেকে ঝোলানো একটা তেলের আলোয় ঘরটা অস্পষ্টভাবে আলোকিত। একহাতে একটা হাত-বোমা ধরে আর অন্য হাতে পিস্তল বাগিয়ে লিসিৎসিন এমন প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল যে জানলার শার্সিগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল, 'আত্মসমর্পণ কর, নইলে উড়ে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে!'

মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ঘুমে ঝিমন্ত মানুষগুলো, আর এক মিনিট দেরি হলেই এক ঝাঁক বুলেট এসে ছিঁড়েখুঁড়ে দিত ওদের। কিন্তু হাত-বোমাটা ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গিতে এই মানুষটাকে এমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে যে তারা দুই হাত তুলে দাঁড়াল। কয়েক মিনিট বাদে অন্তর্বাস-পরিহিত এই 'ডাকাত'গুলোকে যখন বাইরে এনে জড়ো করা হল, তখন লিসিৎসিনের কোর্তার ওপরে মেডেলটা দেখে ফিলাতভ তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

ভয়ানক ক্ষেপে গেল লিসিৎসিন। নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে থুথু ফেলে শুকনো গলায় বলল, 'আহাম্মক কোথাকার!'

* * *

জার্মানির বিপ্লবের খবর এসে পেঁছাতে লাগল। হামবুর্গ-এর রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ-ব্যূহে রাইফেলের গুলি-ছোঁড়াছুঁড়ির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এসে পেঁছাচ্ছে এই সীমান্ত-অঞ্চলে। সীমান্ত-এলাকায় একটা উত্তেজনার আবহাওয়া। আগ্রহের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ে লোকে, পশ্চিম দিক থেকে বিপ্লবের হাওয়া বইছে। জেলা কমসমোল কমিটির কাছে কমসমোল-সভ্যেরা সব অনবরত দরখাস্ত পাঠাচ্ছে — লাল ফৌজে স্বেচ্ছাসেবক

হিসেবে যোগ দিতে চায় তারা। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে শান্তির কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধে নামবার কোন ইচ্ছে যে তার নেই — এই কথাটা বিভিন্ন কমসমোল সেলের তরুণ সভ্যদের করচাগিনকে অনবরত বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে। কিন্তু এর ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে না। প্রতি রবিবারে পাদ্রীর বাড়ির বড়ো বাগানটায় গোটা জেলার সমস্ত কমসমোল সভ্যেরা জড়ো হয়ে সভা করে। একদিন দুপুরে পোদ্দুব্‌ৎসির কমসমোল সেলের সভ্যেরা রীতিমত ফৌজী কায়দায় কুচকাওয়াজ করে জেলা কমিটির আঙিনায় এসে হাজির। জানলার ফাঁকে এদের দেখেই পাভেল বেরিয়ে এল বারান্দাটায়। গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কোর নেতৃত্বে এগারোটি ছেলে দেউড়ির কাছে এসে থামল — তাদের সকলের পায়ে উঁচু-বুট, কাঁধে ঝোলানো ক্যাম্বিসের বড়ো বড়ো ন্যাপ্‌স্যাক।

বিস্মিত হয়ে পাভেল জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, গ্রিশা ?'

জবাব না দিয়ে খরোভদ্‌কো পাভেলের দিকে চোখের ইশারা করে বাড়িটার ভেতরে চলে এল তাকে সঙ্গে নিয়ে। লিদা, রাজভালিখিন আর অন্য দু'জন কমসমোল সভ্য এই আগন্তুকটির চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত দাবি করল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খরোভদ্‌কো তার ফ্যাকাসে ভুরুদুটো কুঁচকে জানাল, 'কমরেড, এটা হল গিয়ে একটা পরীক্ষামূলক ফৌজী সমাবেশ। পরিকল্পনাটা আমার নিজের। আজ সকালে আমি ছেলেদের জানাই যে জেলা থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয় টেলিগ্রাম, তাতে বলা হয়েছে জার্মান বুর্জোয়াদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধে নামছি এবং ওই পোলিশ পানদের সঙ্গেও আমরা শিগগিরই লড়ব। মস্কোর নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কমসমোল সভ্যের তলব পড়েছে। আমি বলি, ওদের যদি কেউ লড়াইয়ে নামতে ভয় পায়, তাহলে সে একটা দরখাস্ত দিক, তাকে ঘরে থাকতে দেওয়া হবে। আমি ওদের নির্দেশ দিই — কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে যুদ্ধের কথাটা না বলে, আর শুধু একটা পাঁউরুটি আর এক টুকরো নোনা চর্বি নিয়েই যেন প্রত্যেকে চলে আসে — যাদের ঘরে নোনা চর্বি নেই তারা পেঁয়াজ বা রসুন আনতে পারে। ঠিক হল — গ্রামের বাইরে গোপনে সবাই একজায়গায় এসে মিলব আমরা, জেলা কেন্দ্রে যাব, তারপর সেখান থেকে যাব আঞ্চলিক কেন্দ্রে, সেখানে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে। কথাটা শুনে ছেলেদের ভাবখানা যা হল তা যদি দেখতে! আমাকে দারুণ জেরায় ফেলার চেষ্টা করেছিল ওরা, কিন্তু আমি ওদের বললাম বেশি প্রশ্ন-টশ্ন না করে কাজে লেগে যেতে। যারা যেতে চায় না, তারা সে কথা লিখুক। আমরা চাই শুধু স্বেচ্ছাসেবক। যা হোক, আমার সেলের ছেলেরা তো সব চলে গেল, আর আমি এদিকে রীতিমত

দ্বর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। যদি কেউ আর হাজির না হয়? তা যদি হয়, তাহলে আমি গোটা সেলটাকে ভেঙে দিয়ে অন্য কোন জায়গায় বদলি হয়ে যাব। গ্রামের বাইরে এসে বসে আছি আর আমার তো বুক ঢিপঢিপ করছে বুঝি কেউ আর এলো না শেষ পর্যন্ত। কিছুক্ষণ বাদে ওরা এসে জুটতে লাগল একে একে। দু'-এক জন একটু আধটু ফুঁপিয়েছে, লুকোতে চেষ্টা করলেও ওদের মুখ দেখে সেটা বোঝা যায়। দশজনের প্রত্যেকেই এসে হাজির হল, একজনও দলত্যাগী নেই। এই হচ্ছে আমাদের পোদ্দুবুৎসি সেল!' বিজয়গর্বের সঙ্গে বক্তব্য শেষ করল গ্রিশুৎকা।

ব্যাপারটা শুনে ভয়ানক চটে গিয়ে লিদা পর্লোভিখ্ যখন তাকে বকতে আরম্ভ করল, তখন গ্রিশুৎকা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী বলছ তুমি? এই হচ্ছে ওদের পরখ করার সবচেয়ে ভাল উপায়, আমি বলে রাখছি। এর মধ্যে দিয়ে ওদের প্রত্যেককে পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া গেল। এর মধ্যে তো কোন ছলনা নেই। শুধু ওদের যা বলেছি সেটা যে সত্যি, তা বোঝাবার জন্যে আমি ওদের আঞ্চলিক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে যেতাম, কিন্তু বেচারি ছেলেগুলো বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ি যাক গে। তোমাকে একবার ওদের সামনে এসে ছোটো একটা বক্তৃতা দিতে হবে, করচাগিন। দেবে, কেমন তো? একটু কিছু বক্তৃতা ওদের না শোনালে ভাল দেখায় না। বল যে কোন একটা কারণে ফৌজী তলবটা আপাতত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কিংবা অমনি অন্যকিছু, কিন্তু এ কথাও বোলো যে, তাহলেও, ওদের জন্যে আমরা সত্যিই গর্ব বোধ করছি।'

* * *

করচাগিন ক্বচিৎ কখনও আঞ্চলিক কেন্দ্রে যায়, কারণ ওখানে যাতায়াত করতে কয়েকদিন লেগে যায়, অথচ জেলার কাজে তার এখানেই সবসময়ে থাকার দরকার পড়ে। পক্ষান্তরে, রাজ্ভালিখিন যে-কোন ছুতোয় গাড়ি চেপে শহরে যাবার জন্য প্রস্তুত। আপাদমস্তক সশস্ত্র হয়ে, নিজেকে ফেনিমোর কুপারের উপন্যাসের কোন নায়ক হিসেবে কল্পনা করতে করতে সে শহরমুখো রওনা হয়। বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে কাকগুলোর দিকে কিংবা ছুটন্ত কোন কাঠবেড়ালির দিকে বন্দুক উঁচোয়; পথচল্তি একলা লোকদের থামিয়ে কড়া গলায় প্রশ্ন করে — তারা কারা, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে। শহরের কাছাকাছি এসে সে অস্ত্রগুলো খুলে নেয়, গাড়ির খড়ের মধ্যে রাইফেলটা গুঁজে রাখে, পকেটে লুকিয়ে ফেলে পিস্তলটা, তারপর আঞ্চলিক কমসমোল কমিটির দপ্তরে ঢোকে স্বাভাবিক চেহারায়।

দপ্তরে ঢুকতেই সেখানকার সম্পাদক ফেদোতভ তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘এই যে, বেরেজ্‌দভের খবর-টবর কী ?’

ফেদোতভের দপ্তরে সবসময়েই লোকের ভিড়, আর সবাই একসঙ্গে কথা কথা বলে। এরকম অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাওয়াটা বড়ো সহজ নয় — একই সঙ্গে চারজন লোকের কথা শুনতে হয়, পঞ্চম জনের কথার জবাব দিতে হয়, আবার কিছু একটা লিখতেও হয় সেই সঙ্গে। ফেদোতভের বয়েস খুব কম হলেও সে ১৯১৯ থেকে পার্টি সভ্য। শুধু সেই সব ঝোড়ো দিনেই পনেরো বছর বয়েসী ছেলের পক্ষে পার্টি সভ্য হওয়া সম্ভব ছিল।

‘খবর তো অনেক আছে,’ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল রাজ্‌ভালিখিন, ‘অতো খবর এককথায় বলা যায় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা কাজের ঠেলা। কর্তাদিকে যে দেখাশোনা করতে হয়। আমাদের একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছে, জান তো। আমি দুটো নতুন সেল গড়ে তুলেছি। আচ্ছা, আমাকে ডেকেছিলে কেন বল তো ?’ কাজের মানুষের ভঙ্গীতে সে একখানা চেয়ারে বসল।

অর্থনীতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্রিম্‌স্কি তার ডেস্কের ওপর কাগজের স্তূপ থেকে এক মুহূর্তের জন্য মাথা তুলে বলল, ‘আমরা তো করচাগিনকে আসতে বলেছিলাম, তোমাকে নয়।’

তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে ঘন একটা মেঘের সৃষ্টি করে রাজ্‌ভালিখিন বলল, ‘করচাগিন এখানে আসাটা পছন্দ করে না, তাই আর সব কাজের ওপর আমাকেই আসতে হল... সাধারণত দেখা যাচ্ছে, সম্পাদকদের মধ্যে কিছু লোক বেশ দিব্যি আছে। তারা নিজেরা কিছু করে না, আমার মতো গর্দভদেরই যতো বোঝা বইতে হয়। করচাগিন যখনই সীমান্তে যায়, দু’-তিন সপ্তাহের মধ্যে আর ফেরে না, আর সমস্ত কাজকর্ম আমার ওপরে এসে পড়ে।’

সে-ই যে জেলা-সম্পাদকের পদের পক্ষে যোগ্যতর লোক — রাজ্‌ভালিখিনের এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু তার শ্রোতারা যে ধরতে পারে নি তা নয়।

সে চলে যাবার পর ফেদোতভ অন্যদের কাছে মন্তব্য করল, ‘এই লোকটাকে আমার ভাল লাগে না।’

রাজ্‌ভালিখিনের চালিয়াতিটা দৈবক্রমে একদিন ফাঁস হয়ে গেল। লিসিৎসিন একদিন ফেদোতভের দপ্তরে এসেছিল ডাকে-আসা কাগজপত্র ইত্যাদি নিয়ে যাবার জন্য। জেলা থেকে যারা আসে, এই হচ্ছে তাদের সবারই দস্তুর। ফেদোতভের সঙ্গে লিসিৎসিনের কথাবার্তা-প্রসঙ্গে রাজ্‌ভালিখিনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে গেল।

লিসিৎসিনের বিদায় নেবার সময় ফেদোতভ তাকে বলল, 'যাই হোক, করচাগিনকে একবার পাঠিয়ে দিও এখানে। আমরা তো তাকে প্রায় চিনিই না বলতে গেলে।'

'বেশ তো। কিন্তু দেখো, ওকে যেন আবার আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবার চেষ্টা কর না। সেটা আমরা হতে দেব না।'

* * *

এ বছর এই সীমান্ত-অঞ্চলে অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব অন্যান্য বারের চেয়েও বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। সীমান্তের গ্রামগুলিতে যে-উৎসব হবে, সেটার ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি মনোনীত হল পাভেল করচাগিন। পোদ্দুবৎসিতে সভার শেষে পাশাপাশি তিনটি গ্রামের পাঁচ হাজার চাষী এক-তৃতীয়াংশ মাইল লম্বা এক মিছিল করে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ফৌজী বাজনা বাজিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত গেল। মিছিলের সামনে ছিল শিক্ষার্থী ব্যাটালিয়নটা। সীমান্তের সোভিয়েত এলাকার ধার ঘেঁষে খুঁটিগুলোর সমান্তরাল রেখার সুশৃঙ্খল মিছিলটা এগিয়ে গেল; যে-গ্রামগুলির মাঝখান দিয়ে সীমা-নির্দেশক রেখাচিহ্নটা চলে গেছে গ্রামগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে সেই গ্রামগুলির দিকে গেল মিছিলটা। পোলিশরা তাদের সীমানা-এলাকায় এ ধরনের দৃশ্য আগে কখনও দেখে নি। মিছিলের সামনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার গাভ্রিলভ আর পাভেল করচাগিন, তাদের পেছনে বাজনা বাজছে, হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে ঝাণ্ডাগুলো, গলা মিলিয়ে গান ধরেছে সবাই, বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে সেই গানের সুর। ছুটির দিনের সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে এসেছে খুশি-ভরা-মন চাষী ছেলেরা, কিচিরমিচির করছে, খিলখিল করে ফুর্তির হাসি হাসছে গ্রামের মেয়েরা, বড়োরা গম্ভীর মুখে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, বৃদ্ধেরা চলেছে একটা পবিত্র বিজয়-অভিযানের ভাব নিয়ে। চোখ যতদূর যায় শুধু মানুষের স্রোত। সীমান্তের একধার ঘেঁষে বয়ে চলেছে সেই মিছিলের স্রোত, কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রেখাচিহ্নটির ওপরে কেউ একবার পা-ও ফেলল না। করচাগিন দেখল জনসমুদ্রের এই কুচকাওয়াজের গতি। কমসমোল সভ্যেরা গান ধরেছে:

গহন অরণ্য থেকে বৃটেন-সাগর জুড়ে
সবচেয়ে বলীয়ান এই লাল ফৌজ!

তার জায়গায় মেয়েদের গলা-মেলানো গান সুরু হল:

সোভিয়েত সান্ত্রীরা খুশির হাসি হেসে মিছিলটাকে অভ্যর্থনা জানাল। বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল পোলিশ প্রহরীরা। সীমান্ত দিয়ে এই মিছিল করে যাওয়ায় পোলিশ এলাকায় বেশ একটা সচকিত ভাবের সৃষ্টি হল—যদিও পোলিশ বাহিনীর কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই এই মিছিলের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘোড়সওয়ার চৌকীদার সৈন্যগুলো অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকল, সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচগুণ এবং জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত রিজার্ভ সৈন্যদের কাছাকাছি খাদের মধ্যে আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু মিছিলটা গানের সুরে আকাশ মুখরিত করে তুলে খুশির তালে পা ফেলে ফেলে নিজেদের এলাকার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেল।

একটা ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল একজন পোলিশ সান্ত্রী। তালে তালে পা ফেলে মানুষের সারিটা এগিয়ে আসছে। কুচকাওয়াজের একটা সংগীতের প্রথম কলি বেজে উঠতেই পোলিশ সৈন্যটি ফৌজী কেতায় তার রাইফেলটা পাশে নামিয়ে এনে সামরিক সেলাম জানাল, করচাগিন স্পষ্ট শুনতে পেল, 'কমিউন জিন্দাবাদ !'

সৈনিকটির চোখের দিকে তাকিয়েই পাভেল বুঝল যে সে-ই বলেছে ওই কথাগুলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল পাভেল।

ও আমাদের বন্ধু! সৈনিকের উর্দির নিচে ওর হৃদয়ে এই মিছিলের তালে তালে সাড়া জেগেছে। পাভেল পোলিশ ভাষায় নিচুগলায় বলল, 'অভিবাদন জানাই, কমরেড !'

মিছিলটা যতক্ষণ পর্যন্ত তার সামনে দিয়ে গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত সৈনিকটি ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পাভেল বারকতক পেছন ফিরে দেখল কালো ছোট মূর্তিটার দিকে। এই আর একজন পোলিশ। গোঁফ-জোড়ায় তার পাক ধরেছে, টুপিটার চকচকে চুড়োর নিচে তার চোখের চাউনি ভাবলেশহীন। পাভেল এইমাত্র যা শুনেছে, তখনও সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পোলিশ ভাষায় বিড়বিড় করে বলল যেন আপন মনেই, 'অভিবাদন জানাই, কমরেড !'

কিন্তু কোন উত্তর এল না।

মৃদু হাসল গাভ্রিলভ। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে সে।

'বড়ো বেশি আশা করছ তুমি,' মন্তব্য করল সে, 'এরা সবাই সাধারণ পদাতিক সৈন্য নয়, বুঝলে? কিছু কিছু পুলিশও আছে এদের মধ্যে। ওর উর্দির হাতায় পটিটা লক্ষ্য কর নি? ও নিশ্চয়ই পুলিশ।'

মিছিলের সামনের দিকটা ইতিমধ্যে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করেছে গ্রামের মুখে। এই গ্রামটাকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সীমারেখাটা। গ্রামের সোভিয়েত এলাকাভুক্ত অর্ধাংশ সমারোহের সঙ্গে এই মিছিলের অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে। ছোট নদীটার এক পাড়ে সীমান্তের সাঁকোটার কাছে সমস্ত গ্রামবাসী এসে অপেক্ষা করছে। রাস্তাটার দু'পাশে তরুণ-তরুণীরা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। পোলিশ এলাকায় কুঁড়ে-ঘর আর খামারবাড়িগুলোর চালে চালে লোক ভর্তি হয়ে গেছে, একাগ্র আগ্রহের সঙ্গে তারা নদীর অন্য তীরের ঘটনাগুলো লক্ষ্য করছে। কুঁড়ে-ঘরের দাওয়ায় আর বাগানের বেড়ার পাশে পাশে চাষীদের ভিড়। দু'পাশে সারিবাঁধা মানুষগুলোর মাঝখানে মিছিলটা ঢুকতেই 'আন্তর্জাতিক'এর সুর বেজে উঠল। সবুজ পাতায় সাজানো একটা মঞ্চের ওপর থেকে বক্তৃতা হতে থাকল। জনতাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিল তরুণ বক্তারা আর সাদাচুল অভিজ্ঞ প্রবীণরা। পাভেলও তার ইউক্রেনীয় মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিল। সীমান্ত ডিঙিয়ে তার কথাগুলো নদীর অপর পারে শোনা যেতে লাগল এবং পাছে তার অগ্নিগর্ভ কথাগুলো পোলিশ এলাকার শ্রোতাদের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় ওদিককার পুলিশ গ্রামবাসীদের হটিয়ে দিতে থাকল। চাবুকগুলো সপাসপ শব্দে ওঠানামা করতে লাগল, বন্দুকের গুলির ফাঁকা আওয়াজ উঠল।

ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তাগুলো। পুলিশের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজে ভয় পেয়ে তরুণেরা চালের ওপর থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। দৃশ্যটা দেখে সোভিয়েত এলাকার লোকেদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। একজন বুড়ো রাখাল সব দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মঞ্চের ওপর উঠে এল জনকতক ছেলের সাহায্যে। দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে সে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিল, 'তোমরা, যারা আমাদের ছেলেমেয়ে, তারা সবাই ঘটনাটা দেখলে তো!' আমাদের সঙ্গেও ঠিক এইরকম ব্যবহারই করা হত। কিন্তু আর নয়। কৃষকদের চাবুক মারার সাহস আর কারও নেই। অভিজাতদের আর তাদের চাবুক-মারা আমরা খতম করেছি। এখন ক্ষমতা আমাদের হাতে; বাবারা, এই ক্ষমতা জোরসে ধরে রাখা তোমাদেরই কাজ। বুড়ো মানুষ আমি, বক্তৃতা তেমন করতে পারি না। যদি পারতাম, তাহলে অনেক কিছু আমার বলার ছিল তোমাদের। বলতাম জারদের অধীনে বলদের মতো কেমন খেটে মরেছি... ওই হতভাগ্যদের জন্যে কষ্ট হয় সেইজন্যেই!' জীর্ণ একটা হাত বাড়িয়ে ধরল নদীর অপর পারে, তারপরে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলল সে — কচি শিশু আর অতিবৃদ্ধেরা যেরকম কেঁদে ওঠে।

তারপরে বক্তৃতা দিল গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কো। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে শুনতে গাভ্রিলভ তার ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে নদীর অপর পারে চারিদিকে একবার দেখে

নিল — সেখানে কেউ তার বক্তৃতা লিখে নিচ্ছে কিনা। কিন্তু ওপারে নদীর তীর জনশূন্য। সাঁকোর কাছের সান্ত্রীটিকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে যেন পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কমিশারিয়েটে কোন প্রতিবাদ-পত্র পাঠানো হবে না,' ঠাট্টা করল গাভ্রিলভ।

* * *

শরতের শেষ দিকে এক বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে আন্তোনিউক আর তার সাতজন সহযোগীর রক্তাক্ত গতিবিধি শেষ হয়ে গেল। মাইদান-ভিলার জার্মান-বসতিটায় একজন ধনী চাষীর বাড়িতে একটা বিয়ের ভোজসভায় রাহাজানরা ধরা পড়ল। খুরোলিনের কমিউনের চাষীরা পিছু ধরে গিয়ে তাকে পাকড়াও করে ফেলল।

মাইদান-ভিলায় আন্তোনিউক-দলের নিমন্ত্রিত হয়ে আসার খবরটা ছড়িয়েছিল স্থানীয় মেয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে সেলের বারো জন সভ্য জড়ো হয়ে হাতের কাছে যা-কিছু জুটল তাই নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গাড়িতে চেপে রওনা হয়ে গেল মাইদান-ভিলায়। তার আগে খবর পাঠিয়ে দিল বেরেজদভে — একটা লোক খবর নিয়ে চলে গেল দারুণ জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে। তার যাওয়ার পথে সেমাকি গ্রামে ফিলাতভের ফৌজী দলটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল; ফিলাতভ তার দলবল নিয়ে ঘোড়া হাঁকাল মাইদান-ভিলার দিকে। খুরোলিনের কমিউনাররা খামারবাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, আন্তোনিউকের দলের সঙ্গে তাদের রাইফেল ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে। খামারের একটা ছোট বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আন্তোনিউকের দল বন্দুকের পাল্লার মধ্যে যে আসছে তার দিকেই গুলি ছুঁড়ছে। হঠাৎ একটা পাল্টা আক্রমণ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু দলের একজন লোককে খুইয়ে এখন বাড়িটার ভেতরে হঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। আন্তোনিউক এই রকম কোণঠাসা অবস্থায় এর আগেও অনেকবার পড়েছে এবং প্রতিবারই হাত-বোমার সাহায্যে আর অন্ধকারের সুযোগে সে পথ কেটে বেরিয়ে গেছে। এবারেও সে হয়তো এইভাবে পালাতে পারত, কারণ, খুরোলিনের কমিউনারদের মধ্যে ইতিমধ্যেই দু'জন মারা পড়েছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ফিলাতভ এসে পড়ল। আন্তোনিউক বুঝতে পারল যে এবারে আর তার পার নেই। বাড়িটার সমস্ত জানলাগুলোর ফাঁক দিয়ে সে সকাল পর্যন্ত পাল্টা গুলি চালিয়ে গেল। কিন্তু ভোরবেলায় ওরা তাকে পাকড়াও করল। সাতজনের একজনও আত্মসমর্পণ করল না। এই সাপের বাসাটা ধ্বংস করতে গিয়ে চারজন লোক মারা পড়ল। নিহতদের মধ্যে তিনজন সদ্য-সংগঠিত খুরোলিনের কমসমোল গ্রুপের সভ্য।

* * *

আঞ্চলিক বাহিনীর শরৎকালীন মহলার জন্য পাভেল করচাগিনের ব্যাটালিয়নের ডাক পড়েছে। দারুণ বৃষ্টির মধ্যে একদিনে পুরো ছাব্বিশ মাইল রাস্তা হেঁটে তার ব্যাটালিয়ন এসে পৌঁছাল ডিভিশনের ফৌজী শিবিরে। ভোরবেলায় বেরিয়ে তারা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছাল অনেক রাত্রে। ব্যাটালিয়ন-কম্যাণ্ডার গুসেভ আর তার কমিশার এল ঘোড়ায় চেপে। আট-শো জন শিক্ষার্থী যখন ব্যারাকে এসে পৌঁছাল, তখন ক্লান্তিতে তাদের দম ফুরিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে গেল তারা। পরের দিন সকালেই মহলা আরম্ভ হবার কথা — আঞ্চলিক ডিভিশনের সদর-ঘাঁটি থেকে এই ব্যাটালিয়নটাকে ডেকে পাঠাতে দেরি হয়েছিল। পরিদর্শনের জন্য ব্যাটালিয়নটা যখন উর্দি পরে আর রাইফেল নিয়ে সামিল হয়ে দাঁড়াল তখন তার চেহারাটা একেবারে বদলে গেল। গুসেভ এবং করচাগিন দু'জনেই এই তরুণদের শিক্ষিত করে তুলবার জন্য যথেষ্ট সময় আর শক্তি ব্যয় করেছে, তারা যে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিল। সরকারী পরিদর্শনের পরে এবং ব্যাটালিয়নের ছেলেদের সামরিক কলাকৌশলে পারদর্শিতা দেখানো শেষ হবার পরে কম্যাণ্ডারদের মধ্যে থেকে একজন করচাগিনের দিকে এগিয়ে এল। লোকটা সুপুরুষ, কিন্তু মুখখানা একটু মাংসল। তীক্ষ্ম গলায় কৈফিয়ত চাইল সে, 'আপনি ঘোড়ায় চেপে রয়েছেন কেন? আমাদের শিক্ষার্থী ব্যাটালিয়নগুলোর কম্যাণ্ডার আর কমিশারদের ঘোড়ায় চাপার এক্তিয়ার নেই। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে জিম্মা করে দিয়ে কুচকাওয়াজের জন্যে পায়ে হেঁটে আসুন।'

পাভেল জানে, ঘোড়া থেকে নেমে গেলে সে আর মহলায় যোগ দিতে পারবে না, কারণ পায়ে হেঁটে এক মাইলও যেতে পারব না সে। কিন্তু এই বাহারে চামড়ার বেল্ট-লাগানো শৌখিন আর উচ্চকণ্ঠ ফুলবাবুটিকে সে অবস্থাটা খুলে বোঝাবে কী করে?

'পায়ে হেঁটে তো আমি এই মহলায় যোগ দিতে পারব না।'

'কেন পারবেন না?'

কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে হবে বুঝতে পেরে পাভেল নিচুগলায় বলল, 'আমার পাদুটো ফুলে গেছে, এক সপ্তাহ ধরে হাঁটাহাঁটি আর দৌড়ানো আমার সহ্য হবে না। কিন্তু, কমরেড, আপনি কে জানতে পারি?'

'প্রথমত, আপনার ব্যাটালিয়ন যে-সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, আমি তার সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক। দ্বিতীয়ত, আমি আপনাকে আরেকবার হুকুম করছি

ঘোড়া থেকে নেমে যাবার জন্যে। আপনি যদি পঙ্গুই হন, তাহলে ফৌজে থাকা উচিত হয় নি।'

মুখের ওপর যেন একটা চাবুকের ঘা খেয়েছে বলে মনে হল পাভেলের। লাগামটায় নাড়া লাগাল সে, কিন্তু গুসেভের বলিষ্ঠ হাত তাকে নিরস্ত করল। কয়েক মুহূর্তের জন্য আহত আত্মসম্মান আর আত্মসংযমের একটা লড়াই চলল তার মনের মধ্যে — কোন্‌টা জয়ী হবে। কিন্তু পাভেল করচাগিন এখন আর লাল ফৌজের সেই সৈন্য নয় যে একটা দল থেকে আরেকটা দলে হাল্কা মনে বদলি হয়ে আসবে। সে এখন ব্যাটালিয়ন কমিশার, আর তার ব্যাটালিয়নটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পেছনেই। হুকুমটাকে যদি সে অমান্য করে, তাহলে নিজের সৈনিকদের সামনে সে সামরিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিশ্রী একটা উদাহরণ তুলে ধরবে! এই পদমর্যাদা-গর্বিত গর্দভটার জন্য সে তো আর তার ব্যাটালিয়নটাকে গড়ে তোলে নি। রেকাব থেকে পা সরিয়ে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এল সে, হাঁটুদুটোর কাছে নিদারুণ যন্ত্রণাটাকে চাপতে চাপতে ডানদিকের সৈন্যসারির দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

দিন কয়েক ধরে আবহাওয়াটা খুব ভাল — এমনটা সাধারণত হয় না। ফৌজী মহলা শেষ হয়ে এল প্রায়। পাঁচ দিনের দিন ফৌজী দলগুলো এসে গেল শেপেতোভ্‌কার কাছাকাছি — সেখানেই মহলা শেষ হবার কথা। বেরেজ্‌দভ্‌ ব্যাটালিয়নটার ওপরে ভার দেওয়া হয়েছে — ক্লিমেন্তোভিচি গ্রামের দিক থেকে গিয়ে রেল-স্টেশনটাকে দখল করে নিতে হবে।

পাভেল এখন তার নিজের দেশের মাটিতে এসে পড়েছে। স্টেশনটার দিকে এগুবার সমস্ত পথঘাট দেখিয়ে দিল সে গুসেভকে। ব্যাটালিয়নটা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা তফাত দিয়ে পথ ঘুরে এসে 'শত্রু'র পেছনের ঘাঁটির ওপরে হঠাৎ এসে পড়ে প্রচণ্ড জয়ধ্বনির সঙ্গে স্টেশন বাড়িটাকে দখল করে নিল। এই সামরিক পরিকল্পনাটা সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেল। বেরেজ্‌দভের সৈন্যরা স্টেশনটা দখল করে রইল, আর যে-ব্যাটালিয়নটার ওপরে স্টেশনটার প্রতিরক্ষার ভার ছিল, তাদের শতকরা পঞ্চাশ জন 'নিহত' হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তারা বনের দিকে হঠে গেল।

ব্যাটালিয়নের দুটো দলের মধ্যে একটার ভার নিল পাভেল। নিজের সৈন্যদলকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াবার হুকুম দিয়ে পাভেল রাস্তার মাঝখানে তিন-নম্বর কম্পানির কম্যাণ্ডার আর রাজনীতিক নেতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে তার কাছে দৌড়ে এল একজন লাল ফৌজের লোক।

‘কমরেড কমিশার,’ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সে, ‘ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার জানতে চাচ্ছেন — মেশিনগান-বাহিনীর সৈন্যরা রেলওয়ে-ক্রসিংটা দখল করে আছে কিনা। কমিশনটা এদিকে আসছে।’

পাভেল আর কম্যাণ্ডাররা একসঙ্গে একটা রেল-ক্রসিংয়ের কাছে এল।

রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার আর তার সহকারীরা সবাই ছিল সেখানে। স্টেশন দখল করে নেবার পরিকল্পনাটাকে সফলভাবে কার্যকরী করার জন্য গ্নসেভ্‌কে অভিনন্দন জানানো হল। পরাজিত ব্যাটালিয়নের প্রতিনিধিরা নিরীহভাবে চেয়ে রইল, এমন কি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাও তারা করল না।

গ্নসেভ্ বলল, ‘এর জন্যে কৃতিত্বটা আমার প্রাপ্য নয়। করচাগিনই আমাদের পথঘাট দেখিয়ে দিয়েছিল। ও এই অঞ্চলের লোক।’

সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়কটি পাভেলের দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে নাক সিঁটকে বলল, ‘আপনি তো দেখছি দিব্যি দৌড়াতে পারেন, কমরেড। তাহলে ঘোড়াটা খালি চাল বাড়াবার জন্যেই, না কি?’ আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু করচাগিনের মুখ আর চোখের চাউনি দেখে সে থেমে গেল।

উচ্চপদস্থ কম্যাণ্ডাররা সবাই চলে যাবার পর পাভেল গ্নসেভ্‌কে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ওর নামটা জান নাকি?’

গ্নসেভ্ তার কাঁধ চাপড়ে দিল, ‘ওই ভুঁই-ফোঁড়টার কথায় কান দিয়ো না। নাম ওর চুঝানিন। আমি যতদূর জানি, আগে ও ছিল একজন এনসাইন।’

সেদিন সারাদিন ধরে পাভেল বারকতক মাথা খুঁড়ে মনে করবার চেষ্টা করল সে কোথায় এই নামটা আগে শুনেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না।

* * *

ফৌজী মহলা শেষ হয়ে গেছে। পাভেলদের ব্যাটালিয়ন উচ্চ প্রশংসা পাবার পর ফিরে গেছে বেরেজ্‌দভে। ভীষণ ক্লান্ত পাভেল দু’-একদিন বিশ্রাম করবার জন্য থেকে গেল মা’র কাছে। পাভেল দু’দিন ধরে রোজ একটানা বিশ ঘণ্টা করে ঘুমোল। ঘোড়াটা থাকল আরতিওমের কাছে। তৃতীয় দিনে সে গেল রেল-কারখানায় আরতিওমের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এই ধোঁয়ায় কালো বিষণ্ণ বাড়িটায় ঢুকে পাভেলের মনে হল যেন সে তার নিজের বাড়িতেই এসেছে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে কয়লার ধোঁয়াভরা বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল। বড়ো গভীর টান এর — আবাল্য পরিচিত, এরই মধ্যে সে বড়ো হয়ে উঠেছে, এর সঙ্গে তার আত্মীয়তা। অত্যন্ত প্রিয় কোন কিছুকে যেন হারিয়েছে

বলে তার মনে হল। কতো মাস হয়ে গেল সে একটা ইঞ্জিনের সিটির শব্দ শোনে নি। সেই চিরপরিচিত পরিবেশটুকু ফিরে পাবার জন্য এই এককালের কয়লা-জোগানদার আর ইলেক্‌ট্রিশিয়ানের মনে তীব্র কামনা জাগল — ডাঙার ওপরে দীর্ঘ দিন কাটানোর পরে নাবিকের মনে যেমন নিঃসীম সমুদ্র-বিস্তারের মধ্যে ফিরে যাবার জন্য কামনা জাগে। অনেকক্ষণ লেগে গেল তার এই অনুভূতিটাকে কাটিয়ে উঠতে। দাদার সঙ্গে কথাবার্তা সামান্যই বলল সে। আরতিওম এখন একটা হাপরযন্ত্রে কাজ করছে। পাভেল লক্ষ্য করল — আরতিওমের কপালে নতুন একটা কুঞ্চন জেগেছে। সে এখন দুটি সন্তানের বাপ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বেশ কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হচ্ছে তাকে। সে অবশ্য কোন অভিযোগ তোলে নি, কিন্তু পাভেল নিজেই বুঝতে পারল।

তারা দু'জনে দু'-এক ঘণ্টা পাশাপাশি কাজ করল। তারপরে চলে এল পাভেল। রেল-লাইনটা পার হবার জায়গাটায় এসে পাভেল তার ঘোড়াটাকে রাশ টেনে থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল স্টেশনটার দিকে। তারপরে চাবুক মেরে ঘোড়াটাকে জোরে হাঁকিয়ে চলল বনের ভিতর দিয়ে।

বনের পথগুলো আজকাল সম্পূর্ণ নিরাপদ। ছোট-বড়ো সমস্ত রাহাজান দলগুলিকে বলশেভিকরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা এখন শান্তিতে বসবাস করছে।

দুপুরের দিকে পাভেল এসে পৌঁছল বেরেজ্‌দভে। লিদা পলোভিখ্‌ জেলা কমিটির দপ্তর-বাড়ির দাওয়ায় ছুটে বেরিয়ে এল তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। খুশির হাসি হেসে সে বলল, 'এই যে, এসো! আমরা এখানে তোমার অভাব বোধ করছিলাম।' দুই হাত দিয়ে পাভেলকে জড়িয়ে ধরল সে। দু'জনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ওভারকোটটা খুলতে খুলতে পাভেল জিজ্ঞেস করল, 'রাজ্‌ভালিখিন কোথায়?'

একটু যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লিদা জবাব দিল, 'জানি না। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আজ সকালে ও বলেছিল যে তোমার বদলে সে-ই সমাজতত্ত্বের ক্লাসটা নেবার জন্যে ইস্কুলে যাচ্ছে। ও বলছে যে ওটা ওরই কাজ, তোমার নয়।'

কথাটা শুনে পাভেল একটু বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময় বোধ করল। রাজ্‌ভালিখিনকে তার কোনদিনই ভাল লাগে নি। বিরক্তির সঙ্গে মনে মনে ভাবল, 'ইস্কুলের ব্যাপারে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসতে পারে।'

লিদাকে বলল, 'ওর কথা গ্রাহ্য কোরো না। আচ্ছা, এখানকার ভাল খবরগুলো আগে সব বল তো। গ্রুশেভ্‌কায় গিয়েছিলে নাকি? ওখানকার বাচ্চাদের সব খবরটবর কী?'

লিদা সব খবর বলে গেল, ততক্ষণে পাভেল কৌচে ছড়িয়ে বসল — হাত-পাগুলো ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে তার।

'গত পরশু রাকিতিনাকে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী কর্মী হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের পোদ্দুব্ৎসি সেল অনেকটা জোরালো হয়ে উঠল। রাকিতিনা বেশ মেয়ে, আমার ভারি ভাল লাগে ওকে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের পক্ষে চলে আসতে শুরু করেছে, জনকতক তো ইতিমধ্যেই চলে এসেছে।'

পাভেল আর জেলা পার্টি কমিটির নতুন সম্পাদক লিচিকভ্ প্রায়ই সন্ধ্যের পর লিসিৎসিনের ঘরে গিয়ে মেলে।

তিনজনে মিলে বড়ো ডেস্ক্‌টার ধারে বসে রাত্রি একটা-দুটো পর্যন্ত পড়াশোনা করে। লিসিৎসিনের স্ত্রী আর বোন শোবার ঘরে ঘুমোয় আর ওই ঘরের দরজাটা বন্ধ থাকে। আর এঘরে তারা তিনজনে কোন একটা বই পড়ে। লিসিৎসিন পড়াশোনা করার সময় পায় শুধু রাত্রে। তা সত্ত্বেও, পাভেল তার ঘন ঘন গ্রামান্তর-যাত্রা থেকে ফিরে এসে প্রত্যেক বারই হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করে যে তার কমরেডরা তার চেয়ে ঢের এগিয়ে গেছে।

পোদ্দুব্ৎসি থেকে একদিন একজন এসে খবর দিল — আগের রাত্রে অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কো খুন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের যন্ত্রণা ভুলে ছুটে গেল পাভেল কার্যনির্বাহক কমিটির দপ্তর-বাড়ির আস্তাবলে, তাড়াতাড়ি করে নিজের ঘোড়ায় জিন এঁটে প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেল সীমান্তের দিকে।

গ্রাম সোভিয়েতের প্রশস্ত কুটীরে সবুজ পাতার মধ্যে একটা টেবিলের ওপরে শোয়ানো আছে গ্রিশুৎকার দেহ — সোভিয়েতের লাল ঝাণ্ডায় ঢাকা। একজন সীমান্তরক্ষী প্রহরী আর একজন কমসমোল সভ্য দরজায় পাহারা দিচ্ছে, কর্তৃপক্ষ না আসা পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। পাভেল করচাগিন কুটীরটায় ঢুকে টেবিলটার কাছে এসে সরিয়ে দিল লাল ঝাণ্ডাটা।

গ্রিশুৎকার মাথাটা একপাশে হেলে পড়েছে, মুখখানা তার মোমের মতো বিবর্ণ, বিস্ফারিত চোখদুটোয় মৃত্যুর যন্ত্রণা। মাথার পেছন দিকটা ফাঁক হয়ে গেছে তীক্ষ্ণ কোন অস্ত্রের আঘাতে, একটা কচি ডালে জায়গাটা ঢাকা রয়েছে।

কে নিয়েছে এই তরুণটির প্রাণ? বিধবা খরোভদ্‌কোর একমাত্র ছেলে সে। তার বাবা ছিল ময়দা-কলের মজুর, পরে সে গরিব চাষীদের কমিটির একজন সভ্য হয়ে বিপ্লবের পক্ষে লড়াই করে মারা যায়।

ছেলের মৃত্যুর আঘাতে বৃদ্ধা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে, পড়শীরা এসে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এদিকে তার ছেলে শুয়ে রয়েছে আড়ষ্ট শীতল দেহে, এই অকালমৃত্যুর রহস্যটা তার মনের মধ্যেই গোপন থেকে গেল।

গ্রিশুৎকার হত্যার ঘটনাটা সমস্ত গ্রামবাসীর মনে এক নিদারুণ ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। দেখা গেল, এই গ্রামে গরিব চাষীদের স্বার্থরক্ষক এই তরুণ কমসমোল নেতাটির শত্রুর চেয়ে বন্ধুর সংখ্যাই ঢের বেশি।

খবরটা পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাকিতিনা তার ঘরে জ্বালাভরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। পাভেল ঘরে ঢোকার পর সে মুখ তুলে তাকাল না।

ধুপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ভাঙা গলায় বলে উঠল পাভেল, 'ওকে কে খুন করেছে বলে তোমার মনে হয়, রাকিতিনা?'

'ওই ময়দা-কলের দলটা নিশ্চয়ই। গ্রিশা বরাবরই ওই বেআইনী মাল-চালানদারদের পথের কাঁটা হয়ে ছিল।'

* * *

গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কো-কে গোর দেওয়া উপলক্ষে দুটো গাঁয়ের মানুষ এসে জড়ো হল। করচাগিন তার ব্যাটালিয়ন নিয়ে এল, কমসমোল সংগঠনের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এল তাদের কমরেডের উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। গ্রাম সোভিয়েতের দপ্তরের সামনের ময়দানটায় গাভ্রিলভ আড়াই-শো সীমান্তরক্ষী সৈন্য সামিল করল। সামরিক অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার বিষণ্ণ সুরের তালে তালে লাল কাপড়ে মোড়া শবাধারটি বয়ে নিয়ে এসে ময়দানের মাঝখানে রাখা হল। গৃহযুদ্ধের সময়ে যেসব বলশেভিক পার্টিজান নিহত হয়েছিল, তাদের কবরের পাশে একটা নতুন কবর খোঁড়া হয়েছে সেখানে।

গ্রিশুৎকা যাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, তারা সবাই তার মৃত্যুর ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। তরুণ খেত-মজুর আর গরিব চাষীরা কমসমোলকে সমর্থন করবার সংকল্প গ্রহণ করল। যারা এই অন্ত্যেষ্টি-উপলক্ষে বক্তৃতা দিল, তারা সবাই ক্রুদ্ধ দাবি জানাল — হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হোক, তারা যাকে খুন করেছে তারই কবরের পাশে এইখানে তাদের ধরে এনে বিচার করা হোক, যাতে সবাই চিনে রাখতে পারে শত্রুরা কারা।

তিন ঝাঁক গুলির গর্জন উঠল পর পর। ফার গাছের কাঁচ তাজা ডাল বিছিয়ে দেওয়া হল কবরের ওপর। সেদিন সন্ধ্যায় পোদ্দুবৎসি সেলের সভ্যেরা একজন নতুন সম্পাদক নির্বাচিত করল — রাকিতিনাকে। সীমান্ত-ফাঁড়ি থেকে করচাগিনের কাছে খবর এল যে তারা খুনীদের খুঁজবার সূত্র পেয়েছে।

এক সপ্তাহ বাদে শহরের থিয়েটার-বাড়িতে সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় জেলা কংগ্রেস শুরু হলে সেখানে লিসিৎসিন বিজয়ীর গাম্ভীর্য নিয়ে ঘোষণা করল:

'কমরেডসব, গত এক বছরে আমরা যে অনেক কিছু করতে পেরেছি, একথা এই

কংগ্রেসের সামনে ঘোষণা করতে পারছি বলে আমি আনন্দিত। এই জেলায় সোভিয়েত ক্ষমতা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ডাকাত-রাহাজান দলগুলোকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, বেআইনী মাল আমদানি-রপ্তানি প্রায় সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে গরিব চাষীদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠছে, কমসমোল সংগঠনগুলি আগের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং পার্টি সংগঠনগুলি সম্প্রসারিত হয়েছে। পোদ্দুব্‌ৎসিতে যে-কুলাকরা কিছুদিন আগে উস্‌কানি দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল — যার ফলে আমাদের কমরেড খরোভদ্‌কোকে হারাতে হয়েছে — সেই কুলাকদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। খুনী দু'জন — ময়দা-কলের মালিক আর তার জামাই — গ্রেপ্তার হয়েছে। জেলা আদালতে কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের বিচার হবে। কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলির কাছে কয়েকটি গ্রামের জনকতক প্রতিনিধি এই রাহাজান-সন্ত্রাসবাদীদের চরম শাস্তির দাবি তুলেছেন।'

সমর্থনসূচক উল্লাসের ঝড়ে কেঁপে উঠল হল-ঘরটা:

'ঠিক, ঠিক ! সোভিয়েত রাজের শত্রুদের মৃত্যু চাই !'

পাশের একটা দরজায় দেখা গেল লিদা পলেভিখ্‌কে। পাভেলের দিকে ইশারা করল সে।

বাইরের বারান্দায় পাভেলকে সে একখানা চিঠি দিল। খামের ওপরে 'জরুরী' লেখা। চিঠিখানা খুলে পাভেল পড়ল:

বেরেজ্‌দভ্‌ জেলা কমসমোল কমিটির কাছে। এই চিঠির একটি প্রতিলিপি পার্টির জেলা কমিটির কাছে পাঠানো হল। প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কমরেড পাভেল করচাগিনকে দায়িত্বপূর্ণ কমসমোল কাজের ভার নেবার জন্য জেলা কমিটি থেকে প্রাদেশিক কমিটিতে তলব করা হল।

এই জেলায় সে গত এক বছর ধরে কাজ করেছে — এখান থেকে পাভেল বিদায় নিল। তার যাওয়ার আগে পার্টির জেলা কমিটির যে-সভা হল তার আলোচনা-সূচীতে দুটো বিষয় ছিল: ১) কমরেড পাভেল করচাগিনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদভুক্তি; ২) জেলা কমসমোল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে খালাস দেবার উপলক্ষে তার কাজকর্মের বিবরণী-পত্রের অনুমোদন।

বিদায়ের সময় লিসিৎসিন আর লিদা পাভেলের হাত জোরে চেপে ধরল, সৌভ্রাত্র আর প্রীতির সঙ্গে আলিঙ্গন করল। তারপর পাভেলের ঘোড়াটা যখন আঙিনা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে এসে পড়ল, তখন বারোটা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে তাকে বিদায়-অভিবাদন জানানো হল।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রামগাড়িটা অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে উঠছে ফুন্দুক্লেয়েভস্কায়া স্ট্রীট বেয়ে। বোঝার টানে তার মোটরগুলো গোঙাচ্ছে। অপেরা-বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামতেই তার ভেতর থেকে নেমে এল একদল তরুণ-তরুণী। গাড়িখানা চড়াই বেয়ে উঠতে থাকল।

আর-সবাইকে তাগিদ দিল পানক্রাতভ, 'চল, একটু তাড়াতাড়ি হাঁটা যাক, নইলে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।'

থিয়েটারের প্রবেশপথে ওকুনেভ তাকে ধরে ফেলল, 'এই একই ধরনের একটা সম্মেলনের ব্যাপারে তিন বছর আগে আমরা এখানে এসে জড়ো হয়েছিলাম, তোমার মনে আছে, গেন্‌কা? সেটা হয়েছিল যখন দুবাভা এলো 'বিরোধী শ্রমিকপক্ষের' কথা নিয়ে। বিরাট সভা হয়েছিল সেবার! আজ রাত্রে আবার ওর সঙ্গেই আমাদের লড়াই করতে হবে!'

প্রবেশপত্র দেখিয়ে তারা হল-ঘরে ঢোকার পর পানক্রাতভ তার কথার জবাবে বলল, 'হুঁ, সেই একই জায়গায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দেখছি।'

তাদের চুপ করিয়ে দিল সবাই স্‌-স্‌ শব্দ করে। সম্মেলনের সান্ধ্য অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে, সামনেই যে-চেয়ার পেল সেখানেই বসে পড়ল তারা দু'জনে। বক্তৃতামঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে একজন তরুণী সভাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তাটি তালিয়া।

'ঠিক মুহূর্তটিতে এসে গেছি আমরা। এবার চুপ করে বসে শোন তোমার গিন্নি কী বলছে,' ফিসফিসিয়ে বলল পানক্রাতভ ওকুনেভের পাঁজরায় একটা খোঁচা মেরে।

'...এই আলোচনায় আমরা যে অনেকখানি সময় আর উদ্যম ব্যয় করেছি, সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় এর থেকে আমরা সবাই শিখেছিও অনেক কিছু। আমাদের সংগঠনে ত্রৎস্কির অনুগামীদের যে হার হয়েছে, এটা লক্ষ্য করে আজ আমরা সকলেই খুব আনন্দিত। তাঁদের বলতে দেওয়া হয় নি — এ অভিযোগ তাঁরা আনতে পারবেন না। বরং নিজেদের মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁদের মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা আমরা দিয়েছিলাম, তাঁরা সেটার অপব্যবহার করেছেন এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্থূলভাবে তাঁরা পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তালিয়া। বক্তৃতা দেবার সময় সে যেভাবে বারবার তার চোখের ওপর এসে-পড়া একগোছা চুল পেছনে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, তাই দেখেই তার উত্তেজনাটা বোঝা যায়।

'বিভিন্ন এলাকার বহু কমরেড এখানে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ত্রৎস্কিপন্থীদের কাজকর্মের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন। এই সম্মেলনে বেশ কিছুসংখ্যক ত্রৎস্কিপন্থী উপস্থিত আছেন। এলাকা পার্টি সংগঠনগুলি তাঁদের ইচ্ছে করেই এখানে পাঠিয়েছে যাতে এই শহর পার্টি সম্মেলনে আর একবার তাঁদের বক্তব্য শুনবার সুযোগ আমরা পাই। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি তাঁরা না করেন, তাহলে সেটা আমাদের দোষ নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এলাকাগুলিতে আর সেলগুলিতে সম্পূর্ণভাবে হেরে যাবার ফলে কিছু শিক্ষা তাঁদের হয়েছে। মাত্র গতকাল তাঁরা যা যা বলেছেন, এই সম্মেলনে ফের দাঁড়িয়ে উঠে সেই সব কথা আবার বলবার মতো জোর তাঁদের আছে বলে মনে হয় না।'

হল-ঘরের ডান দিকের কোণ থেকে একটা রুক্ষ গলা তালিয়াকে বাধা দিল, 'আমরা এখনও আমাদের বক্তব্য বলি নি!'

গলার স্বরটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে তালিয়া বলল, 'ঠিক আছে, দুবাভা, এখনই এখানে উঠে এসে বল তোমার যা বলবার আছে, আমরা শুনব।'

দুবাভা ক্রোধ-গম্ভীর চোখে ফিরে তাকাল তালিয়ার দিকে, রাগে কুঁচকে গেছে তার ঠোঁটদুটো। চেঁচিয়ে পাল্টা জবাব দিল সে, 'সময় এলেই বলব আমরা!' আগের দিন নিজের এলাকায় যে তার দারুণ হার হয়েছে সেই কথাটা সে ভাবছিল। ঘটনার স্মৃতিটা তখনও তাকে খোঁচাচ্ছে।

হলের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল। পানক্রাতভ আর নিজেকে সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফের বুঝি পার্টিকে একটা ধাক্কা মারবার চেষ্টায় আছ, অ্যাঁ?'

দুবাভা গলার স্বরটা চিনতে পারল, কিন্তু ফিরে তাকাল না সেদিকে। সে শুধু নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মাথাটা নামিয়ে নিল।

তালিয়া বলে চলল, 'ত্রৎস্কিপন্থীরা যে কীভাবে পার্টি শৃঙ্খলা ভাঙে দুবাভা নিজেই তার একটা লক্ষণীয় উদাহরণ। কমসমোলে সে দীর্ঘদিন কাজ করেছে, আমাদের অনেকেই তাকে জানে—বিশেষ করে অস্ত্রাগারের কর্মীরা। খারকভের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে; তা সত্ত্বেও সে যে গত তিন সপ্তাহ ধরে এখানে শুকোলেঙ্কোর সঙ্গে রয়েছে, তাও আমরা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস যখন পুরোদমে চলছে সেই সময়ে তারা কিসের টানে এখানে এসেছে? শহরের এমন কোন এলাকা বাকি নেই, যেখানে ওরা দু'জনে বক্তৃতা করে বেড়ায় নি। একথা অবশ্য ঠিক যে, গত কয়েকদিনে শুকোলেঙ্কোর বুদ্ধিশুদ্ধি যে খানিকটা ফিরে এসেছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ওদের এখানে পাঠিয়েছে কারা? ওরা ছাড়াও অন্য কতকগুলি সংগঠন থেকেও বেশ কিছু ত্রৎস্কিপন্থী এসেছে। এরা সবাই এখানে আগে কোন-না-কোন সময়ে কাজ করেছে।

এবারে ওরা ফিরে এসেছে পার্টির মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলবার জন্যে। ওদের পার্টি সংগঠনগুলি কি জানে যে তারা এখানে এসেছে? নিশ্চয়ই না। সম্মেলনে উপস্থিত সবাই আশা করছে যে ত্রৎস্কিপন্থীরা এগিয়ে এসে তাদের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করবে।'

এটা তাদের করতে রাজী করাবার আশায় তালিয়া আন্তরিক আবেদন জানাল। সে সরাসরি তাদের উদ্দেশ করে বলল, যেন ঘরোয়া কোন বিতর্কে কমরেডসুলভ ভঙ্গিতেই বলছে, 'এই থিয়েটার-ঘরেই তিন বছর আগে দুবাভা আমাদের কাছে সেই আগেকার 'বিরোধী শ্রমিকপক্ষকে' নিয়ে ফিরে আসে। মনে পড়ছে? সেবারে কী বলেছিল সে, মনে আছে তো? বলেছিল: 'পার্টির ঝাণ্ডাকে আমরা কখনও আমাদের মুঠি থেকে খুলে পড়ে যেতে দেব না।' কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই দুবাভা ঠিক সেই কাজটাই করেছে। হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, পার্টির ঝাণ্ডাকে সে তার মুঠো থেকে খুলে পড়ে যেতে দিয়েছে। এক্ষুনি সে বলেছে, 'আমরা এখনও আমাদের বক্তব্য বলি নি!' এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সে আর তার সহযোগী ত্রৎস্কিপন্থীরা আরও কিছুদূর যেতে চায়।'

পেছন দিকের আসনগুলো থেকে একটা গলার স্বর শোনা গেল, 'হাওয়াটা কোন্ দিকে বইছে সে সম্বন্ধে তুফ্‌তা আমাদের কিছু বলুক, সে-ই তো ওদের আবহতত্ত্ববিদ।'

ক্রুদ্ধ বিরক্ত কতকগুলো গলায় এর জবাব এল:

'বাজে রসিকতা করার সময় এটা নয়!'

'পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই এরা বন্ধ করবে কিনা — একথার জবাব ওরা দিক!'

'ওই পার্টিবিরোধী ঘোষণাপত্রটা কে লিখেছিল — ওরা বলুক!'

উত্তেজনাটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সবাইকে চুপ করতে বলার জন্য সভাপতি তার ঘণ্টাটা অনেকক্ষণ ধরে অবিরাম বাজিয়ে চলেছে।

গোলমালের মধ্যে ডুবে গেছে তালিয়ার গলা। তারপর ঝড়টা থামতে তার কথাগুলো ফের শোনা গেল:

'শহরের বাইরের এলাকাগুলোর কমরেডদের কাছ থেকে আমরা যে-চিঠিপত্র পাই তার থেকে বোঝা যায়, তারা আমাদেরই পক্ষে এবং এটা খুবই উৎসাহজনক। এই রকম একটা চিঠি, যা আমাদের হাতে এসেছে, তার থেকে খানিকটা পড়ে শোনাবার অনুমতি চাচ্ছি। ওলগা ইউরেনেভার কাছ থেকে এই চিঠিটা এসেছে। এখানকার অনেকেই তাকে চেনে। কমসমোলের একটা এলাকা কমিটির সাংগঠনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সে।'

তালিয়া তার সামনের এক তাড়া কাগজের মধ্যে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার ওপরে চোখ বুলিয়ে পড়া আরম্ভ করল:

'প্রত্যক্ষ সমস্ত কাজে অবহেলা করা হয়েছে। গত চারদিন ধরে ব্যুরোর সভ্যেরা সব বেরিয়ে পড়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে ত্রৎস্কিপন্থীরা আগের চেয়েও জোরালো রকমের ক্ষতিকর প্রচারে নেমেছে। গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে — সেটা সমগ্র সংগঠনের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। শহরের একটা সেলেও ভোটের সংখ্যায় জিততে না পেরে বিরোধীপক্ষ তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে আঞ্চলিক সামরিক কমিশারিয়েট সেলে লড়াইয়ে নামবে স্থির করেছে। আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিশনে এবং শিক্ষা বিভাগে যে কমিউনিস্টরা কাজ করে তারাও এই সামরিক কমিশারিয়েট সেলের অন্তর্ভুক্ত। এই সেলে বিয়াল্লিশজন সভ্য আছে, কিন্তু ত্রৎস্কিপন্থীরা সবাই এখানে জোট বেঁধে এসে জড়ো হয়। এই সভায় যেরকম সব পার্টিবিরোধী বক্তৃতা করা হয়েছে, সে রকমটি এর আগে আর আমরা কখনও শুনি নি। সামরিক কমিশারিয়েট সভ্যদের মধ্যে থেকে একজন উঠে সরাসরিই বলল, 'পার্টি যন্ত্র যদি আমাদের কথা না মেনে নেয়, তাহলে আমরা সেটাকে ভেঙে চুরমার করে দেব।' বিরোধীপক্ষের সবাই তার এই কথায় হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল। এর পরে করচাগিন বলতে উঠল। 'নিজেদের পার্টি সভ্য বলে ঘোষণা করার পরেও তোমরা কী করে এই ফ্যাশিস্টকে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছ?' বলল সে; কিন্তু ওরা চিৎকার করে চেয়ার চাপড়ে এমন হৈ-হল্লা সৃষ্টি করল যে সে আর এগুতে পারল না। এই কুৎসিত ব্যবহারে সেল সভ্যরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারা দাবি জানাল — করচাগিনকে বলতে দেওয়া হোক। কিন্তু করচাগিন যেই ফের বলা আরম্ভ করল অমনি চেঁচামেচি শুরু হল আবার। গোলমালের ওপরে গলা চড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'একেই বুঝি তোমরা গণতন্ত্র বলে থাক! যতোই চেঁচাও, আমি আমার বক্তব্য বলেই যাব।' সেই মুহূর্তে জনকতক লোক তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল। উদ্দাম গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। পাভেল পাল্টা বাধা দিয়ে বলেই যেতে লাগল, কিন্তু ওরা তাকে মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে পাশের একটা দরজা খুলে সিঁড়ির ওপরে ছুঁড়ে দিল — তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। এর পর প্রায় সমস্ত সেল সভ্যই সভা থেকে উঠে চলে গেল। এই ঘটনাটা অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছে...'

বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে গেল তালিয়া।

* * *

সেগাল গত দু'-মাস ধরে জেলা পার্টি কমিটির প্রচার-আন্দোলন বিভাগের

ভারপ্রাপ্ত। সে সভাপতিমণ্ডলীর জায়গায় তোকারেভের পাশেই বসে প্রতিনিধিদের বক্তৃতাগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছে শুধু তরুণরাই, যারা এখনও রয়েছে কমসমোল সংগঠনের মধ্যে।

'গত কয়েক বছরে এরা কতো সুপরিণত হয়ে উঠেছে!' ভাবছিল সেগাল। তোকারেভের কাছে সে মন্তব্য করল, 'বিরোধীপক্ষ ইতিমধ্যেই খুব জোর মার খেতে লেগেছে। এখনও তো তবু তোপ-কামান দাগা শুরু হয় নি। অল্পবয়েসীরাই ত্রৎস্কিপন্থীদের ঘায়েল করে তুলছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে তুফ্‌তা লাফিয়ে উঠে এল মঞ্চে। সংক্ষিপ্ত একটা হাসির আওয়াজ আর তার প্রতি বিরুদ্ধতার একটা উচ্চকিত গুঞ্জনধ্বনি উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এ ধরনের অভ্যর্থনা পেয়ে তুফ্‌তা প্রতিবাদ জানানোর জন্য ঘুরে দাঁড়াল সভাপতিমণ্ডলীর দিকে, কিন্তু ততক্ষণে হল-ঘরটা শান্ত হয়ে এসেছে।

'এখানকার কেউ একজন আমাকে আবহতত্ত্ববিদ বলেছে। তোমরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কমরেড, তারা এইভাবে আমার রাজনীতিক মতামতক ব্যঙ্গ করতে চাও দেখছি!' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল সে কথাগুলো।

এক দমক হাসির গর্জন উঠল তার কথার জবাবে। ক্রোধ-বিরক্তির সঙ্গে তুফ্‌তা সভাপতির কাছে আবেদন জানাল, 'তোমরা হাসতে পার, কিন্তু আমি আরেকবার বলছি তোমাদের — তরুণরাই আবহাওয়ার দিকনির্দেশক বটে। লেনিন একাধিকবার একথা লিখেছেন।'

এক মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল হল-ঘর।

'কী লিখেছেন লেনিন?' শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল।

তুফ্‌তা কিছুটা সজীব হয়ে উঠল।

'অক্টোবর অভ্যুত্থানের জন্যে যখন প্রস্তুতি চলেছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর দৃঢ়মনা তরুণদের ঐক্যবদ্ধ আর সশস্ত্র করে তুলে জাহাজীদের সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে তাদের পাঠাবার জন্যে লেনিন নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি চাও, তাহলে সেই জায়গাটা পড়ে শোনাতে পারি। বিভিন্ন কার্ডে আমার সমস্ত উদ্ধৃতিগুলো টোকা আছে।' তুফ্‌তা তার চামড়ার থলেটার মধ্যে হাত চালিয়ে দিল।

'থাক, ঠিক আছে, আমরা জানি কথাটা!'

'কিন্তু লেনিন ঐক্য সম্বন্ধে কী লিখেছেন?'

'আর পার্টি শৃঙ্খলা সম্বন্ধে?'

'লেনিন আবার কোন্‌কালে প্রবীণ পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে তরুণদের লাগিয়েছেন?'

চিন্তার খেই হারিয়ে তুফ্‌তা চট করে আরেকটা প্রসঙ্গে চলে এল, ‘লাগ্‌তিনা এখ্‌নি ইউরেনেভার একটা চিঠি পড়ে শ্‌নিয়েছে। তর্কাতর্কির সময়ে যদি কোথাও একটু-আধটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্যে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে বলে আশা করা যায় না।’

শ্‌কোলেঙ্কোর পাশেই বসেছিল স্‌ভেতায়েভ, সে দারুণ ক্রোধে হিসহিসিয়ে বলে উঠল, ‘এই বোকাটা ছাড়া আর লোক পাওয়া গেল না!’

‘হ্যাঁ,’ ফিসফিসিয়ে জবাব দিল শ্‌কোলেঙ্কো, ‘আহাম্মকটা আমাদের স্রেফ ডুবিয়ে ছাড়বে।’

তুফ্‌তার খ্যানখেনে চড়া পর্দার গলা শ্রোতাদের কানে যেন ঝাঁঝরা পিটিয়ে চলল, ‘তোমরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপ সংগঠিত করে তুলতে পার, তাহলে আমাদেরও সংখ্যালঘু গ্রুপ সংগঠিত করে তোলার অধিকার আছে।’

চেঁচামেচি শ্‌রু হয়ে গেল হল-ঘরের মধ্যে। চারিদিক থেকে তুফ্‌তার ওপরে ক্রুদ্ধ প্রশ্নের বৃষ্টি নামল:

‘এ আবার কী? ফের সেই বলশেভিক আর মেনশেভিকের বৃত্তান্ত!’

‘রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি একটা পার্লামেণ্ট নয়!’

‘ওরা মিয়াস্‌নিকভ থেকে মার্তভ পর্যন্ত সমস্ত রকমের দল-ভাঙিয়ের হয়েই কাজ করছে দেখছি!’

তুফ্‌তা তার দুই বাহু বিক্ষিপ্ত করল, যেন এখ্‌নি জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপরে দ্রুত গ্‌লি ছোঁড়ার মতো করে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে চলল, ‘হ্যাঁ, গ্রুপ তৈরি করার স্বাধীনতা আমাদের নিশ্চয়ই থাকা চাই। নইলে, আমরা যারা অন্যরকম মত পোষণ করি, তারা কী করে এরকম একটা সংগঠিত সুশৃঙ্খল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে নিজেদের মতের স্বপক্ষে লড়াই চালাবে?’

হৈ-হল্লাটা বেড়ে চলল। পানক্রাতভ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, ‘ও বলুক। ওর কী বলার আছে শোনা যাক। অন্যেরা যেসব কথা না বলাটাই ভাল বলে মনে করবে, তুফ্‌তা হয়তো ঠিক সেই কথাগুলোই ফস্‌ করে বলে বসবে।’

শান্ত হয়ে এল হল-ঘর। তুফ্‌তা বুঝতে পেরেছে যে সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। একথাটা বোধহয় তার এখনই বলা উচিত হয় নি। নিজের মনের কথাগুলোকে সে একেবারে হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা দ্রুত উচ্চারণে বলে নিয়ে বক্তব্য শেষ করল, ‘তোমরা অবশ্য আমাদের পার্টি থেকে বের করে দিয়ে এক ধাক্কায় উল্টে ফেলে দিতে পার। এ ধরনের ব্যাপার তো শুরু হয়েই গেছে। ইতিমধ্যেই তোমরা আমাকে কমসমোলের প্রাদেশিক কমিটি থেকে সরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু তাতে কিছু

এসে যাবে না। শিগগিরই দেখা যাবে কাদের কথাটা ঠিক।' এই বলেই সে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে হলের মধ্যে নেমে গেল।

সভেতায়েভ একটা চিরকুট চালান করে দিল দুবাভার দিকে, 'মিতিয়াই, এরপরে তুমি বলতে ওঠ। তাতে অবশ্য অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা নিতান্তই ঘায়েল হয়ে গেছি। তুফ্‌তাটাকে আমাদের সামলাতেই হবে। ও একটা নিরেট মুখ্যু, বক্কেশ্বর।'

দুবাভা বলতে চেয়ে অনুরোধ জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দেওয়া হল।

মঞ্চের ওপরে সে উঠতেই হল-ঘরে একটা প্রত্যাশার নিস্তব্ধতা নেমে এল। কেউ বক্তৃতা শুরু করার আগে সাধারণত যে-নিস্তব্ধতা নামে, এটা তাই নয়। দুবাভার পক্ষে এই নিস্তব্ধতাটুকু প্রচ্ছন্ন বিরোধিতায় ভরা। সেল মিটিংগুলোয় সে যে-উৎসাহ নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে তা ইতোমধ্যে মিইয়ে এসেছে। দিনে দিনে তার উদ্দীপনাটা কমে এসেছে এবং ভূতপূর্ব কমরেডদের কাছে নিদারুণ পরাজয় আর কঠিন পাল্টা ঘা খাবার পর তার মনের অবস্থাটা এখন জল-ঢেলে নেভানো আগুনের মতো — আহত আত্মাভিমানের জ্বালাভরা ধোঁয়ায় সে এখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার যে ভুল হয়েছে সে কথাটা গোঁয়ারের মতো অস্বীকার করতে চেয়ে তার মনের জ্বালাটা আরও বেড়ে গেছে। সরাসরি ঝাঁপ দেবে বলে স্থির করল সে, যদিও সে জানে যে এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে সে নিজেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বলার সময়ে তার গলার আওয়াজটা শোনাল চাপা, কিন্তু স্পষ্ট।

'দয়া করে আমাকে বলার সময়ে বাধা দিয়ো না কিংবা প্রশ্ন তুলে তুলে জেরা করে বিরক্ত কোরো না। আমি আমাদের মতামতটা সম্পূর্ণ খোলসা করে বলে নিতে চাই, যদিও আগে থেকেই জানি যে তাতে কিছুমাত্র ফল হবে না। তোমরাই সংখ্যায় বেশি।'

শেষ পর্যন্ত যখন সে বলা শেষ করল, তখন অবস্থাটা দেখে মনে হল যেন হল-ঘরে বোমা ফেটে পড়েছে। ক্রুদ্ধ চিৎকারের একটা ঘূর্ণি ঘিরে ধরল তাকে, চাবুকের মতো যেন সেগুলো কেটে বসছে তার গায়ে। ধিক্কার-ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে তার উদ্দেশে চিৎকার উঠল:

'ছি, ছি!'

'দল-ভাঙিয়েরা নিপাত যাক!'

'খুব তো কাদা ছুঁড়লে হে!'

ব্যঙ্গের হাস্যরোলের মধ্যে দুবাভা তার চেয়ারে এসে বসল। সেই হাসি তাকে একেবারে ধসিয়ে দিয়েছে। এরা যদি চেঁচামেচি করে তার উদ্দেশে গাল পাড়ত

তাহলে সে খুশি হত, কিন্তু তার বদলে তাকে এরা বিদ্রূপ করছে—কোন অভিনেতার কৃত্রিম সুরে আবৃত্তি করতে গিয়ে গলা ভেঙে গেলে দর্শকরা যেমন বিদ্রূপ করে ওঠে।

'এবার শুকোলেঙ্কো বলবে,' ঘোষণা করল সভাপতি।

শুকোলেঙ্কো উঠে দাঁড়াল, 'আমি বলতে চাই না।'

এবার পেছনের সারি থেকে পানক্রাতভের গম্ভীর খাদের গলা গমগম করে উঠল, 'আমি বলতে চাই!'

তার গলার স্বরটা শুনেই দুবাভা বুঝেছে যে পানক্রাতভ মনে মনে উত্তেজনায় টগবগ করছে। যখনই সে মর্মান্তিক অপমানিত বোধ করে তখনই তার গম্ভীর গলাটা এই রকম গমগম করে ওঠে। সামান্য একটু নুয়ে-পড়া লম্বা মূর্তিটার দ্রুত পা ফেলে বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়াটা বিষণ্ণ-গম্ভীর চোখে লক্ষ্য করতে করতে একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল দুবাভার মন। পানক্রাতভ কী বলবে তা সে জানে। আগের দিন সলোমেন্কায় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সে যে আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হয়েছিল এবং তারা যে তাকে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য নানারকম যুক্তি দেখিয়েছিল—সে ঘটনাটা তার মনে পড়ল। তার সঙ্গে ছিল শুকোলেঙ্কো আর সুভেতায়েভ। তোকারেভের ঘরে তারা জড়ো হয়েছিল। পানক্রাতভ, ওকুনেভ, তালিয়া, ভলিন্‌সেভ, জেলেনোভা, স্তারোভেরভ আর আর্তিউখিন উপস্থিত ছিল। ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই চেষ্টায় একেবারেই কান দেয় নি দুবাভা। আলোচনার মাঝখানে সুভেতায়েভের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে নিজের ভুলটাকে স্বীকার করার অনিচ্ছাটুকু আরও প্রকট করে তুলেছিল। শুকোলেঙ্কো থেকে গিয়েছিল। আর এখন সে বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করে বসল। 'মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবী! নিশ্চয়ই ওরা ওকে নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে,' ভাবল দুবাভা জ্বালাভরা ক্ষোভের সঙ্গে। এই উন্মত্ত লড়াইয়ে সে একে একে তার সমস্ত বন্ধুদের হারাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝারকির সঙ্গে তার বন্ধুত্বে ভাঙন ধরেছে। পার্টি ব্যুরোর একটা আলোচনা-বৈঠকে ঝারকি 'ছেচল্লিশ জন'এর ঘোষণাপত্রটার তীব্র নিন্দা করেছিল এবং পরে সংঘর্ষটা আরও তীব্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দুবাভা তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এর পরে ঝারকি বারকয়েক আন্নার সঙ্গে দেখা করতে তার ওখানে এসেছে। বছরখানেক হতে চলল আন্না আর দুবাভার বিয়ে হয়েছে। ওরা আলাদা আলাদা ঘরে থাকে এবং আন্না দুবাভার সঙ্গে একমত নয়। দুবাভার বিশ্বাস—আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে ইদানীং যে বনিবনার অভাব দেখা দিয়েছে, সেটা ঝারকির ঘন ঘন যাতায়াতের ফলেই আরও বেড়ে গেছে। দুবাভার দিক থেকে এটা ঈর্ষা নয়। কিন্তু এই অবস্থায় ঝারকির সঙ্গে

আম্মার বন্ধুত্বটা দুবাভার মনের মধ্যে একটা অন্তর্দাহের সৃষ্টি করেছে। আম্মার সঙ্গে সে এ সম্বন্ধে কথা বলেছিল, এবং তার ফলে এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল যার মধ্যে দিয়ে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে নি বিন্দুমাত্র। কোথায় যাচ্ছে আম্মাকে কিছুই না বলেই সে এই সম্মেলনে এসেছে।

তার মনের দ্রুত চিন্তায় বাধা পড়ল পানক্রাতভের বক্তৃতায়।

'কমরেডসব!' বক্তা একেবারে মঞ্চের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেই কথাটার উচ্চকিত আওয়াজ কানে এল। ন'দিন ধরে আমরা বিরোধীদের বক্তৃতা শুনেছি এবং খুব খোলাখুলিই আমি বলছি, তারা যা বলেছে সেটা মোটেই সহযোদ্ধা হিসেবে, বিপ্লবী হিসে-বে, শ্রেণীসংগ্রামে আমাদের কমরেড হিসেবে বলে নি। তাদের বক্তৃতাগুলো শত্রুতা, নিদা-রুণ বিদ্বেষ আর মিথ্যা কুৎসায় ভরা। হ্যাঁ, কমরেডসব, কুৎসাই গেয়েছে তারা। আমাদের — বলশেভিকদের — ওরা এমনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে যেন আমরা পার্টির মধ্যে একটা জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম করার পক্ষে, যেন আমরা এমন একদল লোক যারা শ্রেণীস্বার্থের প্রতি আর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে যারা গড়ে তুলেছে, জারের জেলখানায় যারা কষ্ট সয়েছে, কমরেড লেনিনকে পুরোভাগে নিয়ে যারা বিশ্ব-মেনশেভিকবাদ আর ত্রৎস্কিবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে গেছে, আমাদের পার্টির সেই সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন আর সবচেয়ে পরীক্ষিত অংশটিকে, বলশেভিকদের গৌরব সেই সব প্রবীণ আর অভিজ্ঞ পার্টি সভ্যদের এরা আমলাতান্ত্রিক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। শত্রু ছাড়া আর কেউ কি এ ধরনের কথা বলতে পারে? পার্টি এবং সেই পার্টির কাজকর্ম যারা পরিচালনা করে তারা কি অভিন্ন সমগ্র সত্তা নয়? তাহলে এতো সব কথা কিসের জন্যে, জানতে চাই। যেসব লোক লাল ফৌজের তরুণ সৈন্যদের তাদের কম্যাণ্ডার, কমিশার আর ফৌজী সদর-ঘাঁটির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে চায়, এবং সেটা এমন একটা সময়ে যখন তাদের দলটিকে শত্রুসৈন্যরা ঘিরে ধরেছে, সেই সব লোককে কী বলা উচিত আমাদের? এই সব ত্রৎস্কিপন্থীদের মতে — আমি যতক্ষণ একজন মিস্ত্রি হিসেবে আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ঠিক আছি,' কিন্তু কালই যদি আমি কোন একটা পার্টি কমিটির সম্পাদক হই, অমনি হয়ে দাঁড়াব 'আমলাতান্ত্রিক উপরওয়ালা' আর 'গদি-গরম-করনেওয়ালা'! কমরেডসব, এই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর গণতন্ত্রের সপক্ষে যারা লড়াই করছে সেই বিরোধীপক্ষের মধ্যেই, ধরা যাক, তুফ্‌তার মতো একজন লোক আছে যাকে সম্প্রতি আমলাতান্ত্রিক বলে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে, এটা কি একটু অদ্ভুত ব্যাপার নয়? কিংবা স্‌ভেতায়েভ, যে কিনা সলোমেন্‌কার লোকদের কাছে তার

'গণতন্ত্রের' জন্যে সুপরিচিত; কিংবা আফানাসিয়েভ — পদোল্স্ক এলাকায় কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে যাকে তার পদ থেকে প্রাদেশিক কমিটি তিন-তিনবার অপসারিত করেছিল? দেখা যাচ্ছে, পার্টি যাদের যাদের শাস্তি দিয়েছে তারাই সবাই মিলে পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে একজোট হয়েছে। প্রবীণ বলশেভিকরা আমাদের ত্রৎস্কির 'বলশেভিকবাদ' সম্বন্ধে বলুন — বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ত্রৎস্কির লড়াইয়ের ইতিহাস এবং এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে তাঁর অনবরত দল-পরিবর্তনের কথাটা আমাদের তরুণদের পক্ষে জেনে রাখাটা খুবই প্রয়োজনীয়। বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমাদের সাধারণ সভ্যদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে এবং মতাদর্শের দিক থেকে আমাদের তরুণদের শক্তিশালী করে তুলেছে। পেটি বুর্জোয়া ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বলশেভিক পার্টি আর কমসমোল পোড় খেয়ে খেয়ে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হয়ে উঠেছে। বিরোধীপক্ষের বিকারগ্রস্ত আতঙ্ক-সৃষ্টিকারীরা ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে আমাদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ভিত সম্পূর্ণ ধসে পড়বে। এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য কতটুকু তা আগামী দিনই প্রমাণ করবে। এরা দাবি তুলেছে যে তোকারেভ বা তাঁর মতো সব প্রবীণ বলশেভিকদের পেছনে হঠিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় এনে বসাতে হবে দুবাভার মতো কোন সুবিধাবাদীকে, যে-লোকটা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করাটাকে একটা মস্ত বড়ো বীরত্বের কাজ বলে মনে করে। না, কমরেডসব, এতে আমরা রাজী হতে পারি না। প্রবীণ বলশেভিকদের জায়গায় নতুন নতুন লোক আসবে ঠিকই। কিন্তু যখনই আমরা কোন একটা বাধার বিরুদ্ধে লড়ছি, ঠিক সেই সময়েই এসে যারা তীব্রভাবে পার্টিকে আক্রমণ করে, সেই সব লোককে আমরা তাদের জায়গায় এনে বসাতে পারি না। আমাদের এই মহান পার্টির ঐক্যে ভাঙন ধরাতে দেব না আমরা। প্রবীণ আর তরুণ পার্টি কর্মীরা কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। লেনিনের পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে পেটি বুর্জোয়া প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা বিজয়ের পথে এগিয়ে যাব!'

সমর্থনসূচক তুমুল হাততালির মধ্যে মঞ্চ থেকে নেমে গেল পানক্রাতভ।

* * *

পরের দিন জনা দশেক লোকের একটা দল তুফ্‌তার ঘরে এসে জড়ো হল।

'শুকোলেঙ্কো আর আমি আজ খারকভে রওনা হচ্ছি,' বলল দুবাভা, 'এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই। তোমাদের এককাট্টা হয়ে থাকার চেষ্টা করতেই হবে। এখন আমরা শুধু অপেক্ষা করে থেকে দেখে যেতে পারি কীরকম ঘটে ব্যাপারখানা।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সারা রাশিয়া সম্মেলনে আমাদের নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হবে; কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, এতো শিগগির আমাদের বিরুদ্ধে কোন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। সংখ্যাগুরুরা আমাদের আরেকটা সুযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন, বিশেষ করে এই সম্মেলনের পরেই, খোলাখুলি লড়াই চালানোর মানেটা হচ্ছে পার্টি থেকে লাথি খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া। এটা আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। ভবিষ্যতে কী হবে না হবে এখন বলা কঠিন। আমার আপাতত এছাড়া আর কিছু বলার নেই।' দুবাভা যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

ক্ষীণ-দেহ, পাতলা-ঠোঁট স্তারোভেরভও উঠে দাঁড়াল।

'আমি তোমার কথা বুঝলাম না, মিতিয়াই,' আধো-আধো উচ্চারণে আমতা আমতা করে বলল সে, 'তার মানে কি এই যে, সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে চলার ব্যাপারে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই ?'

সভেতায়েভ তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'দস্তুর অনুযায়ী — আছে। না মেনে চললে তোমাকে পার্টি কার্ডখানি হারাতে হবে। কিন্তু আমরা এখন অপেক্ষা করে থেকে দেখে যাব হাওয়াটা বইছে কোন্ দিকে এবং ইতিমধ্যে আমরা আলাদা আলাদা হয়ে যাব।'

তুফ্‌তা অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে-চড়ে বসল তার চেয়ারে। বিবর্ণ মুখে দমে যাওয়া মন নিয়ে জানলাটার পাশে বসে নখ কামড়াতে লাগল শ্কোলেংকো — বিনিদ্র রজনী যাপনের দরুণ তার চোখের কোলে কালি পড়েছে। সভেতায়েভের কথায় সে তার এই বিষণ্ণ আনমনা ভাবটা ছেড়ে সভার দিকে ফিরে বসল।

'আমি এই ধরনের ছল-কৌশল খাটানোর বিরুদ্ধে,' হঠাৎ-ক্রোধে বলে উঠল সে, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে আমরা বাধ্য। আমাদের মতবাদের পক্ষে আমরা লড়েছি, কিন্তু এখন অধিকাংশ ভোটে যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা মেনে নিতেই হবে আমাদের।'

স্তারোভেরভ তার দিকে সমর্থনসূচক চাউনিতে তাকাল।

'আমিও এই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম,' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সে।

দুবাভা স্থিরদৃষ্টিতে শ্কোলেংকোর দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকে বলল, 'কেউ তোমাকে কিছু করতে বলছে না। প্রাদেশিক সম্মেলনে গিয়ে 'অনুতাপ' প্রকাশ করার সুযোগ তোমার এখনও আছে।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল শ্কোলেংকো।

'তোমার বলার ভঙ্গিটায় আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি, দুর্মিত্রি। আর, খোলাখুলি

বলতে গেলে, তোমার বক্তব্যটা আমার কাছে অত্যন্ত কদর্য বলে মনে হচ্ছে এবং তোমার ওই কথায় আমি আমার অবস্থাটা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বাধ্য হচ্ছি।'

দুবাভা হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল, 'তুমি ঠিক এইটেই করবে বলে আমি ভাবছিলাম। ছুটে যাও, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই আফসোস জানাও গিয়ে।'

কথাটা বলেই দুবাভা তুফ্‌তা আর অন্যদের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেল।

শ্‌কোলেংকো আর স্তারোভেরভও একটু বাদেই চলে গেল।

* * *

ইতিহাসের পাতায় উনিশ শ' চব্বিশ সালটা অতি নিদারুণ শীতের বছর বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। বরফ-ঢাকা দেশটাকে জানুয়ারি তার তুহিন-মুঠোর মধ্যে আরও জোরে চেপে ধরল — মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সোঁ সোঁ হাওয়া আর তুষার-ঝড় বইতে থাকল প্রবল বেগে।

দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের লাইনগুলো বরফে চাপা পড়ে গেছে, আর প্রকৃতির সেই উন্মত্ত বাধার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেছে মানুষের লড়াই।

স্তূপীকৃত বরফের রাশির মধ্যে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে বরফ-কাটা লাঙলের ইস্পাতের দাঁতগুলো, ট্রেন-চলাচলের জন্য পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বরফের ভারে নুয়ে-পড়া টেলিগ্রাফের তার শীতে জমে গিয়ে তুষার-ঝড়ের দমকা ঝাপটে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। বারোটা টেলিগ্রাফ লাইনের মধ্যে মোটে তিনটে লাইনে কাজ চলেছে: একটি যোগাযোগের লাইন ইন্দো-ইউরোপীয়, অন্য দুটি সরকারী।

শেপেতোভ্‌কা স্টেশনের টেলিগ্রাফ দপ্তরে তিনটি যন্ত্র অবিরাম টরেটক্কা আওয়াজ করে চলেছে — কেবল অভ্যস্ত কানেই তার অর্থ বোধগম্য।

মেয়ে-অপারেটররা এ কাজে নতুন। তারা এতদিনে যত তারবার্তা ধরেছে তার ফিতের দৈর্ঘ্যটা দাঁড়াবে বারো-তেরো মাইলের বেশি নয়। কিন্তু তাদের পাশে বসে যে বুড়ো টেলিগ্রাফার কাজ করে, তার ফিতের দৈর্ঘ্য ইতিমধ্যে একশ তিরিশ মাইল ছাড়িয়ে গেছে। তার অল্পবয়েসী সহযোগীদের মতো তাকে আর খবরটা উদ্ধার করার জন্য ফিতেটা পড়ে দেখতে হয় না, ভুরু কুঁচকে কঠিন কঠিন শব্দ আর বাক্যাংশের মানে বের করার জন্যও তাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। যন্ত্র থেকে টরেটক্কা আওয়াজ বেরুতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সে শুধু শব্দগুলো একে একে টুকে যায়। এবারে তার কানে এই কথাগুলো বাজল, 'সবাইকে জানানো যাচ্ছে। সবাইকে জানানো যাচ্ছে। সবাইকে জানানো...'

'নিশ্চয় ওই বরফ সাফ করার ব্যাপারে আরেকটা কোন নির্দেশ,' কথাগুলো লিখে নিতে নিতে বুড়ো টেলিগ্রাফার ভাবল মনে মনে। বাইরে তুষার-ঝড় বইছে প্রচণ্ড বেগে, তুষার এসে আছড়ে পড়ছে জানলার গায়ে। জানলায় কেউ ধাক্কা মারছে মনে করে টেলিগ্রাফারের দৃষ্টিটা সরে এল শব্দের উৎসটার দিকে। এক মুহূর্তের জন্য তার চোখদুটো আটকে গেল শার্সির গায়ে তুষার-চিহ্নিত জটিল নক্সাটার দিকে। এমন অপরূপ ডাল-পাতা-কাটা নক্সার সঙ্গে কোন শিল্পীর রচনা পাল্লা দিতে পারবে না!

আপন চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য টেলিগ্রাফের আওয়াজের দিকে তার কান আর রইল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরে তাকিয়ে ফিতেটা টেনে নিয়ে যে-শব্দের আওয়াজগুলো তার কান এড়িয়ে গেছে সেগুলো পড়তে আরম্ভ করল।

যন্ত্রটা থেকে বেরিয়ে-আসা কথাগুলো এই:

'২১ জানুয়ারি সন্ধ্যে ৬টা ৫০ মিনিটে...'

তাড়াতাড়ি এই কথাগুলো টুকে নিয়ে ফিতেটা ছেড়ে দিয়ে টেলিগ্রাফার হাতের ওপর মাথাটা রেখে ফের শুনতে থাকল।

'...গতকাল গর্কিতে মারা গেছেন...'

ধীরে ধীরে সে অক্ষরগুলো টুকে নিতে লাগল কাগজের বুকে। দীর্ঘ জীবনে এ রকম কতো খবর সে টুকেছে — আনন্দের খবর আর মর্মান্তিক দুঃখের খবর — অন্যের আনন্দ কিংবা বেদনার সংবাদ — সে যে আর-সবার আগে কতোবার পেয়েছে তার হিসেব নেই! এই সব কাটাছাঁটা সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর মানে নিয়ে ভাবতে বসার অভ্যাসটা সে অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে শুধু আওয়াজটা শুনে যায় আর যান্ত্রিকভাবে অক্ষরগুলো লিখে চলে কাগজের বুকে।

এবারও কেউ একজন মারা গেছে, এবং সেই ঘটনাটা আর-কাউকে জানানো হচ্ছে। টেলিগ্রাফার বৃদ্ধটি গোড়ার কথাগুলো ভুলে গেছে: 'সবাইকে জানানো যাচ্ছে! সবাইকে জানানো যাচ্ছে! সবাইকে জানানো যাচ্ছে!' টরেটক্কা আওয়াজে যন্ত্রটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অক্ষরগুলো: 'ভ্লা-দি-মি-র্ ই-লি-চ্', আর বৃদ্ধ টেলিগ্রাফারটি কানে-শোনা সেই টকাটক আওয়াজগুলোকে লিখিত হরফে অনুবাদ করে চলেছে। নিরুদ্বেগ মনে বসে আছে সে, সামান্য একটু ক্লান্তিও বোধ করছে। ভ্লাদিমির ইলিচ নামে কেউ একজন কোন এক জায়গায় মারা গেছে — এই বেদনাতুর সংবাদটি কেউ একজন পাবে, তার হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে আসবে একটা ব্যথাভরা যন্ত্রণার আর্তস্বর — কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে টেলিগ্রাফারের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ সে তো এই ঘটনার পেছনে একজন আকস্মিক দর্শক মাত্র। যন্ত্রের মুখে বেরিয়ে এল একটা বিন্দু-চিহ্ন, তারপরে একটা ড্যাশ্-চিহ্ন, তারপরে আরও কয়েকটা বিন্দু, আরেকটা

ড্যাশ্... পরিচিত আওয়াজগুলোর মধ্যে দিয়ে সে প্রথম অক্ষরটা বুঝে নিল, টেলিগ্রামের ফর্ম্‌টার ওপরে লিখে ফেলল 'ে' অক্ষর-চিহ্নটা। তারপরে শোনা গেল দ্বিতীয় অক্ষরের আওয়াজ — 'ল'। এর পাশেই সে পরিষ্কার হাতে লিখে ফেলল 'ি' অক্ষর-চিহ্নটা। খাড়া সোজা রেখার টানটি দিয়েই তাড়াতাড়ি বসাল একটি 'ন'। তারপরে অন্যমনস্কভাবে যন্ত্রের আওয়াজ শুনে শেষ অক্ষরটি বসাল — আরেকটি 'ন'।

যন্ত্রটা মুখ থেকে একটা বিরতির চিহ্ন বেরিয়ে এল এবং মুহূর্তের জন্য টেলিগ্রাফারের দৃষ্টি পড়ল তার লেখা এই শব্দটার ওপরে: **'লেনিন'**।

টরেটক্কা আওয়াজ করেই চলেছে যন্ত্র — কিন্তু এতক্ষণে এই অতি-পরিচিত নামটি টেলিগ্রাফারের চেতনা চিরে ঢুকে পড়ল। খবরটার শেষ শব্দটার ওপরে সে আরেক নজর তাকাল — **'লেনিন'**। এ কী! লেনিন? টেলিগ্রামের সমস্ত কথাগুলো তার মনের পটে ঝিলিক মেরে গেল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সে টেলিগ্রামের ফর্ম্‌টার ওপর — টেলিগ্রাফ-অপারেটর হিসেবে তার বত্রিশ বছরের কর্মজীবনে সে এই প্রথম নিজের হাতে লেখা অক্ষরগুলোকে বিশ্বাস করতে পারল না।

লাইনগুলোর ওপরে তিনবার সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল, কিন্তু অক্ষরগুলো কিছুতেই বদলে যাবে না বলে গোঁ ধরেছে: 'মারা গেছেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন'। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বৃদ্ধ টেলিগ্রাফার, পাক খেয়ে পেঁচিয়ে যাওয়া ফিতেটাকে এক হেঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে তার গায়ের চিহ্নগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। যে-কথাটা সে বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না, সেই কথাটা সুস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে প্রায় দু'মিটারের লম্বা এই ফালিটার গায়ে। মড়ার মতো মুখ নিয়ে ফিরে তাকাল সে সহকর্মীদের দিকে, তাদের কানে বাজল বৃদ্ধের আর্ত চিৎকার, 'লেনিন মারা গেছেন!'

* * *

এই মর্মান্তিক বিয়োগ-বেদনার খবরটা টেলিগ্রাফ অফিসের চওড়া খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে ঘূর্ণির গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র — স্টেশন পার হয়ে তুষার-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে রেলপথ বেয়ে সিগন্যাল-ঘরে, বরফ-ঝরে-পড়া হাওয়ার ঝাপ্টায় রেল-কারখানার লোহার দেউড়ি ভেঙে কারখানা-ঘরের ভেতরে।

এক-নম্বর মেরামতি-ঘরের খোঁদলের ওপরে বসানো একটা ইঞ্জিন সারানোর কাজে ব্যস্ত ছিল মামুলী মেরামতির কাজ যারা করে সেই মিস্ত্রিদের একটা দল। বুড়ো পলেন্তভ্‌স্কি নিজে তার ইঞ্জিনটার পেটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেছে — জখম জায়গাগুলো সে মিস্ত্রিদের দেখিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। জাখার ব্রুঝাক আর আরতিওম

করচাগিন ইঞ্জিনের চুল্লির ঝাঁঝরাটার বেঁকে-যাওয়া ডাণ্ডাগুলো পিটিয়ে সোজা করছে। জাখার ঝাঁঝরাটাকে ধরে আছে নেহাইয়ের ওপরে, আর আরতিওম হাতুড়ি পিটছে।

বুড়িয়ে গেছে জাখার। গত কয়েকটি বছর তার কপালে এঁকে দিয়ে গেছে একটা গভীর কুঞ্চন-চিহ্ন, রুপোলি রঙ ধরিয়ে দিয়ে গেছে তার রগের চুলে, পিঠটা বেঁকে গেছে, বসে-যাওয়া চোখের কোণে কালিমা।

দরজাটার ওপারে একটা মানুষের কালো মূর্তি এক মুহূর্তের জন্য দেখা দিল, তারপরেই রাত্রির অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। লোহার ঝাঁঝরাটার ওপরে হাতুড়ির আওয়াজে প্রথমবার তার গলার স্বরটা শোনা গেল না। কিন্তু ইঞ্জিনের কাছে কাজে ব্যস্ত লোকগুলোর পাশে সে এসে পেঁছিতেই আরতিওম তার হাতুড়িটা নেহাইয়ের ওপর নামিয়ে আনার আগে থেমে গেল।

'কমরেড! লেনিন মারা গেছেন!'

হাতুড়িটা আরতিওমের কাঁধের ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে গেল, নিঃশব্দে তার হাতটা হাতুড়িটাকে নামিয়ে দিল কংক্রিটের মেঝের ওপর।

'সে কী? কী বলছ তুমি?' যে-মানুষটা এই সাংঘাতিক খবর নিয়ে এসেছে তার চামড়ার কোর্তাটাকে আরতিওমের মুঠো একটা প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনায় আঁকড়ে ধরল।

তুষারে ঢেকে গেছে লোকটার সারা দেহ, দম নেবার জন্য হাঁফাতে হাঁফাতে সে নিচু ভাঙা গলায় আরেকবার বলল, 'হ্যাঁ, কমরেড, লেনিন মারা গেছেন...'

লোকটা যে চেঁচামেচি করে কথাটা বলে নি, তার থেকেই আরতিওম বুঝতে পারল যে এই সাংঘাতিক খবরটা সত্যি। এতক্ষণে সে মানুষটাকে চিনেছে—স্থানীয় পার্টি সংগঠনের সম্পাদক সে।

খোঁদলটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সবাই নিঃশব্দে শুনল; যে-মানুষটির নাম গোটা দুনিয়া জুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে শুনল সেই মানুষটির মৃত্যুর খবর।

দেউড়ির বাইরে কোথায় যেন একটা ইঞ্জিন চিৎকার করে উঠল, মানুষগুলো হঠাৎ চমকে উঠল আওয়াজটা শুনে। স্টেশনের দূর প্রান্ত থেকে আরেকটা ইঞ্জিন সিটি বাজিয়ে আগেকার ইঞ্জিনের যন্ত্রণাভরা আওয়াজটার প্রতিধ্বনি তুলল, তারপরে আর একটা ইঞ্জিন... ইঞ্জিনগুলোর এই জোরালো সমবেত আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হল বিদ্যুৎ স্টেশনের সাইরেনটার গোলার টুকরো উড়ে চলার মতো সুতীক্ষ্ণ আর চড়া পর্দার আওয়াজ। তারপরে, অন্য আওয়াজগুলোকে চেপে দিয়ে কিয়েভগামী যাত্রীবাহী ট্রেনটার অতি সুন্দর 'এস্' ইঞ্জিনটির গভীর চড়া-ঝঙ্কার উঠল।

শেপেতোভ্কা থেকে ওয়ারশ পর্যন্ত যে পোলিশ এক্সপ্রেস ট্রেনটি যায়, সেই ট্রেনের

ইঞ্জিন-চালক এই দুঃসংবাদের সিটি বাজবার কারণটা জেনে দু'-এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, তারপর ধীরে ধীরে হাতটা তুলে ইঞ্জিনের সিটি বাজাবার দড়িটায় টান দিল। সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগের একজন লোক এই শব্দটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। পোলিশ ইঞ্জিন-চালকটি জানে যে এই শেষবার তার ইঞ্জিন-চালনা, আর কখনও তাকে আর এই ইঞ্জিন চালাতে দেওয়া হবে না, কিন্তু তবু সে ওই দড়িটা থেকে সরিয়ে নিল না তার হাতখানা। পোলিশ কূটনীতিক আর রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা তাদের ইঞ্জিনের এই আর্ত চিৎকার শুনে নরম গদিগুলোর ওপরে চমকে নড়েচড়ে উঠে বসল।

রেল-কারখানায় লোকের ভিড় জমে উঠেছে। সমস্ত প্রবেশপথগুলো দিয়ে দলে দলে এসে তারা জড়ো হয়েছে। তারপর বিরাট কারখানা-বাড়িটায় যখন আর লোকের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা রইল না তখন গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শোক-সভা শুরু হল।

পার্টির শেপেতোভ্কা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক প্রবীণ বলশেভিক শারাব্রিন সমবেত সকলের উদ্দেশে বলল, 'কমরেডসব! বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর নেতা লেনিন মারা গেছেন। পার্টির এ এক অপূরণীয় ক্ষতি — বলশেভিক পার্টির স্রষ্টা যিনি এবং যিনি এই পার্টিকে শত্রুর বিরুদ্ধে নির্মম, অনমনীয় হতে শিখিয়েছেন, তিনি আর নেই... আমাদের পার্টির এবং আমাদের শ্রেণীর নেতার এই মৃত্যু শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আহ্বান জানাচ্ছে — আমাদের সঙ্গে এক সারিতে এসে তারা সামিল হোক...'

শোক-যাত্রার সুর বেজে উঠল, শত শত মানুষ টুপি নামিয়ে নিল তাদের মাথা থেকে, আর আরতিওম যে গত পনেরো বছরের মধ্যে কোনদিন কাঁদে নি, সে তার গলার কাছে যেন একটা দলা আটকে গেছে বলে অনুভব করল, তার বলিষ্ঠ কাঁধটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

মানুষের ভিড়ের চাপে রেলওয়ে-কর্মীদের ক্লাব-ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত যেন গোঙাচ্ছে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, হল-ঘরের ঢোকার মুখে দু'-পাশের লম্বা ফার গাছদুটো তুষারে আচ্ছন্ন, জমাট বরফের সূচীমুখগুলো ঝুলছে তাদের ডালপালা থেকে। কিন্তু ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসছে চুল্লির আগুনের গরমে আর ছ'শো লোকের নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় — এরা এসে জড়ো হয়েছে পার্টি সংগঠন যে-স্মৃতিসভার ব্যবস্থা করেছে সেই সভায় যোগ দেবার জন্য।

সভায় সাধারণত কথাবার্তার যে-গুঞ্জনধ্বনি উঠে থাকে, সেটা এখন নেই। দুঃখের বিহ্বলতায় গলার স্বর চাপা পড়ে গেছে মানুষগুলোর, ফিসফিসিয়ে কথা বলছে সবাই, শত শত লোকের চোখের চাউনিতে বেদনা আর উদ্বেগ। এরা যেন সবাই একটা জাহাজের একদল মাল্লা যারা ঝড়ের সময় তাদের কর্ণধারকেই হারিয়ে বসেছে।

নিঃশব্দে পার্টি ব্যুরোর সভ্যেরা মঞ্চের ওপরে এসে বসল। গাঁট্টাগোঁট্টা

সিরোতেঙ্কো সাবধানে ঘণ্টিটা তুলে ধরে মৃদুভাবে একবার বাজিয়েই ফের রেখে দিল টেবিলের ওপরে। গোটা হল-ঘর জুড়ে একটা যন্ত্রণাদায়ক নিস্তব্ধতা নেমে আসার পক্ষে এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট।

* * *

মূল বক্তৃতাটা হয়ে যাবার পর পার্টি সংগঠনের সম্পাদক সিরোতেঙ্কো বলবার জন্য উঠে দাঁড়াল। যে-ঘোষণাটা সে করল সেটা স্মৃতিসভার পক্ষে একটু অনন্যসাধারণ হলেও, কেউ আশ্চর্য হল না।

সে বলল, 'পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে একদল শ্রমিক একটা দরখাস্ত দিয়েছে এবং তারা এই সভাকে অনুরোধ জানিয়েছে তাদের দরখাস্তটা বিবেচনা করে দেখবার জন্যে। সাঁইত্রিশ জন কমরেড সই করেছে এটায়।' এই বলে সে পড়ে গেল দরখাস্তখানা:

দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের অন্তর্ভুক্ত শেপেতোভ্কা স্টেশনের বলশেভিক পার্টির রেলওয়ে সংগঠন সমীপে।

আমাদের নেতার মৃত্যু আহ্বান জানিয়েছে বলশেভিক কর্মীদের সারিতে আমাদের সামিল হবার জন্য। লেনিনের পার্টিতে যোগ দেবার মতো যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা সেটা বিচার করে দেখবার জন্য আমরা এই সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এই ছোট্ট বিবৃতিটুকুর নিচে দু'-সারি নামের স্বাক্ষর।

জোরে জোরে এই নামগুলো পড়ে গেল সিরোতেঙ্কো — প্রত্যেকটা নাম বলার পর কয়েক মুহূর্ত থেমে রইল, যাতে নামগুলো সকলের মনে থাকে:

'স্তানিস্লাভ জিগ্মুন্দোভিচ পলেন্তভ্স্কি, ইঞ্জিন-চালক, কাজের অভিজ্ঞতা — ছত্রিশ বছর।'

হল-ঘরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল সমর্থনসূচক গুঞ্জনের একটা ঢেউ।

'আর্তিওম আন্দ্রেয়েভিচ করচাগিন, মিস্ত্রি, কাজের অভিজ্ঞতা — সতেরো বছর।'

'জাখার ভাসিলিয়েভিচ্ ব্রুঝাক, ইঞ্জিন-চালক, কাজের অভিজ্ঞতা — একুশ বছর।'

প্রবীণ আর অভিজ্ঞ এই সব রেল শ্রমিকদের নামগুলো — একে একে বলে চলল সিরোতেঙ্কো এবং তার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হল-ঘরের গুঞ্জনটাও বেড়ে চলল।

তারপরে আরেকবার নিস্তব্ধতা নেমে এল যখন সভার সামনে এসে দাঁড়াল পলেন্তভ্স্কি, যার নামটা আছে এই তালিকার গোড়ায়।

বৃদ্ধ এই ইঞ্জিন-ড্রাইভার তার জীবন কাহিনী বলবার সময়ে মনের উত্তেজনাটা কিছুতেই চাপতে পারল না।

'...আমি আর কী বলতে পারি তোমাদের, কমরেড? আগেকার দিনে মজুরের জীবন যে কী ধরনের ছিল, তা তো তোমরা সবাই জান। সারা জীবন খেটে মরেছি কেনা গোলামের মতো আর এই বুড়োবয়সে ভিখিরির অবস্থা। একথা স্বীকার করছি যে, যখন বিপ্লব এল তখন আমার নিজেকে মনে হয়েছিল সংসারের ভাবনাচিন্তার বোঝায় নুয়ে-পড়া একজন বুড়ো মানুষ, তাই তখন পার্টির ভেতরে আসার পথ আমি খুঁজে পাই নি। আমি কখনও শত্রুপক্ষকে সমর্থন করি নি, তা ঠিক, তবু নিজে লড়াইয়েও বড়ো একটা যোগ দিই নি। উনিশ শ' পাঁচ সালে ওয়ারশ-র রেল-কারখানায় ধর্মঘট কমিটির আমি একজন সভ্য ছিলাম এবং বলশেভিকদেরই পক্ষে ছিলাম। আমি তখন ছিলাম তরুণ আর দারুণ জঙ্গী। কিন্তু অতীতের কথা টেনে এনে কী লাভ! ইলিচের মৃত্যু আমার বুকের মধ্যে এসে বিঁধেছে। আমাদের বন্ধুকে আর অভিভাবককে আমরা হারিয়েছি। আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, সে প্রসঙ্গটা এই শেষবারের মতো তুললাম। কীভাবে যে কথাটা পাড়ব তা ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ, আমি কোনদিনই বক্তৃতা করার ব্যাপারে বিশেষ পোক্ত নই। কিন্তু এই কথাটাই শুধু আমি বলতে চাই: অন্য কোন পথ নয়, বলশেভিকদের পথই আমার পথ।'

ইঞ্জিন-চালকটি তার সাদা মাথাটা নাড়ল, সাদা ভুরুর নিচে তার চোখদুটো স্থিরদৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে রইল সভার সবার দিকে — যেন অপেক্ষা করে রয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত জানবার জন্য।

ছোটোখাটো এই সাদা-চুল মানুষটির দরখাস্তের বিরুদ্ধে একটা আওয়াজও উঠল না এবং ভোট নেবার সময়ে একজন লোকও বিরত রইল না। পার্টি সভ্য নয় যারা তাদেরও এ প্রশ্নে ভোট দিতে বলা হয়েছিল। তারাও কেউ পলেন্তভ্স্কির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাল না।

সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের কাছ থেকে যখন পলেন্তভ্স্কি চলে এল তখন সে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

অত্যন্ত অসাধারণ কিছু-একটা যে ঘটছে, সে সম্বন্ধে সবাই সচেতন। ইঞ্জিন-চালকটি এখুনি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এবার দেখা দিল আরতিওমের বিরাট দেহখানা। মিস্ত্রি-মানুষটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে হাত দুখানা নিয়ে কী করবে, ঘাবড়ে-যাওয়া ভঙ্গিতে সে চেপে চেপে ধরছে তার লোমওয়ালা চামড়ার টুপিটা। একটু জীর্ণ ভেড়ার চামড়ার কোর্তার বোতামগুলো খোলা, কিন্তু গলার কাছে উঁচু বেড়-লাগানো ধূসর রঙের ফৌজী কোটের পিতলের বোতামগুলো সাঁটা থাকার ফলে

তার চেহারায় যেন এক ধরনের ছুটির দিনের ছিমছাম ভাব এসে গেছে। হল-ঘরের মুখোমুখি আরতিওম ঘুরে দাঁড়াতেই এক মুহূর্তের জন্য তার নজরে পড়ল — রাজমিস্ত্রির মেয়ে গালিনা এক জায়গায় বসে আছে দর্জির দোকানের তার সহকর্মী মেয়েদের সঙ্গে। মার্জনার স্মিত হাসি তার মুখে — সে স্থিরদৃষ্টিতে আরতিওমের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হল — গালিনার এই হাসিটুকুর মধ্যে যেন সমর্থন রয়েছে, আরও কী যে তার মনে হল তা সে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে না।

সিরোতেঙ্কোকে সে বলতে শুনল, 'তোমার জীবন সম্বন্ধে বল, আরতিওম।'

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতে শুরু করাটা আরতিওমের পক্ষে সহজ নয়। এমন বিরাট একটা সমাবেশের সামনে বক্তৃতা করার অভ্যেস নেই তার। হঠাৎ তার মনে হল — এ জীবনে যত কিছু বলবার মতো কথা তার মনের মধ্যে জমে উঠেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা তার নেই। উপযুক্ত ভাষাটি খুঁজে পাবার চেষ্টায় সে একটা যন্ত্রণা অনুভব করল মনের মধ্যে, ঘাবড়ে-যাওয়ার ফলে তার পক্ষে কিছু বলাটা অরাও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এরকম অভিজ্ঞতা তার এর আগে কখনো হয় নি। সে যে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট পরিবর্তনের প্রবেশপথে, সে যে এমন একটা জায়গায় পা ফেলতে চলেছে যার ফলে তার বাঁকাচোরা নীরস জীবন হয়ে উঠবে সরস আর তাৎপর্যময় — এ সম্বন্ধে সে তীব্রভাবে সচেতন।

'আমাদের সংসারে ছিলাম আমরা চারজন,' বলতে শুরু করল আরতিওম।

নিস্তব্ধ হল-ঘর। টিকালো-নাক আর ঘন-কালো ভুরুর নিচে চাপা-পড়া-চোখ এই দীর্ঘদেহ মজুরটির কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছে হল-ঘরের ছ'শো লোক।

'বড়োলোকদের বাড়ি রাঁধুনির কাজ করত আমার মা। বাবাকে আমার প্রায় মনেই পড়ে না, মা'র সঙ্গে তার বনিবনাও ছিল না। ভয়ানক মদ খেত বাবা। তাই, আমাদের খাওয়ানো-পরানোর কথা মাকেই ভাবতে হত। এতোগুলো পেট চালানো মায়ের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত বাঁদীগিরি করে চার রুবল মাইনে আর একমুঠো খাবার পেত মা। দু'বছর ইস্কুলে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল — সেখানে আমাকে লিখতে পড়তে শেখানো হয়েছিল, কিন্তু আমি ন'বছরে পড়তেই আমাকে একটা মিস্ত্রীখানায় শিক্ষানবীশ হিসেবে ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া মা'র আর কোন উপায় রইল না। তিন বছর বিনা মাইনেয় কাজ করেছি... শুধু দুবেলা খোরাকি পেতাম... কর্মশালার মালিক ছিল ফেরস্টার নামে একজন জার্মান। আমার বয়েস বড়ো কম বলে সে প্রথমে আমাকে নিতে চায় নি, কিন্তু আমার গড়নটা ছিল বাড়ন্ত, আর তাই মা আমার বয়েসটা দু'-তিন বছর বাড়িয়ে বলেছিল। সেই জার্মানটার কাছে আমি তিন বছর কাজ করেছিলাম — কিন্তু কাজ শেখানোর বদলে লোকটা আমাকে দিয়ে

বাড়ির এটা-ওটা কাজ করিয়ে নিত, ভোদ্‌কা আনবার জন্যে পাঠাত। মদে চুর হয়ে থাকত সে সমস্তক্ষণ... কয়লা আর লোহালক্কড় বয়ে আনবার জন্যেও আমাকে পাঠাত... গিন্নিটি তো আমাকে রীতিমতো গোলাম বানিয়ে ছেড়েছিল — বাসন মাজতে হত আমায়, তরকারি কুটতে হত। কিলচড়-লাথি তো লেগেই ছিল — বেশির ভাগ সময়েই বিনা কারণে, শুধু অভ্যাসের বশেই যে-কেউ মারত আমাকে। কর্তাটি দিনরাত মদ খেত বলে গিন্নিটির মেজাজ সবসময়েই খারাপ হয়ে থাকত আর আমি তাকে খুশি করতে না পারলেই আমাকে মারধর করত। আমি ছুটে পালিয়ে গিয়ে বেরিয়ে আসতাম রাস্তায় — কিন্তু যাব কোথায়, নালিশ করব কার কাছে? মা থাকে চল্লিশ মাইল দূরে, তাছাড়া মা তো আর আমার পেট চালাতে পারবে না... আর কারখানায় অবস্থাটাও এর চেয়ে ভাল ছিল না মোটেই। মালিকের ভাই ছিল এখানকার কর্তা, শুয়োরটা আমাকে জব্দ করে মজা দেখতে ভালবাসত। হাপর-চুল্লিটার পাশে এক কোণ দেখিয়ে হয়ত আমাকে সে বলল, 'এই খোকা, ওখান থেকে ওই ওয়াশারটা দাও দিকি,' আর দৌড়ে গিয়ে ওয়াশারটাকে চেপে ধরেই আমাকে চিৎকার করে উঠতে হল — ওয়াশারটাকে তখুনি বের করে আনা হয়েছে চুল্লিটার ভেতর থেকে — মেঝের ওপরে রাখা অবস্থায় সেটাকে যদিও কালো দেখাচ্ছে, ছুঁলেই কিন্তু পুড়ে বসে যাবে হাতের ছাল মাংস অবধি। আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছি, ওই লোকটার তখন হাসির চোটে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। এ ধরনের কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম মায়ের কাছে। কিন্তু মা কিছু ভেবে পেল না কী করবে আমাকে নিয়ে, তাই আবার ফিরিয়ে আনল আমাকে ওই জার্মানটার কাছেই। আমার মনে আছে — সমস্ত পথটা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল মা। তৃতীয় বছরে ওরা আমাকে কাজটা একটু-আধটু শেখাতে শুরু করল, কিন্তু মারধর চলল সমানে। আবার আমি পালালাম — এবার গেলাম স্তারোকনস্তান্তিনভ-এ। একটা সসেজ তৈরির কারখানায় কাজ পেলাম এবং সেখানে শুধু নাড়িভুঁড়ি ধুয়ে ধুয়েই দেড় বছরেরও বেশি সময় নষ্ট করলাম। তারপর আমাদের মালিক জুয়ো খেলায় কারখানাটাকে খুইয়ে বসল — চার মাস ধরে আমাদের এক পয়সা মাইনে না দিয়ে একদম উধাও হয়ে গেল সে একদিন। বেরিয়ে এলাম এই গর্তটা থেকে। ট্রেনে চেপে ঝ্মেরিন্‌কায় এসে কাজের সন্ধানে ঘুরছি, এমন সময় ভাগ্যক্রমে একজন রেল-কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার দয়া হল আমার অপর। যখন বললাম আমি একটু-আধটু মিস্ত্রির কাজ জানি, সে আমাকে তার ওপরওয়ালার কাছে নিয়ে গিয়ে তার ভাইপো বলে পরিচয় দিয়ে কোন একটা কাজে আমাকে ঢুকিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ জানাল। চেহারা দেখে ওরা আমার বয়েস ধরে নিল সতেরো বছর, তাই আমি কাজ পেয়ে গেলাম মিস্ত্রির সহকারী হিসেবে। আমার বর্তমান কাজটা আমি করছি গত আট

বছরেরও কিছু বেশী দিন ধরে। আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে এই আমার যা-কিছু বলবার। আমার এখনকার জীবন সম্বন্ধে তোমরা তো এখানে জান সবাই।'

টুপি দিয়ে কপালটা মুছে আরতিওম একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল। সে এখনও আসল কথাটা বলে নি। এই কথাটা বলাই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু অনিবার্য প্রশ্নটা কেউ করে বসার আগেই তাকে সেটা বলতে হবে। ঘন লোমশ ভুরুদুটো কুঁচকে সে তাই বলে চলল নিজের কথা, 'কেন আমি আগেই বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিই নি? তোমাদের সবারই এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবার অধিকার আছে। কিন্তু কী উত্তর দেবার আছে আমার? আর যাই হোক, আমি এখনও বুড়ো হয়ে পড়ি নি। আজকের এই দিনটার আগে পর্যন্ত আমি যে এই পথের দিশা পাই নি, এটা কেমন করে হল? সোজা কথাই বলব আমি তোমাদের, কারণ আমার গোপন করার কিছু নেই। ১৯১৮ সালে যখন জার্মানদের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তখনই আমার এই পথে আসা উচিত ছিল, কিন্তু সে সময়ে আমি এই পথের দিশা পাই নি। জাহাজী ঝুখরাই আমাকে কতোবার বলেছিল। ১৯২০-র আগে আমি রাইফেল ধরি নি। ঝড় যখন থেমে গেল, শ্বেতরক্ষীদের কৃষ্ণ সাগর পার করে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমরা যে-যার ঘরে। তারপরে সংসার পাতলাম, ছেলেপুলে হল... একেবারে জড়িয়ে পড়লাম আমি পরিবার নিয়ে। কিন্তু এখন, যখন কমরেড লেনিন মারা যাবার পর পার্টির আহ্বান এসেছে, তখন আমি আমার গোটা জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছি কোথায় খুঁত থেকে গেছে: নিজেরা যে-রাজ অর্জন করেছি, শুধু সেইটুকু রক্ষা করে চলাটাই যথেষ্ট নয়; বিরাট একটা পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে লেনিনের জায়গায়, যাতে সোভিয়েত ক্ষমতা দাঁড়াতে পারে একটা ইস্পাতের পাহাড়ের মতো। আমাদের সবাইকেই বলশেভিক হতে হবে। এ তো আমাদেরই পার্টি!'

এতোগুলো কথা এইভাবে একসঙ্গে বলতে সে অনভ্যস্ত, তাই একটু লজ্জা বোধ করছিল আরতিওম। কিন্তু বলার শেষে মনে হল যেন তার কাঁধ থেকে একটা মস্ত বড়ো বোঝা নেমে গেছে। শরীরটাকে টান করে খাড়া হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল যদি কেউ কোন প্রশ্ন করে তারই অপেক্ষায়।

তার বক্তৃতার শেষে যে-নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, সেটা ভেঙে দিয়ে সিরোতেঙ্কোর গলা শোনা গেল, 'কারুর কোন প্রশ্ন আছে?'

সভার সবাই একটু নড়ে-চড়ে বসল, কিন্তু প্রথম কেউ সভাপতির কথায় কোন সাড়া দিল না। তারপরে একজন স্টোকার — সরাসরি সে এই সভায় এসেছে তার ইঞ্জিনের কাজ থেকে, গুবরেপোকার মতো তার সর্বাঙ্গ কালিলেপা — দাঁড়িয়ে উঠে শেষ কথা বলে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'জিজ্ঞেস করার আর কী আছে? আমরা তো

সবাই ওকে জানি। ওর সভ্যপদভুক্তির নির্দেশ ইত্যাদি যা দেবার দিয়ে চুকিয়ে ফেল !'

কামার গিলিয়াকার মুখখানা গরমে আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল সে, 'খাঁটি মানুষ এই কমরেডটি, কেটে পড়বার লোক নয় ও, ওর ওপরে ভরসা করতে পার। ওকে নিয়ে নাও, সিরোতেঙ্কো !'

হল-ঘরের একেবারে শেষের দিকে যেখানে কমসমোল সভ্যরা বসে ছিল, সেখান থেকে আধা-অন্ধকারে অদৃশ্য কে-একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'কমরেড করচাগিন জোতজমির ওপর নির্ভর করে আছে কেন এবং চাষী হিসেবে অবস্থাটা তার শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাবকে পরাস্ত করে কিনা — সেটা একটু খোলসা করে বলুক।'

একথার অসমর্থনে হল-ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল, প্রতিবাদ জানিয়ে একজন বলল, 'আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারে এমন ভাষায় কথা বল না কেন ? বিদ্যে ফলাবার জায়গা এটা নয়...'

কিন্তু ততক্ষণে আরতিওম জবাব দিতে শুরু করেছে, 'ঠিক আছে, কমরেড। আমি যে খেত-খামারের ওপর খানিকটা নির্ভর করি, সেকথা ঠিকই বলেছে ছেলেটি। কথাটা সত্যি, কিন্তু আমার শ্রমিক শ্রেণীর বিবেকের প্রতি আমি বেইমানি করি নি। যাই হোক, আজ থেকে আমি আমার জমিজমার পাট চুকিয়ে দিচ্ছি। রেল-কারখানার কাছাকাছি কোনখানে আমি আমার পরিবারকে সরিয়ে আনব। এখানেই ভাল হবে। ওই হতভাগা জমিটা অনেকদিন থেকেই আমার গলায় কাঁটা হয়ে আটকে আছে।'

তার পক্ষে উঁচিয়ে তোলা অসংখ্য হাতের অরণ্য দেখে আরেকবার আরতিওমের বুকটা কেঁপে উঠল। মাথা উঁচু করে সে এসে বসল তার জায়গায়, পেছন দিকে সিরোতেঙ্কোর ঘোষণা শুনল সে, 'সর্বসম্মতিক্রমে।'

সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের পাশে তৃতীয় জন এসে দাঁড়াল — পলেন্তভ্স্কির ভূতপূর্ব সহকারী জাখার ব্রুঝাক। স্বল্পভাষী এই বুড়ো মানুষটি ইদানীং কিছুদিন থেকে নিজেই ইঞ্জিন-চালক হিসেবে কাজ করছে। নিজের জীবন-ভর শ্রম করে যাওয়ার কাহিনী বলার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত এসে তার গলার স্বর নেমে গেল, তখন নিচু গলায় কিন্তু সবাই শুনতে পায় এমন স্বরে বলে চলল সে, 'আমার ছেলেমেয়েরা যে-কাজ শুরু করে গেছে সেটা শেষ করা আমার কর্তব্য। আমি আমার দুঃখ নিয়ে এককোণে মুখ লুকিয়ে বসে রইব — এর জন্যে তারা প্রাণ দেয় নি। তাদের মৃত্যুতে যে-ক্ষতি হয়েছে, আমি সেটাকে পূরণ করার চেষ্টা করি নি। কিন্তু এখন আমাদের নেতার মৃত্যু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। অতীতের জন্যে জবাবদিহি করতে বল না আমায়। আজ থেকে আমাদের জীবনের নতুন করে শুরু।'

দুঃখের স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে নাড়া খেয়ে উঠতেই জাখারের মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন আর গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু কোন তীব্র প্রশ্ন না করে পার্টিতে তাকে গ্রহণ করার সপক্ষে যখন ভোট দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য হাত উঠে গেল তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি, চুলে পাক-ধরা তার মাথাটা আর নিচের দিকে ঝুঁকে রইল না।

পার্টিতে এই নতুন সভ্যপদপ্রার্থীদের বক্তব্য শোনা আর ভোট দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলল। যারা সবচেয়ে ভাল কর্মী, যাদের সবাই ভালভাবে চেনে এবং যাদের জীবনে কোন কলঙ্ক নেই, শুধু তাদেরই পার্টিতে নেওয়া হল।

লেনিনের মৃত্যুর পরে হাজার হাজার শ্রমিক বলশেভিক পার্টিতে এল। নেতা নেই, কিন্তু পার্টির সাধারণ সভ্যদের সারি রইল অটুট। যে-গাছ তার বলিষ্ঠ শিকড় চালিয়েছে মাটির গভীরে, তার মাথাটা কাটা পড়লেও গাছ মারা পড়ে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হোটেলের প্রমোদ-গৃহের প্রবেশপথে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের মধ্যে যে বেশি লম্বা, তার চোখে পেঁসনেই চশমা, লাল বাহুবন্ধনীর ওপরে লেখা: 'কম্যাণ্ড্যাণ্ট'।

'ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের সভা কি এইখানেই বসেছে?' জিজ্ঞেস করল রিতা।

'হ্যাঁ,' নিরুত্তাপ গলায় লম্বা মানুষটি জবাব দিল, 'আপনার কী দরকার, কমরেড?'

'দয়া করে ভেতরে ঢুকতে দিন।'

ঢোকার দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে সে রিতার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল, 'আপনার কাছে কি প্রতিনিধির নির্দেশনামা আছে?'

রিতা তার কার্ডখানা বের করে দেখাল — উঁচু হরফে সোনালি রঙে তার গায়ে লেখা আছে 'কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য'। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি নরম গেল।

'ভেতরে যান, কমরেড,' সে বলল সহৃদয়ভাবে, 'ওদিকে বাঁয়ে এগিয়ে গিয়ে বসবার খালি জায়গা পাবেন।'

আসনের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে রিতা একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়ল। সভা শেষ হয়ে আসছে বোঝা গেল। এতক্ষণ যে-আলোচনাগুলো হয়েছে, সভাপতি তার একটা সারমর্ম পেশ করছে। তার গলার স্বরটা অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হল রিতার।

'সারা রুশ কংগ্রেসের কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন হয়ে গেছে। দু'ঘণ্টার

মধ্যে কংগ্রেস বসবে। ইতিমধ্যে আমি এই প্রতিনিধিদের নামের তালিকাটা আর একবার পরখ করে দেখি।'

আকিম! নামের তালিকাটা আকিম তাড়াতাড়ি পড়ে যাবার সময়ে রিতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল।

প্রত্যেক প্রতিনিধি তার নামটা পড়া হওয়ামাত্রই হাত তুলে লাল বা সাদা ছাড়পত্রখানা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ একটা পরিচিত নাম রিতার কানে এল: পানক্রাতভ।

একখানা হাত ওপর দিকে উঠতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নজর করল, কিন্তু মানুষের সারির ফাঁকে সে ডক-খালাসী মানুষটার মুখখানা দেখতে পেল না। নামগুলো পড়া হচ্ছে — আরেকবার রিতা একটা পরিচিত নাম শুনতে পেল: ওকুনেভ। এবং ঠিক এর পরেই আরেকটা চেনা নাম: ঝারকি।

প্রতিনিধিদের মুখগুলো ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে রিতা ঝারকিকে দেখতে পেল। রিতার অদূরেই বসে আছে সে তার দিকে মুখখানা আধাআধি পাশ ফিরিয়ে। হ্যাঁ, ভানিয়াই বটে। এই মুখাবয়বটি রিতা ভুলে গিয়েছিল প্রায়... বেশ কয়েক বছর রিতার সঙ্গে তার দেখা হয় নি।

ওদিকে নামের তালিকাটা পড়া চলছে। তারপরে আকিম এমন একটা নাম পড়ল যেটা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠল রিতা: করচাগিন।

অনেক দূরে সামনের একটা সারি থেকে একখানা হাত উঠে আবার নেমে গেল এবং এই যে-মানুষটির নাম আর রিতার সেই মৃত কমরেডের নাম একই, তার মুখখানা একবার দেখবার জন্য রিতার মনে একটা যন্ত্রণাভরা আকাঙ্ক্ষা জাগল — ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বটে। যে-জায়গাটা থেকে হাতখানা উঠেছিল সেদিক থেকে সে কিছুতেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারছে না। কিন্তু সামনের সারির সমস্ত মাথাই তার চোখে একই রকম ঠেকছে। নিজের জায়গা থেকে উঠে পড়ে রিতা দু'সারি আসনের মাঝখান বেয়ে সামনের সারির দিকে এগিয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকিমের তালিকা পড়া শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারগুলো সশব্দে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, তরুণ গলার হাসির আওয়াজে আর কথাবার্তার গুঞ্জনে ভরে উঠল হল-ঘরটা। গোলমালটা ছাপিয়ে যাতে তার গলা সকলে শুনতে পায়, সেই উদ্দেশ্যে আকিম চেঁচিয়ে বলল, 'বলশোই থিয়েটার... সাতটার সময়। দেরি হয় না যেন!'

বেরিয়ে আসার দরজাটার কাছে ভিড় জমিয়ে তুলেছে প্রতিনিধিরা। রিতা বুঝতে পারল — এই গাদাগাদির মধ্যে থেকে সে তার পুরনো বন্ধুদের কাউকেই খুঁজে বের করতে পারবে না। আকিম চলে যাবার আগে তাকে ধরবার চেষ্টা করতেই হবে এবং সে

আর-সবাইকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। ঠিক সেই সময়ে একদল প্রতিনিধি তার পাশ কাটিয়ে বেরোবার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। রিতা একজনকে বলতে শুনল, 'ওহে করচাগিন, চল, আমরাও এবার বেরিয়ে যাই!'

এবং তারপরেই রিতা একটা অতি পরিচিত আর অবিস্মরণীয় গলার স্বরে জবাব শুনল, 'বেশ, চল।'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল রিতা, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সরু ককেশীয় কোমরবন্ধনী-আঁটা, খাকি কোর্তা গায়ে আর নীল ব্রীচেজ-পরা লম্বা, ঘন-রঙ একজন তরুণ।

বিস্ফারিত চোখে রিতা তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপরেই রিতা অনুভব করল তার হাতের উষ্ণ আলিঙ্গন, কেঁপে-ওঠা গলায় তাকে মৃদু স্বরে বলতে শুনল, 'রিতা!' রিতা বুঝেছে এ তো পাভেল করচাগিন।

'তুমি বেঁচে আছ তাহলে?'

রিতার এই কথা ক'টি শুনেই পাভেল সব বুঝে নিয়েছে। তার মারা যাবার খবরটা যে ভুল, সে কথা রিতা জানে না।

হল-ঘরটা অনেকক্ষণ হল ফাঁকা হয়ে গেছে। শহরের প্রধানতম ধমনী এই ৎভেরস্কায়া স্ট্রিটের যানবাহন চলাচলের আর জনস্রোতের কোলাহল ভেসে আসছে খোলা জানলাটা দিয়ে। ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল ঘড়িতে, কিন্তু ওদের দু'জনেরই মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু ঘড়িটা বলছে — বলশোই থিয়েটারে যেতে হবে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে বেরুবার পথে নামতে নামতে রিতা আরেকবার পাভেলের সর্বাঙ্গে নজর বুলিয়ে নিল। সে এখন রিতার চেয়ে লম্বায় আধ-মাথা উঁচু, আগের চেয়ে পরিণত-বুদ্ধি পুরুষ আর সংযত। কিন্তু আর-সব দিক থেকে রিতার চেনা সেই আগেকার পাভেলই আছে।

'তুমি এখন কোথায় কাজ করছ, সে কথাটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি নি,' বলল রিতা।

'আমি কমসমোলের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক — দুবাভা যাকে বলে 'আমলা',' হেসে জবাব দিল পাভেল।

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি তোমার?'

'হ্যাঁ এবং সেই দেখা হওয়ার ঘটনাটার অত্যন্ত অপ্রীতিকর স্মৃতি জমে আছে আমার মনে।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। হর্ন বাজিয়ে মোটরগাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, ফুটপাথে ভিড়, ব্যস্ত কোলাহল। বলশোই থিয়েটারে যাবার পথে ওরা কথাবার্তা বলল খুব সামান্যই, দু'জনেরই মন জুড়ে রয়েছে একই চিন্তা। থিয়েটার-বাড়ির কাছে এসে দেখে — অসংখ্য মানুষের একটা উত্তাল ঝোড়ো সমুদ্র বাড়িটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে, প্রবেশপথের

মুখে পাহারাদার লাল ফৌজের সান্ত্রীদের সারি ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় পাথুরে দেয়ালের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু সান্ত্রীরা শুধু প্রতিনিধিদেরই ঢুকতে দিচ্ছে। দু'পাশে সার-বাঁধা প্রহরীদলের মাঝখানকার পথটুকু দিয়ে সগর্বে তাদের ছাড়পত্রগুলো দেখাতে দেখাতে চলেছে প্রতিনিধিরা।

থিয়েটার-বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে কমসমোল সভ্যদের একটা সমুদ্র। এই তরুণ-সমুদ্র কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভায় ঢুকবার টিকিট জোগাড় করতে পারে নি, কিন্তু যেমন করেই হোক ঢুকবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই তরুণদের মধ্যে যারা একটু বেশি তৎপর, তারা প্রতিনিধিদের দলগুলোর ফাঁকে বেমালুম ঢুকে পড়ছে এবং কোন-একটা লাল কাগজের টুকরো দেখিয়ে ভেতরে ঢোকার দরজাটা পর্যন্ত এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। দু'-একজন এমন কি দরজার ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে ফেলছে ডিউটি-রত কেন্দ্রীয় কমিটির লোক কিংবা কম্যাণ্ড্যাণ্ট, যারা প্রতিনিধি আর অতিথিদের তাদের নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে। তারপরে তাদের বিনা বাক্যব্যয়ে হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং তাই দেখে তার 'টিকিটহীন' বন্ধুদের খুশি আর ধরছে না।

যারা উপস্থিত থাকতে চায়, তাদের সংখ্যার ভগ্নাংশও এই থিয়েটার-ঘরে ধরবে না।

রিতা আর পাভেল ভিড় ঠেলে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে এল ভেতরে ঢোকার দরজাটার কাছে। প্রতিনিধিরা অনবরত আসতে থাকল: কেউ আসছে ট্রামে, কেউ গাড়িতে। এদের একটা বড়ো দল ভেতরে ঢোকার মুখে জমে গেছে এবং লাল ফৌজের সান্ত্রীরা — যারা নিজেরাই কমসমোলের সভ্য — এদের চাপে দেয়াল-ঠাসা হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে প্রবেশপথের কাছে ভিড়টার মধ্যে থেকে বিরাট একটা চিৎকার উঠল:

'বাউমান পাড়ার ছেলেরা সব, লাগাও এক ঠেলা !'

'জোরসে ঠেল ভাইসব, আমরা জিতছি !'

'মারো ঠেলা হেঁ-ই-ও !'

কমসমোলের ব্যাজ-আঁটা একটি তরুণ তীক্ষ্ম নজর রেখেছিল, চট করে সে রিতা আর পাভেলের পাশাপাশি কম্যাণ্ড্যাণ্টের নজর এড়িয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়েই বারান্দা বেয়ে সোজা দৌড় মারল। এক মুহূর্তে সে মিশে গেল প্রতিনিধিদের ভিড়ের মধ্যে।

চেয়ারের সারিগুলোর পেছন দিকে এক কোণে দুটো জায়গা দেখিয়ে রিতা বলল, 'এসো, এইখানে বসি।'

বসার পর রিতা বলল, 'একটা কথা আমার তোমাকে জিজ্ঞেস করবার আছে। অতীতের ব্যাপার অবশ্য, তবে আমার মনে হয় — তুমি জবাব দিতে আপত্তি করবে না

নিশ্চয়ই। সেবারে তুমি ওভাবে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ছিন্ন করে দিয়েছিলে কেন?'

রিতার সঙ্গে তার দেখা হবার সময় থেকেই পাভেল যদিও এই প্রশ্নটা ওঠার অপেক্ষায় আছে, তবু এখন এই প্রশ্নে সে একটু থতমত খেয়ে গেল। তাদের দু'জনের মধ্যে চোখাচোখি হতেই পাভেল বুঝল যে রিতা বুঝেছে ব্যাপারটা।

'আমার তো মনে হয়, তুমি নিজেই এর জবাবটা জান, রিতা। তিন বছর আগেকার ঘটনা এবং তখনকার পাভেল যা করেছিল সেজন্যে আমি শুধু তার নিন্দেই করতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে, করচাগিন তার জীবনে ছোট-বড়ো অনেক ভুলই করেছে। ওটাও সেই ভুলগুলির মধ্যে একটা।'

হাসল রিতা, 'ভূমিকাটি তো চমৎকার ফাঁদলে দেখছি। এবার প্রশ্নের উত্তরটায় এসো!'

'দোষটা কেবল আমার একারই নয়,' নিচু গলায় বলল পাভেল, 'ওই 'গ্যাডফ্লাই'এরও দোষ, ওর ওই বিপ্লবী রোম্যান্টিকতার দোষ। আমাদের আদর্শের প্রতি জীবন উৎসর্গ করা দৃঢ়চিত্ত বীর বিপ্লবীদের সম্বন্ধে উজ্জ্বল বর্ণনা যেসব বইয়ে আছে, সেই সব বই পড়ে তখনকার দিনে আমি দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলাম। এই সব লোক আমার সমস্ত কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং এদের মতো হবার জন্যে আমি মনেপ্রাণে কামনা করতাম। তোমার প্রতি আমার মনোভাবকে আমি ওই 'গ্যাডফ্লাই'এর দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছিলাম। এখন সেটা আমার কাছে নিতান্তই আজগুবি ব্যাপার বলে মনে হয়। এখন ওই ঘটনাটা নিয়ে আমার হাসি পায়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয় রাগ।'

'তাহলে, 'গ্যাডফ্লাই' সম্বন্ধে তুমি তোমার মত বদলেছ?'

'না, রিতা, মূলগতভাবে নয়। ওই বইটায় ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি পরীক্ষার যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে যে মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, শুধু সেইটেই আমি পরিত্যাজ্য বলে মনে করি। কিন্তু 'গ্যাডফ্লাই'এর মধ্যে যে-জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটাকে আমি এখনও সমর্থন করি—সেটা হল তার বীরত্ব, তার অপরিসীম সহ্যশক্তি, নিজের দুঃখকষ্টগুলো পাঁচজনের কাছে বলে না বেড়িয়ে যন্ত্রণা সইবার আশ্চর্য ক্ষমতা। সমগ্রভাবে সমাজ-জীবনের সঙ্গে তুলনায় যার ব্যক্তিগত জীবন তুচ্ছ হয়ে গেছে, সেই ধরনের বিপ্লবী নায়কই আমার আদর্শ।'

'পাভেল, তিন বছর আগে যে তুমি আমাকে এসব কথা বল নি, এইটেই আফসোসের কথা,' মৃদু হেসে বলল রিতা। হাসিটা দেখে বোঝা যায়, তার মনটা অনেক দূরে চলে গেছে।

'আফসোস বলছ কেন, রিতা? আমি তোমার কাছে কখনও একজন কমরেডের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারি নি, সেই জন্যেই কি?'

'না, পাভেল, তুমি তার চেয়েও বেশি কিছু হতে পারতে।'

'সে ভুলটা তো এখনও শুধরে নেওয়া যায়।'

'না, কমরেড 'গ্যাডফ্লাই', এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

হেসে কথাটা খুলে বলল রিতা, 'আমার কোলে এখন একটি ছোট্ট মেয়ে, বুঝলে? ওর বাবাকে আমি খুব ভালবাসি। মোটের ওপর আমাদের তিনজনের মধ্যে বেশ দিব্যি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং আমাদের এই তিনজনকে আর পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া যাবে না।'

পাভেলের হাতের ওপর রিতা তার আঙুলগুলো বুলিয়ে দিল। পাভেল সম্বন্ধে একটা উদ্বেগের বশেই সে এটা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল যে এটা করার কোন দরকার ছিল না। হ্যাঁ, এই তিন বছরে পাভেল অনেক সুপরিণত হয়ে উঠেছে, এবং সেটা শুধু দেহের দিক থেকেই নয়। ওর চোখের চাউনি দেখেই রিতা বুঝেছে যে তার এই স্বীকারোক্তি শুনে পাভেল গভীর আঘাত পেয়েছে মনে মনে। কিন্তু মুখে সে শুধু বলল, 'তবু, এইমাত্র যা হারালাম, তার তুলনায় আমার যা রইল সেটা ঢের বেশি।'

এবং রিতা বুঝল যে এটা শুধুই একটা ফাঁকা বুলিমাত্র নয়, একটা সহজ সত্য।

এবার তাদের মঞ্চের কাছাকাছি এসে বসবার সময় হয়েছে। ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা যেখানে বসে আছে সেই সারিতে সামনের দিকে ওরা এগিয়ে এল। ব্যান্ড বেজে উঠল। হলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত জুড়ে টাঙানো লাল কাপড়ের ফালির ওপরে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা: 'ভবিষ্যৎ আমাদের!' বিরাট থিয়েটার-ঘরে নিচের চেয়ারের সারি, ওপরের বক্স আর গ্যালারিগুলো ভরে গেছে হাজার হাজার মানুষে। হাজার হাজার মানুষ এসে মিলেছে একটি বিরাট প্রাণকেন্দ্রে যেখান থেকে এক অফুরন্ত শক্তির প্রবাহ উৎসারিত। যন্ত্র-শিল্পের তরুণ শ্রমিকদের অগ্রণী অংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূরা এসে জড়ো হয়েছে এখানে। মঞ্চের ওপর ভারি পর্দাটার গায়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে: 'ভবিষ্যৎ আমাদের!'—হাজার হাজার চোখের দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এই কথাগুলোর দীপ্তি।

এখনও মানুষের স্রোত এসে ঢুকছে থিয়েটার-বাড়িতে। আর-কয়েক মুহূর্ত পরেই ভারি মখমলের পর্দাটা সরে যাবে পাশে, সারা রাশিয়া যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এসে দাঁড়াবে, সভা শুরু হবার সেই গাম্ভীর্যমণ্ডিত মুহূর্তে সে অভিভূত হয়ে যাবে, তারপর ঘোষণা করবে:

'সারা রাশিয়া যুব কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেস শুরু হল বলে আমি ঘোষণা করছি।'

বিপ্লবের এই বিরাট শক্তিকে, এই বলিষ্ঠ মহিমাকে এর আগে আর কখনও পাভেল করচাগিন এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করে নি, এতোটা সচেতনভাবে তার মন এর আগে আর কখনও এমন নাড়া খায় নি। জীবনের পথ বেয়ে পাভেল যে একজন যোদ্ধা আর নির্মাতা হিসেবেই বলশেভিক আদর্শের এই তরুণ যোদ্ধাদের বিজয়-সমাবেশের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে — একথাটা মনে হতে গর্ব আর আনন্দের একটা অনির্বচনীয় আবেগে তার মন ভরে উঠল।

* * *

ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সর্বক্ষণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ব্যস্ত রইল, তাই ইতিমধ্যে আর রিতার সঙ্গে পাভেলের দেখা হয়ে ওঠে নি। একেবারে শেষের দিকের একটা অধিবেশনে ওদের দেখা হল — একদল ইউক্রেনীয় প্রতিনিধির সঙ্গে ছিল রিতা।

'কাল কংগ্রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চলে যাব,' বলল রিতা, 'এর মধ্যে আমরা আর কথাবার্তা বলবার সুযোগ পাব কিনা জানি না। আমি তাই আমার রোজনামচার দুটো পুরনো নোটবই আর একটা ছোট চিঠি তোমার জন্যে তৈরি করে রেখেছি। পড়ে নিও, আর পড়া হয়ে গেলে আমাকে ওগুলো আবার ডাকে ফেরত পাঠিয়ে দিও। তোমাকে যেসব কথা আমার মুখে বলা হয়ে ওঠে নি, সে কথাগুলো তুমি ওর থেকেই জানতে পারবে।'

রিতার হাতখানা চেপে ধরে পাভেল তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল — যেন তার মুখের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য সে মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে চায়।

পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা-অনুযায়ী পরের দিন থিয়েটার-বাড়ির প্রধান প্রবেশপথে তাদের দেখা হল এবং রিতা একটা প্যাকেট আর একটা আঁটা খাম দিল পাভেলের হাতে। আশেপাশে লোকজন রয়েছে, তাই তারা সংযতভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। রিতার চোখদুটো অল্প একটু ঝাপসা — সেই চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যথাভরা নিবিড় স্নেহ ফুটে উঠেছে বলে পাভেল অনুভব করল।

পরের দিন ভিন্নমুখী দুটি ট্রেনে চেপে তারা দু'জনে দু'দিকে চলে গেল।

পাভেল যে-ট্রেনে চলেছে, সেই ট্রেনের গোটাকতক কামরা ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলে ভর্তি। কিয়েভের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক কামরায় চলেছে পাভেল। সন্ধ্যের পর অন্য যাত্রীরা যখন ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়েছে আর পাশের বেঞ্চিটায় ওকুনেভ প্রশান্তির সঙ্গে নাক ডাকাচ্ছে, পাভেল তখন আলোটার কাছে সরে এসে চিঠিখানা খুলল:

'প্রিয় পাভেল!'

'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়েই এই কথাগুলো আমি তোমায় বলতে পারতাম। কিন্তু এই চিঠির মারফত বলাটাই আরও ভাল হবে। আমি শুধু এইটেই কামনা করছি যে কংগ্রেস শুরু হবার আগে আমাদের মধ্যে যে-কথাবার্তা হয়েছে, তার ফলে তোমার জীবনে যেন কোন ক্ষতচিহ্ন থেকে না যায়। আমি জানি — তুমি শক্তিমান, এবং তুমি যা বলেছ তা আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেছ বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি কোন ছক-বাঁধা মনোভাব নিয়ে জীবনকে দেখি না। তাই আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির বেলায় — কদাচিৎ হলেও — কিছু কিছু ব্যতিক্রমের অবকাশ আছে, যদি সেই সম্পর্কটা খাঁটি আর গভীর ভালবাসার ভিত্তির ওপরে গড়ে ওঠে। তোমার বেলায় সেই ব্যতিক্রমটুকু আমি হতে দিতে পারতাম, কিন্তু আমাদের তরুণতর বয়সের সেই দেনাটুকু শোধ করার জন্য প্রথমেই যে একটা আবেগ আমার মধ্যে জেগেছিল, সেটাকে আমি দমন করেছি। কারণ সেটাকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের দু'জনের কেউই সত্যিকার সুখী হবে না। তবু, তোমার নিজের ওপরে এত রূঢ় হওয়া উচিত নয়, পাভেল। আমাদের জীবনে শুধুই সংগ্রামের নয়, সত্যিকারের ভালবাসার সুখের স্থানও রয়েছে।

'তোমার বাকি জীবন সম্বন্ধে, সেই জীবনের আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে, আমার বিন্দুমাত্র আশংকা নেই। গভীর ভালবাসার সঙ্গে আমি তোমার করমর্দন করছি।

রিতা।'

চিন্তাচ্ছন্নভাবে পাভেল ছিঁড়ে ফেলল চিঠিখানা। জানলার বাইরে হাতখানা বের করে দিয়ে বাতাসের ধাক্কায় কাগজের টুকরোগুলোর উড়ে যাওয়াটা অনুভব করল।

সকাল নাগাদ সে রিতার রোজনামচার নোটবই দুখানা পড়ে ফেলে ডাকে ফেরত পাঠাবার জন্য কাগজে জড়িয়ে বেঁধে রাখল। খারকভে এসে সে ওকুনেভ, পানক্রাতভ আর জনকতক প্রতিনিধির সঙ্গে ট্রেন থেকে নেমে গেল। তালিয়াকে নিয়ে আসবার জন্য ওকুনেভ কিয়েভে যাবে, তালিয়া সেখানে আন্নার কাছে আছে। পানক্রাতভ ইউক্রেনীয় কমসমোলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছে, তারও কাজ আছে কিয়েভে। পাভেল ঠিক করল — সেও ওদের সঙ্গে কিয়েভে গিয়ে একবার ঝারকি আর আন্নার সঙ্গে দেখা করে আসবে। রিতার ঠিকানায় পার্সেলটা পাঠিয়ে দেবার পর ডাকঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাভেল দেখল, ততক্ষণে অন্য সবাই চলে গেছে। অতএব একাই রওনা হল পাভেল।

* * *

আন্না আর দুবাভা যে-বাড়িটায় থাকে, তার সামনে এসে ট্রাম থামল। সিঁড়ি

দিয়ে দোতলায় উঠে এসে পাভেল বাঁদিকে আন্নার ঘরের দরজায় ঘা দিল। কোন সাড়া নেই। এতো সকালে আন্না কাজে বেরিয়ে যেতে পারে না তো। 'নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে,' মনে মনে ভাবল পাভেল। এমন সময়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং ঘুমে ভারি চোখ নিয়ে দুবাভা বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিঁড়ির চাতালে। মুখখানা তার ছাইয়ের মতো বিবর্ণ, চোখের কোলে কালি পড়েছে। পেঁয়াজের কড়া গন্ধ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে এবং পাভেলের তীক্ষ্ম নাকে মদের গন্ধও ঠেকল এসে। আধ-খোলা দরজাটার ফাঁকে পাভেলের নজরে পড়ল — বিছানায় শোয়া অবস্থায় একটি মোটা স্ত্রীলোকের চর্বিওয়ালা উলঙ্গ পা আর কাঁধ।

দুবাভা তার নজরটা লক্ষ্য করে পায়ের ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দিল। পাভেলের সঙ্গে চোখাচোখিটা এড়িয়ে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'নিশ্চয়ই কমরেড বোর্‌হার্ট-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ? সে এখন আর এখানে থাকে না। জান না নাকি ?'

গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাভেল তাকাল দুবাভার দিকে, 'না, জানতাম না। কোথায় গেছে সে ?'

হঠাৎ চটে উঠল দুবাভা। চিৎকার করে বলল, 'সেটা আমার জানবার কথা নয়।' তারপর ঢেকুর তুলে চাপা বিদ্বেষের সঙ্গে বলল,'ওকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলে বুঝি, অ্যাঁ ? শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ। এই তো তোমার সুযোগ। ভেব না, ও তোমাকে নামঞ্জুর করবে না। ও আমাকে অনেকবার বলেছে যে তোমাকে ওর পছন্দ ছিল... কিংবা মেয়েরা আরও যেভাবে বলে আর কি ! যাও, সময় থাকতে থাকতে সুযোগটা নাও গিয়ে। দেহ-মনের যথার্থ সমন্বয় ঘটাতে পারবে।'

মুখে রক্ত উঠে আসছে বলে অনুভব করল পাভেল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিচু গলায় সে বলল, 'তুমি কোন্‌ অধঃপাতে গেছ, মিতিয়াই ? তুমি যে এতো নিচে নেমে যাবে, তা কোনদিন ভাবি নি। এক সময়ে তুমি তো খারাপ লোক ছিলে না। তুমি কেন এভাবে নিজেকে গোল্লায় যেতে দিচ্ছ ?'

দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল দুবাভা। তার খালি পায়ের নিচে সিমেণ্টের মেঝেটা স্পষ্টতই ঠাণ্ডা ঠেকছে, কারণ কেঁপে কেঁপে উঠছে সে। দরজাটা খুলে গেল আর ফোলা-ফোলা চোখওয়ালা একজন স্ত্রীলোকের একটা গোলগাল মুখ বেরিয়ে এল, 'ভেতরে এসো, সোনা। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?'

স্ত্রীলোকটি আর কিছু বলবার আগেই দুবাভা দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে তার গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল।

‘তোমার অধঃপতনের শুরুটা তো চমৎকার দেখছি,’ বলল পাভেল, ‘এসব কী ধরনের সঙ্গী-সাথী তোমার আজকাল ? এর শেষ কোথায় ?’

কিন্তু দুবাভা আর কোন কথা শুনতে রাজী নয়। চেঁচিয়ে উঠল সে, ‘আমি কার সঙ্গে শোব না শোব, তাও তোমরা বলে দেবে নাকি ? তোমার এই উপদেশ-দান অনেক সয়েছি। এবার কেটে পড় যেখান থেকে এসেছ সেইখানে ! যাও, দৌড়ে গিয়ে সবাইকে বল গে — দুবাভা মদ খায়, নষ্ট মেয়েমানুষদের নিয়ে শুয়ে থাকে। যাও !’

পাভেল তার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা আবেগভরা গলায় বলল, ‘মিতিয়াই, ওই স্ত্রীলোকটিকে বিদায় করে দাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, শেষ বারের মতো বলছি...’

অন্ধকার হয়ে উঠল দুবাভার মুখ। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর একটি কথাও না বলে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

‘হতভাগা শুয়োর !’ বিড়বিড় করে বলে পাভেল ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

* * *

দুটি বছর কেটে গেছে। অনপেক্ষ সময়ের হিসেবে দিন আর মাসগুলো একে একে পার হয়ে গেছে, কিন্তু জীবনের বিচিত্র রঙে রঙীন সময়ের এই মিছিলটার আপাত-গতানুগতিকতা ভরে উঠল অভিনবত্বে, প্রত্যেকটি দিনই অন্য দিনের চেয়ে পৃথক। বিরাট এই দেশের ষোলো কোটি মানুষ, যারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম অসীম ঐশ্বর্য-ভরা তাদের এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, তারা তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থাটাকে পুনর্গঠিত করে তোলার বিরাট শ্রমসাপেক্ষ কাজে ব্যাপৃত ছিল এই দু’-বছর ধরে। দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে: নতুন বীর্য সঞ্চারিত হয়েছে তার শিরা-উপশিরায়; নির্ধূম-চিমনিওয়ালা পরিত্যক্ত কারখানার প্রাণহীন দৃশ্য আর ইদানীং দেখতে পাওয়া যায় না।

অবিশ্রাম কাজের মধ্যে দিয়ে পাভেলের এই দু’-বছর কেটেছে। জীবনকে যারা নিরুত্তাপ হয়ে গ্রহণ করে, প্রত্যেকটি সকালকে হাই তুলে অলস অভ্যর্থনা জানায় আর দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুতে যায় — পাভেল তাদের মতো নয়। গতিমুখর তার জীবন; নিজের বেলায় যেমন, তেমনি অন্যের বেলাতেও প্রত্যেকটি অপচয়িত মুহূর্তের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে।

ঘুমোবার জন্য পাভেল সবচেয়ে কম সময় দেয়। প্রায়ই তার জানলায় গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বলে; তখন ঘরের ভেতরে দেখা যাবে — টেবিলের চারধারে জনকতক লোক বসে পড়াশোনায় মগ্ন। এই দু'-বছরে তারা কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড খুঁটিয়ে পড়েছে এবং পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াটা এখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাভেলের কাজের এলাকায় এসে জুটেছে রাজ্‌ভালিখিন। তাকে কোন একটা জেলা কমসমোল সংগঠনের সম্পাদক নিযুক্ত করার জন্য সুপারিশ ক'রে প্রাদেশিক কমিটি এখানে পাঠিয়েছে। রাজ্‌ভালিখিন যখন এসে পেঁৗছায়, তখন পাভেল এখানে ছিল না এবং তার অনুপস্থিতিতেই ব্যুরো এই নতুন কমরেডটিকে একটা এলাকায় পাঠিয়ে দেয়। পাভেল ফিরে এসে খবরটা জেনে কোন মন্তব্য করে নি।

একমাস বাদে পাভেল অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন এসে পড়ল রাজ্‌ভালিখিনের এলাকায় কাজকর্ম কেমন চলছে দেখার জন্য। কিছু তথ্য যা নজরে পড়ল তাতে দেখা গেল: নতুন সম্পাদকটি মদ খেয়ে মাতলামি করে, নিজের চারপাশে সে কতকগুলো খোসামুদে মোসাহেব জুটিয়ে নিয়েছে, এবং কর্তব্যনিষ্ঠ আর সক্রিয় কর্মী যারা তাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করার উৎসাহটাকে দমিয়ে রেখেছে। পাভেল এই সব প্রমাণ দিয়ে ব্যুরোর কাছে রিপোর্ট দাখিল করল এবং ব্যুরোর আলোচনা-বৈঠকে যখন রাজ্‌ভালিখিনকে তীব্র তিরস্কার করার পক্ষে সবাই মত দিল, তখন পাভেল উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'আমি প্রস্তাব করছি — রাজ্‌ভালিখিনকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হোক এবং এই বহিষ্কার হোক চূড়ান্ত।'

প্রস্তাবটা শুনে সবাই একটু হকচকিয়ে গেল। এক্ষেত্রে এই শাস্তির ব্যবস্থাটা বড়ো বেশি কড়া বলে মনে হল। কিন্তু পাভেল নিজের মতের সমর্থনে দৃঢ় হয়ে বলল, 'বদমায়েশটাকে বের করে দিতেই হবে। ও যাতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যে সবরকম সুযোগই ওর ছিল, কিন্তু কমসমোলের মধ্যে ও থেকে গেছে শুধুমাত্র নিজের সুবিধের জন্যে।' তারপরে পাভেল বেরেজ্‌দভের ঘটনাটা ব্যুরোর কাছে বলল।

'আমি এর প্রতিবাদ করছি!' চেঁচিয়ে বলল রাজ্‌ভালিখিন, 'করচাগিন স্রেফ ব্যক্তিগত রাগ মেটাবার চেষ্টায় আছে। ও যা যা বলল, সবই একদম বাজে গালগল্প। ও এই সব অভিযোগের সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ পেশ করুক। মনে কর, আমি তোমাদের কাছে এসে বানিয়ে বললাম যে করচাগিন বেআইনী মাল লেনদেন করেছে, তখন তোমরা কি শুধু ওইটুকু শুনেই তাকে কমসমোল থেকে বের করে দেবে? ওকে লিখিত প্রমাণ পেশ করতে হবে।'

'আচ্ছা, ভেব না। দরকার মতো সমস্ত প্রমাণই পেশ করব আমরা,' জবাব দিল পাভেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজভালিখিন। পাভেল ব্যুরো সভ্যদের যুক্তি-তথ্য দিয়ে বোঝাল, যার ফলে আধঘণ্টা বাদে রাজভালিখিনকে একজন ভিন্ন মতাদর্শের লোক হিসেবে কমসমোল থেকে বহিষ্কৃত করে একটা প্রস্তাব নেওয়া হল।

* * *

গরমকাল এসে গেল আর সেই সঙ্গে এল ছুটির মরশুম। পাভেলের সহকর্মীরা সব একে একে চলে গেল তাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসবার জন্য। শরীর সারাবার জন্য যাদের তেমন দরকার ছিল তারা গেল সমুদ্রতীরে; পাভেল তাদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা আর স্বাস্থ্যনিবাসে জায়গা পাবার বন্দোবস্ত করে দিল। ক্লান্ত দেহ আর বিবর্ণ মুখ নিয়ে — কিন্তু আসন্ন ছুটি উপভোগের প্রত্যাশায় খুশি মনে — তারা রওনা হয়ে গেল। তাদের কাজের বোঝাটা এসে চাপল পাভেলের ঘাড়ে এবং সে বিনা বাক্যব্যয়ে এই বাড়্তি কাজের বোঝাটা বইল ক'দিন ধরে। ওরা সব ফিরে এল রোদে-পোড়া রঙ নিয়ে, প্রাণবন্ত কর্মোদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে। তারপর আবার অন্যেরা গেল। গোটা গ্রীষ্মকালটা ধরে দপ্তরে কাজের লোকের সংখ্যায় ঘাটতি রয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য জীবন শ্লথগতি হয়ে পড়ে নি — পাভেলের পক্ষে একদিনের জন্যও কাজ বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকা সম্ভব হয় নি।

গরমকাল কেটে গেল।

শরৎ আর শীতকালটা পাভেলের ভাল লাগত না, কারণ প্রতি বছর এই সময়টায় তার ভয়ানক শরীরের কষ্ট হয়।

এই বছরটায় পাভেল বিশেষ আগ্রহ নিয়ে গ্রীষ্ম আসার অপেক্ষায় ছিল। কারণ, প্রতি বছরে তার শক্তি একটু একটু করে নিঃশেষিত হয়ে আসছে বলে সে অনুভব করছিল — যদিও নিজের কাছেও কথাটা স্বীকার করতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করত। মাত্র দুটো উপায় আছে তার: হয়, কাজগুলো করবার জন্য তাকে যে প্রচণ্ড প্রয়াস করতে হচ্ছে, সেটা তার সহ্য হচ্ছে না বলে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে পঙ্গু বলে ঘোষণা করা; আর না হয়, যতক্ষণ তার পক্ষে কাজ করে যাওয়া সম্ভব, ততক্ষণ চালিয়ে যাওয়া। এই দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছে সে।

একদিন প্রাদেশিক পার্টি কমিটির ব্যুরোর একটা আলোচনা-বৈঠকে ডাক্তার বারতোলিক তার কাছে এসে পাশে বসল। বহু দিনের পুরনো পার্টি কর্মী সে, পার্টির

বেআইনী যুগে গোপন কাজকর্ম চালিয়ে গেছে। বর্তমানে ডাক্তার বার্তোলিক এই অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক। পাভেলকে বলল সে, 'তোমার মুখচোখ কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে, করচাগিন। শরীর কেমন যাচ্ছে? তুমি কি চিকিৎসা কমিশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছ? করাও নি? আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার শরীরটা একটু সারিয়ে নেওয়া দরকার। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে একবার এসো, পরীক্ষা করে দেখব একবার আমরা।'

পাভেল যায় নি। কাজে খুব ব্যস্ত ছিল সে। কিন্তু বার্তোলিক ভোলে নি তার কথা, কয়েকদিন বাদে সে নিজেই এসে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে হাজির করাল চিকিৎসা কমিশনের কাছে। এই কমিশনে সে নিজে উপস্থিত থাকল স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে। চিকিৎসা কমিশন সুপারিশ করল:

'চিকিৎসা কমিশন মনে করে যে, অবিলম্বে বিশ্রাম নিয়ে ক্রিমিয়ায় গিয়ে দীর্ঘকালের চিকিৎসাধীনে থাকা দরকার এবং তারপরেও নিয়মিত চিকিৎসা দরকার। এটা যদি করা না হয়, তাহলে পরিণামটা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে এবং সেটাকে আর কিছুতেই এড়ানো যাবে না।'

এই সুপারিশটুকুর শিরোভাগে লাতিন ভাষায় যে বিভিন্ন রোগের লম্বা তালিকা দেওয়া ছিল, সেটা পড়ে পাভেল শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারল: তার আসল রোগটা পায়ে নয়, নার্ভতন্ত্রে — সেটা গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়েছে।

বার্তোলিক চিকিৎসা কমিশনের সিদ্ধান্তের কথাটা ব্যুরোকে জানাল এবং করচাগিনকে অবিলম্বে কাজের দায়িত্ব থেকে খালাস করে দেবার প্রস্তাবে কেউ কোন আপত্তি তুলল না। করচাগিন নিজে অবশ্য বলল যে, সাংগঠনিক বিভাগের পরিচালক স্বিৎনেভ ফিরে না আসা পর্যন্ত তার ছুটি মুলতুবি রাখা হোক। কমিটিকে নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছেড়ে যেতে সে চায় না। ব্যুরো রাজী হল, যদিও বার্তোলিক এই দেরিতে আপত্তি তুলেছিল।

অতএব, আর তিন সপ্তাহ বাদেই ছুটিতে যাবে — জীবনে সে এই প্রথম ছুটি নিচ্ছে। ইয়েভ্‌পাতোরিয়ার এক স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার জন্য ইতিমধ্যেই তার দেরাজের টানায় একটা পাস রয়েছে।

এই তিন সপ্তাহ সে আরও বেশি করে কাজে লেগে গেল; এই অঞ্চলের কমসমোলের একটা পূর্ণাঙ্গ সভা করল এবং যেখানে যা-কিছু কাজে ফাঁক পড়েছিল সমস্তই গুছিয়ে আনবার জন্য শ্রান্তিহীনভাবে উঠে পড়ে লাগল — যাতে নিশ্চিন্ত মনে সে এখান থেকে যেতে পারে।

এবং তার এই প্রথম সমুদ্র-দর্শনে যাবার ঠিক আগের দিনই একটা অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত ব্যাপার ঘটে গেল।

একটা বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য পাভেল সেদিন কাজের শেষে এসেছিল পার্টির প্রচার বিভাগের দপ্তরে। সে যখন এসে পেঁছাল, তখন ঘরে আর কেউ নেই। তাই সে অন্যদের আসার অপেক্ষায় এসে বসল বইয়ের তাকের পেছনে খোলা জানলাটার ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন এসে গেল। বইয়ের তাকের আড়াল থেকে সে ওদের দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটা গলা তার চেনা। ফাইলোর গলা — অঞ্চলের আর্থনীতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সে, লম্বা আর সুপুরুষ, চলন-বলনে একটা চোস্ত ফৌজী কায়দা আছে, মদ খাওয়া আর সুশ্রী চেহারার যেকোন মেয়ের পিছু নেবার ব্যাপারে খ্যাতি অর্জন করেছে।

ফাইলো এক সময়ে পার্টিজান দলে ছিল। সুযোগ পেলেই সে একগাল হেসে জাঁক করে বলতে ছাড়ে না — মাখ্‌নোর বোম্বেটে-দলের ডজন ডজন লোকের মাথা সে কীভাবে দিনে দিনে কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। পাভেল সহ্য করতে পারে না লোকটাকে। একবার কমসমোলের একটি মেয়ে পাভেলের কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল: ফাইলো মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে তার সঙ্গে এক সপ্তাহ একসঙ্গে বসবাস করার পর কেটে পড়েছে, ইদানীং মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলে অভিবাদনও জানায় না। পার্টির নিয়ন্ত্রণ কমিশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা উঠেছিল, কিন্তু মেয়েটি কোন প্রমাণ দিতে না পারায় সেবারে ফাইলো পার পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাভেলের বিশ্বাস হয়েছিল মেয়েটির কথায়। এখন পাভেলের কানে ঢুকছিল ওদের কথাবার্তা — তার উপস্থিতির কথাটা না জেনে খুব খোলাখুলি কথাবার্তা বলছিল ওরা।

‘তারপর ফাইলো, চলছে কেমন ? ইদানীং কোন্ তালে ঘুরছ ?’

এটা গ্রিবভের গলা — ফাইলোর প্রমোদ-সঙ্গীদের একজন। কে জানে কেন, গ্রিবভ্‌কে পার্টির প্রচার বিভাগের একজন কর্মী বলে মনে করা হয় — যদিও লোকটা নিতান্তই অজ্ঞ, সংকীর্ণমনা এবং নির্বোধ। সে যাই হোক, পার্টির প্রচার কর্মী বলে অভিহিত হয়ে গ্রিবভ গর্ব বোধ করে এবং যেকোন উপলক্ষে সবাইকে কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

‘আমাকে তুমি অভিনন্দন জানাতে পার হে ছোকরা। কাল আমি আর একটা কেল্লা ফতে করেছি। ওই করোতায়েভা। তুমি তো বলেছিলে — ওর কাছে বিশেষ সুবিধে হবে না। ওইখানেই তোমার ভুল হয়েছিল হে। আমি যদি কোন মেয়ের পেছনে লাগি, তাহলে নিশ্চয় জানবে — আজ হোক, কাল হোক, ঠিক বাগিয়ে নেব।’ বড়াই করে কথাটা বলে ফাইলো শেষে কিছু অশ্লীল কথা জুড়ে দিল।

পাভেল অনুভব করল, প্রচণ্ড একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে — ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে যে-রকম তার সর্বদা হয়ে থাকে। করোতায়েভা মহিলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমরেড এবং এই আঞ্চলিক কমিটিতে সে আর পাভেল একই সময়ে আসে। পাভেল তাকে জানে — বেশ ভাল মেয়ে বিশ্বস্ত পার্টি কর্মী, সাহায্যপ্রার্থী মেয়েদের জন্য সহৃদয় বিচক্ষণতার সঙ্গে সব রকম বন্দোবস্ত করে দেয়। কমিটির সহকর্মীরা তাকে সম্মান করে। পাভেল জানে করোতায়েভা অবিবাহিতা। তার সম্বন্ধেই যে ফাইলো বলছে, সে বিষয়ে পাভেলের মনে কোন সন্দেহ রইল না।

'যাও, যাও! নিশ্চয়ই বানিয়ে বলছ তুমি! করোতায়েভা এমনটি হতে দেবে বলে তো মনে হয় না।'

'বানিয়ে বলছি? আমি? কী ভাবো তুমি আমায়? এর চেয়েও কঠিন কতো ক্ষেত্রে মেরে বেরিয়ে গেলাম! শুধু পদ্ধতিটা জানা চাই। কোন্ মেয়ের কাছে কীভাবে এগুতে হবে সেটা বোঝা দরকার। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গেই পটে যায়, কিন্তু সে ধরনের মেয়েরা ওই হয়রানিটুকুর যোগ্য নয়। কোন কোন মেয়েকে বাগে আনতে আবার মাসখানেক লেগে যায়। ওদের মনস্তত্ত্ব বুঝে নেওয়াই সবচেয়ে জরুরি জিনিস। ঠিক পথে এগুনোটাই হচ্ছে আসল কথা। ওটা একটা শাস্ত্র-বিশেষ, বুঝলে হে ছোকরা! কিন্তু আমি ওসব বিষয়ে ঝানু বিশেষজ্ঞ। হোঃ হোঃ হোঃ!'

দারুণ একটা আত্মতৃপ্তিতে উপচে উঠেছে ফাইলো। আর, আরও সব রসালো বৃত্তান্ত শোনবার আগ্রহে তার শ্রোতারা তাকে উস্কে দিচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল পাভেল। হাতদুটো মুঠো-বাঁধা হয়ে উঠেছে তার, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটায় উদ্দাম ধুকধুকানি শুরু হয়ে গেছে বলে অনুভব করল সে।

'এমনি সাধারণভাবে টোপ ফেলে যে করোতায়েভাকে গাঁথার খুব বেশি আশা নেই, তা আমি জানতাম। কিন্তু তাই বলে আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজী নই, বিশেষ করে আমি যখন ওকে বাগাব বলে গ্রিবভের সঙ্গে বারো বোতল মদ বাজি রেখেছি। অতএব আমি — যাকে বলে গিয়ে — অন্তর্ঘাতী কৌশল খাটানোর চেষ্টা করলাম। দু'একবার ওর আপিসে গেলাম, কিন্তু দেখলাম ওর মনে খুব একটা দাগ কাটতে পারছি না। তাছাড়া, আমার সম্বন্ধে নানা ধরনের সব আজেবাজে কথা বলাবলি হয়, নিশ্চয়ই সেসবের কিছু কিছু ওর কানেও পৌঁছেছে... আচ্ছা যাক, সেসব দীর্ঘ বৃত্তান্ত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সরাসরি আক্রমণে কোন ফল হল না, তাই আমি পেছন দিক থেকে আক্রমণের কৌশল খাটালাম। হোঃ! হোঃ! মতলবটা দিব্যি ফেঁদেছিলাম, বুঝলে! আমার দুঃখভরা জীবনের কাহিনী বললাম ওকে — কীভাবে আমি যুদ্ধে লড়াই করেছি, নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি আর জীবনে কতোবার ধাক্কা

খেয়েছি, কিন্তু মনের মতো ঠিক মেয়েটিকে কোনদিন খুঁজে পাই নি, নিঃসঙ্গ হতভাগ্যের মতো এই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি — আমায় ভালোবাসার কেউ নেই... এবং এই ধরনের আরও অনেক কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বললাম। আমি ওর মনের দুর্বল জায়গাগুলোয় ঘা মারলাম, বুঝলে তো? ওকে নিয়ে যে আমার ভয়ানক হয়রানি গেছে সে কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে। একবার তো ভেবেই বসেছিলাম যে মেয়েটাকে চুলোর দুয়োরে পাঠিয়ে দিয়ে এসব আহাম্মকির পাট চুকিয়ে দিই। কিন্তু ততদিনে এটা একটা নীতিগত প্রশ্নে দাঁড়িয়ে গেছে, অতএব নীতির দিক থেকে আমাকে লেগে থাকতেই হল। এবং শেষ পর্যন্ত আমি বাগে আনলাম। আমার এই ধৈর্যের ফল কী হল বল দেখি? দেখা গেল, ও কুমারী! হাঃ! হাঃ! কী মজার ব্যাপার!'

ফাইলো বলে যেতে লাগল তার ন্যক্কারজনক কাহিনী।

পাভেল কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, তা তার প্রায় মনে নেই। রাগে ফুঁসছে সে।

'জানোয়ার!' গর্জন করে উঠল পাভেল।

'কী! আমি জানোয়ার, অ্যাঁ? আর, তুমি যে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোন, তুমি তাহলে কী?'

স্পষ্টতই, পাভেল আর কিছুও বলেছিল — কেননা, তার জামার গলার কাছটা চেপে ধরল ফাইলো — একটু মাতাল অবস্থায় ছিল সে।

'আমায় অপমান! অ্যাঁ?' চিৎকার করে উঠেই সে পাভেলকে ঘুষি মেরে বসল।

ওক-কাঠের ভারি একটা টুল তুলে নিয়ে পাভেল একটি আঘাতে তাকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। ফাইলোর কপাল ভাল যে, পাভেলের সঙ্গে সেদিন তার পিস্তলটা ছিল না — থাকলে সেদিন তাকে বাঁচতে হত না।

কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা ঘটে গেছে। এবং, ক্রিমিয়ায় যেদিন তার রওনা হয়ে যাবার কথা, সেই দিনই পাভেলকে হাজির হতে হল পার্টি আদালতের সামনে।

পুরো পার্টি সংগঠনের সমস্ত সভ্য এসে জড়ো হয়েছে শহরের থিয়েটার-বাড়িটায়। ঘটনাটার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং পার্টি আদালতের গোটা শুনানিটাই পার্টি সভ্যদের ব্যবহারিক নীতি, চারিত্রিক নীতি আর পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা গুরুতর আলোচনায় গিয়ে দাঁড়াল। এই ঘটনার সঙ্গে সাধারণভাবে যেসব প্রশ্ন জড়িত ছিল, সেইগুলোর আলোচনার একটা দিকনির্দেশ হিসেবেই ব্যাপারটাকে নেওয়া হল এবং খাস ঘটনাটা গৌণ হয়ে দাঁড়াল। ফাইলো অত্যন্ত উদ্ধত ব্যবহার করল, অবজ্ঞার হাসি হেসে ঘোষণা করল যে মামলাটাকে জন আদালতের সামনে

হাজির করে মারপিট করবার জন্য করচাগিনকে সশ্রম দণ্ড ভোগ করাবে। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সে সরাসরি অস্বীকার করে বসল।

'আমাকে নিয়ে বেশ একটু মুখরোচক গালগল্প করার মতো খোরাক পেতে চাও তোমরা, না? সেটি হচ্ছে না। তোমাদের খুশিমতো যেকোন দোষ চাপাতে পার আমার ঘাড়ে। কিন্তু আসল ঘটনাটা হচ্ছে: মেয়েরা যে আমাকে এমন তীব্র আক্রমণ করেছে, তার কারণ — আমি ওদের দিকে মনোযোগ দিই না। তোমাদের এই গোটা মামলাটাই একটা অতি বাজে ব্যাপার। এটা যদি ১৯১৮'এ হত, তাহলে এই উন্মাদ করচাগিনটার সঙ্গে আমি আমার নিজের মতো করেই ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলতাম। এরপর, তোমরা আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের আদালতের কাজ চালিয়ে যেতে পার!' এই বলে সে বেরিয়ে গেল হল-ঘর থেকে।

তারপর, সভাপতি পাভেলকে বলল — ঘটনাটা কী ঘটেছিল বলার জন্য। পাভেল বেশ শান্তভাবেই বলা শুরু করল, যদিও নিজেকে সংযত রাখার জন্য তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল।

'আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি বলেই গোটা ব্যাপারটা ঘটতে পেরেছে। কিন্তু যখন আমি কোন কাজের বেলায় মাথা খাটানোর চেয়ে হাত চালানোর ওপরেই বেশি ভরসা করতাম, সেসব দিন বহুকাল গত হয়েছে। এক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা একটা আকস্মিক ব্যাপার। কী যে করে বসলাম সেটা খেয়াল হবার আগেই আমি ফাইলোকে মেরে বসেছিলাম। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই একবার মাত্র আমি এই ধরনের 'পার্টিজান'সুলভ কাজের অপরাধ করে বসেছি। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি — যদিও, ওই মারটা ফাইলোর প্রাপ্য বলেই আমি মনে করি। ফাইলোর ধরনের লোকগুলো অতি ন্যক্কারজনক। আমি এইটে কিছুতেই বুঝি না, বিশ্বাসও করতে পারি না যে একজন বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট কী করে একই সঙ্গে এমন বদমায়েশ আর নোংরা জানোয়ার হতে পারে। এই গোটা ব্যাপারটার একমাত্র ইতিবাচক দিক হল এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে সহকর্মী কমিউনিস্টদের আচার-ব্যবহার কী ধরনের হবে আমাদের সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত করছে।'

পার্টি সভ্যদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ফাইলোকে পার্টি থেকে বের করে দেবার পক্ষে ভোট দিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য গ্রিবভকে তীব্র তিরস্কার করে প্রস্তাব নেওয়া হল এবং এর পরে আর কোন অপরাধ করলে তাকেও পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে সাবধান করে দেওয়া হল। সেদিন ফাইলোর সঙ্গে সেই কথাবার্তায় অন্য যারা যোগ দিয়েছিল, তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করল এবং তাদের নিন্দা করে ছেড়ে দেওয়া হল।

তারপরে, উপস্থিত সবাইকে ডাক্তার বারতোলিক পাভেলের স্নায়বিক অবস্থার কথাটা জানাল এবং এই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য যে-কমরেডটিকে পার্টি থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে যখন প্রস্তাব আনল যে করচাগিনকেও তীব্র তিরস্কার করা হোক, তখন সভার সবাই ভীষণভাবে প্রতিবাদ তুলল। সেই কমরেডটি তখন তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পাভেলকে নির্দোষ ঘোষণা করা হল।

* * *

দিন কয়েক বাদে পাভেল খারকভে রওনা হয়ে গেল। পার্টির আঞ্চলিক কমিটির কাছে পাভেল বারবার করে অনুরোধ জানাচ্ছিল যে তাকে তার বর্তমান কাজ থেকে খালাস করে দিয়ে ইউক্রেনীয় কমসমোলের কেন্দ্রীয় কমিটির হেফাজতে দেওয়া হোক; শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক কমিটি সেটা মঞ্জুর করেছে। ভাল একটা প্রমাণপত্র দেওয়া হয়েছে তাকে। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক আকিম। খারকভে পেঁছেই পাভেল তার সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং সমস্ত ব্যাপারটা বলল।

আকিম তার প্রমাণপত্রটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল — তাতে পাভেলের 'পার্টির প্রতি অপরিসীম আনুগত্যের' কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে: 'পার্টিগত সংযম আছে; তবে, বিরল ক্ষেত্রে আত্মসংযম হারিয়ে বসতে পারে। ওর নার্ভতন্ত্রের গুরুতর অবস্থার জন্য এরকমটা হয়।'

আকিম বলল, 'এমন ভাল একটা প্রমাণপত্র এই একটা কথার জন্যে খুঁত ধরে গেল, পাভেল। যাক গে, ওরকম ব্যাপার তো আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিমান তাদের বেলাতেও ঘটে। দক্ষিণে যাও, শরীরটাকে বাগিয়ে নাও, তারপর ফিরে এলে কাজের কথা হবে।'

আন্তরিকতার সঙ্গে তার সঙ্গে করমর্দন করল আকিম।

* * *

কেন্দ্রীয় কমিটির 'কমিউনার' স্বাস্থ্যনিবাস। চারিদিকে গোলাপ-ঝাড় আর উচ্ছল ফোয়ারার মধ্যে মধ্যে বসানো আঙুর-লতায় ঢাকা সাদা বাড়িগুলো। যারা ছুটি উপভোগ করতে এসেছে তাদের পরনে গরমকালের উপযোগী সাদা হাল্কা পোশাক কিংবা স্নানের পোশাক। একজন অল্পবয়েসী মেয়ে-ডাক্তার পাভেলের নামটা রেজিস্টারে লিখে নিল, তারপর কোণের দিকে বাড়িটায় একটা প্রশস্ত কামরায় এসে উঠল পাভেল। ধপধপে

সাদা বিছানার চাদর, নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা, আর প্রশান্তি — নির্ব্যাঘাত প্রশান্তির আশীর্বাদ। স্নান করে শরীরটাকে স্নিগ্ধ করে নিয়ে পোশাক বদলে পাভেল তাড়াতাড়ি চলল সমুদ্রতীরে।

সামনে শান্ত মহিমাময় সমুদ্র — দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত পালিশ-করা মার্বেল পাথরের মতো নীলচে-কালো তার বিস্তার। অনেক দূরে যেখানে আকাশের সঙ্গে সমুদ্র মিশেছে, সেখানে ভাসছে একটা নীলাভ কুয়াশা আর তারই বুকে প্রতিফলিত হয়েছে গলিত সূর্যের রক্তিম দীপ্তি। প্রভাতী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে একসারি পাহাড়ের ভারী রেখাকৃতি। পাভেল গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস ভরে টেনে নিল এই শরীর চাঙ্গা করে তোলা নির্মল সমুদ্রবায়ু, দু'-চোখ ভরে দেখল সুনীল সাগরবিস্তারের নিঃসীম প্রশান্তি।

অলস গতিতে একটা ঢেউ বেলাভূমির সোনালি বালিয়াড়ির বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল তার পায়ের কাছে।

সপ্তম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্যনিবাসের ঠিক পাশেই প্রধান পলিক্লিনিকের বাগান, সমুদ্রতীর থেকে স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে আসতে সময় কম লাগে বলে রোগীরা এই বাগানের মধ্যে দিয়ে যায়। এই বাগানের উঁচু চুনো পাথরের দেয়ালের পাশে একটা দীর্ঘ-শাখা-বিস্তারী প্লেইন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে ভারি ভাল লাগে পাভেলের। শান্তি-ঘেরা এই নির্জন জায়গাটি থেকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাগানের পথে মানুষগুলোর প্রাণবন্ত চলাফেরা, বিকেলের দিকে বসে বসে শোনে ব্যাণ্ডের বাজনা — বিরাট এই স্বাস্থ্যনিবাসের আমুদে নরনারীর ভিড়ের বিরক্তিকর ঠেলাঠেলি থেকে এখানে সে বিশ্রাম পায়।

আজকেও সে তার এই প্রিয় জায়গাটিতে এসে বসেছে। রোদ্দুরের আর এই মাত্র স্নান করে আসার ফলে একটু ঘুমের আমেজ জমেছে, দোলনা-কেদারাটায় গভীর আরামে শরীরটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল। স্নানের তোয়ালেটা আর ফুর্মানভের 'অভ্যুত্থান' নামে যে-বইটা সে পড়ছিল, সেটা পড়ে রইল পাশের কেদারায়। স্বাস্থ্যনিবাসে এই প্রথম কয়েকদিনে তার স্নায়বিক পীড়াটা মোটেই কমে নি, মাথা-ধরাটাও লেগে আছে। তার রোগটা এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তারদের বড়ো ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। তারা পাভেলের রোগের মূল উৎস সন্ধানের চেষ্টায় আছে। অনবরত এই ডাক্তারি পরীক্ষায় ভারি বিরক্ত বোধ করছে সে — ডাক্তারদের ঠেলায় ক্লান্ত হয়ে

উঠেছে। পাভেল যে ওয়ার্ডে আছে, সেখানকার মেয়ে-ডাক্তার বেশ দিব্যি মেয়েটি, নামটা তার বড়ো মজার — ইয়েরুসালিমচিক। পাভেল যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য। এই অনিচ্ছুক রোগীটিকে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে বা কোন একটা শারীরিক পরীক্ষার জন্য কোথাও নিয়ে যেতে রাজী করানোর ব্যাপারে মেয়েটিকে বড়ো মুশকিলে পড়তে হয়।

পাভেল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'এই গোটা ব্যাপারটাই ভারি ক্লান্তিকর ঠেকছে আমার। দিনে পাঁচবার করে সেই একই বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছি আর যতোসব বাজে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি: আমার ঠাকুরমা পাগল ছিলেন কিনা, ঠাকুরদার বাপের গিঁঠেবাত ছিল কিনা। আরে গেল যা, তাঁর কি ব্যায়রাম ছিল না ছিল তা আমি জানব কোত্থেকে? জীবনে কোনদিন দেখিই নি আমি তাঁকে! ওই ডাক্তারদের প্রত্যেকটি আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চায় যে আমার গনোরিয়া বা তার চাইতেও খারাপ কিছু একটা ব্যায়রাম হয়েছিল, এর জন্যে আমার ভয়ানক ইচ্ছে জাগে তাদের টেকো মাথার উপর ঘাই কষাবার। আমাকে একটু বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিন, ব্যস, শুধু ওইটুকুই আমি চাই। এখানে আমার থাকবার এই ছ'সপ্তাহ ধরে যদি শুধু নিজের রোগনির্ণয়ের পরীক্ষা চালাতে দিতে থাকি, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি সমাজের পক্ষে একটি বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে উঠব।'

ইয়েরুসালিমচিক কথাটা শুনে ওর সঙ্গে হাসাহাসি করে, কৌতুক করে, কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই ধীরভাবে পাভেলের হাতখানা ধরে সারা পথটা অনর্গল কথা বলতে বলতে নিয়ে আসে ওকে সার্জনের কাছে।

কিন্তু আজ আর কোন পরীক্ষার ব্যাপার নেই, এবং খাবার দেরি আছে ঘণ্টাখানেক। একটু বাদেই সে তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পেল পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। পাভেল চোখ খুলল না। ভাবল, 'ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে চলে যাবে।' বৃথা আশা। পাশে কে একজন এসে বসতে কেদারাটার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তার কানে এল। মৃদু একটা সুগন্ধের রেশ নাকে ঢুকতেই বুঝল, আগন্তুকটি মেয়ে। চোখ খুলল সে — প্রথমেই চোখে পড়ল একটা ঝলমলে সাদা পোশাক আর নরম চামড়ার চটি-পরা একজোড়া তামাটে রঙের পা, তারপরে দেখল ছেলেদের মতো ক'রে ছাঁটা চুল, একজোড়া মস্ত বড়ো বড়ো চোখ আর ইঁদুরের মতো তীক্ষ্ম এক পাটি সাদা দাঁত। লাজুক হাসি হাসল মেয়েটি তাকে দেখে, 'ব্যাঘাত সৃষ্টি করি নি, আশা করি?'

কোন জবাব দিল না পাভেল — এটা তার দিক থেকে একটু অভদ্রতা হলেও সে তখনও আশা করছে যে চলে যাবে মেয়েটি।

'এটা আপনার বই?' ফুর্মানভের বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'হুঁ।'

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা।

'আপনি তো 'কমিউনার' স্বাস্থ্যনিবাসে আছেন, না?'

অধৈর্যের সঙ্গে শরীরটাকে নাড়াল পাভেল। 'একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না তাকে মেয়েটা। বিশ্রামটুকুর দফা রফা। ও এবার অসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা শুরু করবে। চলেই যেতে হবে দেখা যাচ্ছে।'

'না,' কাটা জবাব দিল সে।

'কিন্তু আপনাকে ওখানেই দেখেছি নিশ্চয়।'

পাভেল উঠে পড়তে যাবে এমন সময়ে পেছনে শুনল একটা মেয়ের গভীর আর মিষ্টি গলার স্বর, 'কিরে দোরা, এখানে কী করছিস?'

স্নানের পোশাক-পরা মোটাসোটা, রোদে-পোড়া, সোনালী চুলওয়ালা একটি মেয়ে এসে বসল চেয়ারটার প্রান্তে। দ্রুত এক নজর তাকাল সে পাভেলের দিকে।

'কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি, কমরেড। আপনি খারকভ থেকে এসেছেন না?'

'হ্যাঁ।'

কথাবার্তাটা বন্ধ করে দিতে মনস্থ করল পাভেল।

'কোথায় কাজ করেন আপনি?'

'শহরের জঞ্জাল সাফ করার বিভাগে,' জবাব দিল সে। এই ঠাট্টায় এমন জোরে হেসে উঠল মেয়েদুটি যে পাভেল চমকে উঠল।

'আপনাকে কিন্তু খুব একটা ভদ্র বলা যাচ্ছে না, কমরেড।'

এইভাবে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। জানা গেল — দোরা রদ্‌কিনা খারকভে পার্টির শহর কমিটির ব্যুরো সভ্য। পরে যখন তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তখন তাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাতের সময়কার এই মজার ঘটনাটা নিয়ে দোরা প্রায়ই পাভেলকে কৌতুকচ্ছলে খোঁচা দিত।

* * *

একদিন বিকেলে 'তালাসা' স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানে খোলা জায়গায় একটা গান-বাজনার আসরে পুরনো বন্ধু ঝার্‌কির সঙ্গে পাভেলের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার — তাদের দেখা হয়ে যাবার কারণটা হল একটা 'ফক্স্‌ট্রট' নাচ।

স্থূলকায়া একজন চূড়া-গলাওয়ালা গায়িকা গভীর আবেগের সঙ্গে ‘উদগ্র কামনার রাত্রি’ গানটি শ্রোতাদের গেয়ে শোনানোর পর, একজোড়া মেয়ে-পুরুষ লাফিয়ে এগিয়ে এল মঞ্চের ওপর। পুরুষটি অর্ধ-নগ্ন — মাথায় একটা লাল উঁচু টুপি আর ঝলমলে রঙিন কতকগুলো স্প্যাঙ্‌ল তার ঊরুতে, ঝকঝকে সাদা একটা শার্টের সামনের অংশটুকু তার বুকের ওপর ঝুলছে, গলায় একটা ‘বো-টাই’ বাঁধা — বন্য মানুষের একটা বাজে অনুকরণ করেছে সে। তার সঙ্গিনীটির পুতুলের মতো মুখ, প্রচুর কাপড় পরা। স্বাস্থ্যনিবাসের রুগীরা আরামকেদারা আর খাটিয়াগুলোয় বসে আছে, এগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ষাঁড়ের মতো গর্দানওয়ালা মুনাফাখোর দোকানদারেরা — এদের খুশির গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে মঞ্চের ওপরে ওই স্ত্রী-পুরুষ দু’জনে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে একটা ‘ফক্সট্রট’ নাচের জটিল নক্সা এঁকে চলল পায়ে পায়ে। এর চেয়ে ন্যক্কারজনক দৃশ্য কল্পনা করা শক্ত। নাদুসনুদুস পুরুষটি উজবুকের মতো উঁচু টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তার সঙ্গিনীটিকে জোরে চেপে ধরে মঞ্চের ওপরে ইঙ্গিতপূর্ণ নানারকম দেহভঙ্গি করছে। পাভেল তার পেছনে শুনতে পেল ভুঁড়িওয়ালা একটা মোটাসোটা দেহের সশব্দ নিঃশ্বাস। চলে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, এমন সময়ে সামনের সারি থেকে কে-একজন দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, ‘ঢের হয়েছে এই সব বেশ্যাবাড়ির নাচগান! চুলোয় যাক!’

এ ঝারকি।

পিয়ানো-বাজনদার বাজনা বন্ধ করে দিল, বেহালাটা থেমে গেল একটা ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ তুলে। মঞ্চের ওপরে স্ত্রী-পুরুষ দুটি শরীর মোচড়ানো বন্ধ করে দিল। পেছনের জনতা হিংস্রভাবে হিসহিসিয়ে উঠল:

‘এ কী বেআদবি — অনুষ্ঠানের মধ্যে বাধা দিচ্ছে!’

‘গোটা ইউরোপ আজ ‘ফক্সট্রট’ নাচছে!’

‘এ কী অত্যাচার!’

কিন্তু রুগীদের মধ্যে একজন, চেরেপোভেৎস কমসমোল সংগঠনের সম্পাদক সেরিওঝা ঝুবানভ মুখের মধ্যে চারটে আঙুল পুরে কান-ফাটানো একটা সিটি মারল। তার এই উদাহরণ অনুসরণ করল আর-সবাই এবং মুহূর্তের মধ্যে নাচিয়ে স্ত্রী-পুরুষ দু’জনে অদৃশ্য হয়ে গেল মঞ্চ থেকে — যেন দমক একটা হাওয়ায় উড়ে গেল তারা। আগেকার দিনের চাপরাশিদের মতো দেখতে যে বাচাল লোকটি আজকের এই প্রমোদ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিল, সে এসে ঘোষণা করল যে নাচ-গানের দলটি চলে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যনিবাসের স্নানের পোশাক-পরা একটি ছেলে সবার হাসির মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, ‘বাঁচিয়েছ বাপু, যেখানকার মাল সেখানেই গেছে।’

সামনের সারিগুলোর দিকে এগিয়ে এসে ঝারকিকে খুঁজে বের করল পাভেল। পাভেলের ঘরে বসে দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল। ঝারকি জানাল, পার্টির একটা আঞ্চলিক কমিটির প্রচার-আন্দোলন বিভাগে সে কাজ করছে।

'আমি বিয়ে করেছি, জান না বোধহয় ?' বলল ঝারকি, 'শিগগিরই একটি ছেলে বা মেয়ে আশা করছি।'

বিস্মিত হল পাভেল, 'তাই নাকি, বিয়ে করেছ ? তোমার স্ত্রীটি কে ?'

পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে ঝারকি পাভেলকে দেখাল, 'চিনতে পারছ ?'

ঝারকি আর আন্না বোরহার্ট-এর একসঙ্গে তোলা একটা ফটোগ্রাফ।

আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল পাভেল, 'তাহলে দুবাভার খবর কী ?'

'ও মস্কোতে আছে। পার্টি থেকে ওকে বের করে দেবার পর ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। বাউমান উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয়ে এখন পড়ছে ও। শুনেছি ওকে নাকি ফের পার্টিতে নেওয়া হয়েছে। খবরটা সত্যি হলে খুব খারাপ বলতে হবে। পুরোপুরি একদম বাজে ছেলে হয়ে গেছে ও... পানক্রাতভ কী করছে জান ? একটা জাহাজ-তৈরির কারখানার সহকারী পরিচালক। অন্যদের খবর আমি বিশেষ কিছু জানি না। ইদানীং আর বড়ো একটা যোগাযোগ নেই আমাদের। আমরা সবাই দেশের নানান জায়গায় কাজ করেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে এইরকম এক জায়গায় জড়ো হয়ে মিললেই পুরনো দিনের গল্পসল্প করতে ভারি ভাল লাগে।'

দোরা ঘরে ঢুকল আরও জনকতককে সঙ্গে নিয়ে। ঝারকির কোর্তার ওপরে আটকানো মেডেলের দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে পাভেলকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার এই কমরেডটি কি পার্টি সভ্য ? কোথায় কাজ করেন ইনি ?'

থতমত খেয়ে পাভেল সংক্ষেপে ঝারকি সম্বন্ধে বলল তাকে।

'বেশ,' বলল দোরা, 'তাহলে ইনি থাকতে পারেন। এই কমরেডরা সদ্য মস্কো থেকে এসেছে। পার্টির সাম্প্রতিক খবরগুলো এদের কাছ থেকে শোনা যাবে। তোমার ঘরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে একটা পার্টি বৈঠক গোছের বসাব বলে ঠিক করলাম,' ব্যাখ্যা করে বলল সে।

পাভেল আর ঝারকি ছাড়া এই আগন্তুকরা সবাই পুরনো বলশেভিক। ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ আর কামেনেভের নেতৃত্বে নতুন বিরোধীপক্ষের কথা তাদের বলল মস্কো পার্টির 'নিয়ন্ত্রণ কমিশন'এর সভ্য বার্তাশেভ।

'এই সংকটের মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের কাজের জায়গায় থাকা উচিত। আমি কালই চলে যাচ্ছি এখান থেকে,' উপসংহারে জানাল বার্তাশেভ।

পাভেলের ঘরে এই আলোচনা বৈঠকের পরে তিন দিনের মধ্যেই একদম ফাঁকা হয়ে গেল স্বাস্থ্যনিবাসটা। পাভেলও অল্প কয়েকদিন বাদেই চলে এল — তার বিশ্রামের মেয়াদ ফুরোবার আগেই।

কমসমোলের কেন্দ্রীয় কমিটি কাজের অপেক্ষায় বসিয়ে রাখল না তাকে — একটা শিল্প এলাকায় কমসমোল সম্পাদক হিসেবে কাজ দেওয়া হল পাভেলকে এবং দেখা গেল — এক সপ্তাহের মধ্যেই সে স্থানীয় শহর সংগঠনের একটা সভায় বক্তৃতা করতে লেগে গেছে।

সেই বছরের শরৎকালের শেষ দিকে পাভেল একদিন আর-দু'জন পার্টি কর্মীর সঙ্গে চলেছে দূরের কোন-একটি জেলায়, তখন মাঝপথে এক জায়গায় তাদের গাড়িটা হড়কে গিয়ে একটা খানার মধ্যে গড়িয়ে পড়ে উল্টে গেল।

আরোহীদের সবাই আহত হল। পাভেলের ডান হাঁটুটা পিষে গেল। দিন কয়েক বাদে তাকে নিয়ে আসা হল খারকভের অস্ত্রচিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে। জখম পা-টার এক্স-রে ফোটো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখার পর চিকিৎসা কমিশন অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিল।

পাভেল মত দিল।

চিকিৎসা কমিশনের সভাপতি গাঁট্টাগোঁট্টা অধ্যাপকটি বললেন, 'তাহলে, কাল সকালেই।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর সবাই তাঁর পেছনে সার বেঁধে বেরিয়ে গেল।

আলোয় উজ্জ্বল ছোট একটা ওয়ার্ড, সেখানে একটা মাত্র খাট। নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা আর পাভেলের অনেকদিন হল ভুলে-যাওয়া সেই হাসপাতালের অদ্ভুত ধরনের গন্ধ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে। খাটটার পাশে তুষার-শুভ্র কাপড়ে ঢাকা একটা ছোট টেবিল আর সাদা রঙ-করা একটা টুল। ঘরটার আসবাব বলতে এই।

নার্স এল তার রাত্রের খাবার নিয়ে।

পাভেল ফেরত পাঠিয়ে দিল খাবারটা। বিছানাটার ওপরে আধ-শোওয়া অবস্থায় চিঠি লিখছিল সে। লিখতে লিখতে হাঁটুর যন্ত্রণাটাও চাগিয়ে উঠে তার চিন্তায় বাধা দিচ্ছিল, খিদেটাও নষ্ট হয়ে গেল যন্ত্রণার চোটে।

চতুর্থ চিঠিখানা লেখা হয়ে যাবার পর আস্তে করে দরজাটা খুলে গেল, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো সাদা একটা কোর্তা গায়ে আর সাদা ক্যাপ মাথায় একটি তরুণী তার বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

আবছা আলোয় পাভেল দেখতে পেল এক জোড়া বাঁকা ভুরু আর ডাগর দুটি

চোখ — চোখদুটির রঙ কালো বলেই মনে হল। তার এক হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ, অন্য হাতে একখানা কাগজ আর পেন্সিল।

'আমি আপনার ওআর্ডের ডাক্তার,' বলল মেয়েটি, 'আমি এবারে এক গাদা প্রশ্ন করে যাব আর, ভাল লাগুক বা না লাগুক, আপনাকে নিজের সম্বন্ধে সবকিছু বলে যেতে হবে।'

মিষ্টি হাসল সে, এই হাসিটুকুতেই 'জেরা' আর তেমন অপ্রীতিকর রইল না।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পাভেল তার কাছে বলে গেল — শুধু নিজের কথাই নয়, কয়েক পুরুষ ধরে তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কথাও।

* * *

অস্ত্রোপচারের ঘর। নাকের ওপর, মুখের ওপর গেজ-কাপড়ের ঠুলি আঁটা লোকজন।

চকচকে নিকেলের যন্ত্রপাতি; লম্বা, সরু একটা টেবিল আর তার নিচে বিরাট একটা গামলা। অস্ত্রোপচারের টেবিলটার ওপরে পাভেল যখন শুয়ে পড়ল, অধ্যাপকটি তখনও হাত ধুচ্ছিলেন। তার পেছনে অস্ত্রোপচারের দ্রুত প্রস্তুতি চলেছে। মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল পাভেল — নার্সটি চিমটে আর ছুরিগুলো সাজিয়ে রাখছে।

'ওদিকে তাকাবেন না, কমরেড করচাগিন,' পাভেলের পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলতে খুলতে বলে উঠল তার ওআর্ডের ডাক্তার বাঝানোভা, 'ওতে মনের জোর কমে যেতে পারে।'

সকৌতুক হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল পাভেল, 'কার মনের জোর, ডাক্তার ?'

কয়েক মিনিট বাদে ভারি কাপড়ের একটা ঠুলি পরিয়ে ঢেকে দেওয়া হল তার মুখ এবং অধ্যাপককে বলতে শুনল সে, 'আমরা এবার আপনাকে অজ্ঞান করে ফেলার ওষুধ দেব। নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিন আর এক-দুই-তিন গুণতে থাকুন।'

মুখে ঠুলি-চাপা শান্ত স্বরে উত্তর দিল পাভেল, 'বেশ। যদি কোন অকথ্য মন্তব্য করে বসি, তার জন্যে অগ্রিম মাপ চেয়ে রাখছি।'

হাসি চাপতে পারলেন না অধ্যাপকটি।

ইথারের প্রথম দু-চার ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দম-আটকানো একটা জঘন্য গন্ধ।

গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে নিল পাভেল, স্পষ্ট উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে করতে গুণতে শুরু করল। এতে তার ট্র্যাজেডি-ভরা জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হল।

* * *

খামখানা প্রায় অর্ধেক ছিঁড়ে আরতিওম চিঠিখানা খুলল, ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা অস্থিরতা জেগেছে তার মনে। তার চোখের দৃষ্টি যেন বিঁধে দিল চিঠিখানার প্রথম কয়েক ছত্র। তারপরে পাতাটার বাকি অংশটুকুর ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেল সে।

'আরতিওম! আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র লেখালেখি এতো কম — বছরে বড়ো জোর একটা কি দুটো! কিন্তু কতোগুলো চিঠি লিখলাম না লিখলাম তাতে কি কিছু যায় আসে? তুমি লিখেছ — তোমার পরিবারকে তুমি শেপেতোভ্কা থেকে কাজাতিনের রেল-কারখানায় সরিয়ে নিয়ে এসেছ, কারণ, তুমি শেকড় শুদ্ধ নিজেকে উপড়ে আনতে চাও। আমি জানি, এই শেকড়টা হচ্ছে স্তেশা আর তার আত্মীয়দের পেছন-মুখো ক্ষুদে-মালিকানা মনোভাবের মধ্যেই। স্তেশার মতো লোকদের নতুন করে গড়ে তোলাটা সহজসাধ্য নয়, এবং তুমিও হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। তুমি লিখেছ — তোমার 'এই বুড়ো বয়সে' পড়াশোনা করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তবু, আমার তো মনে হচ্ছে তুমি মন্দ এগুচ্ছো না। তুমি যে কারখানার কাজটা ছেড়ে দেবে না বলে জিদ ধরেছ আর শহর সোভিয়েতের সভাপতি হিসেবে কাজ করতে চাচ্ছ না, সেটা ভুল হচ্ছে। সোভিয়েত সরকার কায়েম করার জন্যে তুমি লড়াই কর নি কি? তাহলে লেগে যাও! কালকেই শহর সোভিয়েতের সভাপতি হয়ে কাজে লেগে যাও!

'এবার আমার কথা বলি। কিছু একটা গোলযোগ ঘটেছে আমার। আমি আজকাল খুব ঘন ঘন হাসপাতালের বাসিন্দা হয়ে পড়ছি। ওরা দু'বার আমাকে কাটা-ছেঁড়া করেছে, বেশ কিছুটা রক্ত আর শক্তি খুইয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ বলতে পারছে না এর শেষ হবে কবে।

'আমি আর কর্মক্ষম নই এবং ইদানীং একটা নতুন পেশা নিয়েছি আমি — 'রোগীর' পেশা। ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে আমায় এবং এর মোট ফলটা দাঁড়িয়েছে — ডান পায়ের নড়ন-চড়ন বন্ধ, শরীরের নানা জায়গায় কতকগুলো ক্ষতচিহ্ন আর এবারকার এই অধুনাতন ডাক্তারি আবিষ্কার: সাত বছর আগে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়েছিল, আর এই জখমটার জন্যে আমায় কঠিন মূল্য দিতে হতে পারে। কিন্তু আমি কর্মিদলের মধ্যে যাতে ফিরে যেতে পারি, তার জন্যে যেকোন কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।

'কর্মিদলের বাইরে পড়ে থাকার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু আমার জীবনে আমি কল্পনাও

করতে পারি না। এ ধরনের কোন সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করতে চাই না আমি। এবং সেই জন্যেই এই ডাক্তাররা আমাকে নিয়ে যা করতে চায় তাই করতে দিই। কিন্তু কোন উন্নতি হচ্ছে না — ক্রমশই আরও অন্ধকার, আরও ঘন হয়ে জমে উঠছে মেঘ। প্রথমবার অস্ত্রোপচারের পর আমি হাঁটবার শক্তি ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু শিগগিরই আবার ওরা ফিরিয়ে আনল আমায়। এবার আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইয়েভ্‌পাতোরিয়া-র এক স্বাস্থ্যনিবাসে। কাল রওনা হব। কিন্তু দমে যেও না, আরতিওম, তুমি তো জান আমি বড়ো সহজে হাল ছাড়ি না। তিনজন মানুষের জীবনীশক্তি আমার মধ্যে আছে। দাদা, তুমি আর আমি এখনও আরও কিছু কাজের কাজ করব। তোমার শরীরের যতন নিয়ো, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে শক্তি খুইয়ো না যেন, কারণ আমাদের শরীর সারাবার জন্যে বিশ্রাম নিতে গিয়ে পার্টিকে বড্ড ক্ষতি সইতে হয়। কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি আর পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে আমরা যে-জ্ঞান অর্জন করি, সেটা খুবই মূল্যবান — হাসপাতালে শুয়ে থেকে তার অপচয় হতে দেওয়া চলে না। তোমার করমর্দন করছি।

পাভেল।'

আরতিওম যখন তার ঘন ভুরু-জোড়া কুঁচকে ভাইয়ের চিঠিখানা পড়ছে সেই সময়ে ওদিকে পাভেল হাসপাতালে ডাক্তার বাঝানোভার কাছে বিদায় নিচ্ছে।

'তাহলে কাল আপনি ক্রিমিয়ায় রওনা হচ্ছেন?' পাভেলের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল বাঝানোভা, 'আজকের বাকি সময়টুকু কাটাবেন কীভাবে?'

'কমরেড রদ্‌কিনা এখুনি এসে যাবে,' জবাব দিল পাভেল, 'ও আমাকে নিয়ে যাবে ওর বাড়ির সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। ওর ওখানেই আমি রাত্তিরে থাকব, সকালে ও আমাকে স্টেশনে পেঁাছে দেবে।'

বাঝানোভা দোরাকে চেনে, কারণ সে প্রায়ই হাসপাতালে এসে দেখে যেত পাভেলকে।

'কিন্তু কমরেড করচাগিন, আমার বাবাকে দিয়ে আপনাকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নেব বলেছিলাম — আপনিও রাজী হয়েছিলেন, সেটা কি ভুলে গেছেন? আমি তাঁর কাছে আপনার অসুখের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। তাঁকে দিয়ে আপনাকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিতে চাই আমি। আজ বিকেলে আপনি সময় করে নিতে পারবেন বোধহয়?'

তৎক্ষণাৎ রাজী হল পাভেল।

সেদিন বিকেলে বাঝানোভা পাভেলকে নিয়ে এল তার বাবার মস্ত বড়ো কাজের কামরায়।

বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক তিনি। তিনি পাভেলকে সযতনে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর মেয়ে হাসপাতাল থেকে পাভেলের সমস্ত এক্স-রে ছবিগুলো আর তার রোগের সম্বন্ধে রিপোর্টগুলো নিয়ে এসেছিল। বাঝানোভার বাবা যখন লাতিন ভাষায় অনেকক্ষণ ধরে কী-সব মন্তব্য করলেন তখন বাঝানোভার মুখখানা যে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সেটা পাভেল লক্ষ্য না করে পারে নি। অধ্যাপকের বিরাট টেকো মাথাটার দিকে চেয়ে চেয়ে পাভেল তাঁর তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টির অর্থটা অনুসন্ধান করল। কিন্তু ডাক্তার বাঝানোভের মুখের ভাব দুর্বোধ্য।

পাভেলের পোশাক পরা হয়ে যাবার পরে পাভেলকে প্রীতি জানিয়ে অধ্যাপক বিদায় নিলেন, বললেন, তাঁকে এক্ষুনি একটা আলোচনা-সভায় যেতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলটা পাভেলকে জানানোর ভার দিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ের ওপরে।

বাঝানোভার রুচিসম্মতভাবে সাজানো ঘরখানায় একটা কৌচের ওপর শুয়ে পাভেল ডাক্তারের মতামত জানার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু কী ভাবে যে শুরু করবে কথাটা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বাঝানোভা। তার বাবা তাকে যা বলে গেলেন, সেটা কিছুতেই পাভেলকে বলে উঠতে পারছে না সে — তিনি বলেছেন: পাভেলের শরীরের মধ্যে যে সাংঘাতিক প্রদাহের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে, এ পর্যন্ত কোন ওষুধ সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। অস্ত্রোপচারের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন অধ্যাপক: 'এই ছেলেটি ওর হাত-পা নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে বসবে — এটাই অবধারিত। এই মর্মান্তিক পরিণতি ঠেকাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

ডাক্তার হিসেবে এবং বন্ধু হিসেবে ওকে একথাটা বলা ঠিক হবে না বলেই মনে হচ্ছে বাঝানোভার। তাই, সাবধানে কথা বাছাই করে সে পাভেলকে আসল ব্যাপারটার খানিকটা মাত্র বলল।

'ইয়েভ্‌পাতোরিয়ার কাদা-জলে আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন বলে আমার মনে হচ্ছে, কমরেড করচাগিন। শরৎকালের মধ্যেই আপনি কাজে যোগ দিতে পারবেন।'

কিন্তু বাঝানোভা ভুলে গেছে যে, পাভেলের সুতীক্ষ্ম চোখদুটো তাকে সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করে চলেছে।

'আপনি যেটুকু বললেন — কিংবা বরং বলতে পারি, যেটুকু আপনি চেপে গেলেন, তার থেকে বুঝতে পারছি যে অবস্থাটা খুব গুরুতর। আমাকে সব কথাই খোলাখুলি বলবার জন্য আমি যে বরাবর আপনাকে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি, সেটা মনে আছে তো ? আমার কাছে কোন কিছু চেপে যাবার দরকার নেই, আমি অজ্ঞান হয়েও পড়ব

না, কিংবা নিজের গলা কেটে ফেলবার চেষ্টাও করব না। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ আমি জানতে চাই।'

সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বাঝানোভা একটা রসিকতা করল এবং সে রাত্রে পাভেল নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারল না।

বিদায় নেবার সময় কোমল গলায় বাঝানোভা বলল, 'আমি আপনার বন্ধু — একথাটা যেন ভুলে যাবেন না, কমরেড করচাগিন। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে কী হবে না-হবে কে বলতে পারে। যদি কখনও আমার সাহায্য বা পরামর্শের দরকার হয়, দয়া করে লিখে জানাবেন। আমার সাধ্যে যা আছে, নিশ্চয়ই করব।'

জানলা দিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল — চামড়ার কোট-পরা লম্বা মূর্তিটা লাঠির ওপরে সজোরে ভর দিয়ে অতি কষ্টে দরজাটার কাছে অপেক্ষমান গাড়িটার দিকে এগুচ্ছে।

* * *

আবার সেই ইয়েভ্‌পাতোরিয়া। দক্ষিণ অঞ্চলের উষ্ণ রোদ। সোনালি এম্ব্রয়ডারি করা চাঁদি টুপি মাথায় রোদে-পোড়া লোকজন সব কথা বলে জোরে জোরে। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি হাঁকিয়ে নতুন আগন্তুকদের নিয়ে আসা হল ধূসর রঙের চুনো পাথরের একটা দোতলা বাড়িতে। 'মাইনাক' স্বাস্থ্যনিবাস।

ডিউটিরত ডাক্তার আগন্তুকদের নানা ঘরে পেঁাছিয়ে দেয়।

'আপনার কীরকম পাস আছে, কমরেড?' পাভেলকে সে জিজ্ঞেস করল। তখন তারা এগারো-নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে।

পাভেল জানাল, 'ইউক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দেওয়া পাস।'

'বেশ, তাহলে কমরেড এব্‌নেরের সঙ্গে এক ঘরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কমরেডটি জার্মান, একজন রুশী সঙ্গী চান।' বলে দরজাটার ওপরে টোকা মারল ডাক্তারটি।

একটা গলার স্বর ভেসে এল ভেতর থেকে, 'ভেতরে আসুন,' উচ্চারণটা নিতান্তই বিদেশী। পাভেল তার সুটকেসটা রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল বিছানায় শোয়া মানুষটিকে — সোনালী চুল, নীল চোখদুটির দৃষ্টি প্রাণময়। খুশিভরা হাসির সঙ্গে জার্মানটি তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

লম্বা আঙুলওয়ালা একখানা ফ্যাকাশে হাত পাভেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'গুটেন মর্গেন, গেনোসেন।' তারপর শুধরে নিয়ে জার্মান-ঘেঁষা উচ্চারণে ভাঙা রুশ ভাষায় বলল, 'সুপ্রভাত!'

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল — পাভেল তার বিছানার ধারে বসে আছে, আর দু'জনে খুব প্রাণবন্ত কথাবার্তায় জমে গেছে — তাদের সংলাপের ভাষাটা হচ্ছে সেই 'আন্তর্জাতিক' ভাষা যাতে মুখের কথার ভূমিকাটা গৌণ; অলিখিত এসপেরেণ্টো ভাষার ইঙ্গিত-ইশারা-মুখভঙ্গী আর আন্দাজ ইত্যাদি সমস্ত ফাঁক পূরণ করে তোলে।

পাভেল জানল এব্‌নের একজন জার্মান শ্রমিক, ১৯২৩-এর হামবুর্গ-অভ্যুত্থানের সময় ঊরুতে জখম হয়। পুরনো চোটটা আবার চেগে উঠে তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। কিন্তু সমস্ত কষ্ট সে হাসিমুখে সহ্য করে — এবং এই জন্যই পাভেল তার প্রতি সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল।

এক ঘরে থাকার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সঙ্গী আর কামনা করতে পারত না পাভেল। এ লোকটি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তার ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়ে বকবক করবে না, নিজের মন্দভাগ্য নিয়ে হা-হুতাশ করবে না।

বরং ওর সঙ্গ পেয়ে লোকে নিজের জ্বালাযন্ত্রণার কথাই ভুলে থাকতে পারে।

একটু ক্ষোভের সঙ্গেই পাভেল ভাবল মনে মনে, 'আহা, জার্মান ভাষাটা একটুও জানি নে।'

* * *

স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানের এক কোণে গোটাকতক দোলনা-চেয়ার, একটা বাঁশের টেবিল আর দুটো চাকা-লাগানো ঠেলা-চেয়ার পাতা থাকে। প্রতিদিন ডাক্তারদের দেখা-শোনা-চিকিৎসা ইত্যাদি হয়ে যাবার পরে পাঁচজন রোগী এখানটায় এসে জড়ো হয় সময় কাটাবার জন্য। স্বাস্থ্যনিবাসের অন্য সব রোগীরা এই পাঁচজনের নাম দিয়েছে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক কমিটি'।

ঠেলা-চেয়ারগুলোর একটায় আধ-শোয়া অবস্থায় বসে থাকে এব্‌নের। আরেকটায় বসে থাকে পাভেল — তারও হাঁটাহাঁটি করা বারণ। এই দলের আর-তিনজনের মধ্যে আছে ভাইমান, গাঁট্টাগোঁট্টা শরীরের একজন এস্তোনিয়ান, ক্রিমিয়ার প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্য দপ্তরে কাজ করত সে; আরেকজন মার্তা লাউরিন, অল্পবয়েসী পিঙ্গল-চোখ এই লাতভিয়ান মেয়েটিকে দেখে বছর আঠারো বয়েস বলে মনে হয়; আর তৃতীয়জন লেদেনেভ, লম্বা বলিষ্ঠ গড়নের একজন সাইবেরিয়ান, কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে তার। সত্যিই পাঁচটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি রয়েছে এই ছোট্ট দলটায় — জার্মান, এস্তোনিয়ান, লাতভিয়ান, রাশিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান। মার্তা আর ভাইমান জার্মান বলতে পারে, তাই এব্‌নের দোভাষীর কাজ করিয়ে নেয় এদের দিয়ে। পাভেল আর

এব্‌নেরের বন্ধুত্বের কারণটা হচ্ছে তারা একই ঘরে থাকে। মার্তা আর ভাইমান জার্মান ভাষা জানে বলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এবং পাভেল আর লেদেনেভের মধ্যে বন্ধুত্বের বাঁধনটা গড়ে উঠেছে দাবা-খেলার মারফত।

লেদেনেভ এখানে আসার আগে পর্যন্ত পাভেল ছিল এই স্বাস্থ্যনিবাসের 'চ্যাম্পিয়ন' দাবা-খেলোয়াড়। ভাইমানের সঙ্গে একটা তীব্র প্রতিযোগিতার পর সে তার কাছ থেকে এই সম্মানের পদবীটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। ঢিলাঢালা শান্ত স্বভাবের এস্তোনিয়ানটি এই পরাজয়ের ফলে বেশ একটু দমে গেছল এবং তাকে এভাবে অপদস্থ করার জন্য সে বহুদিন পর্যন্ত মনে মনে পাভেলকে ক্ষমা করতে পারে নি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যনিবাসে একজন লম্বা লোক এসে পৌঁছাল, পঞ্চাশ বছর বয়সের পক্ষে তাকে দেখে রীতিমত তরুণ বলে মনে হয়। করচাগিনের সঙ্গে সে একদান দাবা খেলতে চায় বলে জানাল। বিপদের কোন আভাস না দেখে, পাভেল শান্তভাবে গোড়ার দিকেই মন্ত্রী চেলে আক্রমণ করে খেলা শুরু করল। লেদেনেভ সামনের বোড়েগুলো এগিয়ে দিয়ে পাল্টা চাল দিল। নতুন কোন আগন্তুক এলেই তার সঙ্গে পাভেলকে 'চ্যাম্পিয়ন' খেলোয়াড় হিসেবে একহাত দাবা-খেলায় বসতে হত এবং খেলার সময় সর্বদাই একদল উৎসুক দর্শকের ভিড় জমে উঠত দাবার ছকটাকে ঘিরে। ন'বারের বার চাল দিতে গিয়ে পাভেল বুঝতে পারল যে প্রতিপক্ষ তার বোড়েগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে এনে চারিদিক থেকে তাকে চেপে ধরছে। এতক্ষণ পাভেল দেখতে পেল যে তার প্রতিপক্ষ বড়ো সাংঘাতিক খেলোয়াড়, প্রথম দিকে এতোটা হাল্কা চালে খেলেছে বলে অনুতাপ হল তার।

তিন ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তির মধ্যে দিয়ে পাভেল তার সবরকম কলাকৌশল আর বুদ্ধি খাটাবার পর হার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। দর্শকদের মধ্যে আর কারুর ব্যাপারটা বুঝে ওঠার অনেক আগেই সে নিজের পরাজয়টা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল।

প্রতিপক্ষের দিকে একনজর তাকিয়ে সে দেখে — লেদেনেভ তার দিকে তাকিয়ে আছে — তার মুখে সদয় হাসি। বোঝা গেল, সে-ও জানে খেলার ফলটা কী দাঁড়াবে। ভাইমান গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেলাটা অনুসরণ করে চলেছিল এবং পাভেলের হেরে যাওয়াটাই যে তার কাম্য, সেটা গোপন করার একটুও চেষ্টা করছিল না। কিন্তু সেও বুঝে উঠতে পারে নি যে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে ফলটা।

পাভেল বলল, 'শেষ বোড়েটা হাতে থাকা পর্যন্ত আমি হাল ছাড়ি না।' সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল লেদেনেভ।

পাভেল লেদেনেভের সঙ্গে পাঁচ দিনে দশ দান খেলল — সাতবার হেরে গেল, দুবার জিতল এবং একবার খেলায় কোন নিষ্পত্তি হল না।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ভাইমান।

‘ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, কমরেড লেদেনেভ! দারুণ একখানা ধোলাই দিয়েছেন ওকে! এরকম একটা মার খাবার দরকার ছিল ওর! আমাদের মতো পুরনো সব দাবা-খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়ে বসে ছিল, শেষ পর্যন্ত কিনা একজন বুড়ো মানুষের কাছেই পাল্টা হার মানতে হল ওকে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!’

ভূতপূর্ব বিজয়ী খেলোয়াড়টিকে সে খোঁচা মারল, ‘হেরে গিয়ে কেমন লাগছে এবার, অ্যাঁ?’

পাভেলকে ‘চ্যাম্পিয়ন’ পদবীটা খোয়াতে হল বটে; কিন্তু লেদেনেভকে সে বন্ধু হিসেবে পেল, এবং এ বন্ধুত্ব তার পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। এতদিনে সে বুঝেছে যে দাবা-খেলায় লেদেনেভের কাছে তার হেরে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। দাবার কলাকৌশল সম্বন্ধে তার জ্ঞানটা নিতান্তই ভাসাভাসা এবং এই খেলাটার সমস্ত গোপন রহস্যগুলো যার নখদর্পণে এই রকম একজন বিশেষজ্ঞের কাছেই তার হার অনিবার্য।

পাভেল আর লেদেনেভের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য তারিখের মিল আছে দেখা গেল: লেদেনেভ যে-বছরে পার্টিতে যোগ দেয়, সেই বছরেই পাভেলের জন্ম। এরা দু’জনেই বলশেভিকদের মধ্যে তরুণ আর প্রবীণ কর্মিদলের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। একজনের পেছনে রয়েছে নিরবসর রাজনৈতিক কাজে-ভরা সুদীর্ঘ জীবন, গোপন আন্দোলনের কাজে ব্যয়িত অনেকগুলি বছর, জারের জেলখানায় বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতা; এসবের পর গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ। অন্য জনের রয়েছে দৃপ্ত যৌবন আর মাত্র আট বছরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা — কিন্তু এমন আট বছর যার দীপ্তি একাধিক জীবনকে ম্লান করে দিতে পারে। প্রবীণ আর নবীন এদের দু’জনেরই আছে অশান্ত হৃদয় অথচ ভগ্নস্বাস্থ্য।

বিকেলের দিকে এবনের আর করচাগিনের ঘরখানা ক্লাব গোছের হয়ে ওঠে। আর সমস্ত রাজনীতিক খবরাখবরের উৎসও এটা। কথাবার্তা আর হাসির শব্দে গম্‌গম্ করে ঘরখানা। ভাইমান সাধারণত কথাবার্তার মাঝখানে এক-আধটা স্থূল রসিকতার গল্প ফাঁদবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মার্তা আর করচাগিন তাকে দু’পাশ থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে আক্রমণ করবেই। সুতীক্ষ্ণ কোন একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে মার্তা সাধারণত তাকে থামিয়ে দিতে পারে, আর এতেও সে না থামলে করচাগিন এগিয়ে আসে।

‘তোমার এই বিশেষ ধরনের ‘রসিকতা’টুকু ঠিক আমাদের রুচিসম্মত কিনা প্রথমে

তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত, বুঝলে ভাইমান... তুমি যে এ ধরনের কথাবার্তা কী করে মুখে আনো সেটা আমি ঠিক বুঝি না,' অশান্ত গলায় বলে পাভেল।

ভাইমান তার পুরু নিচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে, ছোট ছোট চোখের চাউনিতে ব্যঙ্গের আভাস ফুটিয়ে অন্য সবার মুখের ওপর নজর বুলিয়ে বলে, 'রাজনীতিক শিক্ষা বিস্তারের বিভাগে একটা নীতিশাস্ত্রের দপ্তর খুলে করচাগিনকে তার বড়ো কর্তা করে দেবার জন্যে সুপারিশ করতে হবে দেখছি। মার্তার আপত্তির কারণটা বুঝি — স্ত্রীলোক হিসেবে ও হল গিয়ে আমাদের পেশাদার বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু করচাগিন নেহাত বালক হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে, যেন কমসমোলের কোলে একটি খোকা... আর তাছাড়া, নাতি হয়ে ঠাকুর্দাকে শিক্ষা দিতে আসাটাতেও আমার আপত্তি আছে।'

কমিউনিস্টদের নীতিবোধ সম্বন্ধে খুব জোরালো একটা তর্কের শেষে স্থূল রসিকতা নিয়ে আলোচনা উঠল নীতির দিক থেকে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত মার্তা তরজমা করে করে বুঝিয়ে দিল এবনেরকে। এবনের বলল, 'স্থূল রসিকতা ভাল নয়। আমি পাভেলের সঙ্গে একমত।'

পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল ভাইমান। প্রসঙ্গটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে নিজের পরাজয়টা সাধ্যমতো সামলে নেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু এরপর আর কোনদিন সে সেই গল্প বলে নি।

পাভেল মার্তাকে কমসমোল সভ্য বলে ধরে নিয়েছিল, কারণ, উনিশ বছরের বেশি ওর বয়েস নয় বলেই তার মনে হয়েছিল। তারপরে যখন শুনল যে ১৯১৭ থেকে সে পার্টি সভ্য, তার বয়েস একত্রিশ বছর আর লাতভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সে একজন সক্রিয় কর্মী, তখন তার বিস্ময় আর ধরে না। ১৯১৮-য় শ্বেতরক্ষীরা তাকে গুলি করে মারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বন্দী-বিনিময়ের ব্যাপারে অন্য জনকতক কমরেডের সঙ্গে তাকে সোভিয়েত সরকারের হাতে দেওয়া হয়। ও এখন 'প্রাভদা'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছে আর সেই সঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়েও পড়ছে, শিগগির শেষ করবে। পাভেলের অজানতেই মার্তার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এই লাতভিয়ান মেয়েটি প্রায়ই এবনেরকে দেখতে আসে, সেই সূত্রে ও এই 'পাঁচজন'এর একজন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

এগুলিৎ নামে একজন পুরনো দিনের বেআইনী পার্টির কর্মী এই ব্যাপারটা নিয়ে মার্তার পেছনে লাগে, 'আহা, বেচারি ওজোল্ ওদিকে মস্কোয় ঘরের মধ্যে শুকিয়ে মরছে, তার কী হবে? হায়, হায়, মার্তা! কোন প্রাণে তুমি করছ এমনটা?'

সকালে ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টাটা বাজবার ঠিক আগেই স্বাস্থ্যনিবাসের বাড়িটা

জুড়ে একটা মোরগের জোরালো ডাক শোনা যায়। রোগীদের দেখাশোনা করে যারা, তারা কোথা থেকে এই আওয়াজটা আসে বুঝে উঠতে না পেরে অসভ্য ওই পাখিটার সন্ধানে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। এবুনের যে মোরগের ডাকের অবিকল নকল করতে পারে আর সে-ই যে তাদের নিয়ে একটু মজা করছে, এটা তাদের কারুর মাথায় একদম খেলে না। এবুনের ব্যাপারটা ভারি উপভোগ করত।

স্বাস্থ্যনিবাসে পাভেলের একমাস মেয়াদের শেষের দিকে তার শরীরের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। ডাক্তাররা তাকে বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এবুনের। সে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে এই নির্ভীক বলশেভিক তরুণটিকে — জীবনীশক্তি আর উদ্যমে ভরা এই যে-ছেলেটি এতো অল্পবয়সেই স্বাস্থ্য হারিয়ে বসেছে।

ডাক্তাররা করচাগিনের মর্মান্তিক পরিণতির যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সে কথা মার্তা তাকে বলার পর এবুনের গভীরভাবে পীড়িত হল মনে মনে।

স্বাস্থ্যনিবাসে পাভেলের শেষের দিনগুলো কাটল শয্যাশায়ী অবস্থায়। নিজের যন্ত্রণাটাকে সে আর-সবার কাছ থেকে গোপন করে গেল — শুধু মার্তা তার মুখের নিদারুণ বিবর্ণতা লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিল কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা সে সইছে। এখান থেকে তার চলে যাবার এক সপ্তাহ আগে পাভেল ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। তাতে জানানো হয়েছে যে স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তাররা তাকে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করার ফলে তাঁদের পরামর্শ অনুসারে পাভেলের ছুটি আরও দু'মাসের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হল।

খরচের টাকাও চিঠির সঙ্গে এসে পৌঁছাল।

অনেক দিন আগে ঝুখ্রাইয়ের কাছে মুষ্টিযুদ্ধ শিখতে গিয়ে যেভাবে সে তার প্রথম ঘুষিগুলো সয়েছিল, এবারও পাভেল সেইভাবে সইল এই আঘাতটা। তখনও সে ঘুষি খেয়ে বার বার পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফের উঠে দাঁড়িয়েছিল।

মা'র কাছ থেকে হঠাৎ একটা চিঠি পেল পাভেল — আল্বিনা কিউৎসাম নামে তার এক পুরনো দিনের সখীর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করবার জন্য লিখেছে সে; ইয়েভ্পাতোরিয়ার কাছেই একটা ছোট বন্দর-শহরে তিনি থাকেন। এই বান্ধবীটির সঙ্গে পনেরো বছর দেখাশোনা হয় নি পাভেলের মায়ের, তাই সে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছে যেন ক্রিমিয়ায় থাকতে থাকতে পাভেল গিয়ে একবার আল্বিনার সঙ্গে দেখা করে আসে। পাভেলের জীবনে এই চিঠিখানার ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক সপ্তাহ বাদে পাভেলের স্বাস্থ্যনিবাসের বন্ধুরা সবাই বন্দর-ঘাটায় এসে তাকে

আন্তরিক বিদায়-অভিবাদন জানাল। এব্নের তাকে ভাইয়ের স্নেহে আলিঙ্গন করে চুমো খেল। মার্তা অন্য কোথায় যেন গিয়েছিল সেই সময়টায়, তাই পাভেলকে তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই রওনা হতে হল।

পরদিন সকালে বন্দর-ঘাটা থেকে একখানা ঘোড়াগাড়ি পাভেলকে নিয়ে এসে থামল ছোট বাগানওয়ালা একটা বাড়ির সামনে।

পাঁচজন লোক নিয়ে এই কিউৎসাম-পরিবার: মা আল্বিনা, মোটা-সোটা, বয়স্কা মহিলা, কালো বিষণ্ন দুই চোখ, বার্ধক্যের ছাপ ফুটে-ওঠা তার মুখে অতীত সৌন্দর্যের আভাস; তার দুই মেয়ে লোলা আর তাইয়া; লোলার একটি ছোট্ট খোকা; আর বাড়ির কর্তা কিউৎসাম — হোৎকা-গোছের আর বিরক্তিকর বৃদ্ধকে দেখতে বুনো শুয়োরের মতো।

বুড়ো কিউৎসাম একটি দোকানে কাজ করে। ছোট মেয়ে তাইয়া ফাইফরমাশ খাটে। লোলার সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে — লোকটা মাতাল আর অত্যাচারী। টাইপিস্ট লোলা ইদানীং কাজ না করে এই বাড়িতেই থাকে, তার ছোট ছেলেটির দেখাশোনা করে আর সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করে।

এই দুটি মেয়ে ছাড়া, জর্জ নামে একটি ছেলেও আছে; পাভেলের এখানে আসার সময় সে মস্কোয় ছিল।

পরিবারের লোকজন পাভেলকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। শুধু বুড়ো কিউৎসাম আগন্তুকটিকে দেখল শত্রুতাভরা সন্দেহের দৃষ্টিতে।

ধৈর্যের সঙ্গে পাভেল আল্বিনাকে সমস্ত পারিবারিক খবরাখবর জানাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিউৎসাম-পরিবারের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে গেল।

বাইশ বছর বয়েস লোলার। সাদাসিধে মেয়েটি, বব্-করা বাদামী চুল, মুখের ধাঁচটা একটু চওড়া-গোছের, মুখে মন-খোলা একটা ভাব। সঙ্গে সঙ্গেই সে পাভেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল এবং পরিবারের গোপন কথাগুলো সবই জানিয়ে দিল তাকে। বলল, গোটা পরিবারটাকে ওই বুড়ো নিজের ইচ্ছেমতো কড়া-হাতে শাসন করে, অন্য কেউ স্বাধীনভাবে কিছু করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেই সেটাকে চেপে দেয়। সংকীর্ণমনা, গোঁড়ামিতে ভরা আর ছিদ্রান্বেষী এই লোকটি পরিবারের লোকজনদের সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। ফলে তার ছেলেমেয়েরা তাকে দারুণ অপছন্দ করে, স্ত্রী ঘৃণা করে — যে-স্ত্রী এই পঁচিশ বছর ধরে তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে ব্যর্থ হয়েছে। মেয়েরা সবসময় মায়ের পক্ষ নেয়। পরিবারের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে এবং এর ফলে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠছে।

অবিরাম বকাবকি আর সংঘাতের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কাটে।

লোলা পাভেলকে বলল: পরিবারের জীবনে অশান্তির আরেকটি উৎস হল তাদের ভাই জর্জ — খাঁটি অকর্মা ছেলে একটি, দেমাক-ভরা, উদ্ধত প্রকৃতির; ভাল খাওয়া-দাওয়া, কড়া মদ আর পরিপাটি পোশাক-আশাক ছাড়া আর কোনকিছুর ধার ধারে না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে জর্জ মায়ের বড়ো প্রিয়। স্কুলের পড়া শেষ করার পর জর্জ বলল সে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে এবং সেখানে যাবার জন্য তার টাকা চাই, 'লোলা ওর আংটিটা বেচে দিতে পারে, তোমারও তো দু'-একটা জিনিস আছে যার বদলে টাকা পাওয়া যেতে পারে। আমার টাকার দরকার। সেটা কীভাবে তোমরা জোগাড় করবে আমার তাতে যায় আসে না।'

জর্জ ভালভাবেই জানত — সে যা-ই চাক, মা তাকে সেটা না দিয়ে পারবে না এবং নির্লজ্জভাবে সে মায়ের এই স্নেহের সুযোগ নিয়ে থাকে। বোনদের সে দেখে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে। স্বামীকে ভুলিয়ে মা তার কাছ থেকে যা-কিছু টাকা-পয়সা বাগাতে পারে সেটার সবটাই ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়, তাছাড়া তাইয়ার রোজগারের যথাসর্বস্বও মা জর্জকে পাঠায়। ইতিমধ্যে, জর্জ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল মারার পর এখন মস্কোয় তার কাকার কাছে দিব্যি ফুর্তিতেই আছে এবং আরও টাকা চেয়ে ঘন ঘন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মা'র মনে সবসময় আতঙ্ক জাগিয়ে রেখেছে।

তার এখানে এসে পেঁছাবার দিন সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত পাভেল তাইয়ার দেখা পায় নি। বারান্দাটায় তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল আল্‌বিনা, পাভেলের কানে এল — সে ফিসফিসিয়ে তার আসার খবরটা বলছে তাকে। অপরিচিত তরুণটির সঙ্গে তাইয়া সলজ্জভাবে করমর্দন করল, তার ছোট কান পর্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠল এবং পাভেল তার ছোট কড়াপড়া বলিষ্ঠ হাতখানা কয়েক মুহূর্ত চেপে ধরে রইল।

উনিশ বছরে পড়েছে তাইয়া। সুন্দরী নয়, কিন্তু তবু তার বড়ো বড়ো বাদামী চোখ, মঙ্গোলীয় ধাচের তির্যক ভুরু, টিকালো নাক, ভরা, তাজা ঠোঁট — সব মিলিয়ে তার বেশ একটা আকর্ষণ আছে। ডোরা-কাটা ব্লাউজের নিচে তার উন্নত স্তনদুটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

দুই বোনের জন্য দুটি ছোট ছোট ঘর। তাইয়ার ঘরে সরু একটা লোহার খাট, টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি একটা টানা-আলমারি, তার ওপর ছোট একটা আয়না, আর দেয়ালের গায়ে কয়েক ডজন ফটোগ্রাফ আর ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড। জানলার তাকে দুটো পাত্রের একটাতে গাঢ় লাল রঙের জেরানিয়ম-ফুল, অন্যটাতে হাল্কা পাটল রঙের অ্যাস্টার-ফুল। লেসের পর্দাটা ফিকে নীল রঙের ফিতে দিয়ে আটকানো।

লোলা তার বোনকে খুনসুড়ি কেটে বলল, 'তাইয়া সাধারণত পুরুষ-জাতীয় ব্যক্তিদের ওর ঘরে ঢুকতে দেয় না। আপনার বেলাতেই ও ব্যতিক্রম ঘটালো।'

বৃদ্ধ দম্পতি বাড়ির যে অংশে থাকে, সেই অংশের একটা ঘরে পরের দিন বিকেলে বাড়ির সবাই বসে চা খাচ্ছিল। তাইয়া নিজের ঘরে ছিল, ওখান থেকে কথাবার্তা শুনছিল। বৃদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে তার চা-টা চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে তার চশমার ওপর দিয়ে বিরূপ নজর চালিয়ে অতিথিটির দিকে তাকাচ্ছিল।

'আজকালকার এই বিয়ের আইনকানুনগুলোর ওপরে আমার কোন শ্রদ্ধা নেই,' বলল সে, 'আজ বিয়ে, কালই খারিজ। খেয়াল-খুশির ব্যাপার। পূর্ণ স্বাধীনতা!'

গলায় বিষম লেগে গিয়ে কেশে উঠল বৃদ্ধ, তারপরে দম নিয়ে লোলাকে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না — কারুর অনুমতি না নিয়েই সে আর ওই মিনসেটা গিয়ে বিয়ে করে বসলে, ছাড়াছাড়িও হয়ে গেল ওইভাবেই। আর এখন আমাকেই ওকে আর ওর ওই অপোগণ্ডটিকে খাওয়াতে হচ্ছে। কী অন্যায় জুলুম!'

লজ্জায় যন্ত্রণায় রক্তিম হয়ে উঠল লোলার মুখ, জলভরা চোখে মুখখানা আড়াল করে নিল পাভেলের দিক থেকে।

'তাহলে আপনি মনে করেন যে ওই বদমায়েসটার সঙ্গেই ওর থাকা উচিত ছিল?' জিজ্ঞেস করল পাভেল। তার দুই চোখে ক্রোধের দীপ্তি।

'কাকে বিয়ে করতে চলেছে, সেটা দেখেশুনেই করা উচিত ছিল ওর।'

আল্‌বিনা বাধা দিল। রাগটাকে একরকম না চেপেই, তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, 'বাইরের একজন লোকের সঙ্গে এসব আলোচনা কি না-করলেই নয়? বলবার মতো আর-কোন কথা কি খুঁজে পেলে না?'

বুড়োটা তার দিকে ঘুরে বসে খেঁকিয়ে উঠল, 'কী আলোচনা করব না-করব তা আমার জানা আছে! আমাকে কী করতে হবে না-হবে সেটা আবার তুমি বলে দিতে শুরু করলে কবে থেকে!'

সেদিন রাত্রে পাভেল এই কিউৎসাম-পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে রইল। আকস্মিকভাবে এখানে এসে পড়ে সে নিজের অজানতেই এই পারিবারিক ঘটনাচক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। মাকে আর মেয়েদের সে কীভাবে এই বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাহায্য করতে পারে সেই কথাটাই ভাবছিল। নিজের জীবনটাই তার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গতি কমাতে শুরু করেছে। অনেক কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে তাকে অথচ এখন সুনির্দিষ্ট কোন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা আগেকার চেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, একটাই পথ আছে: পরিবারের লোকগুলোকে ভিন্ন করে

দিতে হবে, মাকে আর মেয়েদের চলে যেতেই হবে এই বুড়ো মানুষটিকে ছেড়ে। কিন্তু এই ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। পাভেলের পক্ষে কোনক্রমেই এই পারিবারিক বিপ্লবের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ, সে তো দু'-একদিনের মধ্যেই চলে যাবে এবং হয়তো আর কোনদিনই তার এদের সঙ্গে দেখাও হবে না। সেক্ষেত্রে, ঘোলাজলের এই বদ্ধ ডোবাটাকে নেড়ে দেবার চেষ্টা না করে, ঘটনাস্রোতকে তার নিজস্ব গতিতে বয়ে যেতে দেওয়াটাই ভাল নয় কি? কিন্তু বুড়ো মানুষটির ওই ন্যক্কারজনক চরিত্রটা তাকে কিছুতেই শান্তি দিচ্ছে না। গোটাকতক পরিকল্পনা তার মাথায় এল, কিন্তু আরও ভাল করে ভেবে দেখার পর সবগুলোকেই সে অবাস্তব বলে বাতিল করে দিল।

পরের দিন ছিল রবিবার। শহরের মধ্যে এক পাক ঘুরে এসে পাভেল দেখে বাড়িতে একা তাইয়া রয়েছে। অন্যেরা গেছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

পাভেল তাইয়ার ঘরে এসে একটা চেয়ারে ক্লান্তভাবে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'বাইরে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু আমোদপ্রমোদ কর না কেন?'

নিচু গলায় জবাব দিল তাইয়া, 'আমার কোথাও যেতে ভাল লাগে না।'

রাত্রে সে যেসব পরিকল্পনা ভেবেছিল, সেগুলো মনে পড়ল পাভেলের, কথাগুলো সে তাইয়াকে বলবে বলে মনস্থ করল, আর কেউ এসে পড়ার আগেই ব্যাপারটা শেষ করতে হবে বলে সরাসরি আসল কথাটা পাড়ল সে। তাড়াতাড়ি করে বলে চলল, 'শোন, তাইয়া, তোমার-আমার মধ্যে 'তুমি' বলা ভাল। আমাদের মধ্যে আর এই সব আনুষ্ঠানিক কেতা মেনে চলার দরকারটা কী? আমি শিগগিরই চলে যাচ্ছি। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা হল এমন একটা সময়ে যখন আমি নিজেই নানান দুর্ভোগে পড়েছি — এইটে একটা আফসোসের কথা, নইলে, ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারত। এক বছর আগে হলে আমরা সবাই একসঙ্গে এখান থেকে চলে যেতে পারতাম। তোমার আর লোলার মতো মেয়েদের জন্যে সর্বত্রই প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ আর বদলাবে বলে আশা করা নিরর্থক। তোমার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াই একমাত্র পথ। কিন্তু এখন সেটা অসম্ভব। আমার নিজের কী হবে না-হবে এখনও পর্যন্ত আমি কিছুই জানি না। আমি বিশেষ করে পীড়াপীড়ি করব যাতে আমাকে ফের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে যতোসব আজেবাজে কথা লিখে পাঠিয়েছে আর কমরেডরা সবাই চেষ্টা করছে যাতে অনন্তকাল ধরে আমার চিকিৎসা চলে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে ভাবা যাবে, এখন... আমি মাকে চিঠি লিখে এখানে তোমাদের কঠিন অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাব। অবস্থাটাকে এভাবে চলতে দিতে পারি না। কিন্তু তাইয়া, তোমাকে এই কথাটা খুব ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে এর ফলে বর্তমান

জীবন থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে আনতে হবে। সেটা কি তুমি করতে চাও এবং সেটা করার মতো জোর তোমার হবে তো ?'

চোখ তুলে তাকাল তাইয়া। আস্তে আস্তে বলল, 'চাই, কিন্তু সে জোর আমার আছে কিনা তা জানি না।'

তার এই অনিশ্চয়তাটুকু পাভেল বোঝে। সে বলল, 'কিছু ভেবো না, তাইয়া! ইচ্ছাটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। পরিবারের সবার ওপরে তোমার টানটা কি খুব বেশি ?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তাইয়া। শেষে বলল, 'মা'র জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। বাবা তাঁর জীবনটা বিষময় করে তুলেছেন, আর এখন জর্জ তাঁকে জ্বালাচ্ছে। জর্জকে মা যতোটা ভালোবাসেন, আমাকে সে রকম কোনদিনই বাসেন নি, তবু মা'র জন্যে আমার বড়ো কষ্ট হয়...'

অনেকক্ষণ ধরে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হল তাদের মধ্যে। বাড়ির অন্য লোকজন সব ফিরে আসার একটু আগে পাভেল কৌতুক করে বলল, 'এতদিনে যে বুড়ো কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেয় নি, সেইটেই আশ্চর্য।'

কথাটা শুনে তাইয়া আতঙ্কে হাতদুটো বিক্ষিপ্ত করে বলল, 'না, না, আমি কখনও বিয়ে করব না। বেচারি লোলার অবস্থাটা আমি দেখেছি। কোন কিছুর লোভেই আমি বিয়ে করতে রাজী নই!'

হেসে উঠল পাভেল, 'তাহলে বাকি জীবনটার মতো তুমি ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছ ? কিন্তু যদি কোন চমৎকার সুপুরুষ তরুণ তোমার জীবনে এসে যায়, তাহলে ?'

'না, তাহলেও না। বিয়ের আগে প্রেম করার বেলায় ওরা সবাই ভারি চমৎকার।'

শান্ত করার ভাবে পাভেল তার কাঁধে হাত রাখল, 'ঠিক আছে, তাইয়া। স্বামী না হলেও তোমার দিব্যি চলে যেতে পারে। কিন্তু তরুণদের ওপরে তোমার অতোটা নির্মম হবার দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে প্রেম জমাবার চেষ্টায় আছি — এ সন্দেহ যে তোমার মনে জাগে নি, সেটা ভাল, নইলে মুশকিল হত।' ভাইয়ের মতো পাভেল কুণ্ঠিত মেয়েটির বাহুর ওপরে চাপড় মারল।

কোমল গলায় বলল তাইয়া, 'তোমার মতো মানুষরা অন্য ধরনের মেয়েদের বিয়ে করে।'

* * *

দিনকয়েক বাদেই পাভেল খারকভ রওনা হয়ে গেল। পাভেলকে বিদায় জানাবার জন্য তাইয়া, লোলা আর আলবিনা তার বোন রোজাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে এল।

বিদায়ের সময় আল্‌বিনা তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল — সে যেন তার মেয়েদের ভুলে না যায়, এই দুরবস্থার মধ্যে থেকে যাতে তারা উদ্ধার পায় তার জন্য যেন সে তাদের সাহায্য করে। ঘনিষ্ঠ কোন প্রিয়জনকে যেমন লোকে বিদায় দেয়, তেমনিভাবেই তারা পাভেলকে বিদায় জানাল, তাইয়ার চোখে জল এসে গেল। কামরাটার জানলা দিয়ে পাভেল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লোলার হাতে সাদা রুমালটা আর তাইয়ার ডোরা-কাটা ব্লাউজটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে আসতে শেষে মিলিয়ে গেল।

খারকভে পেঁাছে পাভেল সোজা চলে এল তার বন্ধু পেতিয়া নোভিকভের ঘরে — কারণ, দোরার ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না সে। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে এল কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এখানে এসে আকিমের জন্য অপেক্ষা করে রইল এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা দু'জন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই, তখন পাভেল বলল যে তাকে অবিলম্বে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোক। মাথা নাড়ল আকিম, 'তা হয় না, পাভেল ! চিকিৎসা কমিশনের নির্দেশ আছে, আর কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে, তোমার শরীরের অবস্থা গুরুতর। তোমাকে কোন কাজ করতে দেওয়া হবে না — স্নায়বিক রোগ-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'ওরা কী বলল না-বলল, আমি তার কি ধার ধারি, আকিম ! আমি তোমার কাছেই আবেদন জানাচ্ছি। কাজ করার একটা সুযোগ আমাকে দাও ! একটা হাসপাতাল থেকে আরেকটা হাসপাতালে এইভাবে ঘোরাঘুরি — এতে কোন লাভ নেই।'

আকিম তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টায় যুক্তি দেখাল, 'পার্টি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারি না আমরা। এটা যে তোমারই ভালর জন্যে তা কি তুমি বোঝ না, পাভলুশা ?'

কিন্তু পাভেল এমন আন্তরিক আবেগের সঙ্গে নিজের কথাটা তুলে ধরল যে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল আকিমকে।

পরের দিনই পাভেল কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের বিশেষ বিভাগে কাজে লেগে গেল। কাজ শুরু করে দিলেই শরীরে হৃতশক্তি ফিরে আসবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝল সেটা ভুল। একনাগাড়ে আট ঘণ্টা বসে থাকে সে তার ডেস্কে, দুপুরের খাবার সময়টুকুতেও কাজ বন্ধ করে না, তার কারণ শুধু এই যে তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে ক্যান্টিন পর্যন্ত ওঠানামা করার হয়রানিটুকু সওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রায়ই তার হাত বা পা হঠাৎ অসাড় হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে তার গোটা শরীরটাই কয়েক মুহূর্তের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রায়ই একটা জ্বর-জ্বর ভাব বোধ করে সে। মাঝে মাঝে সকালে দেখে বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি নেই এবং রোগের সেই সাময়িক আক্রমণ কেটে যাবার পর হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করে যে সেদিনকার মতো

কাজে যোগ দিতে তার পুরো একঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত একদিন দেরি করে কাজে আসার জন্য তাকে সরকারীভাবে তিরস্কার করা হল। আর তখনই সে বুঝল যে, যে-ব্যাপারটাকে সে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভয় করে এসেছে, এটা তারই সূত্রপাত — সক্রিয় কর্মিদলের বাইরে পড়ে যাচ্ছে সে।

আকিম তাকে দু'-বার অন্য কাজে বদলি করে দিয়ে সাহায্য করল, কিন্তু যা অনিবার্য তাই ঘটল। ফিরে এসে কাজে যোগ দেবার একমাস বাদেই পাভেল আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। এইবারে তার মনে পড়ল বিদায় নেবার সময় বাঝানোভার শেষ কথাগুলো। পাভেল তাকে চিঠি লিখল এবং সেইদিনই এসে পড়ল বাঝানোভা। যে-কথাটা পাভেলের কাছে সবচেয়ে প্রধান, সেই কথাটাই বাঝানোভা বলল তাকে — হাসপাতালে যে পাভেলকে যেতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

তামাশা করতে গিয়ে পাভেল বলল, 'তাহলে আমার শরীর আজকাল এতো ভাল যাচ্ছে যে আর চিকিৎসার দরকার নেই, অ্যাঁ ?' কিন্তু কৌতুকটা খুব কার্যকরী হল না।

আগের চেয়ে একটু সেরে উঠেছে বলে মনে হতেই সে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ফিরে এল। কিন্তু এবারে আকিমের মনোভাব একেবারে অনমনীয়: পাভেলকে হাসপাতালে যেতে হবে বলে গোঁ ধরল সে।

'হাসপাতালে যাব না আমি,' চাপা স্বরে বলল পাভেল, 'কোন লাভ হবে না গিয়ে। খুব ভালরকম নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মত জেনেই আমি একথা বলছি। একটা পথই শুধু আমার সামনে খোলা আছে — পেনশন নিয়ে কাজকর্ম থেকে অবসর নেওয়া। কিন্তু সেটি হচ্ছে না! আমাকে কাজ ছেড়ে দেওয়াতে পারবে না তোমরা। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস আমার — অকর্মণ্য পঙ্গু হিসেবে, আর কোন লাভ নেই জেনেও হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চাই না আমি। কিছু একটা কাজ তোমাদের আমাকে দিতেই হবে — আমার এই অবস্থার পক্ষে উপযোগী কোন কাজ। বাড়িতে বসে কাজ করতে পারি আমি, কিংবা আপিসেও থাকতে পারি... শুধু দেখো, চিঠিপত্রে নম্বর বসিয়ে যাওয়া বা ওই ধরনের স্রেফ কলম-নাড়াচাড়ার কোন কাজ যেন দিয়ো না। এমন একটা কাজ আমাকে পেতেই হবে, যাতে আমার মন পরিতৃপ্ত হয়, আমার এই সান্ত্বনাটুকু থাকবে যে আমি এখনও কোন-একটা কাজে লাগছি।'

পাভেলের আবেগ-কম্পিত গলার স্বর ক্রমশই চড়া পর্দায় উঠে গেল।

আকিম তার প্রতি গভীর একটা সমবেদনা অনুভব করল। এই-যে দীপ্ত-হৃদয় তরুণটি তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সবটাই পার্টির জন্য দান করেছে, তার পক্ষে সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার এই চিন্তাটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে,

পেছনের সারিতে সরে গিয়ে অবসর-জীবন যাপন করতে বাধ্য হওয়াটা যে কী মর্মান্তিক, তা আকিম জানে। সে যতদূর পারে পাভেলকে সাহায্য করবে বলে মনস্থ করল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। শান্ত হও, পাভেল। আগামীকাল সেক্রেটারিয়েটের একটা বৈঠক আছে, সেখানে আমি কমরেডদের কাছে তোমার ব্যাপারটা তুলব। কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য করব।'

ভারি পায়ে উঠে দাঁড়াল পাভেল, আকিমের হাতখানা চেপে ধরল, 'আকিম, তোমার কি সত্যিই মনে হয় যে জীবন আমাকে কোণঠাসা করে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে? যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃৎপিণ্ডটা এইখানে ধুকধুক করবে,' বলতে বলতে সে আকিমের হাতখানা চেপে ধরল নিজের বুকের ওপরে যাতে সে তার হৃৎপিণ্ডের ভোঁতা ধুকধুক আওয়াজটা শুনতে পায়, 'যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধুকধুকুনি বন্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাকে পার্টি থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমাকে পার্টির কর্মিদলের বাইরে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে একমাত্র মৃত্যুই। এই কথাটি মনে রেখো, ভাই।'

কিছু বলল না আকিম। সে জানে পাভেলের এই কথাগুলো শুধুই ফাঁকা বুলি নয় — এটা যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত সৈনিকের চিৎকার। সে জানে, করচাগিনের মতো মানুষ এছাড়া অন্য কোনরকম ভাবতে বা বলতে পারে না।

দু'দিন বাদে আকিম পাভেলকে জানাল, একটা কেন্দ্রীয় খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সুযোগ তাকে দেওয়া হবে — অবশ্য যদি লেখালেখির কাজ তাকে দিয়ে হবে বলে মনে হয়, তাহলে। সম্পাদকীয় দপ্তরে পাভেলকে সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান হল এবং একজন সহকারী সম্পাদক তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন — পুরনো দিনের গোপন পার্টি কর্মী এই মহিলাটি ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর একজন সভ্য।

'আপনি লেখাপড়া কতদূর পর্যন্ত করেছেন, কমরেড?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'প্রাথমিক স্কুলে তিন বছর পড়েছি।'

'পার্টির কোন রাজনীতিক স্কুলে আপনি পড়েছেন কি?'

'না।'

'তা, স্কুল-কলেজে খুব বেশি দূর না পড়েও ভাল সাংবাদিক হওয়া যায়। কমরেড আকিম আমাদের বলেছে আপনার কথা। বাড়িতে বসে করবার মতো কাজ আমরা আপনাকে দিতে পারি। আর, সাধারণভাবে, আপনার কাজ করার মতো যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিতেও প্রস্তুত আছি আমরা। কিন্তু এ ধরনের কাজের জন্যে বেশ খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার — বিশেষ করে সাহিত্য আর ভাষার ক্ষেত্রে।'

অবস্থাটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। আধঘণ্টা ধরে এই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সে দেখতে

পেল — তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কেমন লিখতে পারে দেখবার জন্য তাকে একটা প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হয়েছিল; লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দেখানো তিরিশটার বেশি ভাষাগত প্রকাশভঙ্গীর ভুল আর বানান-ভুল সমেত লেখাটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

'আপনার বেশ যোগ্যতা আছে, কমরেড করচাগিন,' বললেন সম্পাদিকা, 'কিছুদিন বেশ খাটলে আপনি দিব্যি লিখতে শিখে যেতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে আপনার লেখায় ব্যাকরণের অনেক ভুল আছে। আপনার প্রবন্ধটা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনার রুশ ভাষায় যথেষ্ট দখল নেই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনি সেটা শেখার সময় পান নি। আমরা এখানে আপনাকে কোন কাজে লাগাতে পারব না বলে দুঃখিত। তবু ফের বলছি, আপনার যোগ্যতা আছে। আপনার প্রবন্ধটির বক্তব্য না বদলিয়ে যদি শুধু ভাষাটার সম্পাদনা করে দেওয়া যায়, তাহলে ওটা একটা চমৎকার রচনা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, দেখুন, এমনিতেই আমাদের সম্পাদনা করবার মতো লোক দরকার।'

লাঠিটার ওপরে ঝুঁকে পড়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল করচাগিন। তার ডান চোখের ভুরুটা বার বার কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ, আপনার বক্তব্যটা আমি বুঝেছি। আমি আর সাংবাদিক হব কোত্থেকে? আমি এককালে ছিলাম ভাল স্টোকার, আর, ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবেও মন্দ নয়। ভাল ঘোড়সওয়ার ছিলাম এবং কমসমোল তরুণদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা খুব করুণ হয়ে দাঁড়াবে।'

করমর্দন করে বেরিয়ে এল সে।

বারান্দাটার একটা বাঁকে এসে ঘুরে যাবার সময়ে হঠাৎ সে পড়েই যাচ্ছিল; সেখান দিয়ে যাচ্ছিল পোর্টফোলিও হাতে এক মহিলা — সে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল।

'কী হয়েছে, কমরেড? মুখটা বিবর্ণ হয়েছে আপনার!'

সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল পাভেলের। তারপরে সে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভর দিয়ে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

সেইদিন থেকে পাভেল অনুভব করল, তার জীবনটা ক্ষয়ে আসছে। এখন আর কাজ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ক্রমশই বেশি বেশি করে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে কাজের দায়িত্ব থেকে খালাস করে দিয়ে পেনশনের ব্যবস্থা করে দিল। যথাসময়ে মাসোহারা এসে গেল, আর সেই সঙ্গে এসে গেল তাকে অসুস্থ পঙ্গু হিসাবে ঘোষণা করে একখানা সুপারিশ-পত্র। পাভেলকে খুশিমতো যেকোন জায়গায় যাবার অধিকার দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে টাকাকড়ি আর পরিচয়-পত্র

ইত্যাদি দিয়ে দিল। মার্তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল সে — মস্কোতে গিয়ে তার কাছে কিছুদিন থাকতে বলছে সে। এদিকে পাভেলও কিছুদিন থেকে মস্কোতে যাবে বলে মনস্থ করেছিল, কারণ, তখনও তার মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে ছিল যে সারা ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি হয়তো তাকে এমন একটা কোন কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে যে-কাজে ঘোরাঘুরি করে বেড়াবার দরকার পড়বে না। কিন্তু মস্কোতেও তাকে ডাক্তারী চিকিৎসা করাবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল এবং ভাল একটা হাসপাতালে তাকে জায়গাও দিতে চাওয়া হল। সেটা প্রত্যাখ্যান করল সে।

মার্তা আর তার বান্ধবী নাদিয়া পিটার্সন যে-ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকে, সেখানে পাভেলের উনিশটা দিন দ্রুত কেটে গেল। অনেকখানি সময় পাভেলকে একলা কাটাতে হত, কারণ, মার্তা আর নাদিয়া সকালে কাজে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যের আগে ফেরে না। মার্তার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়ে পড়ে সময় কাটাত সে — মার্তার বইয়ের সংগ্রহ বেশ ভাল। সন্ধ্যাবেলায় মার্তা আর নাদিয়ার বন্ধুবান্ধব আসে, তাদের সঙ্গে সময়টা বেশ আনন্দে কাটত।

কিউৎসামদের কাছ থেকে চিঠি এল, তারা তাকে একবার ওদের ওখানে আসতে লিখেছে। অসহনীয় হয়ে উঠছে তাদের জীবন, পাভেলের সাহায্য চায় তারা।

তাই একদিন সকালে পাভেল গুসিয়াৎনিকভ্ গলির সেই ছোট্ট নিরিবিলি ফ্ল্যাট ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। ট্রেনটা তাকে দক্ষিণমুখো দ্রুত বয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে, স্যাঁৎসেঁতে বৃষ্টিঝরা শরৎ থেকে দূরে সে চলেছে দক্ষিণ ক্রিমিয়ার উষ্ণ উপকূলে। জানলার ধারে বসে পাভেল টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোর দ্রুত পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়াটা লক্ষ্য করছে। ভুরুদুটি তার কুঁচকে আছে, তার কালো দুই চোখে একটা দীপ্তি অনির্বাণ হয়ে আছে।

অষ্টম অধ্যায়

নিচে সমুদ্র এসে আছাড় খাচ্ছে পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো খাঁজ-কাটা পাথুরে তীরে। সুদূর তুরস্ক থেকে বয়ে আসা শুকনো হাওয়া এসে লাগছে মুখেচোখে। কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে সমুদ্র থেকে আড়াল করা পোতাশ্রয়টা এলোমেলো একটা বৃত্তাংশ রচনা করে ঢুকে গেছে তটভূমির মধ্যে। আর তারই ওপর দিয়ে দেখা যায় — সমুদ্রের ধারে এসে হঠাৎ থেমে-যাওয়া পাহাড়ের সারির ঢালু বুকের ওপর আটকে রয়েছে শহরতলীর ছোট ছোট সাদা বাড়িগুলো।

শহরের বাইরে এই পুরনো পার্কটা বেশ শান্ত। ম্যাপল গাছের হলদে পাতাগুলো

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে পার্কের ঘাস-গজানো পথগুলোর ওপরে।

শহর থেকে পাভেলকে এখানে গাড়ি করে পেঁৗছে দিয়ে গেছে একজন বুড়ো পারসীক গাড়োয়ান। অন্তত এই সওয়ারটি যখন নেমে এল তার গাড়ি থেকে তখন সে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না, 'এত জায়গা থাকতে এখানে এলে কেন? এখানে না আছে কম-বয়েসী মেয়ে, না আছে কোন আমোদের ব্যবস্থা, আছে শুধু শেয়ালের পাল... এখানে আর করবে কী? চল বরং আমি গাড়ি করে তোমাকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, কমরেড-মশাই!'

পাভেল তার ভাড়া চুকিয়ে দিল। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল বুড়ো।

পার্কটা সত্যিই সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। পাহাড়ের খাড়াইটার কাছে সমুদ্রের মুখোমুখি একটা বেঞ্চি পেয়ে গেল পাভেল, বসে পড়ে মুখখানা মেলে ধরল মৃদু-তেজ শরৎ রৌদ্রের দিকে।

সবকিছু ভেবে দেখার জন্য এবং নিজের জীবনে কী করবে না-করবে সেটা বিবেচনা করার জন্য সে এই নিরিবিলি জায়গাটায় এসে বসেছে। অবস্থাটা ভালো করে বিবেচনা করার পর একটা কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে।

কিউৎসামদের এখানে তার এই দ্বিতীয়বার আসাতে তাদের পারিবারিক সংঘাতটা একেবারে পেকে উঠেছে। পাভেলের এসে পড়ার খবর পেয়েই বুড়ো দারুণ চটে উঠে সাংঘাতিক গালাগাল-চেঁচামেচি করেছিল। স্বভাবতই প্রতিরোধের নেতৃত্বটা এসে পড়েছিল পাভেলের ওপরে। অপ্রত্যাশিতভাবে স্ত্রী আর মেয়েদের কাছ থেকে একটা জোরালো প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল বুড়োকে। পাভেলের এখানে এসে পেঁৗছানোর প্রথম দিন থেকেই গোটা বাড়িটা দুটো শত্রু-শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। বাড়িটার যে-অংশে বাবা-মা থাকে, সেদিকে যাবার দরজাটা তালা-বন্ধ হয়ে গেল। পাশের দিকে ছোট একখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হল করচাগিনকে। পাভেল অগ্রিম ভাড়া চুকিয়ে দেওয়ায় বুড়ো এই ব্যবস্থায় কিছুটা শান্ত হল। মেয়েরা এখন ভিন্ন হয়ে গেছে তাই সে আর তাদের ভরণপোষণ করবে বলে আশা করা যায় না।

কূটনীতিক কারণে আল্‌বিনা তার স্বামীর সঙ্গেই আছে। বুড়ো মেয়েদের বসবাসের অংশটুকুর এদিকে এক পাও আসে না কখনও; যে-মানুষটিকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে দেখাদেখিটা এড়িয়ে চলে। কিন্তু সে যে এখনও বাড়ির কর্তা, সেটা জাহির করার জন্য বাইরের উঠোনটায় যতোদূর পারে সে সোরগোল তোলে।

দোকানে কাজ নেবার আগে এই কিউৎসাম বুড়ো জুতো তৈরি করে আর ছুতোরগিরি করে চালাত, তাই পেছনের আঙিনাটায় তার ছোট্ট একটা কর্মশালা ছিল।

ভাড়াটেকে বিরক্ত করবার জন্য এখন সে তার কাজ করার বেঞ্চিটাকে চালার ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এসে বসিয়েছে ঠিক পাভেলের ঘরের জানলাটার নিচেই — সেখানে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দে হাতুড়ি পেটায় আর তার ফলে করচাগিনের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটছে জেনে একটা বিদ্বেষভরা তৃপ্তি লাভ করে।

হিসহিসিয়ে বুড়ো আপন মনে বলে, 'দাঁড়াও, এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়ছি তোমায়...'

অনেক দূরে একেবারে দিগন্তের কাছে একটা স্টিমার ছোট একটা ধোঁয়ার রেখা এঁকে দিয়েছে সমুদ্রের উপরে। একঝাঁক গাংচিল ডানা ছড়িয়ে কান-ফাটানো চিৎকার তুলে সমুদ্রের ঢেউয়ে ছোঁ মারছে।

হাতের তেলোয় থুতনিটা রেখে পাভেল চিন্তায় ডুবে গেছে। ছেলেবেলা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গোটা জীবনের ছবিটা তার মনশ্চক্ষুর সামনে খেলে গেল। এই চব্বিশ বছর সে কীভাবে বেঁচেছে? বাঁচাটা সার্থক হয়েছে, না ব্যর্থ হয়েছে? আরেকবার সে জীবনটার পর্যালোচনা করে চলল বছর ধরে ধরে, ধীরভাবে পক্ষপাতহীন বিচার করে করে। সে দেখল যে ততোটা খারাপভাবে জীবনটা কাটায় নি, তখন দারুণ একটা স্বস্তি বোধ করল। ভুলত্রুটি ঘটেছে ঠিকই, — তরুণ বয়সের অনভিজ্ঞতার ভুল, প্রধানত অজ্ঞতাজনিত ভুল। কিন্তু সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের সময়ে সেই সব ঝোড়ো দিনগুলোয় সে-ও থেকেছে লড়াইয়ের মাঝখানে এবং বিপ্লবের রক্ত-পতাকায় তার জীবনের দু-এক বিন্দু রক্তও লেগে আছে।

শক্তি নিঃশেষ হয়ে না আসা পর্যন্ত সে থেকেছে কর্মিদলের মধ্যে। আর এখন চোট খেয়ে পড়ে যাবার পর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সামনের সারিতে জায়গা নিতে অসমর্থ হয়ে তার এবার পেছন-ঘাঁটির হাসপাতালে এসে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পাভেলের মনে পড়ল তাদের ওয়ারশ আক্রমণ করার কথাটা এবং লড়াই যখন চরমে উঠেছে তখন একজন সৈন্যের গুলি লেগে পড়ে যাবার দৃশ্যটা। মাটির ওপরে ঘোড়ার খুরের সামনে পড়ে গিয়েছিল সে। কমরেডরা তাড়াতাড়ি তার ক্ষতগুলো বেঁধেছেঁদে স্ট্রেচার-বাহকদের জিম্মায় দিয়ে শত্রুর পেছনে তাড়া করে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। একজন আহত সৈনিকের জন্য পুরো স্কোয়াড্রনের এগিয়ে যাওয়াটা থেমে থাকে নি। মহৎ আদর্শের জন্য সংগ্রামে এই রকমই হয়, এরকমই হবেই। অবশ্য ব্যতিক্রমও ঘটে। সে পা-কাটা মেশিনগান-গোলন্দাজদেরও কামান বয়ে নিয়ে যাওয়ার গাড়িতে চেপে যুদ্ধে যেতে দেখেছে তো। এই সব লোক শত্রুসারির মধ্যে নিদারুণ আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে, মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে তাদের মেশিনগান,

ইস্পাত-কঠিন সাহস আর অভ্রান্ত নিশানার ক্ষমতার জন্য তারা হয়ে উঠেছে তাদের নিজের নিজের ফৌজীদলের গর্ব। কিন্তু এ ধরনের সংখ্যা খুব কম।

কিন্তু এই পরাজয়ের পর আর যখন কর্মিদলের মধ্যে তার ফিরে যাবার কোন আশা নেই, এ অবস্থায় কী করবে সে? ভবিষ্যতে যে তাকে এর চেয়েও ঢের বেশি ভয়ংকর কিছু সইতে হবে — বাঝানোভার কাছ থেকে এই স্বীকৃতিটুকু তো সে আদায় করেই ছেড়েছে। কী করবে সে? অমীমাংসিত এই প্রশ্নটি যেন তার সামনেই একটা অতলস্পর্শী গহ্বরমুখ বিস্তার করে রয়েছে।

সংগ্রাম করার ক্ষমতাকেই সে জীবনে সবচেয়ে বড়ো মূল্য দিয়ে এসেছে, সেই ক্ষমতাটাকেই হারিয়ে বসার পর আর বেঁচে রইবে কিসের জন্য? আজকের আর নিরানন্দ আগামীকালের অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তিটা কী? কী দিয়ে ভরে তুলবে সে তার দিনগুলোকে? টিকে রইবে শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্য আর পান-আহার করবার জন্য? তার কমরেডরা সব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে, আর সে শুধু পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখে যাবে? যোদ্ধাদের দলে সে হয়ে রইবে একটা বোঝা? এই যে দেহটা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেটাকে ধ্বংস করে ফেলাটাই কি ঢের ভাল হবে না? হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা গুলি চালিয়ে দাও — আর চুকিয়ে ফেল সবকিছু! সেই হবে সার্থক জীবনের সময়োচিত পরিসমাপ্তি। যন্ত্রণার হাত থেকে যে সৈনিক নিজেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, তার নিন্দা করবে কে?

পকেটের মধ্যে তার ব্রাউনিং-পিস্তলের চ্যাপ্টা গড়নটা হাতড়াল সে। বাঁটের ওপরে আঙুলগুলো চেপে এল। ধীরে ধীরে বের করে আনল পিস্তলটা।

'শেষ পর্যন্ত যে তুমি এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসবে, তা কি কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে?'

নিঃশব্দ ঘৃণার চোখ মেলে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিস্তলের নলটা। পাভেল হাঁটুর ওপরে পিস্তলটা রেখে নিদারুণ আত্মগ্লানির সঙ্গে গাল পাড়ল একটা।

'শস্তা বাহাদুরির যতো সব। যেকোন আহাম্মকই তো গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে — ওটাই তো সবচেয়ে সহজ পথ, কাপুরুষের পথ। জীবন যখন তোমার ওপরে বড়ো বেশি রকম নির্দয় হয়ে ওঠে, তখন তো যেকোন সময়েই খুলির মধ্যে একটা গুলি চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু জীবনে এই সংকট কাটাবার চেষ্টা করেছ কি? একথাটা কি বিনা দ্বিধায় বলতে পার যে লোহার ফাঁদটাকে কেটে বেরিয়ে আসার জন্যে যথাসম্ভব সব করেছ? নভোগ্রাদ-ভলিনস্কির সেই লড়াইয়ে আমরা পরপর সতেরো বার হামলা চালিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হলাম — সে কথাটা ভুলে গেছ নাকি? সরিয়ে রেখে দাও পিস্তলটা। আর, কখনও কারুর কাছে ঘুণাক্ষরেও

কথাটা বলো না যেন। জীবন যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কী করে বাঁচতে হয়, সেটা শেখো। জীবনটাকে কাজে লাগাও।'

দাঁড়িয়ে উঠে রাস্তায় গিয়ে পড়ল পাভেল। পথ-চলতি একজন পাহাড়ী তাকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে পেঁছে দিল। শহরে পেঁছে গাড়ি থেকে সে নেমে গেল। একখানা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে তাতে পড়ল — 'দেমিয়ান বেদ্নি' ক্লাবে শহর পার্টি গ্রুপের একটা সভা বসবে। সেদিন অনেক রাত্রে পাভেল বাড়ি ফিরল। সভায় সে বক্তৃতা দিয়েছিল। তখন সে ভাবতেও পারে নি যে বড়ো কোন সাধারণ সভায় তার এই শেষ বক্তৃতা।

• • •

পাভেল যখন বাড়ি ফিরল, তাইয়া তখনও জেগে আছে। পাভেলের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সে দুর্ভাবনায় পড়েছিল। মনে পড়ছিল — সকালে পাভেলের দুই চোখে সে কেমন যেন কঠোর আর নিরুত্তাপ একটা চাউনি লক্ষ্য করেছে — যে-চোখদুটির দৃষ্টি সর্বদাই প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল। উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিল — কী হল ওর? পাভেল কখনও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে ভালোবাসে না; কিন্তু সে যে কোন-একটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে সেটা তাইয়া অনুভব করেছিল।

মা'র ঘরে ঘড়িটায় যখন দু'টো বাজল, তখন বাইরের দেউড়িটার ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ শুনতে পেল তাইয়া। জ্যাকেটটা চাপিয়ে সে দরজাটা খুলে দেবার জন্য বেরিয়ে এল। লোলা তার নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে এপাশ-ওপাশ করে অস্পষ্ট ভাষায় সে কী যেন বলে উঠল।

পাভেল ঢুকতেই তাইয়া স্বস্তির সঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমার তো ভাবনাই শুরু হয়ে গিয়েছিল।'

'যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার কিচ্ছু হবে না, তাইয়া,' ফিসফিসিয়ে বলল পাভেল, 'লোলা ঘুমুচ্ছে? কি জানি কেন, আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না। আমার কিছু বলার আছে তোমায়। চল, তোমার ঘরে যাই, যাতে লোলার ঘুম ভেঙে না যায়।'

একটু ইতস্তত করল তাইয়া। তনেক রাত হয়ে গেছে। এই গভীর রাত্রে সে কী করে পাভেলকে আসতে দেবে তার ঘরে? মা কী ভাববে জানতে পারলে? কিন্তু পাভেল পাছে মনে আঘাত পায়, এই আশঙ্কায় সে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। পাভেলের আগে আগে ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল, তাকে কে জানে কী বলবে পাভেল?

'যা বলছিলাম, তাইয়া,' নিচু গলায় বলতে লাগল পাভেল। অন্ধকার ঘরে তাইয়ার

মুখোমুখি বসেছে সে, এতো কাছাকাছি বসেছে যে তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছে তাইয়া। 'জীবনের গতি এমন অদ্ভুতভাবে মোড় নিচ্ছে যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই গত কয়েকদিন ধরে আমার অতি বিশ্রী লাগছিল। কীভাবে যে বাঁচব সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জীবনটাকে আর কখনও এমন অন্ধকার মনে হয় নি। কিন্তু আজ আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত 'রাজনীতিক ব্যুরো'র একটা সভায় বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা বলতে যাচ্ছি, তা শুনে আশ্চর্য হ'য়ো না যেন।'

গত কয়েক মাস তার কীভাবে কেটেছে সে কথা এবং আজ পার্কে বসে তার মনে যেসব চিন্তা খেলে গেছে তার অনেকটাই সে খুলে বলল তাইয়ার কাছে।

'এই হচ্ছে অবস্থাটা। এবার সবচেয়ে গুরুতর কথাটা বলি। এই পরিবারে ঝড় সবে শুরু হচ্ছে। এখান থেকে বেরিয়ে এসে খোলা বাতাসে গিয়ে পড়তে হবে — এই গর্ত থেকে যতোটা দূরে চলে যাওয়া সম্ভব। নতুন করে জীবন শুরু করা দরকার। এই লড়াইয়ে একবার যখন আমি যোগ দিয়েছি, তখন এর শেষ পর্যন্ত আমি যাবই। বর্তমানে আমাদের জীবন — তোমার-আমার দু'জনেরই — মোটেই সুখের নয়। এই জীবনে আগুন লাগিয়ে দেব বলে আমি স্থির করেছি। কী বলতে চাচ্ছি, বুঝেছ? তুমি কি আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার স্ত্রী হতে রাজী আছ, তাইয়া?'

তাইয়া এতক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল তার কথা, এই শেষের কথাগুলো শুনে সে চমকে উঠল।

'আমি আজ রাত্রেই তোমার উত্তর জানতে চাচ্ছি না,' বলে চলল পাভেল, 'তোমাকে খুব ভাল করে ভেবে দেখতে হবে কথাটা। তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না যে নিয়ম-মাফিক পূর্বরাগের পালা, প্রেম ইত্যাদি না চালিয়ে, এ ধরনের কথা এমন স্থূলভাবে বলে বসা যায় কী করে। কিন্তু তোমার-আমার মধ্যে ওসব বাজে ব্যাপারের কোন প্রয়োজন নেই। এই আমি হাত এগিয়ে দিলাম তোমার দিকে। আমায় বিশ্বাস করলে ভুল হবে না তোমার। পরস্পরকে অনেক কিছুই দিতে পারি আমরা। আমি যেটা ভেবে স্থির করেছি, সেটা এবার বলি: যতোদিন না তুমি একজন সত্যিকার মানুষ, একজন যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠছ, ততদিন আমাদের এই বোঝাবুঝি বলবত থাকবে। এ ব্যাপারে যদি আমি তোমায় সাহায্য না করতে পারি, তাহলে জানব আমার এক কানাকড়িও দাম নেই। ততদিন পর্যন্ত আমাদের চুক্তি কিছুতেই ভাঙা চলবে না। কিন্তু তোমার মন যখন পরিণত হয়ে উঠবে, তখন তুমি সমস্ত রকম বাধ্যবাধকতা থেকে খালাস পেয়ে যাবে। কে জানে কী ঘটবে! একেবারে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যেতে পারি আমি,

এবং সেক্ষেত্রে, মনে রেখো, তুমি আমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছ বলে কিছুতেই মনে করবে না।'

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপরে স্নেহভরা কোমল গলায় আবার বলল, 'আমার বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা এই আমি জানিয়ে রাখলাম তোমায়।'

তাইয়ার আঙুলগুলো সে ধরে রইল, একটা প্রশান্তি অনুভব করল মনে মনে, যেন তাইয়া ইতিমধ্যেই মত দিয়ে দিয়েছে।

'প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আমায় কখনও ছেড়ে যাবে না ?'

'মুখের কথাটুকুই প্রমাণ নয়, তাইয়া। আমার মতো লোকেরা যে তাদের বন্ধুদের প্রতি কখনও বেইমানি করে না, সেটা বিশ্বাস কর... আসল কথা হল তারাও যেন আমার প্রতি বেইমানি না করে,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল পাভেল।

'আজ রাত্রে আমি তোমায় কোন উত্তর দিতে পারছি না। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বড়ো আকস্মিক,' বলল তাইয়া।

উঠে পড়ল পাভেল।

'শুতে যাও, তাইয়া। ভোর হয়ে আসছে।'

নিজের ঘরে এসে জামা-কাপড় না ছেড়েই পাভেল শুয়ে পড়ল এবং বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পাভেলের ঘরে জানলার পাশে টেবিলটার ওপরে উঁচু হয়ে আছে পার্টি লাইব্রেরি থেকে আনা বই, খবরের কাগজ আর লেখায় ভর্তি কতকগুলো নোট-বইয়ের স্তূপ। একটা খাট, দুটো চেয়ার এবং তার আর তাইয়ার ঘরের মাঝখানের দরজাটার গায়ে টাঙানো ক্ষুদে ক্ষুদে লাল আর কালো নিশান-চিহ্নিত মস্ত বড়ো একটা চীনের মানচিত্র — এই হচ্ছে ঘরটার যা কিছু আসবাব। স্থানীয় পার্টি কমিটির কমরেডরা পাভেলকে বই আর সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি সরবরাহ করতে রাজী হয়েছে। কথা হল ওরা শহরের সবচেয়ে বড়ো সাধারণ পাঠাগারের পরিচালককে নির্দেশ দেবে যাতে সে পাভেলকে দরকার মতো যেকোন বই পাঠিয়ে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বইয়ের বড়ো বড়ো বাণ্ডিল আসা শুরু হল। পাভেল ভোর থেকে সারা দিন বসে বসে এই বই পড়ে, মাঝে মাঝে নোট নেয়, আর সকাল-সন্ধ্যেয় খাবার সময়ে শুধু সামান্য কিছুক্ষণের জন্য পড়া বন্ধ রাখে; তার এই ব্যাপার দেখে লোলা তো একেবারে অবাক হয়ে গেছে। সন্ধ্যেগুলো পাভেল সর্বদা এই দুই বোনের সঙ্গে গল্পসল্প করে কাটায়, সারা দিনে যা পড়েছে তা শোনায় ওদের।

রাত্রি বারোটা বেজে যাবার অনেক পরেও বুড়ো কিউৎসাম তার ওই অবাঞ্ছনীয় ভাড়াটের জানলার খড়খড়ির ফাঁকে আলোর রেখা দেখতে পায়। পা টিপে টিপে জানলার

কাছে এগিয়ে এসে সে ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে দেখে — টেবিলের ওপরে একটা মাথা ঝুঁকে রয়েছে।

'এতো রাত্রে ভদ্রলোকরা সব যখন ঘুমুচ্ছে বিছানায় শুয়ে, তখন এই লোকটা সারা রাত্রি ধরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। ভাবখানা যেন ও-ই এ বাড়ির কর্তা। ও আসার পর থেকে মেয়েদুটো তো একেবারেই শাসনের বাইরে চলে গেছে।' মনে মনে গজগজ করতে করতে বুড়ো তার নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

আট বছরের মধ্যে এই প্রথমবার পাভেল এতো অজস্র সময় পেয়েছে এবং এই প্রথম তার হাতে করবার মতো কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম নেই। সময়ের সদ্ব্যবহারে লেগে গেছে সে, জ্ঞানের সাধনায় নব-দীক্ষিতের আগ্রহ-ঔৎসুক্য নিয়ে বই পড়ে চলেছে। দিনে আঠারো ঘণ্টা পড়াশোনা করে সে। তার শরীর যে এ চাপ আর কতোদিন সইত বলা যায় না, কিন্তু একদিন তাইয়ার একটা প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে সবকিছু বদলে গেল।

'তোমার-আমার ঘরের মাঝখানে দরজায় ঠেকা-দেওয়া ওই টানা-আলমারিটা আমি সরিয়ে নিয়েছি। যদি কোন সময়ে আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার হয়, তাহলে সোজা চলে এসো আমার ঘরে। লোলার ঘরের মধ্যে দিয়ে আসার দরকার নেই।'

পাভেলের গাল রক্তিম হয়ে উঠল। সুখের হাসি হাসল তাইয়া। ওদের মধ্যে চুক্তিটা সম্পাদিত হয়ে গেল।

* * *

কিউৎসাম বুড়ো ইদানীং আর ওই কোণের ঘরের খড়খড়ি-ফেলা জানলার ফাঁকে আলোর রেখাটা দেখতে পায় না, আর তাইয়ার মা লক্ষ্য করতে শুরু করেছে তার মেয়ের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে-ওঠা একটা সুখানুভূতির দীপ্তি, যেটাকে তাইয়া গোপন করতে পারছে না। তার চোখের কোলে কালিমার আবছা আভাস দেখে বিনিদ্র রাত্রিগুলির কথা বোঝা যায়। আজকাল প্রায়ই এই ছোট্ট বাড়িটায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে তাইয়ার গানের সুর আর গিটারের ঝঙ্কার।

কিন্তু তাইয়ার এই সুখ নিরুপদ্রব নয়। পাভেলের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এই যে গোপনীয়তা, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার নবজাগ্রত নারীত্ব। যেকোন শব্দেই চমকে ওঠে সে, মা'র পায়ের শব্দ শুনেছে বলে মনে হয়। যদি মা কিংবা লোলা জিজ্ঞেস করে বসে যে সে ইদানীং তার ঘরের অন্য দরজাটা ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে রাখে কেন — তাহলে কী জবাব দেবে? চিন্তাটা পীড়া দিচ্ছিল তাকে। তাইয়ার আশংকাটা লক্ষ্য করে পাভেল তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

‘ভয়টা কিসের তোমার?’ কোমল গলায় বলে সে, ‘আর যাই হোক, তুমি আর আমি তো আমাদের জীবনের কর্তা। ঘুমোও শান্ত হয়ে। কেউ আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না।’

তারপর, নিরুদ্বেগ মনে তাইয়া পাভেলের বুকের ওপরে মুখ রেখে, দুই হাতে তার ভালোবাসার মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। আর, পাভেল জেগে থেকে শোনে তার নিঃশ্বাসের নিয়মিত শব্দ, অনড় হয়ে সে পড়ে থাকে যাতে তাইয়ার ঘুমে ব্যাঘাত না হয়; এই যে মেয়েটি পরম নির্ভরতায় তার জীবনটাকে তুলে দিয়েছে ওর হাতে, তার প্রতি একটা নিবিড় স্নেহে আবিষ্ট হয়ে যায় ওর সমগ্র সত্তা।

তাইয়ার চোখে এই জ্বলজ্বলে দীপ্তি ফুটে ওঠার কারণটা লোলাই প্রথম আবিষ্কার করল। এবং, সেইদিন থেকে দুই বোনের মধ্যে একটা ব্যবধানের ছায়া নেমে এল। শির্গাগিরই মাও জেনে গেল, কিংবা বলা যেতে পারে, আন্দাজ করে নিল। দুর্ভাবনায় পড়ল আল্‌বিনা — করচাগিনের কাছ থেকে সে এটা আশা করে নি।

লোলার কাছে আল্‌বিনা বলল, ‘তাইয়া তো ওর বউ হবার যোগ্য মেয়ে নয়। কী হবে শেষ পর্যন্ত কি জানি!’

দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আল্‌বিনা, কিন্তু করচাগিনকে কিছু বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না সে।

স্থানীয় তরুণতরুণীর দল পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে আসা শুরু করেছে। মাঝে মাঝে ওদের সবাইকে একসঙ্গে পাভেলের ঘরে বসাবার মতো জায়গা কুলোয় না বলতে গেলে। মৌমাছির চাকের গুঞ্জনের মতো ওদের গলার আওয়াজ এসে পেঁছায় বুড়ো কিউৎসামের কানে। প্রায়ই ওদের গলামেলানো গান শুনতে পায় সে:

সদাই নির্জন এই মোদের সাগর,
রাত্রিদিন শুনি তার রোষরুষ্ট স্বর...

আর, পাভেলের সেই প্রিয় গানটি:

চোখের জলে ভিজে গেছে তামাম দুনিয়াটা...

প্রচার সংক্রান্ত কিছু কাজ করবার জন্য পাভেল চিঠি লিখে পীড়াপীড়ি করতে থাকায় পার্টি কমিটি তার ওপরে তরুণ শ্রমিকদের পাঠ-চক্রটা পরিচালনা করার ভার দিয়েছে। এই ভাবে দিন কাটতে থাকে পাভেলের।

আরেকবার সে শক্ত দুই হাতে হাল চেপে ধরেছে এবং তার জীবনতরীখানা বারকতক বিপজ্জনক রকমে টলমল করে ওঠার পর এখন আবার একটা নতুন পথ

কেটে চলেছে নির্দিষ্ট গতিতে। পড়াশোনা আর সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে পাভেলের আবার পার্টি কর্মীদের মধ্যে ফিরে আসার স্বপ্নটা সফল হতে চলেছে।

কিন্তু জীবন পাভেলের চলার পথে একটার পর একটা বাধা সৃষ্টি করেই চলেছে এবং এই প্রত্যেকটা বাধা তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে কতটা করে দেরি করিয়ে দিচ্ছে ভেবে সে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

একদিন জর্জ, সেই বদনসীব ছাত্রটি মস্কো থেকে এসে হাজির হল সঙ্গে এক বউ নিয়ে। সে এসে উঠল তার উকিল শ্বশুরের বাড়ি এবং সেখান থেকে টাকার জন্য মা'র ওপরে দারুণ তাগিদ দিতে থাকল।

কিউৎসাম-পরিবারে যে ফাটল ধরেছিল, জর্জ আসার ফলে সেটা আরও বেড়ে গেল। বিনা দ্বিধায় জর্জ তার বাবার পক্ষ নিল। তার স্ত্রীর পরিবারের লোকজনদের মনোভাবটা খানিকটা সোভিয়েত-বিরোধী — এদেরই সহযোগিতায় সে নানান ফন্দি খাটিয়ে করচাগিনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং তাইয়া যাতে তাকে ছেড়ে আসে তার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

লোলা কাছাকাছি একটা এলাকায় চাকরি পেয়ে যাওয়ায়, জর্জের এসে পৌঁছানোর দু'সপ্তাহ বাদে সে তার বাচ্চা ছেলেটিকে আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে চলে গেল। এর দিন কতক বাদেই পাভেল আর তাইয়া চলে গেল দূরে সমুদ্রের ধারে একটা শহরে।

* * *

আরতিওম তার ভাইয়ের কাছ থেকে বড়ো একটা চিঠিপত্র পায় না। কিন্তু সেই সব অতি-বিরল ক্ষেত্রে, যখনই সে শহর সোভিয়েতের দপ্তরে তার ডেস্কের ওপরে পরিচিত হস্তাক্ষরে নিজের নাম লেখা খামখানা তার অপেক্ষায় রয়েছে দেখতে পায়, তখনই আবেগে তার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে। আজও সে খামখানা খুলতে খুলতে সস্নেহে ভাবল মনে মনে, 'আহা, পাভেল, তুই যদি আমার আরও কাছাকাছি থাকতিস! নানা বিষয়ে তোর পরামর্শ পেলে আমার ভারি সুবিধে হতো, ভাই।'

চিঠিখানা পড়তে লাগল সে।

'আরতিওম, সম্প্রতি আমার জীবনে যা যা ঘটেছে, সেসব তোমায় জানাবার জন্যে এই চিঠি লিখছি। এসব কথা আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে লিখি না। আমি জানি, একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করে এসব কথা খুলে বলা যায়। কারণ, তুমি আমাকে জান বলেই কথাগুলো বুঝবে।

'স্বাস্থ্যের দিক থেকে জীবন আমাকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ক্রমাগত পেড়ে ফেলছে। একটা আঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে উঠে দাঁড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগের চেয়েও আরো নির্মম আঘাত এসে আমাকে ফের পেড়ে ফেলছে। আমার আর প্রতিরোধের শক্তি নেই, এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার। প্রথমে আমার বাঁ হাতখানার সমস্ত শক্তি খুইয়ে বসলাম। কিন্তু, এতেও যেন দুর্ভোগের পরিমাণটা যথেষ্ট হল না; তাই, এবারে দুই পায়ের জোরও এমনিতেই গেল। কোনরকমে হাঁটাহাঁটিটুকু করতে পারছিলাম (ঘরের সীমানার মধ্যেই অবশ্য), কিন্তু এখন বিছানা থেকে টেবিলটার কাছ পর্যন্ত পেঁছিতে আমার কষ্ট হয়। এবং অবস্থাটা যে এর চেয়েও খারাপ দাঁড়াবে, তা জানি। আগামীকাল যে আমার অবস্থা কী দাঁড়াবে তা কেউ জানে না।

'ইদানীং আর আমার বাড়ির বাইরে একেবারে যাওয়া হয় না। আমার জানলা দিয়ে সমুদ্রের ছোট্ট একটা টুকরো মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেহ-মনের এই যে বিরোধ, মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে ? — বিশ্বাসঘাতক দেহটা প্রতি পদে আমাকে মেনে চলতে অস্বীকার করে বসছে, অথচ মনটা আমার একজন বলশেভিকের — এমন একজন বলশেভিকের, যে কাজ করার জন্যে একান্ত উদ্‌গ্রীব, সংগ্রামী সৈনিকদের সারিতে, তোমরা যারা গোটা লড়াইয়ের মোর্চা-জুড়ে এগিয়ে চলেছো নিদারুণ তুষার-ঝঞ্জার মতো, তাদেরই পাশাপাশি থাকাই যার একমাত্র কামনা।

'আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, কর্মিদলের মধ্যে আমি আবার ফিরে যাব, সৈনিকদের সারিতে গিয়ে আমিও জায়গা নেব, বেয়নেট বাগিয়ে ধরব শত্রুকে আক্রমণ করার জন্যে। এ বিশ্বাস আমাকে রাখতেই হবে, না-রাখার কোন অধিকারই আমার নেই। দশ বছর ধরে পার্টি আর কমসমোল আমাকে লড়াই করতে শিখিয়েছে এবং আমাদের সবাইকে উদ্দেশ করে আমাদের নেতা যা বলে গেছেন, তা আমার পক্ষেও সমানই প্রযোজ্য: 'বলশেভিকরা জয় করে নিতে পারে না এমন কোন দুর্গ নেই।'

'ইদানীং পুরোপুরি পড়াশোনার মধ্যে দিয়েই আমার জীবনটা কাটছে। শুধু বই, আর বই। অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি, আরতিওম। সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্য ভাল করে অনুশীলন করেছি। বাড়িতে বসে চিঠিপত্রের মারফতে কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার যে-ব্যবস্থা আছে, আমি সেটার প্রথম বছরের পরীক্ষায় পাশ করেছি। বিকেলের দিকে তরুণ কমিউনিস্টদের একটা পাঠ-চক্র পরিচালনা করছি। পার্টি সংগঠনের প্রত্যক্ষ কর্মজীবনের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এই তরুণ কমরেডরা। আর আছে তাইয়ার মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার বিষয়টা আর আমার এই স্নেহময়ী স্ত্রীর ভালোবাসা আর সাদর পরিচর্যা। আমরা দু'জনে বড়ো বন্ধু। খুব সাদাসিধেভাবে সংসার চলে

আমাদের — আমার পেনশনের বত্রিশ রুবল আর তাইয়ার রোজগার মিলিয়ে বেশ চলে যাচ্ছে আমাদের। যে-পথ বেয়ে আমি পার্টিতে এসেছি, তাইয়াও সেই পথেই এগুচ্ছে: ও ঝির কাজ করত, এখন একটা ক্যাণ্টিনে ডিশ্ ধোয়ার কাজ নিয়েছে (এই শহরে কোন কলকারখানা নেই)।

'সেদিন ও আমাকে ভারি গর্বের সঙ্গে মহিলা বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া ওর প্রথম পরিচয়পত্রখানা দেখাচ্ছিল। এটা ওর কাছে শুধু একটা কাগজের টুকরোমাত্র নয়। ওর মধ্যে আমি এক নতুন নারীর জন্ম দেখতে পাচ্ছি এবং এই জন্মপ্রক্রিয়ায় আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্য করছি। কখনও বড়ো কোন কারখানায় ও কাজ করবে, সেখানে কাজের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ শ্রমিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে ও সুপরিণত হয়ে উঠবে। কিন্তু ওর পক্ষে এখানে যেটুকু করা সম্ভব, সেইটেই করছে ও।

'তাইয়ার মা দু'বার এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে। নিজের অজানতেই সে তাইয়াকে আবার তুচ্ছতায় ভরা, সংকীর্ণ স্বার্থপর জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমি আল্বিনাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম যে তার মেয়ে যে-পথ বেছে নিয়েছে, সেই পথটাকে সে যেন তার নিজের ভাগ্যহত অতীত জীবনের ছায়া ফেলে অন্ধকারে ঢেকে না দেয়। কিন্তু কোন ফল হয় নি তাতে। আমার মনে হচ্ছে, একদিন না একদিন মা এসে তার মেয়ের পথরোধ করে দাঁড়াবে, আর, তখন একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে।

'তোমার হাতখানা চেপে ধরলাম।

তোমার পাভেল।'

* * *

পুরনো মাৎসেস্তা'য় পাঁচ-নম্বর স্বাস্থ্যনিবাস... পাহাড়ের গা খুঁড়ে একটা তাক-মতো বের করে নেওয়া হয়েছে, তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এই তিনতলা ইঁটের বাড়িটা। চারিদিকে ঘন বন। প্যাঁচালো পাক খেয়ে একটা রাস্তা নেমে গেছে নিচে। খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে বাতাস বয়ে আনছে খনিজ জলের ফোয়ারাগুলোর গন্ধকের ঘ্রাণ। পাভেল করচাগিন একা রয়েছে এই ঘরে। কাল নতুন রোগীরা এলে সে এই ঘরে একজন সঙ্গী পাবে। জানলার বাইরে পায়ের শব্দ আর পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেল সে। জনকতক লোক কথাবার্তা বলছে। কিন্তু পাভেল এই গভীর খাদের গলাটা কোথায় শুনেছে যেন আগে? স্মৃতির গহনে চাপা পড়ে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসা, কিন্তু অ-বিস্মৃত একটি নাম ফুটে উঠল তার মনের পটে: 'লেদেনেভ

ইগ্নকেন্তি পাভ্‌লভিচ, ও ছাড়া আর কেউ নয়!’ রীতিমত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পাভেল ডাকল তার বন্ধুকে, আর, এক মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল — লেদেনেভ বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সোৎসাহে করমর্দন করছে।

‘তাহলে করচাগিন দেখছি এখনও চালিয়ে যাচ্ছ, অ্যাঁ? আচ্ছা, নিজের পক্ষ থেকে কী তোমার বলার আছে বল দিকি? অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার জন্যে তুমি যে সত্যিই উঠে-পড়ে লেগে গেছ, এমনটা তো নয় নিশ্চয়ই! ওসব চলবে না! আমার উদাহরণটা অনুসরণ করা উচিত তোমার। আমাকেও ডাক্তাররা তাকের ওপর তুলে রাখতে চেয়েছিল — কিন্তু ওদের মুখে ছাই দিয়ে এই আমি দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি।’ বলতে বলতে ভারি আমোদের হাসি হেসে উঠল লেদেনেভ। কিন্তু এই হাসির আড়ালে প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আর দুঃখটা অনুভব করল পাভেল।

দু’ঘণ্টা প্রাণচঞ্চল কথাবার্তার মধ্যে একসঙ্গে কাটাল তারা। মস্কোর সমস্ত সাম্প্রতিক খবরাখবর পাভেলকে জানাল লেদেনেভ। কৃষিতে যৌথখামারের প্রবর্তন আর গ্রামজীবনকে নতুন করে সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে পার্টি যেসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কাছ থেকেই সেগুলো পাভেল এই প্রথম শুনল। গভীর আগ্রহের সঙ্গে লেদেনেভের প্রত্যেকটি কথা যেন মনের মধ্যে গেঁথে নিল সে।

‘আমি তো এদিকে ভাবছিলাম, তোমার দেশ ইউক্রেনের কোন জায়গায় গিয়ে হয়ত তুমি উঠে-পড়ে কাজে লেগে গেছ,’ বলল লেদেনেভ, ‘তুমি আমায় হতাশ করলে দেখছি। আচ্ছা, যাক গে। আমার অবস্থা তো আরও খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিলাম শয্যাশায়ী থাকতে হবে সারা জীবনই, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ, এখনও খাড়া আছি আমি। ইদানীং আর শান্তভাবে নিরুপদ্রবে দিন কাটাবার কোন উপায় নেই। মোটেই চলবে না তাহলে! স্বীকার করতেই হবে: মাঝে মাঝে স্রেফ একটু দম নেবার জন্যে সামান্য দিন কয়েকের মতো জিরিয়ে নিলে যে কি চমৎকার হত, সেই চিন্তাটা আমাকে পেয়ে বসে। আর যাই হোক, আমার তো আর আগেকার মতো বয়েস নেই, দৈনিক দশ থেকে বারো ঘণ্টা করে কাজ করাটা মাঝে মাঝে আমার পক্ষে একটু কঠিন হয়েই দাঁড়ায়। তা, এসব কথা একটু-আধটু ভাবতে ভাবতে বোঝাটাকে একটু হাল্কা করে নেবার চেষ্টাও করে থাকি মাঝে মাঝে, কিন্তু ফের সেই একই অবস্থা দাঁড়ায়। কখন্ যে আবার সেই এক-গলা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে রাত্রি বারোটার আগে বাড়ি ফেরার ফুরসত পাওয়া যায় না। যন্ত্রটা যতোই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তার চাকাগুলোও ততোই জোরে ঘোরা শুরু করেছে, আর আমাদের পক্ষে ততোই দিন দিন গতিটা বেড়ে চলেছে যাতে কিনা আমাদের এই বুড়ো-বয়েসীদের স্রেফ জোয়ান-বয়েসীদের মতো না থেকে উপায় নেই।’

উ‘চু কপালটার ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে লেদেনেভ পিতৃসুলভ স্নেহের সুরে বলল, ‘আচ্ছা, এবার তোমার নিজের কথা বল।’

লেদেনেভের সঙ্গে তার শেষ দেখা হবার পর যা যা ঘটেছে, পাভেল তার একটা বিবরণ দিয়ে গেল। বলতে বলতে অনুভব করল তার বন্ধুর সহানুভূতিভরা দুই চোখে সমর্থনের চাউনি।

* * *

বারান্দাটার এক কোণে ডালপালা-ছড়ানো গাছগুলোর ছায়ার নিচে একটা ছোট টেবিলের চারধারে স্বাস্থ্যনিবাসের একদল রোগী বসে আছে। ওদের মধ্যে একজন তার ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকে ‘প্রাভদা’ পড়ছে। তার গায়ে কালো রুশী শার্ট, মাথায় জীর্ণ পুরনো ক্যাপ, বহুকাল না-কামানো রোদে পোড়া শীর্ণ মুখ আর গভীর গতের্র মধ্যে বসে-যাওয়া নীল চোখ দেখেই বোঝা যায় সে একজন বহুদিনের অভিজ্ঞ খনি-মজুর। বারো বছর হয়ে গেল — খ্রিসান্ফ্ চের্নকজভ খনির কাজ ছেড়ে এসে একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে বহাল হয়েছে, কিন্তু তবু তাকে দেখে মনে হয় যেন সে সবে খনির খাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার হাবভাব, চলা-ফেরা, কথা বলার ভঙ্গি — সবকিছুর মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার পেশাটা।

চের্নকজভ প্রাদেশিক পার্টি ব্যুরোরও সভ্য। একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি তার শক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছে: ঘৃণা করে চের্নকজভ তার ‘গ্যাংগ্রিন’-দুষ্ট পা-টাকে, যার জন্য সে আজ প্রায় ছ’মাস হতে চলল শয্যাশায়ী হয়ে আছে।

তার সামনে বসে চিন্তাচ্ছন্নভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ঝিগিরেভা — আলেক্সান্দ্রা আলেক্সেয়েভনা ঝিগিরেভা — সাঁইত্রিশ বছরের এই মহিলাটি উনিশ বছর ধরে পার্টি সভ্য। পিটার্সবুর্গের গুপ্ত-আন্দোলনের কমরেডরা তার নাম দিয়েছিল — ‘ধাতু-মজুরনী শুরোচ্কা’। সাইবেরিয়ায় যখন সে নির্বাসিত হয়, তখন সে ছিল প্রায় বালিকা-বয়সী।

এই দলের তিন-নম্বর সভ্য পান্কভ। পাশের দিক থেকে দেখতে যেন খোদাই করা তার মুখখানা। তার সুন্দর চুলওয়ালা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে একটা জার্মান পত্রিকার ওপরে। শিঙের ফ্রেমওয়ালা তার বিরাট চশমাটা ঠিকমতো বসিয়ে নেবার জন্য মাঝে মাঝে সে হাত তুলছে। ত্রিশ বছর-বয়সী, ব্যায়ামবিদের মতো সুগঠিত-দেহ এই যুবকটি যখন পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট তার পা-টা টেনে টেনে চলা-ফেরা করে তা তখন দেখে কষ্ট হয়। পান্কভ একজন লেখক এবং সম্পাদক, শিক্ষার জন-কমিশারিয়েটে কাজ

করে। সে ইউরোপ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ এবং গোটাকতক বিদেশী ভাষা জানে। রীতিমত পণ্ডিত লোক সে — এমন কি, গম্ভীর প্রকৃতির চেরনকজভ পর্যন্ত তাকে খুব সমীহ করে চলে।

'এই বুঝি তোমার ঘরের সঙ্গী?' পাভেল করচাগিন যে-চাকাওয়ালা চেয়ারটায় বসে আছে, সেদিকে মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে ঝিগিরেভা জিজ্ঞেস করল চেরনকজভকে।

চেরনকজভ খবরের কাগজটা থেকে মুখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কুঁচকানো ভুরু জোড়া মসৃণ হয়ে গেল, 'হ্যাঁ, ওই করচাগিন। ওর সঙ্গে আলাপ করে নিন, শুরা। রোগ ওকে ভারি কাবু করে ফেলেছে — বড়ো ক্ষোভের কথা। তা নইলে ছেলেটা খুব শক্ত শক্ত জায়গায় আমাদের খুবই কাজে লাগতে পারত। কমসমোলের একেবারে গোড়ার দলেও ও একজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওকে যদি আমরা সাহায্য করি — এবং সে সাহায্য আমি ওকে করব বলেই মনস্থ করেছি — তাহলে ও এখনও কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।'

পানকভও শুনছিল চেরনকজভের কথাগুলো।

'ওর অসুখটা কী?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল শুরা ঝিগিরেভা।

'গৃহযুদ্ধের সময়কার জের আর কি। মেরুদণ্ডের কি একটা ব্যাধি। আমি এখানকার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি তো বললেন ওর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বেচারি!'

শুরা বলল, 'আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসি এখানে।'

এইভাবে ওদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল। পাভেল তখন জানত না যে ঝিগিরেভা আর চেরনকজভ তার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠবে এবং ব্যাধির ভারে আক্রান্ত তার ভবিষ্যৎ জীবনে এরাই হবে তার প্রধান অবলম্বন।

* * *

আগেকার মতোই বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। তাইয়া কাজ করছে আর পাভেল পড়াশোনা করে চলেছে। পাঠচক্রগুলোর কাজটা শুরু করামাত্রই আরেকটা নিদারুণ বিপত্তি এসে তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। তার দুটো পাই সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল। এখন শুধু ডানহাতখানাই সে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করতে পারবে। বারবার চেষ্টা করার পর যখন সে বুঝল যে তার আর নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই, তখন ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল। তাইয়া যে পাভেলকে সাহায্য করতে অক্ষম, এই

কথাটা মনে হতেই তাইয়া হতাশা-মেশানো তীব্র একটা ক্ষোভ অনুভব করল, কিন্তু বীরত্বের সঙ্গে এই হতাশা আর বিক্ষোভটাকে চেপে গেল। পাভেল ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'এবারে আমাদের ভিন্ন হয়ে যেতে হবে, লক্ষ্মীটি। আমাদের চুক্তির মধ্যে আর-যাই থাক, এটা তো আর ছিল না। কথাটা আজ আমি একবার ভাল করে ভেবে দেখব।'

কিন্তু তাইয়া তাকে আর কোন কথা বলতে দেবে না। চোখের জল আর চেপে রাখতে না পেরে পাভেলের বুকে মুখ গুঁজে কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ল সে।

আর্তিওম তার ভাইয়ের এই সাম্প্রতিকতম বিপত্তির কথাটা জানতে পেরে মাকে চিঠি লিখল। মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা সবকিছু ফেলে রেখে সঙ্গে সঙ্গে চলে এল ছেলের কাছে। এখন থেকে তারা তিনজনে একসঙ্গে থাকতে লাগল। তাইয়া এবং এই বৃদ্ধাটি প্রথম থেকেই পরস্পরকে ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

সমস্ত রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও পাভেল এরই মধ্যে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

দুর্যোগপূর্ণ এক শীতের সন্ধ্যায় তাইয়া বাড়ি ফিরে এল তার প্রথম জয়ের খবর নিয়ে: শহর সোভিয়েতে নির্বাচিত হয়েছে সে। এর পর থেকে পাভেল খুব কমই তার দেখা পায়। স্বাস্থ্যনিবাসের রান্নাঘরে তাইয়া কাজ করে, সেখানে তার সারাদিনের কাজের শেষে সোজা সে যায় শহর সোভিয়েতের দপ্তরে, আর অনেক রাত্রে ফিরে আসে ক্লান্ত হয়ে, কিন্তু অনেক কিছু নতুন ধারণা মাথায় নিয়ে। শিগগিরই সে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত করবে এবং সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটির জন্য আগ্রহভরা আশা নিয়ে সে প্রস্তুত হচ্ছে। এমন সময়ে দুরদৃষ্ট আরেকটা আঘাত হানল। পাভেলের ক্রমবর্ধমান রোগটা ধীরে ধীরে তার কাজ চালিয়ে আসছিল। হঠাৎ একটা অসহ্য জ্বালা ধরানো যন্ত্রণা তার ডান চোখটাকে যেন ছুঁচ দিয়ে বিঁধতে লাগল। বাঁ চোখের কাছ পর্যন্ত যন্ত্রণাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকল। চারপাশের সমস্ত কিছুকে আড়াল করে দিয়ে একটা কালো পর্দা নেমে এল এবং পরিপূর্ণ দৃষ্টিহীনতার ভীষণতা পাভেল জানল জীবনে এই প্রথম।

নিঃশব্দে এই নতুন বাধাটা এসে তার পথ রুখে দাঁড়িয়েছে — অলঙ্ঘনীয় ভয়ংকর এ বাধা। এই ব্যাপারটা তাইয়াকে আর মাকে নিদারুণ হতাশায় আচ্ছন্ন করে দিল। কিন্তু পাভেল তুহিন-শীতল একটা শান্ত মনোভাব নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, 'আমাকে অপেক্ষা করে থেকে দেখে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে। সত্যিই যদি আর এগুবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, কর্মিদলের মধ্যে ফিরে যাবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা যদি এই দৃষ্টিহীনতার ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই সবকিছু চুকিয়ে ফেলতেই হবে আমায়।'

পাভেল তার বন্ধুদের চিঠি লিখল আর জবাবে তারা তাকে উৎসাহ জোগাল সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য।

এই নিদারুণ লড়াইটা চলতে থাকার সময়ে একদিন তাইয়া বাড়ি ফিরে এসে উজ্জ্বল মুখে ঘোষণা করল, 'আমি এখন পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী, পাভ্‌লুশা।'

যে মিটিং-এ তার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে, সেই আলোচনা বৈঠকের একটা উত্তেজিত বিবরণ দিয়ে গেল তাইয়া — শুনতে শুনতে পাভেলের মনে পড়ল পার্টির ভেতরে তার নিজের প্রথম পদক্ষেপের কথাটা।

তাইয়ার হাতখানা জোরে চেপে ধরে সে বলল, 'তাহলে, কমরেড করচাগিনা, তুমি আর আমি দু'জনে এখন থেকে একটা 'পার্টি ফ্র্যাক্‌শন' হলাম।'

পরের দিন পাভেল জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদককে একটা চিঠি লিখল — সে যেন একবার এসে তার সঙ্গে দেখা করে। সেই দিনই বিকেলের দিকে সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে-লাগা একটা গাড়ি বাড়িটার বাইরে এসে থামল এবং এক মিনিট বাদেই দেখা গেল জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদক ভোল্‌মের পাভেলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। মাঝ-বয়েসী একজন লাত্‌ভিয়ান এই ভোল্‌মের, আকর্ণ-বিস্তৃত তার দাড়ি।

'আচ্ছা, আছ কেমন ? তোমার এরকম ব্যবহারের মানেটা কী, অ্যাঁ ? খাড়া হয়ে যাও দেখি, আমরা তোমায় এক্ষুনি গ্রামের দিকে কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি,' হাল্কা হাসির সঙ্গে সে বলে উঠল।

তার যে একটা সভায় উপস্থিত থাকার কথা, সেটা একদম ভুলে গিয়ে দু'ঘণ্টা রইল সে পাভেলের কাছে। কাজ পাবার জন্য পাভেলের আবেগদীপ্ত আবেদন শুনতে শুনতে সে ঘরটায় পায়চারি করল।

পাভেলের বলা শেষ হয়ে গেলে সে বলল, 'পাঠচক্রের কথা-টথা এখন বন্ধ কর। বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে। আর, তোমার ওই চোখ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে আমাদের। এখনও হয়ত কিছু একটা করা সম্ভব। মস্কোতে গিয়ে কোন বিশেষজ্ঞ চোখের ডাক্তারকে দেখালে কেমন হয় ? তুমি ভেবে দেখো এটা...'

তার কথায় বাধা দিল পাভেল, 'আমি চাই মানুষের মধ্যে থাকতে, কমরেড ভোল্‌মের, রক্তমাংসে গড়া মানুষদের মধ্যে ! আগের চেয়ে এখনই এটা আমার আরও বেশি দরকার। একা একা থাকতে পারব না আমি। আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তরুণদের, যাদের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে কম। গ্রামে গ্রামে ওরা একটু বেশিরকম বাঁয়ে ঝুঁকছে — যৌথখামারের পরিধি যথেষ্ট নয় মনে ক'রে ওরা কমিউন সংগঠিত করে তুলতে চাচ্ছে। কমসমোলদের জান তো, ওদের যদি না সামলাও, তাহলে সারি

ভেঙে ছুটে অতিরিক্ত এগিয়ে যেতে চাইবে ওরা। আমি নিজেই এইরকম ছিলাম এককালে।'

ভোল্মের তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এসব খবর জানলে কী করে? সবে তো আজ ওরা জেলা থেকে খবর এনেছে।'

হাসল পাভেল, 'আমার স্ত্রী বলেছে। তোমার বোধহয় মনে আছে তাকে? গতকাল তাকে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।'

'করচাগিনার কথা বলছ নাকি — ওই যে ডিশ্ ধোয়, সেই মেয়েটি? তোমার স্ত্রী! তা তো জানতাম না!' দু'-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপর মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে যেতেই কপালের ওপরে একটা চাপড় মেরে বলল, 'আচ্ছা, কাকে তোমার কাছে পাঠাব, বলি শোন: লেভ বের্সেনেভ। ওর চেয়ে ভাল কমরেডের সঙ্গ কামনা আর করতে পারবে না তুমি। ও একেবারে তোমার মনের মতো মানুষ, তোমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি দুটো ট্রান্সফর্মারের মতো। এককালে আমি ইলেকট্রিশিয়ান ছিলাম জান, তাই প্রায়ই এই বিশেষ বিশেষ শব্দ বলি। লেভ তোমার জন্যে একটা রেডিও-সেট বানিয়ে দেবে — ও এসব কাজে খুব ওস্তাদ। আমি তো ওর ওখানে প্রায়ই রাত্রি দুটো পর্যন্ত কানে ওই ইয়ার-ফোন লাগিয়ে বসে থাকি। আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সত্যি সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছিল — ওই অতো রাত্রে বাড়ি ফেরার মানেটা কী, সে সম্বন্ধে কৈফিয়ত দাবি করে বসেছিল।'

হাসল করচাগিন।

'বের্সেনেভ কে?' জিজ্ঞেস করল সে।

পায়চারি থামিয়ে বসে পড়ল ভোল্মের, 'ও আমাদের একজন উকিল। কিন্তু আসলে, এই আমি যেমন ব্যালে-নাচিয়ে ও তেমনি উকিল। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত ও একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিল। ১৯১২ থেকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে আছে, অক্টোবর বিপ্লবের সময় থেকে পার্টি সভ্য। গৃহযুদ্ধের সময় দু'-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির বিপ্লবী আদালতে কাজ করেছে, তখন ককেশাসে শ্বেতরক্ষী পরজীবীদের খতম করা হচ্ছিল। ও আবার সারিৎসিনেও, দক্ষিণ যুদ্ধ-ফ্রন্টেও। তারপর কিছুদিন দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সামরিক আদালতের সভাপতি হল। ওখানে ও ছিল বড়ো কষ্টের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মায় ধরে ওকে। দূর প্রাচ্যের কাজ ছেড়ে এখানে এই ককেশাসে চলে আসে। প্রথমে ও প্রাদেশিক আদালতের সভাপতি হিসেবে, তারপর প্রাদেশিক আদালতের সহ-সভাপতি হিসেবে কাজে লাগে। তারপর ফুসফুসের রোগ একেবারে কাবু করে ফেলল ওকে। ব্যাপার দাঁড়াল — হয় ওকে এখানে এসে চুপচাপ বিশ্রাম নিতে হবে, আর না হয় পঞ্চত্ব পেতে হবে। অতএব এইভাবে আমরা এমন একজন

বিশিষ্ট উকিল পেয়ে গেছি। কাজটিও বেশ দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট ধরনের — ওর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ। যাই হোক, এখানকার লোকে তো ক্রমে ক্রমে ওকে টেনে আনল একটা গ্রুপের মধ্যে। তার পরেই ও জেলা কমিটিতে নির্বাচিত হয়ে গেল, একটা রাজনীতিক ইস্কুলের ভার দিল ওকে, তারপর নিয়ন্ত্রণ কমিশনেও এনে বসিয়ে দিয়েছে। যেকোন গোলমেলে ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন কমিশন নিযুক্ত হলেই ও সেই সব কমিশনের অবধারিত সভ্য। এই সব ছাড়াও, ও আবার শিকারে বেরোয়, দারুণ রেডিও-বাতিকগ্রস্ত এবং ওর যে মাত্র একটা ফুসফুস, তুমি ওকে দেখে সেটা বিশ্বাসই করতে পারবে না। প্রচণ্ড উদ্যমে একেবারে ফেটে পড়ছে। ও যদি মারা যায়, তাহলে নিশ্চয় জেলা কমিটি থেকে আদালতে যাবার পথের মাঝখানে কোথাও মারা পড়বে।'

ভোল্‌মেরকে থামিয়ে দিয়ে পাভেল তীক্ষ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে এতোগুলো বোঝা তোমরা ওঁর ঘাড়ে চাপিয়েছ কেন? উনি তাহলে তো এখানে এসে আগের চেয়ে বেশিই কাজ করছেন!'

দুষ্টুমি-ভরা চোখে ভোল্‌মের তাকাল তার দিকে, 'আরে, আমি যদি তোমাকে একটা পাঠচক্রের আর অন্য কিছু একটা কাজের ভার দিই, তাহলে লেভ বের্‌সেনেভ-ও ঠিক এই রকমই এসে বলবে, 'এতোগুলো বোঝা কি করচারিগনের ঘাড়ে না চাপালেই নয়?' কিন্তু নিজের বেলায় ও বলে, পাঁচ বছর হাসপাতালে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার চেয়ে এক বছর খুব জোরদার রকমের কাজ চালিয়ে যাওয়াটা ওর ঢের পছন্দসই। দেখে-শুনে তো মনে হচ্ছে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার আগে আর আমাদের নিজেদের লোকজনদের সম্বন্ধে ঠিকমতো নজর দিয়ে উঠতে পারব না।'

'কথাটা ঠিক — আমিও পাঁচ বছরের বদ্ধতার চেয়ে এক বছরের সক্রিয় জীবন ঢের বেশি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা অত্যন্ত অন্যায় রকমে আমাদের শক্তির অপচয় ঘটাই। এখন আমি বুঝি যে, এটা বীরত্বের লক্ষণ ততোটা নয় যতোটা স্বতঃস্ফূর্ততা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার লক্ষণ। এখন এই এতোদিনে আমি বুঝতে শুরু করেছি যে, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন নির্বোধের মতো অসাবধান হবার কোন অধিকারই আমার ছিল না। এখন দেখতে পাচ্ছি যে তার মধ্যে বীরত্বের কিছুই নেই। ওই ভ্রান্ত আত্মোৎসর্গের ধারণাটা যদি আমার মাথায় না থাকত, তাহলে আরো গোটাকতক বছর বেশি টিকতে পারতাম। অর্থাৎ, বামপন্থার শিশু রোগ আমার একটা প্রধান বিপদ।'

'এখন এই সব কথা ও বলছে বটে,' মনে মনে ভাবল ভোল্‌মের, 'কিন্তু পায়ের

ওপর একবার খাড়া হয়ে দাঁড়াতে দাও, দেখবে কাজ ছাড়া আর সবকিছুই ভুলে গেছে ছেলেটা।' কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে।

পরের দিন বিকেলে লেভ বেরসেনেভ এল। মাঝরাত্রি হয়ে গেল তার পাভেলের কাছ থেকে বিদায় নিতে। বহু বছর আগের হারানো ভাইটিকে ফিরে পেয়েছে — এরকম একটা মনোভাব নিয়ে সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে ফিরল সে।

পরের দিন সকালে করচাগিনের ঘরের ছাদে বেতারের এরিয়েলের খুঁটি আর তার লাগানো হল। ঘরের মধ্যে তখন লেভ তার অতীত জীবনের নানান কৌতূহল-জাগানো ঘটনার কাহিনী পাভেলকে বলতে বলতে রিসিভিং-সেটটা ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। পাভেল তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তাইয়া তার যে-বর্ণনা দিয়েছে, তার থেকে পাভেল তার চেহারাটা বুঝে নিয়েছে — লম্বা, সোনালী চুলওয়ালা, নীল-চোখ যুবক এই লেভ, তার চলন-বলনের মধ্যে একটা উত্তেজনা-চালিত ভঙ্গি আছে — লেভ-এর সঙ্গে প্রথম আলাপের মুহূর্তে পাভেল তার হুবহু এই রকম চেহারার কল্পনাই করেছিল।

সন্ধ্যা আসতে ঘরে তিনটে ছোট ছোট ভাল্ভ্ মৃদু আলোয় জ্বলতে থাকল। বিজয়ীর ভঙ্গিতে লেভ পাভেলের হাতে তুলে দিল ইয়ার-ফোন। এলোমেলো সব বিশৃঙ্খল আওয়াজে ভরে উঠেছে ঈথর। বন্দরের ট্র্যান্সমিটার থেকে কিচিরমিচির একটা আওয়াজ আসছে একদল পাখির চেঁচামেচির মতো। সমুদ্রের ওপরে কাছাকাছি কোন জাহাজের বেতার থেকে বেরিয়ে আসছে ফুটকি আর ড্যাশ-চিহ্নের স্রোত। কিন্তু এই সমস্ত গোলমাল আর আওয়াজগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে যে ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে থেকে টিউনিং কয়েলটি বাছাই করে নিল একটা আত্মপ্রত্যয়-ভরা প্রশান্ত গলা, তারপর কয়েলটি সেইখানেই স্থির হয়ে রইল:

'মস্কো রেডিও থেকে বলছি...'

ছোট্ট এই রেডিও-সেটটা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ষাটটা বেতার কেন্দ্রকে পাভেলের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। যে-জীবন থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেটা আবার তার কাছে এসে পড়ল এই ইয়ার-ফোনের পাতলা পর্দার মধ্যে দিয়ে। পাভেল আবার অনুভব করতে পারছে সেই বৃহত্তর জগতের নাড়ীর বলিষ্ঠ গতিচাঞ্চল্য।

পাভেলের চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখে ক্লান্ত বেরসেনেভ তৃপ্তির হাসি হাসল।

* * *

মস্ত বড়ো বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে এপাশ-ওপাশ করতে করতে কী যেন বিড়বিড়িয়ে বলল তাইয়া। পাভেল আজকাল খুব কমই তার স্ত্রীর দেখা পায়।

অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফেরে সে। কাজের পেছনে ক্রমশই বেশি করে সময় দিতে হচ্ছে তাকে এবং বিকেলের দিকে ইদানীং সে ফুরসত পায় ক্বচিৎ কখনও। এ সম্বন্ধে বের্‌সেনেভের কথাটা মনে পড়ে পাভেলের, 'কোন বলশেভিকের বউটিও যদি পার্টি কমরেড হয়, তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে দেখাশোনাটা খুব বিরল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এর দুটো সুবিধের দিক আছে: পরস্পরের কাছে তারা কোনদিন একঘেয়ে হয়ে উঠবে না, ঝগড়া করারও সময় হবে না তাদের!'

সত্যিই তো, সে আপত্তি করবে কী করে? এছাড়া আর কীই বা আশা করতে পারত সে? এক সময়ে তাইয়ার বিকেলগুলি ছিল পাভেলেরই জন্য। তখন তাদের সম্পর্কটা ছিল আরও নিবিড়, আরও বেশি স্নেহের মাধুর্যে ভরা। কিন্তু তখন তাইয়া ছিল শুধু স্ত্রী, পাভেলের সঙ্গিনী মাত্র; এখন সে তার ছাত্রী এবং পার্টি কমরেড।

সে জানে, তাইয়া যতোই রাজনীতির দিক থেকে সুপরিণত হয়ে উঠবে, পাভেলের জন্য সে ততোই কম সময় দিতে পারবে। তাই যা অনিবার্য সেটা মেনে নিয়েছে পাভেল।

একটা পাঠচক্র পরিচালনার কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে, বিকেলের দিকে আবার তার ঘরখানা ভরে উঠছে নানা কণ্ঠের মিলিত আওয়াজের গুঞ্জনধ্বনিতে। তরুণদের সঙ্গে এই কয়েক ঘণ্টা কাটানোর ফলে পাভেল নতুন উদ্যম আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে।

বাকি সময়টা তার কাটে রেডিও শুনে। খাবার সময়ে তার ইয়ার-ফোন কান থেকে খুলে নেবার জন্য মাকে বড়ো মুশকিলেই পড়তে হয়।

অন্ধ হয়ে যাবার ফলে সে যা হারিয়েছিল, এই রেডিওটা আবার তাকে সেই জ্ঞান আহরণের সুযোগটুকু ফিরিয়ে দিয়েছে। দেহে তার নিদারুণ যন্ত্রণা; দুই চোখে তীব্র জ্বালা-ধরা বেদনা; নির্মম দুরদৃষ্ট তার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে কষ্টের বোঝা— কিন্তু জ্ঞানসঞ্চয়ের সর্বগ্রাসী কামনা তাকে এই সবকিছুই ভুলে থাকতে সাহায্য করেছে।

রেডিওটা যখন মাগ্‌নিতোস্ত্রোই-এর খবরে সেখানকার কমসমোল সভ্যদের বীর-কৃতিত্বের বিবরণ দিয়ে গেল, তখন আনন্দে ভরে উঠল পাভেলের বুক। এই তরুণ কমিউনিস্টরা সব পাভেলদের পরবর্তী দলের ছেলেমেয়ে।

নির্মম তুষার-ঝড় আর একপাল ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মতো ভয়ংকর সেই ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া উরালের মাটি— দৃশ্যটাকে কল্পনা করতে লাগল পাভেল। বাতাসের গর্জন তার কানে বাজতে লাগল, আর চোখের সামনে ফুটে উঠল তুষার-ঝড়ে-পড়া ঘূর্ণির মধ্যে একদল কমসমোল তরুণ— যারা তার পরে জন্মেছে— বিরাট বিরাট কারখানা-বাড়িগুলোর ছাদে আর্ক ল্যাম্পের আলোয় জানলায় জানলায় শার্সি লাগাচ্ছে, প্রথম দফার বড়ো বড়ো দামী যন্ত্রপাতিগুলো তুষার-ঝড় আর বরফের আক্রমণ থেকে

বাঁচাবার জন্য। এর তুলনায়, তাদের প্রথম দলের সেই কিয়েভের কমসমোল তরুণদের বনের মধ্যে রেলপথ তৈরির কাজে ঝড়-জল-তুষারপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারটা কতো তুচ্ছ বলে মনে হয়! দেশ ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠছে, আর সেই সঙ্গে দেশের মানুষগুলোও।

ওদিকে নীপারের জলস্রোত লোহার বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মানুষ আর যন্ত্রপাতি। এবং আরেকবার সেখানেও কমসমোল তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঁধের ফাটল রুখবার জন্য — দু'দিন ধরে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা সেই দুর্দমনীয় স্রোতের তোড়কে ফের বাগ মানিয়েছে। পাভেলের পরবর্তী নতুন একদল কমসমোল তরুণ এগিয়ে চলেছে এই বিরাট সংগ্রামের পুরোভাগে। এবং এই বীরদলের নামের তালিকায় পাভেল শুনে আনন্দ পেল তার পুরনো কমরেড ইগনাৎ পানক্রাতভের নাম।

নবম অধ্যায়

মস্কোয় এসে প্রথম কয়েকটা দিন ওরা রইল এক দপ্তরের মহাফেজখানার একটা ভাঁড়ার ঘরে। এই দপ্তরের কর্তা পাভেলকে বিশেষ একটা ক্লিনিকে ভরতি করার জন্য ব্যবস্থা করছিল।

এতোদিনে পাভেল উপলব্ধি করেছে — যখন সে তরুণ ছিল আর তার শরীর শক্ত ছিল, তখন তার পক্ষে বীরত্ব দেখানো ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু এখন যখন জীবন তাকে লোহার মতো শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে, তখন কোট বজায় রাখাটা একটা সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

* * *

দেড় বছর হল পাভেল করচাগিন মস্কোয় এসেছে। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভরা আঠারোটি মাস।

চক্ষু-চিকিৎসাগারের অধ্যাপক আভেরবাখ পাভেলকে খোলাখুলিই জানিয়ে দিয়েছেন যে তার আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার কোন আশা নেই। ভবিষ্যতে কোন সময়ে প্রদাহটা কমে গেলে, চোখের তারার ওপরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হতে পারে। ইতিমধ্যে, প্রদাহটা বন্ধ করার জন্য তিনি একটা অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

পাভেলের মত আছে কিনা জানতে চাইলেন তাঁরা। পাভেল ডাক্তারদের বলল, যা যা করা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন সবই করতে পারেন।

এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে রইল সে অস্ত্রোপচারের টেবিলের ওপরে, তার

গলার মধ্যে ছুরির ফলাটা বারবার খুঁজে ফিরল প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিটা এবং তিনবার মৃত্যুর কালো ডানার ঝাপটা অনুভব করল সে। কিন্তু নাছোড়বান্দার জেদ নিয়ে পাভেল আঁকড়ে ধরে রইল জীবনকে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দুঃসহ উৎকণ্ঠা ভোগ করার পর তাইয়া তার প্রিয়তমকে দেখতে পেল — মড়ার মতো বিবর্ণ তার মুখ, কিন্তু বেঁচে আছে সে, আর বরাবরের মতোই শান্ত আর ধীর।

'কিছু ভেবো না, লক্ষ্মীটি, আমাকে মেরে ফেলাটা এতো সহজ নয়। আর কিছু না হলেও অন্তত এই সব বিজ্ঞ ডাক্তারের হিসেবগুলোকে ভণ্ডুল করে দেবার জন্যেও আমি বেঁচে থাকব, আর যতোটা পারি সোরগোল তুলে দেব। এঁরা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যা যা বলছেন, সবই সত্যি। কিন্তু যখন এঁরা আমাকে কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে রায় দেবার চেষ্টা করছেন, তখনই এঁদের মস্ত বড়ো ভুল হচ্ছে। এখনও আমি এঁদের দেখিয়ে দেব।'

নতুন জীবনের নির্মাতা যারা, সেই কর্মিদলের মধ্যে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়ানো সম্বন্ধে পাভেল কৃতসংকল্প। কী করতে হবে, তা সে এখন জানে।

* * *

শীত কেটে গেছে, খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বসন্তের জোয়ার। আরেকটা অস্ত্রোপচার সামলে ওঠার পর পাভেলের শরীরটা খুব দুর্বল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আর হাসপাতালে থাকবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছে। রোগ-যন্ত্রণাবিদ্ধ মানবতার এই দৃশ্যের মধ্যে থাকা, চারিদিকে মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত মানুষের গোঙানি আর বিলাপের মধ্যে এই এতো মাস ধরে থাকা — এটা নিজের যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়েও তার পক্ষে ঢের বেশি অসহ্য হয়ে উঠছে।

তাই, যখন আরেকটা অস্ত্রোপচারের জন্য তার কাছে প্রস্তাব করা হল, সে মত না দিয়ে দৃঢ় আর কঠোরভাবে বলল, 'না, যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট রক্ত আমি ঢেলেছি বিজ্ঞানের জন্যে। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, সেটুকু আমি অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাই।'

সেই দিন পাভেল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটা চিঠি লিখে জানাল যে, এখন তার আর চিকিৎসার সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে কোন লাভ নেই, সে মস্কোতেই থাকতে চায় — তার স্ত্রী এখন মস্কোতেই কাজ করছে। এই প্রথম পাভেল পার্টির কাছে সাহায্য চাইল। তার অনুরোধ রাখা হল — মস্কো সোভিয়েত তার থাকার জন্য একটা বাসার বন্দোবস্ত করে দিল। হাসপাতাল থেকে চলে আসার সময়ে সে শুধু একান্ত মনে কামনা করল যেন এখানে আর তাকে ফিরে আসতে না হয়।

ক্রপোত্‌কিন্‌স্কায়া স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে গেছে যে ছোট নিরিবিলি গলিটা, তারই ওপরে অনাড়ম্বর এই ছোট ঘরখানা পাভেলের কাছে যেন মস্ত বড়ো একটা বিলাস। প্রায়ই রাত্রে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পর পাভেলের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে তার পক্ষে হাসপাতালটা সত্যিই হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা অতীতের জিনিস।

তাইয়া ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে পুরোদস্তুর পার্টি সভ্য। চমৎকার কর্মী সে, এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও সে তার কারখানার সবচেয়ে ভাল কর্মীদের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে নেই। অল্পদিনের মধ্যেই তাইয়ার সহকর্মীরা তাকে কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভ্য নির্বাচিত করে এই শান্ত প্রকৃতির অল্পভাষী মেয়েটির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করল। তার স্ত্রী যে ক্রমশই একজন যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠছে — এই গর্ববোধ পাভেলের যন্ত্রণা সইবার ক্ষমতাকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল।

* * *

বাঝানোভা একটা কাজে মস্কোয় এসে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলল তারা। অদূর-ভবিষ্যতে তার সংগ্রামী কর্মিদলের মধ্যে ফিরে আসার পরিকল্পনার কথাটা বাঝানোভাকে বলতে বলতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল পাভেল।

তার রগের চুলে রুপোলি রঙ ধরেছে লক্ষ্য করে কোমল গলায় বাঝানোভা বলল, ‘অনেক কিছু আপনাকে সইতে হয়েছে, দেখছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে নি। এটাই আসল কথা। গত পাঁচ বছর ধরে যে-কাজটা করার জন্যে আপনি তৈরি হচ্ছিলেন সেটা এবারে আরম্ভ করবেন বলে স্থির করেছেন দেখে আমি খুশি। কিন্তু কীভাবে এটা করবেন বলে ঠিক করেছেন ?’

প্রত্যয়ের হাসি হাসল পাভেল, ‘সোজা সোজা দাগ টানা ছক-কাটা একটা কার্ডবোর্ড স্টেন্‌সিলের মতো জিনিস কাল আমাকে এনে দেবে আমার বন্ধুরা। এতে আমি লাইনগুলো ঘুলিয়ে না ফেলেই লিখে যেতে পারব। এটা ছাড়া আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। অনেক ভাবার পরে আমার মাথায় এই ফন্দিটা আসে। বুঝতেই পারছেন — কার্ডবোর্ডের ওপরে খাঁজ-কাটা শক্ত উঁচু ধার-বরাবর পেন্সিল ধরে রেখে যদি লিখে যাই, তাহলে সোজা লাইন ছেড়ে হাত সরে যাবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য কী লিখছি সেটা যদি চোখে দেখতে না পাওয়া যায়, তাহলে লেখাটা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেটা একবারে অসম্ভব নয়। আমি চেষ্টা করে দেখেছি বলেই জানি। ব্যাপারটায় পটু হয়ে উঠতে অবশ্য আমার কিছুদিন সময় লেগেছে, কিন্তু এখন আমি

আরও ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা অক্ষর মনোযোগ দিয়ে লিখতে শিখে যাবার ফলে ফলটা দাঁড়িয়েছে বেশ সন্তোষজনক।'

এইভাবে পাভেল কাজ আরম্ভ করে দিল।

কতোভ্স্কি ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের বীর সৈনিকদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিল সে। উপন্যাসের নামটা আপনা থেকেই মাথায় এসে গিয়েছিল: 'ঝড়ের সন্তান'।

এই উপন্যাসটা লেখার লক্ষ্যে সে এখন তার সমস্ত জীবনটাকে একমুখী করে আনল। ধীরে ধীরে লাইনের পর লাইন লেখা হয়ে কাগজগুলো ভরে উঠতে লাগল। নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অচেতন হয়ে গিয়ে, চিত্রকল্পনার জগতে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে কাজ করে চলল সে এবং জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করল সৃষ্টির যন্ত্রণা। বাস্তব জীবনে যেটা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর, সেই সব উজ্জ্বল আর অবিস্মরণীয় দৃশ্যগুলি যখন লিখিত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রাণহীন আর নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়ায়, তখন শিল্পীর মনে কী তীব্র গ্লানি জমে ওঠে, সেটা পাভেল এই প্রথম জানল।

রচনার পুরোটাই তাকে স্মরণ করে রাখতে হচ্ছে, হুবহু শব্দগুলো পর্যন্ত। সামান্যতম ব্যাঘাতেও তার সমস্ত চিন্তার সূত্র ছিঁড়েখুঁড়ে যায়, কাজটা পিছিয়ে যায়। মা সভয়ে দেখল ছেলের এই অবস্থাটাকে।

মাঝে মাঝে স্মরণশক্তি খাটিয়ে পুরো পাতা ধরে ধরে, এমন কি গোটা একটা অধ্যায় পর্যন্ত আবৃত্তি করে যেতে হয় তাকে। আর এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তার ছেলের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়ায় মারিয়া ইয়াকোভ্লেভনা রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। কাজের সময়ে পাভেলকে কিছু বলতে তার সাহস হয় না, কিন্তু মেঝেয় পড়ে-যাওয়া কাগজগুলো তুলে দেবার সময়ে সে ভীতস্বরে বলে, 'তুই যদি আর কোন কাজে হাত দিতিস, পাভ্লুশা, তাহলে আমি খুশি হতাম। এভাবে সমস্তক্ষণ লিখে চলাটা তোর পক্ষে মোটেই ভাল হতে পারে না...'

মায়ের ভয় দেখে উচ্চকিত হেসে ওঠে পাভেল বৃদ্ধাকে ভরসা দিয়ে বলে, ভাবনার কিছু নেই, এখনও 'হুঁশের লাগাম কেটে বেরিয়ে' যায় নি সে।

* * *

উপন্যাসটির তিনটে অধ্যায় লেখা হয়ে গেল। ওদেসায় কতোভ্স্কি ডিভিশনের যোদ্ধাদের মধ্যে যারা পাভেলের পুরনো কমরেড, তাদের কাছে সে মতামত চেয়ে পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দিল। কিছু দিনের মধ্যেই তারা তার রচনার প্রশংসা করে চিঠি

লিখল। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা তার কাছে ডাকে ফেরত আসার পথে হারিয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল ছ'মাসের পরিশ্রম। সাংঘাতিক আঘাত পেল পাভেল। কোন নকল না রেখে একমাত্র কপিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে তীব্র অনুশোচনা হল তার।

ঘটনাটা জানার পর লেদেনেভ তাকে খুব একচোট বকুনি দিল, 'এতোটা অসাবধান তুমি হলে কী করে? কিন্তু যাক গে, যা আর ফিরে পাবার উপায় নেই, তা নিয়ে মাথা খুঁড়ে লাভ কী। আবার গোড়া থেকে শুরু করতেই হবে তোমায়।'

'কিন্তু, ইন্নকেন্তি পাভ্‌লভিচ, আমার ছ'মাসের পরিশ্রমের ফল হাতছাড়া হয়ে গেল যে! দৈনিক আট ঘণ্টা করে কঠিন পরিশ্রমের ফল! হতভাগা পরগাছাগুলো যতো সব।'

বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল লেদেনেভ।

আবার গোড়া থেকে লেখা শুরু করা ছাড়া কোন উপায় নেই। লেদেনেভ তাকে কাগজের যোগান দিল, পাণ্ডুলিপিটা টাইপ করিয়ে নেবার ব্যাপারে সাহায্য করল। দেড় মাস বাদে প্রথম অধ্যায়টা নতুন করে লেখা শেষ হল।

করচাগিনরা যে ফ্ল্যাটে থাকে, তারই আরেকটা ঘরে থাকে আলেক্সেয়েভ নামে একটি পরিবার। ওদের বড়ো ছেলে আলেক্সান্দর কমসমোলের একটা জেলা কমিটির সম্পাদক। তার বোন গালিয়া — আঠারো বছর-বয়েসী প্রাণোচ্ছল মেয়েটি কারখানার ট্রেনিং স্কুলে পড়া শেষ করেছে। পাভেল মাকে বলল — গালিয়া তার 'সেক্রেটারি' হিসেবে কাজ করতে রাজী আছে কিনা সেটা যেন মা একবার তাকে জিজ্ঞেস করে দেখে। সাগ্রহে রাজী হয়ে গেল গালিয়া। মিষ্টি হাসি-ভরা মুখে একদিন এল সে, পাভেল একটা উপন্যাস লিখছে শুনে তার ভারি আনন্দ। বলল, 'আপনাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে ভারি খুশি হব, কমরেড করচাগিন। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা উচিত — সেই বিষয়ে বাবার হয়ে আমাকে রোজ ভোঁতা ভাষায় একঘেয়ে নির্দেশনামা লিখতে হয় রাশি রাশি, তার চেয়ে এ লেখা আমার ঢের বেশি ভাল লাগবে।'

সেদিন থেকে পাভেলের কাজ এগিয়ে চলল দ্বিগুণ গতিতে। সত্যিই এক মাসের মধ্যে এতোটা লেখা হয়ে গেল দেখে পাভেল বিস্মিত হল। তার এই কাজে গালিয়ার সোৎসাহ অংশগ্রহণ আর সহানুভূতি পাভেলের পক্ষে খুব বড়ো রকম সাহায্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত পেন্সিল চালিয়ে যায় গালিয়া, আর, যেসব জায়গা তার বিশেষভাবে ভাল লাগে, সেই জায়গাগুলো বারবার করে পড়ে পাভেলের এই সাহিত্যিক সফলতায় সে আন্তরিক আনন্দ বোধ করে। গালিয়াই বলতে গেলে এই বাড়ির প্রায় একমাত্র বাসিন্দা যে পাভেলের এই কাজের সার্থকতায় বিশ্বাস করে, অন্যদের ধারণা যে শেষ পর্যন্ত ও করে কিছু হবে না, পাভেল শুধু তার এই বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয়তার অবসরটুকু কাটাবার জন্যই এই কাজে লেগেছে।

লেদেনেভ দিনকতকের জন্য একটা কাজে মস্কোর বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসে প্রথম কয়েকটা অধ্যায় পড়ে বলল, 'চালিয়ে যাও ভাই। তোমার সফলতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে তোমার বড়ো আনন্দের দিন আসছে, কমরেড পাভেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কর্মিদলের মধ্যে তোমার ফিরে যাবার স্বপ্নটা শিগগিরই বাস্তব হয়ে উঠবে। আশা ছেড়ো না, ভাই।'

পাভেল যে এতোটা উদ্যমে ভরপুর হয়ে উঠেছে, সেটা দেখে এই প্রবীণ মানুষটি গভীর একটা তৃপ্তির সঙ্গে সেদিনকার মতো বিদায় নিল।

গালিয়া নিয়মিত আসে। অবিস্মরণীয় অতীতের ঘটনাগুলিকে পুনর্জীবিত করে তুলে তার পেন্সিল ছুটে চলে কাগজের বুকের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে, একসঙ্গে অনেকগুলো স্মৃতির ভিড়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে পাভেল যখন আপন চিন্তায় ডুবে যায়, তখন গালিয়া লক্ষ্য করে তার চোখের পাতার কাঁপুনি, আর সে চোখে তার মনের দ্রুত-চলমান চিন্তাগুলির প্রতিবিম্ব। তার এই চোখের স্বচ্ছ আর অম্লান তারাদুটি এতো প্রাণময় যে সেদিকে তাকিয়ে ওই চোখদুটি দৃষ্টিহীন বলে যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

সারাদিনের কাজের শেষে গালিয়া যা লিখেছে সেটা পড়ে শোনায় আর প্রখর একাগ্রতার সঙ্গে পাভেল তার ভুরু কুঁচকে শুনে যায়।

'ভুরু কুঁচকাচ্ছেন কেন, কমরেড করচাগিন? এই জায়গাটা তো বেশ ভালই লেখা হয়েছে, নাকি?'

'না, গালিয়া, খারাপ হয়েছে।'

যে-জায়গাগুলো অপছন্দ হয়, সেগুলো পাভেল নিজে আবার লেখে। ছক-কাটা কার্ডবোর্ডের সেই সরু ফাইলটা নিয়ে লিখতে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তখন মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটা। আর তারপরে, জীবন তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে বলে প্রচণ্ড রাগে পেন্সিলটা ভেঙে ফেলে, ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলে।

লেখার এই কাজটা যতোই শেষ হয়ে আসছে, ততোই তার সর্বদা-সজাগ ইচ্ছাশক্তির প্রহরা ডিঙিয়ে মনের অবরুদ্ধ আবেগগুলি বেশি বেশি করে আত্মপ্রকাশ করছে। এই নিষিদ্ধ আবেগগুলি হচ্ছে বিষণ্ণতা আর ওই ধরনের আরও কতকগুলি উষ্ণ আর কোমল সহজ মানবিক অনুভূতি—যে-অনুভূতি প্রকাশে পাভেল ছাড়া আর প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। কিন্তু সে জানে—এই আবেগগুলির কোন একটাকেও যদি সে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে, তাহলে পরিণামটা হয়ে দাঁড়াবে মর্মান্তিক।

তাইয়া অনেক রাত্রে কারখানা থেকে বাড়ি ফিরে মারিয়া ইয়াকোভ্লেভনার সঙ্গে নিচু গলায় দু'-চারটে কথা বলে নিয়েই রাত্রের মতো শুয়ে পড়ে।

* * *

অবশেষে শেষ অধ্যায়টি লেখা হয়ে গেল। এর পরে কয়েকদিন ধরে গালিয়া পাভেলকে পুরো উপন্যাসটি পড়ে শোনাল।

আগামীকাল এই পাণ্ডুলিপিটা লেনিনগ্রাদে প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সাংস্কৃতিক বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি সেখানে বইটা মনোনীত হয়, তাহলে এটাকে প্রকাশভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে — আর, তারপরে...

কথাটা ভাবতেই তার হৃৎপিণ্ডটা উদ্বেগে ধক ধক করে উঠল। সবকিছু যদি ব্যবস্থামতো হয়ে যায়, তাহলে তার শুরু হবে নতুন জীবন — কয়েক বছরব্যাপী অবিশ্রান্ত আর ঊর্ধ্বশ্বাস পরিশ্রমের ফলে অর্জিত জীবন।

এই বইটির ভাগ্যের দ্বারাই পাভেলের নিজের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। পাণ্ডুলিপিটা যদি অমনোনীত হয়, তাহলে ওইখানেই তার শেষ। আর, যদি রচনাটা জায়গায় জায়গায় খারাপ হয়ে থাকে, যদি আরও কিছুদিন খাটলে দোষত্রুটিগুলোকে শুধরে দেওয়া যায়, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ফের উঠে-পড়ে লেগে যাবে।

তার মা পাণ্ডুলিপির ভারি পার্সেলটা নিয়ে গেল ডাক-ঘরে। শুরু হল উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার দিনগুলি। এর আগে পাভেল তার জীবনে আর কোনদিন একখানা চিঠি পাবার জন্য এমন যন্ত্রণাভরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে নি। সকালে ডাক-বিলির সময় থেকে বিকেলে ডাক-বিলির সময় পর্যন্ত সারাদিন ছটফট করে সে। কিন্তু লেনিনগ্রাদ থেকে কোন খবর আসে না।

প্রকাশকদের এই একটানা নীরবতা এতদিনে একটা অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে হতে শুরু হয়েছে। আসন্ন সর্বনাশের পূর্বানুভূতি দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। নিজের কাছে স্বীকার করল পাভেল যে যদি তার বইটা পুরোপুরি অমনোনীত হয়, তাহলে আর বাঁচবে না সে। এ আঘাত সে সইতে পারবে না। বেঁচে থাকার কোন হেতুই আর থাকবে না।

এই রকম হতাশার মুহূর্তগুলিতে তার মনে পড়ে যায় — দক্ষিণ ক্রিমিয়ার সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের বুকে সেই পার্কটার কথা, আর, বারবার সে ওই একই প্রশ্ন করে নিজেকে, 'লোহার এই ফাঁদটা কেটে বেরিয়ে আসার জন্যে, কর্মিদলের মধ্যে ফিরে আসার জন্যে, জীবনটাকে কাজে লাগাবার জন্যে তোমার পক্ষে যতোদূর চেষ্টা করা সম্ভব সেই সবই করেছ কি ?'

এবার তাকে উত্তর দিতে হল, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, সব রকম চেষ্টাই করে দেখেছি আমি !'

শেষ পর্যন্ত, এই অপেক্ষা করে থাকার যন্ত্রণাটা যখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন একদিন তার মা ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল। ছেলের চেয়ে মা বড়ো কম উদ্বেগ ভোগ করে নি। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল মা, 'লেনিনগ্রাদ থেকে খবর এসেছে!'

প্রাদেশিক কমিটির একটা টেলিগ্রাম। ফরমটার ওপরে লেখা সংক্ষিপ্ত একটা বার্তা: 'উপন্যাস সর্বান্তঃকরণে অনুমোদিত। প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিজয়-সাফল্যের জন্য অভিনন্দন।'

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল পাভেলের। তার এতোদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে! লোহার ফাঁদটাকে চুরমার করে দেওয়া গেছে। এবারে একটা নতুন অস্ত্র-হাতে সে ফিরে এসেছে সংগ্রামী কর্মিদলের মধ্যে আর জীবনের মাঝে।

১৯৩০—১৯৩৪
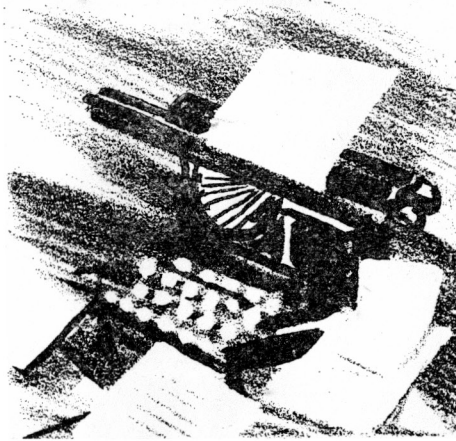
পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
বাড়ি নম্বর ৩৩, সী — ১৪
তাশখন্দ ৭০০০১১
সোভিয়েত ইউনিয়ন

"Raduga" Publishers
House No. 33, C-14
Tashkent — 700011
Soviet Union

'জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এই জীবন সে পায় মাত্র একটি বার। তাই, এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করার যন্ত্রণাভরা অনুশোচনায় ভুগতে না হয়, যাতে বিগত জীবনের গ্লানিভরা হীনতার লজ্জার দগ্ধানি সইতে না হয়; এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ বলতে পারে: আমার সমগ্র জীবন, সমগ্র শক্তি আমি ব্যয় করেছি এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো আদর্শের জন্যে — মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে।'

'ইস্পাত' উপন্যাসে —
নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি

উপন্যাসখানি অনূদিত হয়েছে ৪৮টা ভাষায়, প্রকাশিত হয়েছে ৪২টা দেশে। সোভিয়েত ইউনিয়নেই উপন্যাসখানি ৪৯৫টা সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে, আর বিক্রি হয়েছে এক-কোটি পঞ্চাশ লক্ষখানা।

'মঙ্গলগ্রহে যাবার সময়ে সঙ্গে নিতে চাও কী?' — এই প্রশ্ন তুলে নওজোয়ান পত্রিকা 'কমসমোলস্কায়া প্রাভ্দা' মত-ভোট চাইলে পাঠকেরা যেসব উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছিল সেগুলির মধ্যে পয়লা নম্বরে ছিল নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির 'ইস্পাত'।

'রাদুগা' প্রকাশন · তাশখন্দ

I S B N 5-05-000723-2
I S B N 5-05-000725-9